রহস্য রোমাঞ্চ উপন্যাস

আলেক্সেই তলস্তয়

গারিনের মারণরশ্মি

Алексей ТОЛСТОЙ

ГИПЕРБОЛОИД ИНЖЕНЕРА ГАРИНА

ИЗДАТЕЛЬСТВО
«РАДУГА»
МОСКВА

আলেক্সেই তলস্তয়

গারিনের মারণরশ্মি

'রাদুগা' প্রকাশন
মস্কো

মূল রুশ থেকে অনুবাদ: অরুণ সোম

Алексей Толстой
Гиперболоид инженера Гарина
На языке бенгали

Alexei Tolstoi
The Garin Death Ray
In Bengali

স্কুলের বড় বয়সী ছেলেমেয়েদের জন্য

© বাংলা অনুবাদ · অঙ্গসজ্জা · মুখবন্ধ
'রাদুগা' প্রকাশন · মস্কো · ১৯৮৮

সোভিয়েত ইউনিয়নে মুদ্রিত

Т $\frac{4803010102-585}{031(01)-88}$ 108—88

ISBN 5-05-001769-6

তামসিকতার রশ্মি

কোন কোন কথাশিল্পী আছেন যাঁদের নাম সোভিয়েত সাহিত্য ও সমগ্র সোভিয়েত জনগণের গর্বের বস্তু। তাঁদের মধ্যে অপূর্ব লেখক আলেক্সেই তলস্তয়ের উল্লেখ করতে হয়। জন্মভূমি, রাশিয়া, রুশ ইতিহাস — এই ছিল তাঁর রচনার মুখ্য বিষয়। 'অগ্নিপরীক্ষা' নামে যে এপিক উপন্যাস তিনি রচনা করেন, তার বিষয়বস্তু বিপ্লবের অব্যবহিত পরবর্তী রাশিয়া। তাঁর মহাপ্রতিভা অতীতের প্রাণ সঞ্চার করে, উপন্যাসের নায়ক-নায়িকাদের এতদূর অনুভবযোগ্য করে তোলে যে তারা অস্তিত্বময় ও সক্রিয় রূপ ধারণ ক'রে পাঠকের সঙ্গে একাত্ম হয়ে পড়ে, সমাপ্তিতে আমাদের আপনজন হয়ে দাঁড়ায়। এমনই চরিত্র ছিল কাতিয়া ও দাশা নামে দুই মনোহারিণী রুশ নারী, নতুন জীবনে নিজেদের স্থান করে নিতে গিয়ে যাদের যেতে হয়েছিল বিপ্লবোত্তর অগ্নিপরীক্ষার মধ্য দিয়ে। এমনই হল তাঁর উপন্যাসের সমস্ত বীর-চরিত্র — সর্বোপরি রুশ অফিসার ইভান তেলেগিন, বিপ্লবের অগ্রসৈনিকদের পাশাপাশি দাঁড়িয়ে যুদ্ধ করতে যে এতটুকু দ্বিধাগ্রস্ত হয় নি।...

আলেক্সেই তলস্তয় যখন পাঠককে পশ্চাৎপদ পুরাতন রাশিয়ার সেই দূর সন্ধিক্ষণে — প্রথম পিওত্রের যুগে নিয়ে যান তখনও তাঁর উপন্যাসের পাতায় পাতায় বর্ণিত ঘটনায় সেই একই তথ্যনিষ্ঠা ও বিশ্বাসযোগ্যতা লক্ষ করা যায়। উপন্যাসের পাতা থেকে তাঁর বিপুল মূর্তি ধারণ ক'রে সর্বাঙ্গীন রূপে উঠে

আসেন জার প্রথম পিওত্র — একাধারে জার, ছুতোর ও সমুদ্র পর্যটক, যিনি স্বভাবে দরাজ ও পরস্পরবিরোধী, রাশিয়ার পুনর্গঠন কর্মে যাঁর প্রয়াসের কোন সীমা-পরিসীমা ছিল না।

আলেক্সেই তল্স্তয় বাস্তবধর্মী গদ্যের এক উল্লেখযোগ্য শিল্পী। তাঁর রচনাবলী সোভিয়েত ধ্রুপদী সাহিত্যের পর্যায়ে পড়ে।

কিন্তু বাস্তবধর্মী লেখকের কাছ থেকে যা অপ্রত্যাশিত সে রকম রচনাও তিনি লিখেছেন।

বিশের দশকে তিনি 'আএলিতা' নামে একটি কল্প-উপন্যাস লেখেন। মঙ্গলগ্রহের যে সুন্দরী কন্যা পৃথিবীর মানুষকে ভালোবেসেছিল সেই আএলিতার, তার পরম অনুরাগের রোমাণ্টিক কাব্য লেখকের এই আখ্যান। এতটুকু ইতস্তত না করে সে তার নায়ক রুশ ইঞ্জিনীয়র লোস্‌কে অনুসরণ করেছে। ঠিক সেই রকমই পিছু ফিরে না তাকিয়ে এতটুকু ইতস্তত না করে নিপীড়িত মঙ্গলগ্রহবাসীদের পক্ষ অবলম্বন করেছে পৃথিবীর আরেক দূত, লোস্‌-এর সহসংগ্রামী — লাল ফৌজী গুসেভ।

'আএলিতা' আজ থেকে ছয় দশক আগেকার লেখা। এই একই সময়ে আলেক্সেই তল্স্তয় তাঁর কল্প-উপন্যাস 'গারিনের মারণরশ্মি'ও লেখেন। উপন্যাসটি প্রথম প্রকাশিত হয় ১৯২৫-১৯২৭ সালে।

'আএলিতা' উপন্যাসে ধ্বনিত হয়েছে মানুষের প্রতি বিশ্বাসের, মানুষের বিপুল সম্ভাবনা ও তার ভবিষ্যৎ সিদ্ধির স্তোত্র। আবার মানুষের বুদ্ধির সাফল্য কেবল যে ভালো কাজেই নয় খারাপ কাজেও লাগানো যেতে পারে, মানুষের বিরুদ্ধে, মানবতার বিরুদ্ধেও প্রযুক্ত হতে পারে সেই নিয়ে তল্স্তয় চিন্তাভাবনা করেছেন তাঁর 'গারিনের মারণরশ্মি' উপন্যাসে।

এই উপন্যাস সম্পর্কে স্বয়ং আলেক্সেই তল্স্তয়ের সঙ্গে আলোচনার সৌভাগ্য আমার হয়েছিল। তিনি বলেছিলেন, শুধু উপন্যাসে উল্লেখিত সমস্ত ঘটনা বিশ্বাসযোগ্য বাস্তবিকতারূপে গৃহীত হয় বলেই নয়, ইঞ্জিনীয়র গারিনের আবিষ্কৃত মারণরশ্মি যে বাস্তবিকই পৃথিবীতে দেখা দিতে পারে (তল্স্তয় ইঞ্জিনীয়র

ছিলেন, যাকে তিনি 'ইঞ্জিনীয়ারিং' বলতেন সেই প্রযুক্তিবিদ্যার ওপর তাঁর শ্রদ্ধা ছিল, তাই রূপকথার উপকরণ বা অন্য কোন শর্তসাপেক্ষ প্রণালীর আশ্রয় গ্রহণ না করে তিনি বিশ্বাসযোগ্য উপায়ে লেখার চেষ্টা করেছেন) এই ধারণার জন্যও তিনি গর্ববোধ করেন।

উপন্যাসে ফ্যাসীবাদের অশুভ ভূমিকার যে পূর্বাভাস আছে আলেক্সেই তলস্তয় তাকে প্রধান বিষয় বলে গণ্য করতেন। বিশের দশকের গোড়ায় তিনি কিন্তু সত্যি সত্যিই মুসোলিনি হিটলার ও ফ্রাঙ্কোর মতো 'ফ্যুরেরদের' এবং পরবর্তীকালের দক্ষিণ আমেরিকার একনায়কদের আবির্ভাব অনুমান করতে পেরেছিলেন। তলস্তয় যে ফ্যাসীবাদের পূর্বাভাস পেয়েছিলেন তা অত্যাচারের ভয়াবহতায় ইউরোপকে কাঁপিয়ে তুলেছিল। সেখানে তার সম্পূর্ণ পরাভব ঘটলেও আজও রয়ে গেছে দক্ষিণ আমেরিকায়, বর্ণবিদ্বেষের আকারে পল্লবিত ও প্রস্ফুটিত হয়ে উঠেছে দক্ষিণ আফ্রিকায়।

একজন হঠকারি মানুষ নতুন ধরনের বিপুল শক্তিসম্পন্ন মারণাস্ত্র হাতে পেয়ে এবং নিজেকে এক 'শক্তিমান ব্যক্তিত্ব' বলে ধারণা করার পর কী ভাবে নিজের ইচ্ছা পৃথিবীর সকলের ওপর চাপিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করে সেই সম্পর্কে এই উপন্যাসে যে সাবধানবাণী আছে তা আজ দিব্যবাণী হয়ে বাজছে।

বলাই বাহুল্য, বর্তমানে পৃথিবীর সব কিছু তেমন নেই, মারণাস্ত্রও আজ অন্য ধরনের। তবে হ্যাঁ, প্রসঙ্গত বলা যেতে পারে তলস্তয় যেন এ ব্যাপারে অনেকখানি অনুমান করতে পেরেছিলেন। গারিনের পরাবৃত্ত-যন্ত্রের তাপরশ্মি যেন অনেক পরিমাণে আধুনিক বিজ্ঞানের তৈরি লেসার রশ্মির কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। কিন্তু লেসার আজ এক দশকেরও ওপরে হল শান্তির জন্য কাজ করছে, চিকিৎসাবিজ্ঞান থেকে শুরু করে ওয়েলডিং পর্যন্ত — জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে মানুষের সেবা করে আসছে। ভবিষ্যতেও তা মহাকাশে নক্ষত্রযুদ্ধের হাতিয়ারে পরিণত না হয়ে শান্তিপূর্ণ বিজ্ঞানের সেবা করে যাবে।

...এক কালে কোন কোন বিশেষজ্ঞ তলস্তয়কে বলেছিলেন যে ইঞ্জিনীয়র গারিনের রশ্মি যদি ফোকাস করা যেত এবং একটি

গুচ্ছে সংহত করা যেত তা সম্ভব হত কোন অধিবৃত্তমূলক যন্ত্রে — পরাবৃত্ত-যন্ত্রে নয়। আলেক্সেই তলস্তয় হেসে উত্তর দিয়েছিলেন যে তার বইয়ের অনুসরণে, এমনকি আঁকা ছবির সাহায্যেও 'মারণ রশ্মি' পাওয়া সম্ভব নয় এবং পরাবৃত্ত তাঁর দরকার হয়েছিল শিল্পসম্মত অতিশয়োক্তির প্রতীকস্বরূপ — যা উপন্যাসের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য।

উপন্যাসের একটি অংশ রাজনৈতিক ইস্তেহারের চরিত্র বহন করে। ধনকুবের রোলিংকে, বৃহৎ পুঁজির শক্তি এবং অর্থের দুনিয়ায় তার ক্ষমতাকে লেখক উজ্জ্বল ও তীক্ষ্ম অথচ সম্পূর্ণ বিশ্বাসযোগ্য ভঙ্গিতে উপস্থাপন করেছেন।

গারিনের হঠকারিতার পরিসমাপ্তি তার পতনে। লেখক তাঁর প্রতিভার গুণে, ভবিষ্যৎ দর্শনের ক্ষমতাবলে আমাদের সকলের মনে এই দৃঢ় বিশ্বাস সংক্রমণ করে দেন যে যারা লেসার রশ্মিকে 'তামসিকতার রশ্মি' হিশেবে কাছে লাগানোর চেষ্টা করবে এবং বিজ্ঞান থেকে ফায়দা উঠিয়ে আজকের দিনের যত রোলিং আর তাদের সহযোগীদের প্রভুত্ব পৃথিবীর ওপর চাপিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করবে তাদেরও ওই একই দশা ঘটবে।

আলেক্সান্দর কাজানৎসেভ

এক

এই মরশুমটাতে প্যারিসের ব্যবসায়ী মহল হোটেল 'ম্যাজেস্টিক'-এ মধ্যাহ্নভোজে সমবেত হয়েছে। এখানে ফরাসী ছাড়া আর সব জাতিরই নমুনা দেখতে পাওয়া যায়। খাবারের একেকটি পদের ফাঁকে ফাঁকে এখানে ব্যবসাসংক্রান্ত কথাবার্তা চলে, অর্কেস্ট্রার বাজনার তালে তালে, বোতলের ছিপি খোলার ফটাফট আওয়াজ আর মহিলাদের কলকণ্ঠের সঙ্গতক্রমে চুক্তি স্বাক্ষর করা হয়।

হোটেলের মহামূল্যবান গালিচা বিছানো জমকাল হল-ঘরে কাচের ঘূর্ণ্যমান দরজার কাছে গম্ভীর মুখে পায়চারী করছে এক দীর্ঘদেহী পুরুষ। মাথার চুল সাদা, পরিপাটী কামানো মুখটা উৎসাহে তেজে ভরপুর, দেখলে মনে হয় যেন ফ্রান্সের বীরত্বপূর্ণ অতীতের প্রতিমূর্তি। তার পরনে কালো রঙের ঢিলে ফ্রক-কোট, রেশমী মোজা, চকচকে বার্নিশ-করা চামড়ার জুতো, তাতে বকলস লাগানো, বুকে ঝুলছে রুপোর চেইন। এই লোকটি হোটেল 'ম্যাজেস্টিক'-এর প্রধান দ্বাররক্ষক, যে জয়েণ্টস্টক কোম্পানি এই হোটেল চালায় তার আত্মার মূর্তিমান প্রকাশ।

বাতগ্রস্ত হাতদুটো পিছনে জড় করে হাঁটতে হাঁটতে সে নেমে দাঁড়াল কাচের পার্টিশনটার সামনে। পার্টিশনের ওপাশে বড় বড় সবুজ টবে নানা রকমের ফুলগাছ আর পাতাবাহার গাছ শোভা পাচ্ছে, তারই মাঝখানে অতিথিদের খানাপিনা চলছে। এই মুহূর্তে লোকটাকে দেখে মনে হচ্ছে যেন জীববিজ্ঞানের একজন অধ্যাপক — একটা কাচের আধারের বাইরে থেকে গাছপালা ও কীটপতঙ্গের জীবনপ্রণালী নিয়ে গবেষণা করছেন।

মহিলারা সব দেখতে সুন্দর — একথা অস্বীকার করার উপায় নেই। বড়ই প্রলোভন জাগায় অল্পবয়সী মেয়েরা, তাদের যৌবনের লালিত্যে আর চোখের তারার দীপ্তিতে — অ্যাংলো-স্যাক্সন নীল, দক্ষিণ আমেরিকান ধরনের — রাতের মতো মিশকালো, ফরাসী ধরনের গাঢ় বেগনী। বয়স্কা মহিলারা যে সমস্ত প্রসাধন দ্রব্য ব্যবহার করেছে, অসাধারণত্বের গুণে সেগুলো তাদের ভাঁটা-পড়া সৌন্দর্যের ওপর মশলাদার চাটনির প্রলেপের মতো লাগছে।

বাস্তবিকই, এখানে মহিলাদের প্রসঙ্গে বলতে গেলে সবই ভালো, সব চমৎকার। কিন্তু পুরুষরা যারা রেস্তোরাঁয় বসে আছে তাদের সম্পর্কে প্রধান দ্বাররক্ষক হলফ করে সে কথা বলতে পারে না।

কোথা থেকে, কোন্ কাঁটাঝোপের ভেতর থেকে, যুদ্ধপরবর্তীকালে উঠে এসেছে এই থলথলে চর্বিওয়ালা, বেঁটেখাটো গড়নের ষণ্ডামার্ক লোকগুলো, যাদের লোমশ হাতের আঙুলগুলোতে আঙটি শোভা পাচ্ছে, যাদের টসটসে গাল সহজে ক্ষুরের বশ মানে না?

তারা চব্বিশ ঘণ্টা ধরে যত রকমের সম্ভব পানীয় বস্তু গলাধঃকরণে ব্যস্ত। তাদের লোমশ আঙুলগুলো ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে হাওয়ার ভেতর থেকে বার করে টাকা, টাকা আর টাকা।... ওদের বেশিরভাগই এসেছে আমেরিকা থেকে। সেই অভিশপ্ত দেশ যেখানে হাঁটতে গেলে সোনার রাশির মধ্যে হাঁটু পর্যন্ত পা ডুবে যায়, যেখানে মানুষ আমাদের এত সাধের এই পুরনো জগৎটাকে শস্তাদরে কিনে নেওয়ার জন্য উঠে পড়ে লেগেছে।

দুই

মেহগনি কাঠের প্যানেল দেওয়া লম্বা ছিমছাম গড়নের রোল্‌স রয়েস গাড়িটা নিঃশব্দে গড়াতে গড়াতে হোটেলের প্রবেশপথের কাছে এসে থামল। দ্বাররক্ষক দ্রুত পায়ে এগিয়ে এলো ঘূর্ণ্যমান দরজার কাছে, তার বুকের চেইনটা টুংটাং আওয়াজ তুলল।

প্রথম যে ভেতরে এসে ঢুকল সে মাঝারি গড়নের একজন লোক, ফেকাসে হলদে রঙের মুখ, কালো দাড়ি ছোট করে ছাঁটা, মাংসল নাক, নাসারন্ধ্রের দু'পাশে ফোলা। লোকটার গায়ে একটা বস্তা ধরনের লম্বা ওভারকোট, মাথার ধুচনি টুপিটা ভুরুর ওপর নামানো।

এদিকে হোটেলের প্রবেশপথের একটা থামের আড়াল থেকে একজন যুবক হুট করে বেরিয়ে এসে গাড়িটার মুখোমুখি হতে গাড়ির মালিকের সঙ্গিনী মহিলাটি তার সঙ্গে কথা বলতে শুরু করে দিল। গাড়ির মালিক থমকে দাঁড়িয়ে বিরক্তি ভরে সঙ্গিনীর অপেক্ষা করতে লাগল। মহিলা শেষকালে বিনীত ভঙ্গিতে তার দিকে তাকিয়ে মাথা নেড়ে ঘূর্ণ্যমান দরজা দিয়ে ভেতরে ঢুকল। এই সেই বিখ্যাত জোইয়া মোন্‌রোজ, প্যারিসের ডাকসাইটে সুন্দরী — ধূসর চোখ, তন্বী, দীর্ঘাঙ্গী; পরনে সাদা বনাতের পোশাক।

'আমরা কি লাঞ্চে বসব, রোলিং?' ধুচনি টুপি মাথায় লোকটিকে সে জিজ্ঞেস করল।

'না, লাঞ্চের আগে ওর সঙ্গে আমার কথা আছে।'

উত্তরের সুরটা চড়া হলেও জোইয়া মোন্‌রোজ এমনভাবে ঠোঁট উলটে হাসল যে মনে হল যেন নেহাৎই করুণাবশত এর জন্য সে তাকে ক্ষমা করে দিল। এই সময় গাড়ির সামনে দাঁড়িয়ে যে যুবকটি জোইয়া মোন্‌রোজের সঙ্গে কথা বলছিল সেও চট করে ভেতরে ঢুকে পড়ল। যুবকটির গায়ে জীর্ণ পুরনো রঙচটা ওভারকোট, হাতে ছড়ি আর নরম ফেল্‌ট-হ্যাট। তার মেচেতা পড়া মুখে উত্তেজনার ছাপ। কড়া, সরু গোঁফজোড়া মুখের সঙ্গে এমনই বেমানান যে মনে হয় বুঝি গঁদের আঠা দিয়ে লাগানো। যুবক সম্ভবত করমর্দনের জন্য ইচ্ছুক ছিল, কিন্তু রোলিং কোটের পকেট থেকে হাত বার না করেই আগের চেয়েও কর্কশ স্বরে তার সঙ্গে কথা বলল।

'আপনি পনেরো মিনিট দেরি করে ফেলেছেন সেমিওনভ।'

'উপায় ছিল না, আমি আটকে পড়ে গিয়েছিলাম। ...কিন্তু সে ত আমাদের নিজেদের কাজেই।... আমি খুবই দুঃখিত।... সব

ব্যবস্থা হয়ে গেছে।... ওরা রাজী।..., কালই ওয়ারশ যাত্রা করতে পারে।'

'যদি এইভাবে সারা হোটেল মাত করে চিল্লোন, আপনাকে হোটেল থেকে বার করে দেওয়া হবে,' ঘোলাটে চোখের দৃষ্টি যুবকের ওপর নিবদ্ধ করে রোলিং বলল। তার সেই দৃষ্টিতে ভালো কিছুর প্রতিশ্রুতি ছিল না।

'মাফ করবেন, আমি তাহলে ফিসফিসিয়ে বলব। ...ওয়ারশতে সব তৈরি হয়ে আছে — পাসপোর্ট, পোশাক পরিচ্ছদ, অস্ত্র ইত্যাদি যা যা দরকার সব তৈরি। এপ্রিলের প্রথম দিকে ওরা সীমান্ত পেরোবে।...'

'এখন আমি আর মাদ্‌মোয়াজেল মোন্‌রোজ লাঞ্চ করব,' রোলিং বলল। 'আপনি ওই ভদ্রলোকদের কাছে চলে যান, গিয়ে বলুন যে আজ চারটার একটু পরে আমি তাদের সঙ্গে দেখা করতে চাই। এই বলে ওদের সাবধান করে দেবেন যে ওরা যদি আমাকে নাকে দড়ি দিয়ে ঘোরানোর মতলবে থাকে তাহলে আমি ওদের পুলিশে ধরিয়ে দেব।...'

এই কথাবার্তা হয়েছিল ১৯২... সালের মে মাসের গোড়ায়।

তিন

লেনিনগ্রাদে ভোরবেলা ক্রেস্তোভ্‌কা নদীর ধারে, রোয়িং স্কুলের ঘাটের ভাসমান পাটাতনের কাছে দুই দাঁড়ের একটা নৌকো এসে ভিড়ল।

দু'জন লোক নৌকো থেকে উঠে এলো। জলের একেবারে কিনারায় তাদের কথাবার্তা হল — সংক্ষিপ্ত কথাবার্তা। কথা বলছিল কেবল একজন। তার কণ্ঠস্বর কর্কশ, কর্তৃত্বব্যঞ্জক। অন্যজন জলভরা গভীর কালো শান্ত নদীর দিকে চেয়ে রইল।

ক্রেস্তোভ্‌স্কি দ্বীপের নিবিড় অরণ্যের ওপাড়ে রাতের নীলিমার মধ্যে বসন্তের প্রভাত-আলোর বন্যা ছড়িয়ে পড়ছে।

এরপর ওরা দু'জন নৌকোর ওপর ঝুঁকে পড়ল, দেশলাইয়ের

আলোয় আলোকিত হয়ে উঠল তাদের মুখ। নৌকোর পাটাতনের নীচ থেকে তারা কতকগুলো পুঁটলি বার করল। যে-লোকটা চুপচাপ ছিল সে সেই পুঁটলিগুলো নিয়ে বনের ভেতরে অদৃশ্য হয়ে গেল। আর যে-লোকটা কথা বলছিল সে লাফ দিয়ে নৌকোয় উঠে বসল, পার থেকে নৌকোটা ঠেলে সরিয়ে দিয়ে দাঁড়ের আঙটায় ঘটাং ঘটাং আওয়াজ তুলে ঝপাঝপ দাঁড় ফেলতে লাগল। দাঁড়টানা লোকটার দেহরেখা প্রভাত সূর্যালোকিত জলভাগের ওপর দিয়ে গিয়ে ওপাড়ের ছায়ার মধ্যে মিলিয়ে গেল। ছোট্ট একটা ঢেউ আছড়ে পড়ল ঘাটের ভাসমান পাটাতনের গায়ে।

'স্পার্তাক' ক্রীড়াসমিতির বাইচের নৌকোর 'প্রথম দাঁড়ের মাঝি' তারাশ্কিন সেদিন ক্লাবের বোট হাউসে ডিউটিতে ছিল। তারাশ্কিন বয়সে তরুণ। এখন বসন্তকাল। তাই জীবনের চঞ্চলগতি মুহূর্তগুলোকে ঘুমিয়ে অপব্যয় না ক'রে দু'হাতে হাঁটু জড়িয়ে ধরে ঘাটের ভাসমান পাটাতনের ওপর ঘুমঘোর জলের ধারে ঝুঁকে সে বসে ছিল।

রাত্রির স্তব্ধতার মধ্যে তার ভাবনার বিষয় ছিল বৈ কি! সত্যিকারের জলের গন্ধ পর্যন্ত যাদের জানা ছিল না সেই মস্কোর লোকগুলো পর পর দু বছর জোড়া দাঁড়ের, চার দাঁড়ের এবং আটদাঁড়ের নৌকোবাইচে তাদের রোয়িং স্কুলকে হারিয়ে দিয়েছে। এর চেয়ে অপমানের আর কী হতে পারে!

কিন্তু যে লোক খেলোয়াড় সে জানে যে পরাজয় বিজয়ের পথ সূচনা করে। এটা একটা জিনিস, আর সেই সঙ্গে ভিজে কাঠ ও ঘাসপাতার ঝাঁঝালে গন্ধে ভরপুর বসন্তের সূর্যোদয়ের আশ্চর্য সৌন্দর্য তারাশ্কিনের মনে সম্ভবত এমন এক বল সঞ্চার করতে লাগল যা জুন মাসের বড় নৌকোবাইচের আগে তালিম নেওয়ার জন্য একান্ত দরকার।

ভাসমান পাটাতনের ওপর বসে বসে তারাশ্কিন দেখতে পেল দু'দাঁড়ের একটা নৌকো এসে ঘাটে ভিড়ল, তারপর চলে গেল ঘাট ছেড়ে। জীবনের বহু ঘটনাকে শান্তভাবে গ্রহণ করার একটা ক্ষমতা তারাশ্কিনের ছিল। কিন্তু এক্ষেত্রে একটা ব্যাপার তার কাছে বড় অদ্ভুত ঠেকল: যে দু'জন লোক নৌকো করে পারে এসে নেমেছিল

তারা হুবহু একরকম দেখতে, যেন একই নৌকোর দুটো দাঁড়। লম্বায় এক সমান, একই রকমের ঢিলে ওভারকোট গায়ে, দু'জনেরই মাথায় একই রকমের নরম পশমী টুপি — কপালের ওপর টেনে নামানো, একই রকমের ছুঁচলো দাড়ি।

কিন্তু সে যাক গে। এ নিয়ে তার মাথা ঘামানো সাজে না। হাজার হোক নিজের একজন প্রতিরূপ সঙ্গে নিয়ে এদেশে রাতবিরেতে জলে-ডাঙায় ঘুরে বেড়ানোর ওপর কোন বিধিনিষেধ নেই। তারাশ্কিন হয়ত ছুঁচলো দাড়িওয়ালা লোকদুটোর কথা ভুলেই যেত; কিন্তু সেই দিনই সকালে রোয়িং স্কুলের কাছাকাছি বার্চ-উপবনের মধ্যে তক্তা আর পেরেক এ'টে জানলা সীল-করা এক বিধ্বস্তপ্রায় বাগানবাড়িতে যে অদ্ভুত ঘটনা ঘটে গেল তার ফলে তা সম্ভব হল না।

চার

নদীর বুকের দ্বীপগুলোর ঝোপঝাড়ে ঢাকা মাথার ওপর গোলাপীরঙের প্রভাতী আলো ভেদ করে যখন সূর্য উঠল তখন তারাশ্কিন হাত-পায়ের পেশীর আড়িমুড়ি ভেঙে উঠে দাঁড়াল। ক্লাব-বাড়ির আঙিনা ঝাঁট দিতে হবে তাকে। ঘড়ির কাঁটা সবে পাঁচটা পেরিয়েছে। এমন সময় গেটে আওয়াজ উঠল। সাইকেলটা হাতে ধরে চালিয়ে নিয়ে ভিজে পথ ধরে এগিয়ে এলো ভাসিলি ভিতালিয়েভিচ শেল্গা।

শেল্গা একজন ভালো তালিম পাওয়া স্পোর্টসম্যান। হাল্কা পেশল দেহ, লম্বায় মাঝারি, সবল পুরুষ্টু ঘাড়, বেশ চটপটে, শান্ত ও হুঁশিয়ার ধরনের লোক। সে গোয়েন্দাবিভাগে চাকরী করে, খেলাধুলা চর্চা তার সাধারণ তালিমের একটা অঙ্গ।

'কী খবর তারাশ্কিন? সব ঠিক আছে?' সাইকেলটা বারান্দার গায়ে হেলান দিয়ে রাখতে রাখতে সে জিজ্ঞেস করল। 'এলাম একটু কাজে হাত লাগাতে।... ইস্ দেখ দেখি কী আবর্জনার স্তূপ জমেছে!'

সে তার ওপরের ফৌজী শার্টটা খুলে ফেলল, ভেতরের জামাটার আস্তিন গুটিয়ে ফেলতে তার একহারা শক্ত হাতের সবল মাংসপেশী বেরিয়ে পড়ল। ঘাটের ভাসমান পাটাতন মেরামত করার পর ক্লাব-বাড়ির আঙিনায় একগাদা কাঠের ছিলকে এবং আরও সব আবর্জনা স্তূপ হয়ে জমে ছিল। শেল্‌গা সেগুলো পরিষ্কার করার কাজে লেগে গেল।

তারাশ্‌কিন বলল, 'আজ কারখানা থেকে লোকজন আসছে — এক রাতের মধ্যে সমস্ত ঠিকঠাক করে ফেলতে হবে আমাদের। তাহলে আপনি কী বলেন ভাসিলি ভিতালিয়েভিচ, ছ'জনের বাইচখেলার দলে নাম লেখাবেন কি?'

'জানি না কী করব,' একটা আলকাতরার ড্রাম ঠেলে গড়িয়ে দিতে দিতে শেল্‌গা বলল। 'এক দিক থেকে দেখতে গেলে মস্কোর লোকগুলোকে হারানো দরকার, কিন্তু অন্য দিক থেকে আমার আশঙ্কা হচ্ছে নিয়মিত ট্রেনিং-এ আসতে পারব না।... আমাদের আবার একটা মজার কাজ এসে জুটেছে।'

'আবার কোন চোর-ডাকাতের ব্যাপার নাকি?'

'না ভাই, আরও ওপরে উঠতে হয় — এ একেবারে আন্তর্জাতিক পর্যায়ের দুষ্কর্ম।'

তারাশ্‌কিন বলল, 'বড় আফশোসের কথা। নইলে কিন্তু দিব্যি দাঁড় টানতে পারতেন আমাদের সঙ্গে।'

বেরিয়ে ভাসমান পাটাতনের ওপর এসে সারা নদীর বুকে জায়গায় জায়গায় রোদের আলোর টুকরোর খেলা দেখতে দেখতে শেল্‌গা তার হাতের ঝাঁটার লম্বা হাতলটা পাটাতনের ওপর ঠুকল, চাপা গলায় তারাশ্‌কিনকে ডাকল।

'এখানে আশেপাশের বাগানবাড়িগুলোতে যারা থাকে তাদের সকলকে ভালোমতো চেনেন?'

'কোন কোনটাতে শীতকালে কিছু কিছু ভবঘুরে লোকজন থাকে।'

'আচ্ছা মার্চের মাঝামাঝি ওগুলোর কোনটাতে কাউকে আসতে দেখেছেন?'

তারাশ্‌কিন চোখ কুঁচকে রোদঝলমল নদীর দিকে তাকাল, এক পায়ের নখ দিয়ে আরেক পা চুলকাল।

'ওই যে ওই ছোট্ট বনটায় তক্তা-পেরেক দিয়ে জানলা আঁটা বাগানবাড়িটা দেখছেন,' সে বলল। 'হপ্তা চারেক আগে, আমার মনে আছে, দেখি বাড়ির চিমনি থেকে ধোঁয়া উঠছে। আমরা তখন ভেবেছিলাম হয়ত রাস্তার কোন ছেলেপুলে নয়ত কোন চোর-ডাকাত ওখানে ডেরা বেঁধেছে।'

'ওই বাগানবাড়ি থেকে কাউকে বেরোতে দেখেছেন?'

'দাঁড়ান, দাঁড়ান ভাসিলি ভিতালিয়েভিচ। হ্যাঁ হ্যাঁ, নির্ঘাত ওই ওদেরই আজ আমি দেখেছি।'

এই বলে ভোরবেলায় নদীর পারে জলকাদার মধ্যে দুটো লোকের নৌকো ভিড়িয়ে নামার বৃত্তান্ত দিল সে।

শেল্‌গা শুনতে শুনতে 'আচ্ছা আচ্ছা' বলে মাথা নেড়ে চলল, তার তীক্ষ্ন চোখদুটো কুঁচকে দুটো সরু ফাটলের মতো হয়ে গেল।

'চলুন, বাগানবাড়িটা দেখিয়ে দেবেন,' এই বলে পেছনে বেল্‌টে ঝোলানো রিভলভারের খাপটা সে ছুঁল।

পাঁচ

অব্যবহৃত বার্চগাছের ছোট বনের ভেতরকার বাগানবাড়িটা একটা নির্জন পোড়ো বাড়ি বলেই মনে হয় — সামনের কাঠের বারান্দাটা পচে গেছে, জানলাগুলোর খড়খড়ির ওপরে বাইরে থেকে পেরেক ও তক্তা আঁটা। দেড়তলার ঘরের জানলার শার্সি ভাঙা, বাড়ির দেয়ালের আনাচে কানাচে, নর্দমার জলের পাইপের যতটুকু অবশিষ্ট আছে তার নীচের দিকে শেওলা জমেছে, জানলার ধারির নীচে বুনো শাকপাতা হয়ে আছে।

গাছপালার আড়াল থেকে বাড়িটা খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখার পর শেল্‌গা বলল, 'ঠিকই বলেছেন, ওখানে কেউ থাকে।' তারপর সন্তর্পণে বাড়ির পাশ দিয়ে ঘুরে গেল। 'আজ ওখানে কেউ

ছিল।... কিন্তু জানলা দিয়ে ঢোকার ছাই কী দরকার ছিল তাদের? তারাশ্‌কিন, এদিকে এসো দেখি একবার, এখানে কেমন কেমন যেন মনে হচ্ছে।'

ওরা দু'জনে চটপট সামনের বারান্দার দিকে এগিয়ে গেল। ওখানে পায়ের দাগ চোখে পড়ল। বারান্দার বাঁ দিকের জানলার খড়খড়ি একপাশে কাত হয়ে ঝুলে আছে, সদ্য ভাঙা। জানলা ভেতর দিকে হাঁ করে খোলা। জানলার নীচে ভিজে বালির ওপর আবার পায়ের চিহ্ন। চিহ্নগুলো বড় বড়, মনে হয় কোন ভারী চেহারার মানুষের পায়ের, অন্যগুলো তার চেয়ে ছোট, সরু সরু, পায়ের পাতার সামনের দিক ভেতরে গোটানো।

'বারান্দায় অন্য জুতোর ছাপ আছে দেখছি,' শেল্‌গা বলল।

জানলা দিয়ে ভেতরে উঁকি মেরে আস্তে করে শিস দিয়ে সে ডাকল, 'এই যে, বাড়িতে কে আছে? জানলা খোলা যে! কিছু চুরি-টুরি হয়ে যেতে পারে।'

কেউ কোন উত্তর দিল না। আধা অন্ধকার ঘরের ভেতর থেকে একটা কেমন যে গা-গোলানো মিষ্টি ধরনের গন্ধ এসে নাকে লাগল।

শেল্‌গা আরও জোরে ডাক দিল, জানলার ধারিতে উঠে পড়ল। তারপর রিভলভারটা কোমরের খাপ থেকে বার করে নিয়ে ঘরের ভেতরে আস্তে করে লাফিয়ে পড়ল। তারাশ্‌কিনও তাকে অনুসরণ করল।

প্রথম ঘরটা খালি। ভাঙা ইঁট সুরকি, দেয়ালের পলেস্তারা আর ছেঁড়াখোঁড়া খবরের কাগজের টুকরো পায়ের নীচে গড়াগড়ি যাচ্ছে। আধা খোলা একটা দরজা, তার ওপাশেই রান্নাঘর। রান্নাঘরের উনুনের ওপরে একটা মরচে-ধরা চিমনি-ঢাকনার নীচে, টেবিল আর টুলের ওপর কতকগুলো প্রাইমাস স্টোভ, চীনেমাটির কিছু মুচি, কাচের আর ধাতুর তৈরি বক-যন্ত্র, নানা রকমের বয়াম আর দস্তার কয়েকটা বাক্স দেখা গেল। একটা স্টোভ তখনও সোঁ সোঁ করে জ্বলছে, শেষ কেরোসিনটুকু নিঃশেষে জ্বালিয়ে দিচ্ছে।

শেল্‌গা আবার হাঁক দিল, 'এই যে, বাড়িতে কে আছে?' সে মাথা ঝাঁকাল, তারপর সন্তর্পণে পরের দরজাটা খুলল। ওপাশের

ঘরের জানলার খড়খড়ির ফাঁক দিয়ে সূর্যের কিরণ এসে পড়ে ঘরের আধা-অন্ধকারকে ফালা ফালা করে কেটে ফেলেছে।

'হুম্, পাওয়া গেছে!' শেল্গা বলল।

ঘরের অনেকখানি ভেতরে একটা লোহার খাটের ওপর পুরোদস্তুর পোশাক পরিচ্ছদ পরা একজন লোক উপুড় হয়ে শুয়ে আছে। তার হাতদুটো মাথার ওপরে তুলে খাটের লোহার রডের সঙ্গে বাঁধা। পাদুটো দড়ি দিয়ে বাঁধা। কোর্তা আর শার্টের বুকের কাছটা ফাড়া। মাথাটা অস্বাভাবিক ভঙ্গিতে পেছনে হেলানো, মুখের ছুঁচলো দাড়িটা উঁচিয়ে আছে।

'দেখ কী দশা করেছে!' নিহত লোকটার বুকের বাঁ দিকের বোঁটার নীচে আমূল বেঁধানো ছুরিটা নিরীক্ষণ করতে করতে শেল্গা বলল। 'যন্ত্রণা দিয়ে মেরেছে।... এই যে এই দেখুন।...'

'ভাসিলি ভিতালিয়েভিচ, এ সেই লোক, যে নৌকো করে এসেছিল। লোকটা ঘণ্টা দেড়েকের বেশি আগে খুন হয় নি।'

'আপনি এখানে পাহারায় থাকুন তারাশ্কিন, এখানকার কোন জিনিস ধরবেন না, কাউকে ঢুকতে দেবেন না এখানে, বুঝলেন কী বললাম?'

কয়েক মিনিট বাদে ক্লাব-বাড়ির টেলিফোন থেকে শেল্গাকে কথা বলতে দেখা গেল।

'স্টেশনে লোক পাঠান।... সমস্ত যাত্রীকে ভালোমতো পরীক্ষা করে দেখুন।... সবগুলো হোটেলে লোক পাঠান। যারা যারা সকাল ছ'টা থেকে আটটার মধ্যে হোটেলে ফিরেছিল তাদের সকলকে পরীক্ষা করে দেখা হোক। একজন গোয়েন্দা আর একটা কুকুর আমার চাই।'

ছয়

তদন্তের কুকুর আসতে যতক্ষণ সময় লাগল তার মধ্যে শেল্গা চিলেকোঠা থেকে শুরু করে বাগানবাড়িটা তন্ন তন্ন করে খুঁটিয়ে দেখার কাজ শুরু করে দিল।

সর্বত্র গড়াগড়ি যাচ্ছে নানা ধরনের আবর্জনা, ভাঙা কাচ, ওয়ালপেপারের ছেঁড়া টুকরো, টিনের খাবারদাবারের মরচে পড়া খালি কৌটো। জানলাগুলো মাকড়সার জালে ঢাকা, ঘরের কোনায় কোনায় নোনা ধরেছে, ছাতা পড়েছে। বাড়িটা সম্ভবত ১৯১৮ সাল থেকেই পরিত্যক্ত। রান্নাঘর আর যে ঘরে লোহার খাটটা আছে শুধু এই দুটো ঘরেই লোকজনের বসবাসের যা কিছু চিহ্ন পাওয়া গেল। কোথাও কোন স্বাচ্ছন্দ্যের এতটুকু চিহ্ন নেই, নিহত লোকটার পকেটে যে ফরাসী বানরুটি আর এক টুকরো ব্রেকফাস্ট সসেজ পাওয়া গিয়েছিল এ ছাড়া কোথাও খাবারের কোন অবশিষ্ট চোখে পড়ল না।

এখানে কেউ বসবাস করে না, এখানে কারা যেন কিছু একটা করতে আসে, এমন কোন কাজ করতে আসে যা গোপন রাখা দরকার। তদন্তের পর এই হল শেল্‌গার প্রথম সিদ্ধান্ত। রান্নাঘরটা পরীক্ষা করে বোঝা গেল এখানে কেউ কোন রাসায়নিক দ্রব্য নিয়ে কাজ করে। চিমনির ঢাকনার নীচে উনুনের ওপরে যেখানে নিঃসন্দেহে রাসায়নিক পরীক্ষা-নিরীক্ষা হত, সেখানে জমে থাকা ছাইয়ের গাদা অনুসন্ধান করে এবং কোনা-মোড়া কতকগুলো চটি বইয়ের পাতা উলটে প্যালটে দেখার পর সে দ্বিতীয় আরেকটি সিদ্ধান্তে এলো: নিহত ব্যক্তি মামুলী বাজী তৈরির চর্চা করত মাত্র।

এই সিদ্ধান্ত শেল্‌গাকে কানাগলিতে নিয়ে ফেলল। আরও একবার সে নিহত লোকটার গায়ের কাপড়চোপড় তল্লাসে করে দেখল — নতুন কিছুই পাওয়া গেল না। তখন সে সমস্যাটাকে অন্য এক দৃষ্টিকোণ থেকে দেখার চেষ্টা করতে লাগল।

জানলার কাছে যে পায়ের চিহ্ন ছিল তা দেখে মনে হয় হত্যাকারী একজন নয়, দু'জন এবং তারা জানলা টপকে ভেতরে ঢুকেছিল; অবশ্য সেক্ষেত্রে ঘরের ভেতরের লোকটির পক্ষে খড়খড়ি ভাঙার আওয়াজ শুনতে না পারার কোন কারণ না থাকায় তার কাছ থেকে বাধা পাওয়ার অনিবার্য ঝুঁকি নিয়েই তারা ভেতরে ঢোকে।

তাহলে দাঁড়াচ্ছে এই যে হত্যাকারীদের উদ্দেশ্য ছিল হয়

যেন-তেন প্রকারেণ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কিছু হাতানো, নয়ত ঘরের ভেতরের লোকটির প্রাণ হরণ করা।

এর পরেও কথা আছে: যদি ধরে নেওয়া যায় ওরা লোকটাকে স্রেফ প্রাণে মারতেই চেয়েছিল তাহলে প্রথমত, কাজটা ওরা আরও সহজে হাসিল করতে পারত — যেমন, তার বাগানবাড়ি যাবার পথে ওত পেতে অপেক্ষা করলেই ত পারত। দ্বিতীয়ত খাটের ওপর নিহত লোকটির পড়ে থাকার ভঙ্গি দেখে মনে হয় সঙ্গে সঙ্গে তার ওপর ছুরি চালানো হয় নি, আগে তার ওপর নির্যাতন করা হয়েছিল। হত্যাকারীদের উদ্দেশ্য ছিল লোকটার কাছ থেকে এমন কোন তথ্য জানা যা সে বলতে চায় নি।

কী আদায় করার জন্য এই নির্যাতন? টাকাপয়সা? বাজীর মালমশলা নিয়ে কাজ করতে যে-লোকটা রাতবিরেতে পোড়ো বাড়িতে আসত, সে যে প্রচুর টাকা সঙ্গে বয়ে বেড়াবে এমন অনুমান করা শক্ত। খুব সম্ভব হত্যাকারীদের উদ্দেশ্য ছিল লোকটার নৈশ ক্রিয়াকলাপের সঙ্গে জড়িত কোন গোপন তথ্য জানা।

এইভাবে চিন্তাসূত্র ধরে শেল্‌গা নতুন করে রান্নাঘরে অনুসন্ধান চালাতে প্রবৃত্ত হল। দেয়ালের ধার থেকে কয়েকটা বাক্স সরিয়ে ফেলতে সেখানে সে তলকুঠুরিতে ঢোকার একটা চৌকো চোরা দরজা দেখতে পেল। ভাঁড়ারের জন্য রান্নাঘরের মেজের ঠিক নীচেই এধরনের তলকুঠুরি মফস্বলের বাগানবাড়িতে প্রায়ই বানানো হয়ে থাকে। পচনধরা কাঠের পিছল সিঁড়ি বয়ে শেল্‌গা সন্তর্পণে স্যাঁতসেঁতে তলকুঠুরির মধ্যে নেমে গেল, তারাশুকিন মোমবাতির একটা পোড়া টুকরো জেবলে উপুড় হয়ে শুয়ে পড়ে জায়গাটায় আলো ফেলতে লাগল।

'মোমবাতিটা নিয়ে এদিকে চলে আসুন দেখি!' অন্ধকারের ভেতর থেকে শেল্‌গা হাঁক দিল। 'এই বারে বোঝা গেল লোকটার আসল ল্যাবরেটরি কোথায় ছিল।'

বাড়ির নীচের সমস্ত জায়গাটা জুড়েই তলকুঠুরি। ইটের গাঁথুনি দেওয়া দেয়ালের কাছে লম্বা লম্বা পায়ার ওপর কাঠের তক্তা পেতে খাড়া করা হয়েছে কয়েকটা টেবিল। সেখানে গ্যাসের সিলিন্ডার, একটা ছোট ইঞ্জিন আর ডায়নামো, তড়িদ্‌বিশ্লেষণের

জন্য সচরাচর ব্যবহার করা হয় এই ধরনের কতকগুলো কাচের আধার, মিস্ত্রীর যন্ত্রপাতি, আর সর্বত্র, সবগুলো টেবিলের ওপর ছাইয়ের ছোট ছোট গাদা।

'এখানে তাহলে এই নিয়ে কাজ করত লোকটা,' তলকুঠুরির দেয়ালের গায়ে হেলান দিয়ে রাখা কিছু মোটা মোটা কড়িকাঠ আর লোহার চাদর পরীক্ষা করতে করতে অনেকটা ভেবাচেকা খেয়ে শেল্‌গা বলল। চাদর আর কড়িকাঠগুলো আবার বহু জায়গায় তুরপুন দিয়ে ছে'দা করা, কতকগুলো অর্ধেক করে কাটা। তুরপুন দিয়ে ছে'দা করা ও কাটা জায়গাগুলো দেখে মনে হয় যেন আগুনে ছ্যাঁকা খেয়েছে, গলে গেছে।

এক কোনায় দাঁড় করানো ওক কাঠের একটা তক্তার গায়ে এ ধরনের ছে'দাগুলোর একেকটার ব্যাস এক মিলিমিটারেরও কম — যেন ছু'চ ফোটানো হয়েছে। তক্তাটার মাঝখানে বড় বড় অক্ষরে নাম লেখা: 'পি. পি. গারিন'। শেল্‌গা তক্তাটা উলটে দেখল — উল্‌টো দিকেও ওই একই অক্ষর, শুধু উলটো ভাবে; কোন এক অজ্ঞেয় উপায়ে লেখাটা তিন ইঞ্চি পুরু তক্তায় ছ্যাঁকা দিয়ে ওপাশে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে।

'ধুত্তোর ছাই।' শেল্‌গা বলল। 'না, না, এই পি. পি. গারিন এখানে বাজীর মালমশলা নিয়ে কাজ করত এ হতেই পারে না!'

কোন এক ধূসর পদার্থ চাপ দিয়ে তৈরি, আধ ইঞ্চিখানেক একটা ভিতের ওপর ইঞ্চি দেড়েক উ'চু একটা ছোট্ট পিরামিড দেখতে পেয়ে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে তারাশ্‌কিন জিজ্ঞেস করল, 'ভাসিলি ভিতালিয়েভিচ, এটা কী?'

'কোথায় পেলেন?'

'ওই ত ওখানে, পুরো একটা বাক্স বোঝাই।'

পিরামিডটা ঘুরিয়ে ফিরিয়ে শু'কে দেখল শেল্‌গা, তারপর টেবিলের কিনারায় রেখে একপাশ থেকে একটা জ্বলন্ত দেশলাইয়ের কাঠি তার গায়ে ঢুকিয়ে দিয়ে দূরের একটা কোনায় সরে গেল। দেশলাইয়ের কাঠিটা নিঃশেষে পুড়ে গেল, পিরামিডটা একটা চোখ ধাঁধানো নীলচে সাদা আলোর ঝলক তুলে ফস করে জ্বলে

উঠল। পাঁচ মিনিট আর কয়েক সেকেণ্ড ধরে জ্বলল, এতটুকু ধোঁয়া উঠল, প্রায় কোন গন্ধই পাওয়া গেল না।

'ভবিষ্যতে এরকম পরীক্ষা চালানো সমীচীন হবে না,' শেল্‌গা বলল, 'পিরামিডটা গ্যাসের মোমবাতিও হতে পারত। সেক্ষেত্রে এই তলকুঠুরি থেকে আমাদের আর বেরোতে হত না। খুব ভালো কথা, কী জানতে পারলাম আমরা তাহলে? একবার ভেবেই দেখা যাক না, কী স্থির করা যেতে পারে: প্রথমত, কোন প্রতিহিংসা চরিতার্থ করা বা ডাকাতি করা এই হত্যাকাণ্ডের উদ্দেশ্য নয়। দ্বিতীয়ত, নিহত ব্যক্তির নাম আমরা জানতে পারলাম — পি. পি. গারিন। আপাতত এর বেশি কিছু নয়। আপনি হয়ত আপত্তি তুলতে চান তারাশ্‌কিন, বলতে চান নৌকোয় করে যে লোকটা চলে গেছে সে-ই গারিন। আমার কিন্তু তা মনে হয় না। তক্তার ওপর নাম লিখেছে গারিন নিজে। মনস্তত্ত্বের বিচারে এটা পরিষ্কার। ধরুন না কেন, আমি যদি কখনও এরকম কোন অপূর্ব জিনিস আবিষ্কার করতাম তাহলে পরম পুলকিত হয়ে নির্ঘাত আমার নিজের নামই লিখতাম — আপনার বা অন্য কারও নাম নিশ্চয়ই নয়। আমরা জানি যে নিহত ব্যক্তি ল্যাবরেটরিতে কাজ করত; তার মানে আবিষ্কারক সে-ই, অর্থাৎ গারিন।'

শেল্‌গা ও তারাশ্‌কিন তলকুঠুরি থেকে বেরিয়ে সিগারেট ধরিয়ে বারান্দায় বসে রোদ পোহাতে পোহাতে গোয়েন্দা আর কুকুরের জন্য অপেক্ষা করতে লাগল।

সাত

জেনারেল পোস্টাপিসের যে সমস্ত কাউণ্টারে বিদেশী টেলিগ্রাম নেওয়া হয় তারই একটার ফোকরের ভেতর দিয়ে একটা পুরুষ্টু লালচে হাত গলে গিয়ে ঝুলে রইল, হাতে ধরা টেলিগ্রাম-ফর্মটা কাঁপতে লাগল।

টেলিগ্রাফ-কর্মীটি কয়েক সেকেণ্ড সেই হাতটার দিকে চেয়ে

রইল। শেষ কালে বুঝতে পারল গোলমালটা কোথায়: তাই বল, একটা আঙুল নেই! — কড়ে আঙুলটা নেই। তারপর সে ফর্মের বয়ানটা পড়তে লাগল।

> 'সেমিওনভ, মার্শাল্‌কোভ্‌স্কায়া, ওয়ারশ। আজ্ঞা অর্ধেক প্রতিপালিত। ইঞ্জিনীয়র চলে গেছে। দলিলপত্র পাওয়া সম্ভব হয় নি। পরবর্তী নির্দেশের অপেক্ষা। স্তাস্‌।'

টেলিগ্রাফ-কর্মীটি 'ওয়ারশ' শব্দটার তলায় লাল পেন্সিলের একটা দাগ দিল। উঠে কাউণ্টারের ফোকরটা আড়াল করে গ্রিলের ভেতর দিয়ে উঁকি মেরে টেলিগ্রাম-প্রেরককে দেখতে লাগল। বিশাল চেহারার লোক, মাঝারী বয়স, মুখে একটা থমথমে ভাব, হল্‌দে ছাইরঙা মুখের চামড়া, হলুদরঙের ঝোলা গোঁফজোড়ায় ঢাকা পড়ে গেছে মুখবিবর। চোখের ফোলা ফোলা পাতার সরু ফাঁকের মধ্যে চোখজোড়া লুকিয়ে আছে। কামানো মাথা। মাথায় খয়েরী রঙের মখমলী টুপি।

'কী ব্যাপার?' লোকটা কর্কশস্বরে জিজ্ঞেস করল। 'টেলিগ্রামটা নিচ্ছেন না যে?'

'টেলিগ্রামটা কোডে লেখা,' টেলিগ্রাফ-কর্মীটি বলল।

'কোড মানে? কী বলতে চান? আজেবাজে কথা বলবেন না। এটা একটা ব্যবসা-বাণিজ্যসংক্রান্ত টেলিগ্রাম, আপনি নিতে বাধ্য। আমি আমার প্রমাণপত্র দেখাব। আমি পোল্যান্ডের কন্সুলেটের লোক। এতটুকু দেরি হলে এর জন্য জবাবদিহি করতে হবে আপনাকে।'

চার আঙুলওয়ালা লোকটা ক্ষেপে গেল, তার গালের মাংসপেশী কাঁপতে লাগল। কথা ত নয়, কুকুরের গর্জন। কিন্তু কাউণ্টারের ওপর পড়ে থাকা হাতটা তখনও উদ্বেগে-উৎকণ্ঠায় কাঁপছে।

টেলিগ্রাফ-কর্মী বলল, 'দেখুন মশাই, আপনি হলফ করে বলছেন বটে যে আপনার টেলিগ্রামটা ব্যবসা-বাণিজ্যসংক্রান্ত, কিন্তু

আমিও হলফ করে বলতে পারি যে এটা রাজনৈতিক, কোডে লেখা।'

টেলিগ্রাফ-কর্মী বাঁকা হাসি হাসল। হলদেটে ভদ্রলোকটি এবারে রীতিমতো খাপ্পা হয়ে উঠল, গলা চড়াল। কিন্তু সে দেখতে পেল না কোন ফাঁকে এক মহিলা-কর্মী টেলিগ্রামটি উঠিয়ে নিয়ে চলে গেছে একটা টেবিলের কাছে, যেখানে বসে বসে ভাসিলি ভিতালিয়েভিচ শেল্‌গা সেদিনের পাঠানো সমস্ত টেলিগ্রাম পরীক্ষা করে দেখছিল।

টেলিগ্রামের ফর্মের ওপর 'মার্শালকোভ্‌স্কায়া। ওয়ারশ' লেখাটি দেখতে পেয়ে কাউণ্টারের ওধারের পার্টিশন থেকে সে হল-ঘরে বেরিয়ে এলো, ক্রুদ্ধ টেলিগ্রাম-প্রেরকের পেছনে দাঁড়িয়ে পড়ে টেলিগ্রাফ-কর্মীকে ইশারা করল। টেলিগ্রাফ-কর্মী পোল্‌দের 'বাবু রাজনীতি'* নিয়ে কটুকাটব্য করতে করতে রসিদ লিখতে বসল। পোল ভদ্রলোকটি রাগে ঘন ঘন নিঃশ্বাস ফেলতে লাগল, দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে উসখুস করতে থাকায় তার পায়ের পেটেণ্ট চামড়ার জুতো মসমস আওয়াজ করতে লাগল। শেল্‌গা বেশ মনোযোগ দিয়ে তার বড় বড় পাদুটো দেখল। বাইরের দরজার কাছে সরে গিয়ে সেখানে যে গোয়েন্দাটি ডিউটিতে ছিল তাকে মাথার ইশারায় পোল্‌টিকে দেখিয়ে দিল:

'পিছু নিন।'

গতকালের অনুসন্ধানে তল্লাসী-কুকুর তাদের বার্চ-বনের ভেতরকার বাগানবাড়ি থেকে ক্রেস্তোভ্‌কা নদীর দিকে নিয়ে যায়। সেখানেই সূত্র ছিন্ন হয়ে যায়। স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছে হত্যাকারীরা এই জায়গায় এসে নৌকোয় চেপে বসে। গতকাল নতুন আর কোন তথ্য পাওয়া যায় নি। দেখেশুনে মনে হয় অপরাধীরা লেনিনগ্রাদে বেশ ভালোভাবে গা ঢাকা দিয়ে আছে। টেলিগ্রামগুলো তন্ন তন্ন

---

* পোল্‌দের 'বাবু রাজনীতি': প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর এবং অক্টোবর বিপ্লবের পর পোল্যাণ্ডকে স্বাধীনতা দেওয়া হলে পোল্যাণ্ড রাষ্ট্রের উদ্ভব ঘটে। পোল্যাণ্ডের শাসকশ্রেণীর রাজনীতি — 'বাবু রাজনীতি' পোল্যাণ্ডের মেহনতী জনসাধারণের স্বার্থবিরোধী এবং নবীন সোভিয়েত রাষ্ট্রের প্রতি শত্রুভাবাপন্ন ছিল।

করে দেখেও কিছু পাওয়া যায় নি। শুধু এই শেষ টেলিগ্রামটা — ওয়ারশ'র কোন এক সেমিওনভের কাছে লেখা টেলিগ্রামটা সম্ভবত খানিকটা আগ্রহ জাগানোর মতো।

টেলিগ্রাফ-কর্মী পোল্‌কে রসিদ দিতে সে খুচরোর জন্য ভেস্টের পকেট হাতড়াতে লাগল। এই সময় টেলিগ্রামের ফর্ম হাতে গাঢ় রঙের চোখ, ছুঁচলো দাড়ি সুন্দর চেহারার একজন লোক দ্রুত পায়ে কাউণ্টারের দিকে এগিয়ে এলো। বদমেজাজী পোল্‌টার বিশাল ভুঁড়ির দিকে একটা শান্ত বিরূপ দৃষ্টিতে তাকাতে তাকাতে অপেক্ষা করতে লাগল কখন জায়গা খালি হয়।

এরপর শেল্‌গা দেখতে পেল ছুঁচালো দাড়িওয়ালা লোকটা হঠাৎ গোটা শরীর টান টান করে দাঁড়াল। পোল্‌টার চারটে আঙুলের দিকে নজর পড়তেই সে তার মুখের দিকে দৃষ্টিপাত করল।

দু'জনের চোখে চোখ মিলল। পোলের চোয়াল ঝুলে পড়ল। চোখের ফোলা ফোলা পাতাগুলো বিস্ফারিত হয়ে খুলে গেল। তার ঘোলা চোখে ফুটে উঠল আতঙ্ক। একটা দানবাকার বহুরূপীর মতো তার মুখের রঙ পালটে গেল — সীসের রঙ ধারণ করল।

আর ঠিক তখনই শেল্‌গা বুঝতে পারল — চিনতে পারল পোলের পাশে দাঁড়িয়ে থাকা ছুঁচলো দাড়িওয়ালা লোকটাকে: ক্রেস্তোভ্‌স্কি দ্বীপের বার্চ উপবনের ভেতরকার বাগানবাড়িতে যে লোকটা খুন হয়েছিল এ যে তারই এক চেহারার লোক!...

পোল্‌টার মুখ দিয়ে অস্ফুট চিৎকারের মতো একটা ঘড়ঘড় আওয়াজ বেরিয়ে এলে। অবিশ্বাস্য রকমের দ্রুতগতিতে সে ধেয়ে গেল বাইরের দরজার দিকে। যে গোয়েন্দাটিকে ওখানে পাহারায় রাখা হয়েছিল তার ওপর শুধু নির্দেশ ছিল দূর থেকে অনুসরণ করার, তাই সে কোন বাধা না দিয়ে তাকে রাস্তায় বেরোতে দিল, নিজেও বেরিয়ে পড়ল তার পিছু পিছু।

নিহত ব্যক্তির প্রতিরূপটি কাউণ্টারের সামনে দাঁড়িয়ে রইল। গভীর কালো কিনারায় ঘেরা তার হিমকঠিন চোখের দৃষ্টিতে যা ফুটে উঠল তাকে আশ্চর্যের ভাব ছাড়া আর কিছুই বলা যায় না।

কিছু বুঝতে না পেরে সে কাঁধ ঝাঁকাল। পোল্‌টা চোখের আড়াল হয়ে যেতে টেলিগ্রাফ-কর্মীর হাতে সে ফর্মটা দিল।

> 'পোস্ট রেস্টান্ট। পোস্ট বক্স নং ৫৫৫, বাতিনোল বুল্‌ভার, প্যারিস। অবিলম্বে বিশ্লেষণ শুরু করুন। পদার্থের ধর্ম শতকরা পঞ্চাশ ভাগ বৃদ্ধি করুন। মে'র মাঝামাঝি প্রথম কিস্তি আশা করি। পি. পি.।

'টেলিগ্রামটা একটা বৈজ্ঞানিক গবেষণাসংক্রান্ত। আমার এক বন্ধু প্যারিসে এই নিয়ে কাজ করছে। ইনস্টিটিউট অফ ইনঅর্‌গ্যানিক কেমিস্ট্রি থেকে তাকে ওখানে পাঠানো হয়েছে,' টেলিগ্রাফ-কর্মীকে সে বলল। তারপর ধীরেসুস্থে পকেট থেকে সিগারেটের বাক্স বার করল, একটা সিগারেট বার করে বাক্সটার গায়ে ঠুকল, পরে সন্তর্পণে ধরাল।

শেল্‌গা ভদ্রভাবে তাকে বলল, 'আপনার সঙ্গে দুটো কথা ছিল।'

দাড়িওয়ালা লোকটা তার দিকে তাকাল, চোখের পাতা নামাল, তারপর অতি বিনীত ভঙ্গিতে বলল, 'বলুন।'

'আমি গোয়েন্দা বিভাগের এজেণ্ট,' কার্ডটা সামান্য খুলে দেখিয়ে শেল্‌গা বলল, 'কথাবার্তা বলার জন্যে আরেকটু সুবিধাজনক কোন জায়গা খুঁজে নিলে হত না? কী বলেন?'

'আপনি কি আমাকে অ্যারেস্ট করতে চান?'

'না, সেরকম কোন অভিপ্রায় আদৌ নেই। আমি আপনাকে হুঁশিয়ার করে দিতে চাই — ওই যে পোল্‌টি এখান থেকে ছুটে বেরিয়ে গেল, গতকাল ক্রেস্তোভ্‌স্কি দ্বীপে যেমন ইঞ্জিনীয়র গারিনকে খুন করেছিল, তেমনি আপনাকেও খুন করতে চায়।'

দাড়িওয়ালা লোকটি মুহূর্তের জন্য চিন্তাকুল হয়ে পড়ল। কিন্তু ভদ্রতা বা স্থৈর্য — কোনটাই সে হারাল না।

'ঠিক আছে,' সে বলল, 'চলুন, আমার হাতে এখনও মিনিট পনেরো সময় আছে।'

আট

জেনারেল পোস্টাপিসের কাছের রাস্তায় বেরিয়ে আসতেই পোস্টাপিসে যে গোয়েন্দাটির ডিউটি ছিল সে ছুটে এলো শেল্‌গার কাছে। উত্তেজনায় তার সারা মুখে লাল লাল ছোপ ফুটে উঠেছে।

'লোকটা চলে গেছে কমরেড শেল্‌গা।'

'আপনি ওকে ছেড়ে দিলেন কী বলে?'

'ওর গাড়ি অপেক্ষা করছিল কমরেড শেল্‌গা।'

'আপনার মোটর-বাইক কোথায় গেল?'

'ওই যে ওখানে পড়ে আছে,' পোস্টাপিসে ঢোকার হাত পঞ্চাশেক দূরে তার যে মোটর সাইকেলটা ছিল আঙুল দিয়ে সেদিকে দেখিয়ে সে বলল, 'লোকটা চট করে ছুরি বার করে একটা টায়ার ফাঁসিয়ে দিল। আমি হুইস্‌ল বাজাতে না বাজাতেই গাড়িতে উঠে হাওয়া।'

'গাড়ির নম্বর দেখেছেন?'

'না।'

'আমি আপনার নামে রিপোর্ট করব।'

'কিন্তু কী করে দেখব বলুন?.. ইচ্ছে করে কাদা মাখিয়ে রেখে দিয়েছে যে নাম্বার প্লেটে!'

'ঠিক আছে। অফিসে চলে যান। মিনিট কুড়ি বাদে আমি আসছি।'

দাড়িওয়ালা লোকটার পিছু ধরল শেল্‌গা। কিছুক্ষণ তারা নীরবে পাশাপাশি চলতে লাগল। ট্রেড-ইউনিয়ন বুলভারে মোড় নিল তারা।

'বাগানবাড়িতে যে ইঞ্জিনীয়র গারিন খুন হয়েছে তাঁর সঙ্গে আপনার চেহারার আশ্চর্য মিল।'

'আমাকে একাধিকবার এ কথা শুনতে হয়েছে। আমার নাম পিয়ান্‌কোভ-পিত্‌কেভিচ,' দাড়িওয়ালা লোকটি চটপট উত্তর দিল। গতকাল সন্ধের কাগজে গারিনের খুন হওয়ার খবর পড়লাম। কী সাঙ্ঘাতিক! তাঁকে আমি খুব ভালোমতো জানতাম। কাজের

লোক, চমৎকার কেমিস্ট। ক্রেস্তোভ্স্কিতে তাঁর ল্যাবরেটরিতে আমি প্রায়ই যেতাম। যুদ্ধ সংক্রান্ত রসায়নের ওপর গুরুত্বপূর্ণ আবিষ্কারের জন্য তৈরি হচ্ছিলেন তিনি। ধোঁয়ার মোমবাতি নামে বস্তু সম্পর্কে আপনার কোন ধারণা আছে কি?'

শেল্গা আড়চোখে তার দিকে তাকাল। প্রশ্নের কোন জবাব না দিয়ে পাল্টা প্রশ্ন করল তাকে।

'আচ্ছা আপনার কি মনে হয় গারিনের হত্যাকান্ড পোল্যান্ডের স্বার্থের সঙ্গে জড়িত?'

'না, আমার তা মনে হয় না। হত্যার কারণ আরও অনেক গভীর। গারিনের গবেষণাসংক্রান্ত সমাচার মার্কিন প্রেসের হাতে পড়েছিল। পোল্যান্ড সে সংবাদ পাচার করার ব্যাপারে মধ্যস্থ ছাড়া আর কিছু হতে পারে না।'

বুল্ভারে শেল্গা একটা জায়গায় বসার প্রস্তাব দিল। জায়গাটা নির্জন। শেল্গা তার ফোলিওব্যাগ থেকে রুশী ও বিদেশী খবরের কাগজের কতকগুলো কাটিং বার করে কোলের ওপর পেতে রাখল।

'আপনি বলছেন গারিন কেমিস্ট্রির ওপর কাজ করছিলেন এবং সে সম্পর্কে তথ্য-সমাচার বিদেশী প্রেসের কাছে ফাঁস হয়ে গিয়েছিল। এখানে কিছু কিছু জিনিস আপনার কথার সঙ্গে মেলে, কিন্তু কিছু কিছু জিনিস আমার কাছে তেমন স্পষ্ট নয়। এই যে এটা পড়ে দেখুন।'

> ...'জনৈক রুশ আবিষ্কর্তার গবেষণাকর্ম সম্পর্কে লেনিনগ্রাদ হইতে যে সংবাদ প্রেরিত হয় আমেরিকা তাহাতে বিশেষ আগ্রহ প্রকাশ করিয়াছে। অনুমান করা হয় যে তাঁহার উদ্ভাবিত যন্ত্রটি অদ্যাবধি পরিচিত যে কোনটি অপেক্ষা প্রবল ধ্বংসাত্মক শক্তির অধিকারী।'

খবরটা পড়ে পিত্কেভিচ মৃদু হাসল।

'আশ্চর্য!' সে বলল। 'জানি না।... এরকম খবর কখনও শুনি নি। না, এটা গারিন সম্পর্কে নয়।'

শেল্‌গা এবারে আরেকটি কাটিং এগিয়ে দিল।

> ...'মার্কিন নৌবাহিনী প্রশান্ত মহাসাগর-এলাকায় নিকট ভবিষ্যতে বিশাল বিশাল রণকৌশল প্রয়োগের যে উদ্যোগ গ্রহণ করিয়াছে সেই উপলক্ষে সামরিক মন্ত্রণালয়ের নিকট হইতে জানিতে চাওয়া হইয়াছে সোভিয়েত রাশিয়ায় বিপুল ধ্বংসাত্মক ক্ষমতাসম্পন্ন যে-সকল যন্ত্রপাতি নির্মিত হইতে চলিতেছে সে সম্পর্কে তাহারা অবগত আছে কি না।'

পিত্‌কেভিচ 'ননসেন্স' বলে কাঁধ ঝাঁকিয়ে আরেকটি কাটিং নিল শেল্‌গার হাত থেকে।

> ...'রসায়নশিল্পের অধিপতি, ধনকুবের রোলিং ইউরোপ যাত্রা করিয়াছেন। তাঁহার ইউরোপ যাত্রা কয়লাজাত আলকাতরা এবং লবণ ও লবণজাত দ্রব্য প্রসেসিং-এর কারখানাসমূহের ট্রাস্ট সংগঠনের সহিত সংশ্লিষ্ট। প্যারিসে এক সাক্ষাৎকারকালে রোলিং এই দৃঢ় আশা প্রকাশ করেন যে তাঁহার দানবীয় রাসায়নিক ব্যবসায়-প্রতিষ্ঠান বিপ্লবের শক্তি দ্বারা প্রকম্পিত প্রাচীন দুনিয়ার দেশগুলিতে শান্তি আনয়ন করিবে। বিশেষভাবে আক্রমণাত্মক বক্তব্য রোলিং প্রকাশ করেন সোভিয়েত রাশিয়া সম্পর্কে। জনশ্রুতি এই যে সেখানে দূর হইতে তাপশক্তি প্রেরণের উপর রহস্যজনক পরীক্ষা-নিরীক্ষা চলিতেছে।'

পিত্‌কেভিচ মনোযোগ দিয়ে পড়ল। তাকে বেশ চিন্তিত দেখাল। ভুরু কুঁচকে সে বলল, 'হ্যাঁ। গ্যারিনের হত্যাকাণ্ড কাগজের এই মন্তব্যের সঙ্গে কোনভাবে জড়িত হওয়া খুবই সম্ভব।'

'আপনি কি খেলাধুলোর চর্চা করেন?' শেল্‌গা হঠাৎ জিজ্ঞেস করল। পিত্‌কেভিচের হাতটা ধরে হাতের চেটো ওপর দিকে ঘুরিয়ে দিল সে। 'খেলাধুলোয় আমার দারুণ ঝোঁক।'

'আপনি দেখতে চান আমার হাতে দাঁড় টানার কড়া আছে কিনা, তাই না কমরেড শেল্‌গা?.. দেখতে পাচ্ছেন, দুটো কড়া, তাতে এটাই প্রমাণিত হচ্ছে যে দাঁড় টানতে আমি তেমন পটু নই, আর দু'দিন আগে একনাগাড়ে দেড় ঘণ্টা দাঁড় টানতে হয়েছিল আমাকে — আমি নৌকো করে গারিনকে ক্রেস্তোভ্‌স্কি দ্বীপে নিয়ে এসেছিলাম।... এই ব্যাখ্যায় আপনি সন্তুষ্ট?'

শেল্‌গা তার হাত ছেড়ে দিল। হাসল।

'আপনাকে বাহবা দিতে হয় কমরেড পিত্‌কেভিচ। আপনার সঙ্গে সত্যিকারের প্যাঁচ কষাকষি করে আরাম আছে।'

'সত্যিকারের প্যাঁচ কষাকষিতে আমি পিছ্‌পা নই।'

'আচ্ছা পিত্‌কেভিচ, সত্যি করে বলুন ত চার আঙুলওয়ালা এই পোল্‌টাকে আপনি আগে জানতেন?'

'আপনি জানতে চান লোকটার হাতে চারটে আঙুল দেখে আমি কেন অবাক হয়ে গিয়েছিলাম? আপনার পর্যবেক্ষণ শক্তি অসাধারণ, কমরেড শেল্‌গা।... হ্যাঁ আমি অবাক হয়ে গিয়েছিলাম, তার চেয়েও বেশি — ঘাবড়ে গিয়েছিলাম।'

'কেন?'

'কেন, সেটা আমি বলব না।'

শেল্‌গা ঠোঁট কামড়াল। নির্জন বুলভার বরাবর তাকিয়ে রইল সে।

পিত্‌কেভিচ বলে চলল, 'লোকটার শুধু হাতটাই যে বিকৃত তা নয়, তার বুকের ওপর তেরছাভাবে একটা বীভৎস কাটা দাগও আছে। উনিশ শ' উনিশ সালে গারিন তাকে ক্ষতবিক্ষত করে দিয়েছিল। লোকটার নাম স্তাস্ তিক্‌লিন্‌স্কি।...'

'তার মানে বলতে চান গারিন যে উপায়ে তিন ইঞ্চি পুরু তক্তা কেটেছিলেন সেই একই উপায়ে তাকেও ক্ষতবিক্ষত করেন?'

পিত্‌কেভিচ চট করে তার আলাপের সঙ্গীর দিকে মাথা ঘুরাল। তারা দু'জনে কিছুক্ষণ দু'জনার চোখের দিকে তাকিয়ে রইল: একজনের চোখের দৃষ্টি শান্ত, দুর্ভেদ্য, অন্যজনের খুশিভরা, অকপট।

'আপনি তাহলে আমাকে অ্যারেস্ট করবেন বলেই ঠিক করেছেন, তাই না কমরেড শেল্‌গা?'

'না।... এর জন্যে যথেষ্ট সময় আছে।'

'আপনি ঠিকই বলেছেন। আমি অনেক তথ্য জানি। কিন্তু বুঝতেই পারছেন, যা আমি প্রকাশ করতে চাই না, কোন রকম চাপ সৃষ্টি করে আমার কাছ থেকে তা বার করতে পারবেন না। আমি কোন অপরাধের সঙ্গে জড়িত নই, আপনি নিজেই জানেন। যদি চান, আসুন খোলাখুলি খেলায় নামা যাক। এই প্যাঁচ কষাকষির শর্ত হবে: ভালো রকম একটা প্যাঁচ খেয়ে কাত হওয়ার পর আমরা খোলাখুলি আলোচনায় নামব। এটা হবে এক হাত দাবা খেলার মতো। খেলার আইনে একে অন্যকে খুন করা চলবে না। প্রসঙ্গত একটা তথ্য বলে রাখি, এই যতক্ষণ আমরা কথাবার্তা বলছি এর মধ্যে প্রতিটি মুহূর্তে কিন্তু আপনার জীবন বিপন্ন। বিশ্বাস করুন, আমি ঠাট্টা করছি না। আপনার জায়গায় যদি স্তাস্‌তিক্‌লিন্‌স্কি বসে থাকত তাহলে আমি, এই ধরুন চারদিকে একবার ভালো করে তাকিয়ে দেখতাম — আশেপাশে কেউ কোথাও নেই দেখে ধীরেসুস্থে চলে যেতাম সিনেট স্কোয়ারের দিকে, আর তাকে আপনারা দেখতে পেতেন সারা গায়ে বীভৎস চাকা চাকা দাগ নিয়ে এই বেঞ্চের ওপর মরে কাঠ হয়ে পড়ে থাকতে। কিন্তু আবার বলছি, এই ভেল্‌কি আপনার ওপর প্রয়োগ করতে যাচ্ছি না। রাজি আছেন এক হাত খেলতে?'

'বেশ ত। রাজি আছি,' শেল্‌গা বলল। তার চোখদুটো চকচক করে উঠল। 'আমিই প্রথম চাল চালব, তাই ত?'

'বলাই বাহুল্য। আপনি যদি পোস্টাপিসে আমাকে না ধরতেন, আমি নিজে থেকে অবশ্যই এরকম খেলার কোন প্রস্তাব দিতাম না। আর চার আঙুলওয়ালা পোল্‌টার কথা যদি বলেন, আমি কথা দিচ্ছি, তাকে খুঁজে বার করার ব্যাপারে আপনাকে সাহায্য করব। তাকে যেখানেই দেখতে পাই না কেন, সঙ্গে সঙ্গে টেলিফোনে কিংবা টেলিগ্রাফে খবর পাঠাব।'

'বেশ। এবারে পিত্‌কেভিচ, আপনি যেটা দিয়ে আমাকে ভয় দেখাচ্ছেন সেই জিনিসটা কী, একবার দেখান দেখি।'

পিত্‌কেভিচ মৃদু হেসে মাথা নাড়ল। মনে মনে বলল, 'আপনি যা বলেন — আমরা যখন খোলাখুলি খেলতে নেমেছি!' পাশের পকেট থেকে সে সন্তর্পণে একটা চ্যাপ্‌টা বাক্স বার করল। তার ভেতরে এক আঙুল সমান পুরু একটা ধাতুর নল।

'এই হল সব। শুধু একটা ধারে একটু চাপ দিলেই হল — খুট করে ভেতরের কাচটা ভেঙে যাবে।'

নয়

গোয়েন্দাবিভাগের অফিসে ফিরে আসতে আসতে শেল্‌গা হঠাৎ এমনভাবে থমকে দাঁড়াল যেন টেলিগ্রাফের খুঁটির গায়ে ধাক্কা খেয়েছে। 'উঃ!' দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলল সে, ক্ষিপ্ত হয়ে মাটিতে পা ঠুকে মনে মনে বলল, 'উঃ কী ঝানু! পাকা অভিনেতা যাকে বলে!'

শেল্‌গার বুঝতে বাকি রইল না যে তাকে সত্যি সত্যি সম্পূর্ণ বোকা বানিয়ে দিয়েছে লোকটা। হত্যাকারীর এক হাত দূরত্বের মধ্যে সে দাঁড়িয়ে ছিল (এ বিষয়ে এখন আর তার কোন সন্দেহ নেই), অথচ তাকে গ্রেপ্তার করে নি। সে এমন একজন লোকের সঙ্গে কথা বলেছে যে এই হত্যাকাণ্ডের সমস্ত সূত্র জানে বলে মনে হয়, অথচ লোকটা চালাকি খাটিয়ে বস্তুত কিছুই না বলে পার পেয়ে গেল! এই পিয়ান্‌কোভ-পিত্‌কেভিচ কোন গোপন রহস্য জানে।... শেল্‌গা হঠাৎ উপলব্ধি করতে পারল রহস্যটা কোন রাষ্ট্রীয়, এমন কি আন্তর্জাতিক পর্যায়েরও গুরুত্ব বহন করতে পারে।... পিয়ান্‌কোভ-পিত্‌কেভিচের ল্যাজ সে চেপে ধরেছিল — কিন্তু ব্যাটা একটা প্যাঁচ খেলিয়ে বেরিয়ে গেল!

শেল্‌গা ছুটতে ছুটতে তিন তলায় তাদের অফিসঘরে এসে ঢুকল। টেবিলের ওপর পড়ে আছে খবরের কাগজে মোড়া একটা প্যাকেট। জানলার গভীর খোঁড়লের মধ্যে বসে আছে আলকাতরার পালিশ দেওয়া ভারী হাইবুট পায়ে মোটাসোটা গোবেচারী চেহারার একজন লোক। লোকটা মাথার টুপি পেটের কাছে ধরে নীচু হয়ে নমস্কার জানাল শেল্‌গাকে।

'বাবিচেভ আমার নাম, হাউসিং এস্টেটের ম্যানেজার,' কথাগুলো বলার সঙ্গে সঙ্গে ভক ভক করে চোলাই মদের গন্ধ বেরোতে লাগল লোকটার মুখ থেকে, 'পুশ্‌কার্‌স্কায়া স্ট্রীটের চব্বিশ নম্বর বাড়ি, কো-অপারেটিভ বাড়ি থেকে।'

'আপনিই কি এই প্যাকেটটা এনেছেন?'

'হ্যাঁ আমিই। তেরো নম্বর ফ্ল্যাট থেকে।... এটা মেইন বিল্‌ডিং-এ নয়, তার লাগোয়া দালানে। ফ্ল্যাটের বাসিন্দার গত দু'দিন হল কোন পাত্তা নেই। আজ পুলিশ ডেকে দরজা খোলালাম, এক্ষেত্রে আইন মোতাবেক যেরকম ডায়রী করতে হয় করেছি,' বলতে বলতে ম্যানেজার হাত দিয়ে মুখটা সামান্য ঢাকল, তার গালদুটো লাল হয়ে উঠল, চোখদুটো ঠেলে বেরিয়ে আসার মতো হল, সজল হয়ে উঠল, চোলাই মদের গন্ধে ছেয়ে গেল ঘরটা। 'মানে এই প্যাকেটটা আমার বাড়তি জিনিস বলে মনে হয়েছে, চুল্লীর ভেতরে পেয়েছি।'

'নিখোঁজ বাসিন্দার নাম কী?'

'ইভান আলেক্সেয়েভিচ সাভেলিয়েভ।'

শেল্‌গা প্যাকেটটা খুলে ফেলল। তার মধ্যে সে দেখতে পেল পিয়ান্‌কোভ-পিত্‌কেভিচের একটা ফোটো, একটা চিরুনী, একটা কাঁচি আর এক শিশি কালো রঙের তরল পদার্থ — চুলের কলপ বলেই মনে হয়।

'সাভেলিয়েভ কী কাজ করতেন?'

'কোন বিজ্ঞানের কাজ হবে। একবার আমাদের ভেণ্টিলেটরের প্যাইপ যখন ফেটে যায় তখন হাউসিং এস্টেট মেরামত করার ব্যাপারে তাঁকে এসে ধরেছিল, তাইতে তিনি বলেছিলেন, 'আপনাদের সাহায্য করতে প্যারলে আমি খুশিই হতেম, কিন্তু আমি হলেম গিয়ে একজন কেমিস্ট মাত্র'।'

'আচ্ছা উনি কি প্রায়ই রাত্রিবেলা বাড়ির বাইরে থাকতেন?'

'রাত্রিবেলা? না। সে রকম কিছু লক্ষ করি নি।' ম্যানেজার আবার হাত দিয়ে মুখ চাপা দিল। 'ভোর হতে না হতে উনি বাড়ি ছেড়ে বেরিয়ে পড়তেন, এটা অবশ্য ঠিক। কিন্তু রাত্রিবেলা? না, কখনও চোখে পড়ে নি, মাতাল অবস্থায়ও কখনও দেখি নি।'

'ওঁর কাছে চেনাপরিচিত লোকজন আসত?'

'কখনও নজরে পড়ে নি।'

শেল্‌গা টেলিফোনে পেত্রোগ্রাদ জেলার পুলিশ বিভাগে খোঁজখবর নিল। জানা গেল পুশ্‌কারস্কায়া স্ট্রীটের চব্বিশ নম্বর বাড়ির লাগোয়া দালানে সত্যি সত্যি ইভান আলেক্সেয়েভিচ সাভেলিয়েভ নামে একজন লোক থাকে। বয়স ছত্রিশ, কেমিক্যাল ইঞ্জিনীয়র। তাম্বোভ পুলিশ বিভাগের কাছ থেকে প্রমাণপত্র নিয়ে তা-ই পেশ করে গত ফেব্রুয়ারীতে সে পুশ্‌কারস্কায়া স্ট্রীটে বাসা নিয়েছিল।

শেল্‌গা আরও কিছু তথ্য জানার জন্য তাম্বোভে টেলিগ্রাম পাঠাল, তারপর হাউসিং এস্টেটের ম্যানেজারকে সঙ্গে নিয়ে মোটরগাড়িতে উঠে চলল ফন্‌তান্‌কার পুলিশ স্টেশনে, যেখানে ময়নাতদন্ত বিভাগের মর্গে বরফের চাঙ্গড়ের ওপর শুইয়ে রাখা হয়েছিল ক্রেস্তোভ্‌স্কিতে নিহত লোকটির মৃতদেহ। হাউসিং এস্টেটের ম্যানেজার তাকে দেখামাত্রই তেরো নম্বর ফ্ল্যাটের বাসিন্দা বলে শনাক্ত করল।

দশ

মোটামুটি ওই একই সময়, যে-লোকটা নিজেকে পিয়ান্‌কোভ-পিত্‌কেভিচ বলে পরিচয় দিয়েছিল, সে একটা ঢাকনা তোলা বন্ধ ঘোড়াগাড়িতে চড়ে পেত্রোগ্রাদ জেলার এক নির্জন ফাঁকা জায়গায় এসে উপস্থিত হল। গাড়োয়ানকে ভাড়া মিটিয়ে দিয়ে ফুটপাত ধরে ফাঁকা জায়গাটা বরাবর খানিকটা হেঁটে গেল। তারপর তক্তার বেড়া দেওয়া একটা বাড়ির গেট খুলে আঙিনা পার হয়ে গেল, খিড়কির দরজার সরু সিঁড়ি দিয়ে পাঁচতলায় গিয়ে উঠল। দুটো চাবি দিয়ে ঘরের দরজা খুলল। সামনের ফাঁকা বড় ঘরটার দেয়ালে একটিমাত্র পেরেক গাঁথা, তাতে সে তার টুপি আর ওভারকোট ঝুলিয়ে রাখল। এরপর যে ঘরটায় এসে সে ঢুকল সেটার চারটে জানলা অর্ধেক চুনকাম করা। একটা ছেঁড়াখোঁড়া সোফার ওপর বসে পড়ে দু'হাতে মুখ ঢাকল সে।

একমাত্র এখানে, তার নিভৃত কামরায় (বইয়ের তাক আর পদার্থবিদ্যার নানা যন্ত্রপাতিতে সাজানো) আসার পরই শেষ পর্যন্ত সে ভেঙে পড়ল — যে ভয়ংকর উত্তেজনা, প্রায় হতাশার ভাব গতকাল থেকে তাকে নাড়া দিচ্ছিল এতক্ষণে তার হাতে নিজেকে সে সঁপে দেওয়ার অবকাশ পেল।

দু'হাতে সে মুখ চেপে ধরল, থরথর করে কাঁপতে লাগল তার হাতদুটো। সে বুঝতে পারছিল প্রাণনাশের আশংকা তার যায় নি। সে চারদিক থেকে ঘেরাও হয়ে পড়েছে। শুধু সামান্য কিছু সম্ভাবনা তার পক্ষে যাচ্ছে — একশটা সম্ভাবনার মধ্যে নিরানব্বইটাই তার বিপক্ষে। 'ইস্, কী অসাবধান আমি হয়ে পড়েছিলাম! কী অসাবধানই না হয়ে পড়েছিলাম!' সে ফিসফিস করে বলল।

প্রচণ্ড ইচ্ছাশক্তি প্রয়োগ করে শেষ পর্যন্ত সে চিত্তচাঞ্চল্য দমন করল, নোংরা বালিশের ওপর একটা কিল মারল, তারপর চোখ বন্ধ করে উপুড় হয়ে শুয়ে পড়ল।

ভয়ংকর উত্তেজনায় ভারাক্রান্ত তার চিন্তাভাবনা বিশ্রাম নিতে ল্যাগল। মিনিট কয়েক শবাসনে শুয়ে থাকার পর তার দেহমনের সজীবতা ফিরে এলো। সে উঠে বসল, এক গেলাস ম্যাডিয়ারা মদ ঢেলে ঢক করে খেয়ে ফেলল। উষ্ণ তরঙ্গ যখন তার সর্বাঙ্গে ছড়িয়ে পড়ল তখন সে ঘরের ভেতরে পায়চারী করতে লাগল, বেশ ধীরেসুস্থে বিচারবিশ্লেষণ করে উদ্ধারের ক্ষীণতম সম্ভাবনার অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হল।

গাঁথনির কাছে দেয়ালের যে জায়গাটাতে পুরনো ওয়ালপেপার উঠে এসেছে সেখানটা সাবধানে খুটিয়ে ভেতর থেকে নক্সা-আঁকা কতকগুলো কাগজ বার করল, সেগুলো চোঙের মতো করে পাকাল। তাক থেকে গোটাকতক বই পেড়ে নিল সে, আঁকা নক্সা আর পদার্থবিদ্যার যন্ত্রপাতির কিছু অংশের সঙ্গে সেগুলো একটা স্যুটকেসে গুছিয়ে রাখল। স্যুটকেসটা নীচে বয়ে নিয়ে যেতে যেতে প্রতি মুহূর্তে কান পেতে শুনতে লাগল। তারপর মাটির তলায় একটা কুঠুরিতে যেখানে শীতকালের জ্বালানি কাঠ জমিয়ে রাখা হয়, সেখানে জঞ্জালের স্তূপের মধ্যে সেটা রেখে দিল। আবার সে ওপরে উঠে এলো নিজের ঘরে, লেখার টেবিলের টানার ভেতর

থেকে রিভলভারটা বার করে বেশ করে দেখে নিয়ে পেছনের পকেটে গংজে রাখল।

তখন পৌনে পাঁচটা। সে আবার শুয়ে পড়ল, শুয়ে শুয়ে একের পর এক সিগারেট টানতে লাগল, সিগারেটের পোড়া টুকরোগুলো ঘরের এক কোনায় ছুড়ে ছুড়ে ফেলতে লাগল। 'ওরা খুঁজে পেয়েছে বলে মনে হয় না!' প্রায় চিৎকার করে বলে উঠল সে, তারপর সোফা থেকে দু পা ছুড়ে তড়াক করে লাফিয়ে উঠে আবার অস্থিরভাবে ঘরের কোনাকুনি পায়চারী শুরু করে দিল।

সন্ধ্যার অন্ধকার ঘনিয়ে আসতে সে কদাকার একজোড়া হাইবুট পায়ে গলিয়ে, মোটা ক্যাম্বিশ কাপড়ের একটা বর্ষাতি গায়ে চাপিয়ে বাড়ি ছেড়ে বেরিয়ে পড়ল।

এগার

মাঝরাতে ষোল নম্বর পুলিশ থানায় টেলিফোনে ডিউটিরত পুলিশ অফিসারের ডাক পড়ল। ওপাশ থেকে কে একজন তড়বড়ে গলায় তার কানে চেঁচিয়ে বলল:

'ক্রেস্তোভ্স্কির বাগানবাড়িতে, যেখানে পরশু দিন মানুষ খুন হয়েছিল, এক্খুনি একদল পুলিশ পাঠিয়ে দিন।...'

কণ্ঠস্বর হঠাৎ বন্ধ হয়ে গেল। ডিউটিরত অফিসারটি রিসিভারের মধ্যেই গালাগাল করল। তক্ষণই ফোনে টেলিফোনস্টেশনে অনুসন্ধান করে জানতে পারল যে কল্টা এসেছে রোয়িং স্কুল থেকে। রোয়িং স্কুলে ফোন করা হল। অনেকক্ষণ ধরে সেখানে টেলিফোন বেজে চলল, শেষকালে ঘুমজড়ানোস্বরে কে একজন বলল:

'কী চাই?'

'আপনাদের ওখান থেকে কেউ ফোন করেছিল?'

'হ্যাঁ, করেছিল,' হাই তুলতে তুলতে ওপাশ থেকে উত্তর দিল।

'কে করেছিল?.. আপনি দেখেছেন তাকে?'

'না, দেখি নি। আমাদের এখানে ইলেক্ট্রিকের লাইন খারাপ হয়ে আছে। শুনলাম, কমরেড শেল্গার হুকুমে।'

আধঘণ্টা পরে চারজন পুলিশের একটা দল ক্রেস্তোভ্স্কির বন্ধ বাগানবাড়ির সামনে ট্রাক থেকে লাফিয়ে নামল। বার্চগাছের উপবনের পেছনে অস্তগামী সূর্যের আবছা লাল আলো ছড়িয়ে পড়েছে। নিস্তব্ধতা ভেদ করে মৃদু গোঙানির আওয়াজ ভেসে এলো। খিড়কির দরজার কাছে ভেড়ার চামড়ার কোট গায়ে একজন লোক উপুড় হয়ে পড়ে আছে। লোকটাকে উলটে দিতে দেখা গেল চৌকিদার। তার পাশে ক্লোরফর্ম ভেজানো বেশ কিছু তুলো গড়াগড়ি যাচ্ছে।

খিড়কির দরজা সম্পূর্ণ খোলা, তালা ভাঙা। পুলিশ ঘরের ভেতরে ঢুকতে শুনতে পেল মেঝের তলা থেকে কে যেন চাপা গলায় চেঁচিয়ে বলছে:

'রান্নাঘরের চোরা দরজাটা টেনে খুলে ফেলুন কমরেডরা, খুলে ফেলুন।...'

কিছু টেবিল, বাক্স প্যাঁটরা, ভারী বস্তা স্তূপাকার করে রাখা ছিল রান্নাঘরের দেয়ালের গায়ে। তারা সেগুলো ছুড়ে এদিক ওদিক ফেলে দিয়ে চোরাকুঠুরির দরজা টেনে খুলল।

নীচের চোরাকুঠুরির ভেতর থেকে এক লাফে বেরিয়ে এলো শেল্গা। গায়ে মাকড়সার জাল, ধুলোবালিতে ছেয়ে গেছে তার সর্বাঙ্গ, চোখের দৃষ্টি অস্বাভাবিক।

'এই দিকে, শিগ্গির এই দিকে চলে আসুন!' রান্নাঘরের পাশের দরজা ঠেলে ওপাশের ঘরের মধ্যে অদৃশ্য হয়ে যেতে যেতে চিৎকার করে সে বলল। 'শিগ্গির একটা আলো নিয়ে আসুন!'

যে ঘরে লোহার খাটটা ছিল সেখানে ঢুকতে পুলিশের হাতের চোরালণ্ঠনের আলোয় দেখা গেল মেঝের ওপর পড়ে আছে দুটো রিভল্ভার আর খয়েরী রঙের একটা মখমলী টুপি। দুটো রিভল্ভার থেকেই গুলি ছোঁড়া হয়েছে। সর্বত্র ছড়িয়ে আছে বমির চিহ্ন, বমির উগ্র ঝাঁঝাল গন্ধ।

'খুব সাবধান!' শেল্গা চিৎকার করে উঠল। 'নিঃশ্বাস নেবেন না! এখানে সাক্ষাৎ মৃত্যু ওত্ পেতে আছে!'

পুলিশের লোকদের দরজার দিকে ঠেলে সরিয়ে দিতে দিতে সে নিজেও সরে আসতে লাগল, ভয়ঙ্কর আতঙ্ক আর বিতৃষ্ণার দৃষ্টিতে তাকিয়ে দেখল মেঝের ওপর গড়াগড়ি যাচ্ছে মানুষের আঙুলের সমান একটা ধাতব নল।

বারো

রাঘব বোয়াল শ্রেণীর আর দশজন ব্যবসায়ীর মতো কেমিক্যালের রাজা রোলিংও ব্যবসাসংক্রান্ত লোকজনের সঙ্গে দেখাসাক্ষাতের বিশেষ উদ্দেশ্যে একটা অফিস-বাড়ি ভাড়া নিয়েছিল। সেখানে রোলিং-এর সেক্রেটারী গুরুত্বের মাত্রা অনুযায়ী সাক্ষাৎকারীদের ছাঁকে, তাদের মতলব বোঝার চেষ্টা করে আর অসাধারণ ভদ্রভাবে তাদের সমস্ত প্রশ্নের উত্তর দেয়। একজন স্টেনোগ্রাফার রোলিং-এর সমস্ত আইডিয়াকে মানবীয় শব্দাবলীর মহার্ঘ স্ফটিকে পরিণত করে, আর প্রতি সেকেণ্ডে অজৈব রসায়নশিল্পের রাজার মুখনিঃসৃত আইডিয়ার এরকম একেকটি টুকরোর (তাদের বার্ষিক আঙ্কিক গড় নিয়ে সমতুল অর্থ দিয়ে গুণ করলে) মূল্য দাঁড়ায় প্রায় পঞ্চাশ হাজার ডলার। চারজন টাইপিস্টের চম্পককলিসদৃশ আঙুল অবিরাম ছুটোছুটি করে বেড়াচ্ছে চারটি আণ্ডারউড টাইপরাইটারের চাবির ওপর। আজ্ঞাবহ ছোঁড়াটা রোলিং-এর মুখের কথা পড়তে না পড়তে যেন কর্তার ইচ্ছার ঘনীভূত মূর্তি ধারণ করে তার সামনে হাজির হয়।

মাল্‌জের্ব বুল্‌ভারে রোলিং-এর অফিসটার চেহারা ছিল বিষণ্ণ আর গভীর প্রকৃতির। অফিসঘরের দেওয়ালগুলো কালো রংয়ের নক্সাকাটা ভারী রেশমী কাপড় দিয়ে মোড়া, মেঝেতে পুরু কালো গালিচা বিছানো, আসবাবপত্র কালো চামড়ায় মোড়া। কাচে ঢাকা কালো টেবিলের ওপর খয়েরি মরক্কো চামড়ায় বাঁধাই করা নানা রকম রেফারেন্স বই, বিজ্ঞাপনের সংগ্রহ আর বিভিন্ন রাসায়নিক কারখানার প্রস্‌পেক্ট্‌স। ম্যাণ্টেলপীসের ওপর শোভা বর্ধন করছে যুদ্ধক্ষেত্র থেকে আনা কয়েকটা মর্টার আর মরচে ধরা গ্যাস শেল।

বিশাল কালো আখরোটকাঠের দরজার আড়ালে ডায়াগ্রাম,

কার্টোগ্রাম আর ফটোগ্রাফের মাঝখানে কেমিক্যালের রাজা রোলিং বসে আছে তার কাজের ঘরে। যে সমস্ত সাক্ষাৎপ্রার্থী ছাঁকা হয়ে এসেছে তারা পুরু গালিচার ওপর নিঃশব্দে পা ফেলে অভ্যর্থনাকক্ষে এসে ঢোকে, চামড়ামোড়া চেয়ারে বসে দুরু দুরু বুকে তাকাতে থাকে আখরোটকাঠের দরজাটার দিকে। ওখানে, দরজার ওপাশে শিল্পপতির অফিসের বাতাসটাই যেন অবিশ্বাস্যরকমের মূল্যবান, কারণ তার রন্ধ্রে রন্ধ্রে এমন সমস্ত চিন্তাভাবনা গাঁথা হয়ে আছে, যেগুলোর দাম এককে সেকেণ্ডে পঞ্চাশ হাজার ডলার।

যখন অভ্যর্থনাকক্ষের সম্ভ্রম উদ্রেককারী নিস্তব্ধতার মাঝখানে আখরোট কাঠের দরজার গায়ে গোলকধরা থাবার আকারের বিশাল ব্রোঞ্জের হাতলটা হঠাৎ নড়েচড়ে ওঠে আর ওপাশ থেকে গাঢ় ছাইরঙা কোট গায়ে, বিশ্ববিখ্যাত একগাল দাড়ি নিয়ে এমন একজন লোকের আবির্ভাব ঘটে, যার অপ্রসন্ন চেহারাটা বড়ই পীড়াদায়ক, যাকে দেখলে প্রায় অতিমানব বলে মনে হয়, যার রুগ্ণ হলদেটে মুখটা তিনটে কালো ডোরার ভেতরে একটা হলদে চক্র — এই বিশ্ববিখ্যাত ট্রেড মার্কের কথা মনে করিয়ে দেয়, তখন এমন কোন্ মানুষ আছে যার বুকের ভেতরটা স্থির থাকতে পারে?... দরজাটা একটু খুলে দর্শনার্থীর ওপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করে কেমিক্যালের রাজা জোরাল মার্কিন টানে বলে, 'ভেতরে আসুন।'

তেরো

সোনার পেন্সিলটা দু আঙুলে চেপে ধরে সেক্রেটারী অস্বাভাবিক ভদ্রভাবে জিজ্ঞেস করল:

'মাফ করবেন, আপনার নাম?'

'জেনারেল সুব্বোতিন,... প্রবাসী রুশী।'

উত্তরদাতা সক্রোধে কাঁধদুটো সোজা করল, একটা দলাপাকানো রুমাল বার করে ধূসর গোঁফজোড়ার ওপর বুলাল।

সেক্রেটারী এমনভাবে হাসল যেন কোন সুমধুর ও অন্তরঙ্গ প্রসঙ্গ নিয়ে তাদের মধ্যে আলোচনা চলছে। পেন্সিল দিয়ে খস্‌খস্‌

করে সে প্যাডে নোট করল, অবশেষে খুবই সন্তর্পণে জিজ্ঞেস করল:

'মিস্টার রোলিং-এর সঙ্গে আপনি যে আলোচনায় ইচ্ছুক তার উদ্দেশ্যটা জানতে পারি কি মঁসিয়ে সুব্বোতিন?'

'অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, খুবই জরুরী।'

'আপনি যদি বলেন তাহলে সংক্ষেপে দুচার কথায় আমি মিস্টার রোলিংকে তার একটা ধারণা দিতে পারি।'

'ব্যাপারটা কী জানেন, উদ্দেশ্যটা বলতে গেলে অতি সহজসরল,... একটা প্ল্যান... যে প্ল্যানটা আমাদের দু'পক্ষেরই সুবিধাজনক।...'

'আপনি বলতে চান বলশেভিকদের বিরুদ্ধে রাসায়নিক যুদ্ধের প্ল্যান, তাই ত?' সেক্রেটারী জিজ্ঞেস করল।

'ঠিক ধরেছেন।... মিস্টার রোলিং-এর কাছে আমি প্রস্তাব করতে চাই...'

'আমার আশঙ্কা হচ্ছে,' মনোমুগ্ধকর সৌজন্য সহকারে তাকে বাধা দিয়ে থামিয়ে দিল সেক্রেটারী, এমনকি প্রীতিকর মুখের ওপর সমবেদনার ভাব ফুটিয়ে তুলে বলল, 'আশঙ্কা হচ্ছে যে এই ধরনের পরিকল্পনার ভারে মিস্টার রোলিং খানিকটা ভারাক্রান্ত। গত সপ্তাহে একমাত্র রুশীদের কাছ থেকেই বলশেভিকদের ওপর রাসায়নিক যুদ্ধ চালানোর একশ চব্বিশটা প্রস্তাব পেয়েছি আমরা। আমাদের পোর্টফোলিওতে একযোগে খারকভ, মস্কো আর পেত্রোগ্রাদের ওপর বিমানপথে রাসায়নিক অস্ত্র নিয়ে হানা দেওয়ার চমৎকার পরিকল্পনা আছে। এই পরিকল্পনার রচয়িতা বেশ চালাকি খাটিয়ে বাফার স্টেটগুলোর রাজ্যসীমানাকে আক্রমণের পাদভূমি হিশেবে ধরে সেখান থেকে তাঁর সামরিক শক্তির বিকাশ ঘটাচ্ছেন — খাসা প্ল্যান, খুবই ইণ্টারেস্টিং! রচয়িতা সঠিক ব্যয়ের হিসাব পর্যন্ত দিয়েছেন — ওই তিনটে শহরের সমস্ত অধিবাসীদের নির্মূল করতে হলে ছয় হাজার পঁচাশি টন সরষের গ্যাস লাগবে।'

নিদারুণ রক্তোচ্ছ্বাসের ফলে জেনারেলের চোখমুখ লাল হয়ে উঠল। সে বাধা দিয়ে বলল:

'তাহলে আপনি কি বলতে চান মিস্টার... আপনার নামটা আবার আমি জানি না! আমার প্ল্যান কোন অংশে খারাপ নয়, তবে ওটাও চমৎকার! কাজে লেগে পড়া দরকার! কথা ছেড়ে কাজে নামা উচিত।... মুলতুবী রাখার কারণ কী?'

'প্রিয় জেনারেল, মুলতুবী রাখার একমাত্র কারণ এই যে মিস্টার রোলিং এখনও তার ব্যয়ের কোন উপযুক্ত রিটার্ণ দেখতে পাচ্ছেন না।'

'রিটার্ণ বলতে আপনি কী বোঝাচ্ছেন?'

'ছয় হাজার আটশ পঞ্চাশ টন সরষের গ্যাস এরোপ্লেন থেকে ফেলা মিস্টার রোলিং-এর পক্ষে আদৌ কঠিন কাজ নয়, কিন্তু এতে খানিকটা খরচের ব্যাপার আছে ত! যুদ্ধ মানেই টাকার খেলা, তাই না? যে-সমস্ত পরিকল্পনা আমাদের কাছে এসেছে সেগুলোর মধ্যে মিস্টার রোলিং আপাতত শুধু ব্যয়ই দেখতে পাচ্ছেন। কিন্তু বলশেভিকদের বিরুদ্ধে অন্তর্ঘাতমূলক কার্যকলাপ থেকে রিটার্ণ অর্থাৎ লাভ কতটা হতে পারে, দুঃখের বিষয়, সেটা দেখানো হয় নি।'

'কেন? এ ত জলের মতো পরিষ্কার!... যিনি রাশিয়াকে ফিরিয়ে দেবেন তার বৈধ শাসনকর্তা, তার সুস্থস্বাভাবিক বৈধ সমাজব্যবস্থা, তিনিই লাভবান হবেন... প্রচুর লাভবান হবেন! — সে ধরনের মানুষের জন্য আছে সোনার খনি!' জেনারেল তার ভুরুর নীচ থেকে বাজপাখির মতো তীক্ষ্ন দৃষ্টিতে তাকাল সেক্রেটারীর দিকে। 'আচ্ছা, তার মানে রিটার্ণের দিকটাও আমাকে দেখাতে হবে, তাই ত?'

'ঠিক বলেছেন। সংখ্যাই হল হাতিয়ার। বাঁ দিকে জমার ঘর, ডান দিকে — খরচের, শেষে একটা দাগ কেটে যোগচিহ্ন দিয়ে লিখতে হবে উদ্বৃত্ত — তাতে মিস্টার রোলিং আগ্রহী হলেও হতে পারেন।'

'বটে!' জেনারেল ফোঁস ফোঁস নিঃশ্বাস ফেলল, ধূলিধূসরিত টুপিটা কপালের ওপর টেনে নিয়ে দৃঢ় পায়ে দরজার দিকে এগিয়ে গেল।

চৌদ্দ

জেনারেল বেরিয়ে যেতে না যেতেই বাড়িতে ঢোকার দরজার সামনে রোলিং-এর আজ্ঞাবহ ছোকরাটির কণ্ঠস্বর শোনা গেল। কার কথার যেন সে প্রতিবাদ করছে। এরপর আরও একজনের কণ্ঠস্বর ছোকরাকে জাহান্নামে পাঠানোর বাসনা প্রকাশ করল। দেখতে দেখতে সেক্রেটারীর সামনে এসে উপস্থিত হল সেমিওনভ — ওভারকোটের বোতাম খোলা, হাতে টুপি আর ছড়ি, মুখের কোনায় একটা চর্বিত চুরুটের টুকরো গোঁজা।

'এই যে দোস্ত, খবর ভালো ত?' তড়বড় করে সেক্রেটারীকে কথাগুলো বলে টুপি আর ছড়িটা টেবিলের ওপর ছুঁড়ে ফেলে দিল সে। 'পালার জন্যে বসিয়ে না রেখে আমায় সরাসরি রাজার দরবারে ঢুকতে দাও দেখি।'

সেক্রেটারীর হাতে ধরা সোনার পেন্সিলটা ঊর্ধ্বে উঠতে উঠতে মাঝপথে যেন শূন্যে ঝুলে রইল।

'কিন্তু মিস্টার রোলিং যে আজ বিশেষভাবে ব্যস্ত!..'

'হুঁঃ, ওসব মাজাকি ছাড় দোস্ত!.. বাইরে আমার গাড়িতে একজন লোক বসে আছে — সবে ওয়ারশ থেকে এসেছে।... রোলিংকে বল, আমরা গারিনের ব্যাপার নিয়ে এসেছি।'

সেক্রেটারীর চোখ সঙ্গে সঙ্গে কপালে উঠে গেল। আখরোটকাঠের দরজার ওপাশে অদৃশ্য হয়ে গেল সে। মিনিটখানেক বাদে দরজা দিয়ে মাথা বার করে গদগদস্বরে ফিসফিসিয়ে সে বলল, 'মসিয়ে সেমিওনভ, দয়া করে ভেতরে আসুন।' সে নিজেই দরজার গায়ের গোলকধরা থাবা আকৃতির হাতলটা চেপে ধরল।

সেমিওনভ কেমিক্যালের রাজার মুখোমুখি দাঁড়াল। এক্ষেত্রে সেমিওনভ বিশেষ কোন উত্তেজনার পরিচয় দিল না; তার প্রথম কারণ এই যে সে স্বভাবতই ইতর, দ্বিতীয়ত এই মুহূর্তে শিল্পপতিকে তার নিজের যতটা না দরকার, তাকে শিল্পপতির দরকার তার চেয়ে বেশি। রোলিং-এর সবুজ চোখের দৃষ্টি সেমিওনভের ভেতরটা যেন তুরপুন দিয়ে ছ্যাঁদা করে চলে গেল।

কিন্তু সেমিওনভ তাতে ঘাবড়াল না। সে তার মুখোমুখি, টেবিলের অপর প্রান্তে বসল।

'তারপর?' রোলিং জিজ্ঞেস করল।

'কাজ হয়ে গেছে।'

'নক্সাগুলো?'

'বুঝলেন কিনা মিস্টার রোলিং, এখানেই খানিকটা খিঁচ রয়ে গেছে।...'

'আমার প্রশ্ন হল নক্সাগুলো কোথায়? সেগুলো আমি দেখছি না,' হাত দিয়ে আলতো করে টেবিল চাপড়ে খাপ্পা হয়ে বলল রোলিং।

'তাহলে শুনুন রোলিং, আপনার সঙ্গে আমার এই শর্ত হয়েছিল যে আমি আপনাকে শুধু নক্সাই এনে দেব না, খোদ যন্ত্রটাও এনে দেব।... আমি প্রচুর কাজ করেছি।... লোকজন খুঁজে বার করেছি।... তাদের পেত্রোগ্রাদে পাঠিয়েছি। তারা গারিনের ল্যাবরেটরীতে ঢুকেছে, যন্ত্রের কাজ দেখেছে।... কিন্তু এর পরই কী যে হল ছাই, কে জানে?.. প্রথমত, দেখা গেল দু'জন গারিন আছে।'

'আমি একেবারে গোড়াতেই আন্দাজ করেছিলাম,' অবজ্ঞাভরে রোলিং বলল।

'একজনকে আমরা সরিয়ে দিতে পেরেছি।'

'আপনারা তাকে খুন করেছেন?'

'বলতে গেলে কতকটা সেইরকমই দাঁড়াচ্ছে। মোট কথা লোকটা মারা গেছে। এতে আপনার চিন্তিত হওয়ার কোন কারণ নেই। তাকে লোপাট করে দেওয়া হয়েছে পেত্রোগ্রাদে, সে নিজে সোভিয়েত নাগরিক, সুতরাং ওটা এমন কিছু নয়।... কিন্তু এর পর দেখা দিল তার চেহারার জুড়িদার।... তখন আমরা যথাসম্ভব চেষ্টা করলাম...'

রোলিং তাকে বাধা দিয়ে বলল, 'এক কথায়, গারিনের চেহারার জুড়িদার কিংবা গারিন নিজে জীবিত, আর নক্সা বা যন্ত্র কোনটাই আপনারা আমাকে এনে দিতে পারেন নি, যদিও এর পেছনে আমি অর্থ ব্যয় করেছি।'

'আপনি যদি বলেন, আমি ডেকে আনতে পারি — নীচে গাড়িতে বসে আছে স্তাস্ তিক্লিন্স্কি। পুরো কাজটার সঙ্গে তার যোগ ছিল। সে-ই আপনাকে বিশদ বলবে।'

'কোন তিক্লিন্স্কির সঙ্গে দেখা করার এতটুকু বাসনা আমার নেই। আমি চাই নক্সা আর যন্ত্র।... কী করে খালি হাতে আসতে পারলেন? — আপনার স্পর্ধা দেখে আমি অবাক হয়ে যাচ্ছি।...'

কথা বলা থামিয়ে রোলিং প্রাণঘাতী দৃষ্টিতে এই দৃঢ় বিশ্বাস নিয়ে সেমিওনভের দিকে তাকাল যে এই প্রবাসী রুশী ইতরটা যে-কোন মুহূর্তে ভস্ম হয়ে যেতে পারে, একেবারে নিশ্চিহ্ন হয়ে যেতে পারে। তা সত্ত্বেও, রোলিং-এর কথাগুলোর হিমশীতল কাঠিন্য সত্ত্বেও সেমিওনভ কিন্তু ঘাবড়াল না। চর্বিত চুরুটটা মুখে গুঁজে সপ্রতিভ ভঙ্গিতে বলল:

'আপনি যদি তিক্লিন্স্কির সঙ্গে দেখা করতে না চান, তাহলে দরকার নেই — দেখা হলেই বা তৃপ্তি এমন কী পাবেন? কিন্তু আরেকটা কথা আছে — আমার টাকার দরকার, রোলিং — হাজার বিশেক ফ্রাঙ্ক। চেক দেবেন, নাকি নগদ?'

জীবনের এত বিশাল অভিজ্ঞতা এবং লোকচরিত্র সম্পর্কে অগাধ জ্ঞান থাকা সত্ত্বেও এমন নির্লজ্জ লোক রোলিং তার জীবনে এই প্রথম দেখছে। সেমিওনভের ওই মেছেতার দাগভর্তি মুখের ওপর দোয়াতটা ছুড়ে মারার প্রবল ইচ্ছে হচ্ছিল তার।... তাছাড়া এই আজেবাজে কথাবার্তার পেছনে কতগুলো মহামূল্যবান মুহূর্তই না তার নষ্ট হয়ে গেল! মেজাজ ঠিক রাখার প্রাণপণ চেষ্টায় তার মাংসল নাকের ওপর ঘামের আভাস ফুটে উঠল। নিজেকে সামলে নিয়ে সে কলিং বেল-এর দিকে হাত বাড়াল।

সেমিওনভ তার হাতের গতিবিধি লক্ষ করে বলল:

'তাহলে আপনাকে বলি, ইঞ্জিনীয়র গারিন এখন প্যারিসে।'

পনেরো

রোলিং চেয়ার ছেড়ে লাফিয়ে উঠল। তার নাকের ফুটোদুটো বড় হয়ে উঠল, দুই ভুরুর মাঝখানে ফুলে উঠল একটা শিরা।

দরজার কাছে ছুটে গিয়ে চাবি দিয়ে দরজাটা বন্ধ করল সে, তারপর সেমিওনভের খুব কাছে এগিয়ে এসে এক হাতে চেয়ারের পিঠ চেপে ধরল, অন্য হাতে আঁকড়ে ধরল টেবিলের কিনারা। সেমিওনভের মুখের দিকে ঝুঁকে পড়ে সে বলল:

'মিছে কথা!'

'কী যে বলেন! মিছে কথা বলতে যাব কেন?.. তাহলে কী হয়েছিল শুনুন। ওই এক চেহারার লোকটাকে স্তাস্ তিক্‌লিন্‌স্কি দেখতে পায় পেত্রোগ্রাদের পোস্টাপিসে। লোকটা একটা টেলিগ্রাম পাঠাচ্ছিল। ঠিকানাটা তিক্‌লিন্‌স্কির নজরে পড়ে: বুল্‌ভার বাতিনোল, প্যারিস।... গতকাল তিক্‌লিন্‌স্কি ওয়ারশ থেকে এসেছে, আমরা দু'জনে তৎক্ষণাৎ সোজা বাতিনোল বুল্‌ভারে চলে যাই, সেখানে একটা কাফেতে বলতে গেলে আমাদের একেবারে নাকে নাকে ঠোকাঠুকি হয়ে যায় ইঞ্জিনীয়র গারিন বলুন আর তার চেহারার জুড়িদারই বলুন, তার সঙ্গে। কে জানে ছাই আসলে লোকটা কে!'

সেমিওনভের মেছেতা ভর্তি মুখের ওপর রোলিং দৃষ্টি বুলাল। তারপর শরীরটা টান টান করল, তার ফুসফুসের ভেতর থেকে হুসহুস করে গরম নিঃশ্বাস বেরিয়ে আসতে লাগল।

'আপনার বেশ ভালোভাবেই জানা আছে, আমরা সোভিয়েত রাশিয়ায় নয়, প্যারিসে আছি — আপনি যদি কোন অপরাধ করেন, গিলোটিনের হাত থেকে আপনাকে আমি বাঁচাব না। কিন্তু আপনি যদি আমাকে ধাপ্পা দেওয়ার চেষ্টা করেন তাহলে আপনাকে পিষে মেরে ফেলব।'

রোলিং তার নিজের জায়গায় ফিরে গেল। বিরক্তিভরে চেকবই খুলে বলল, 'বিশ হাজার আমি আপনাকে দিচ্ছি না, পাঁচই আপনার পক্ষে যথেষ্ট হবে।...' চেকটা লিখে টেবিলের ওপর আঙুলের নখ দিয়ে ঠেলে দিল সেমিওনভের দিকে, তারপর কনুইদুটো টেবিলে ঠেকিয়ে দু'হাতে মুখ ঢাকল — তবে এক মুহূর্তের বেশি নয়।

সুন্দরী জোইয়া মোন্‌রোজ যে ধনকুবের রোলিং-এর সঙ্গিনী হয়েছে সেটা নেহাৎ দৈবচক্রে নয়। আজ থেকে পাঁচ বছর আগে, উনিশ সালে জোইয়া পেত্রোগ্রাদ ছেড়ে প্যারিসে পলায়ন করে। সেখানে বোহেমিয়ান শিল্পী ও বুদ্ধিজীবী মহলে পরমা সুন্দরী ও বুদ্ধিমতী নারীরূপে ব্যাপক খ্যাতি অর্জন করে। সে সিনেমায় নামে, হাটুরে থিয়েটারে নাচে, গান গায়। তখনকার দিনে, যুদ্ধের সময় বা যুদ্ধের পর পর যে সব বিদেশী ফাটকাবাজীতে প্রচুর মুনাফা লুটেছে তাদের অনেকেই মোটা টাকার থলি নিয়ে প্যারিসে ছুটত, জোইয়া বেশ ধীরস্থির সুস্থ মস্তিষ্কে তাদের মুণ্ডু ঘুরিয়ে সর্বস্বান্ত করে ছেড়ে দিত।

জোইয়া ছিল আধুনিক নারী। আমোদপ্রমোদের মাঝখানেও রাজনীতির গতিবিধি মনোযোগ দিয়ে লক্ষ করার সময় সে পেত।

বিখ্যাত ধনকুবের রোলিং-এর ইউরোপে সম্ভাব্য আগমনের সংবাদ পেয়ে সে তৎক্ষণাৎ নু্য-ইয়র্কে চলে গেল। সেখানে এসেই এক বড় খবরের কাগজের রিপোর্টারকে কিনে ফেলল। খবরের কাগজে এই মর্মে সংবাদ বেরিয়ে গেল যে নু্য-ইয়র্কে ইউরোপের সেরা সুন্দরী ও বুদ্ধিমতী এমন এক রমণীর আগমন ঘটেছে যিনি নিজে ব্যালে নর্তকী হলেও আধুনিক বিজ্ঞানশাস্ত্রের মধ্যে যা সবচেয়ে ফ্যাশনদুরস্ত বলে গণ্য সেই রসায়নশাস্ত্রে বিশেষ উৎসাহী, এমনকি মামুলী হীরে-জহরতের গয়না ছেড়ে তিনি ফ্লুরোসেণ্ট গ্যাসে ভরা পুঁতির মালা ধারণ করেন। এই পুঁতির উল্লেখ মার্কিনীদের খুব মনে ধরল।

রোলিং যখন ফরাসী দেশগামী একটি স্টীমারে চড়ে ইউরোপ যাত্রা করল, সেই সময় রোদঝলমলে এক সকালে ওপরের ডেকে টেনিস-কোর্টে জোইয়া মোন্‌রোজকে সে ট্রেনারের সঙ্গে টেনিস খেলতে দেখতে পেল। রোলিং কপাল কুঁচকে অনেকক্ষণ ধরে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখতে লাগল এই মহিলাটিকে যার সম্পর্কে এই কিছুদিন আগে সমস্ত পত্রপত্রিকায় এত হৈ চৈ হয়ে গেছে।

মহিলাকে তার ভালো লেগে গেল। সেই দিনই সন্ধ্যাবেলায় খাওয়াদাওয়ার পর বার্-এ গিয়ে বসল সে, সেখানে জোইয়াকে সে তার সঙ্গিনী হওয়ার প্রস্তাব দিল। স্ট্র দিয়ে বরফমেশানো পানীয় টানতে টানতে জোইয়া উত্তরে বলল:

'ধন্যবাদ। আপনার প্রস্তাব আমি গ্রহণ করছি। আপনার পস্তানোর কোন কারণ নেই। নির্বাচনে আপনি ভুল করেন নি। আজেবাজে মেয়েলী আগ্রহ আমার তেমন নেই। ভুলে যাবেন না, বিপ্লবের অভিজ্ঞতা আমার আছে, আমার টাইফাস হয়েছিল, লালদের সঙ্গে আমি লড়েছি।... আমার উচ্চাকাঙ্ক্ষা আছে। আপনি বড় মাপের মানুষ। আমি আপনাকে বিশ্বাস করি। আপনার জয় হবেই।... আমি আপনার পার্সোন্যাল সেক্রেটারী হতে চাই।'

রোলিং বার্-এর উঁচু চেয়ারে ঘুরে বসল, তার মুখে একটা মৃদু বাঁকা হাসি ফুটে উঠল, কথাটায় সে যে মাত্রাতিরিক্ত মজা উপভোগ করছে তা বোঝা গেল।

'আপনার মাথা খারাপ,' সে বলল। 'আরে, পার্সোন্যাল সেক্রেটারী হওয়ার জন্যে চার চারজন ভূতপূর্ব রাজা আর রুশ রাজবংশের কয়েকজন গ্র্যান্ড ডিউক আমার কাছে মাথা খুঁড়ে মরছে!.. কিন্তু সে চুলোয় যাক গে, আপনাকে আমার পছন্দ হয়েছে।...'

এখানেই তাদের রাখীবন্ধনের সূত্রপাত। দেখা গেল রোলিং তার সঙ্গিনী নির্বাচনে ভুল করে নি।

প্যারিসে রোলিং রসায়ন কারখানাগুলোকে সম্মিলিত করে এক ব্যবসায়-প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলার জন্য কথাবার্তা শুরু করে দিল। ইউরোপ-এশিয়া-আফ্রিকার ইন্ডাস্ট্রিগুলোতে আমেরিকা বিপুল পরিমাণ পুঁজি ঢালছিল। রোলিং-এর দালালরা সন্তর্পণে শেয়ার কিনল। প্যারিসে রোলিং-এর নাম হয়ে গিয়েছিল 'মার্কিন মহিষাসুর'। বাস্তবিকই ইউরোপীয় শিল্পপতিদের মধ্যে সে ছিল দানববিশেষ। সমস্ত বাধাবিপত্তি ভেঙে চুরমার করে দিয়ে সে সোজা এগিয়ে যেত। তার দৃষ্টির ক্ষেত্র ছিল সংকীর্ণ। সে তার চোখের সামনে দেখতে পেত শুধু একটিই লক্ষ্য — বিশ্বের তাবৎ রসায়ন

শিল্পকে এক হাতের মুঠোয়, তার নিজের হাতের মুঠোয় নিয়ে আসা।

রোলিং-এর চরিত্র, তার লড়াই করার প্যাঁচঘোঁচ বুঝে নিতে জোইয়ার দেরি হল না। সে বুঝতে পারল কোথায় তার শক্তি, কোথায় দুর্বলতা। রোলিং রাজনীতি বিশেষ বুঝত না, বিপ্লব আর বলশেভিকদের সম্পর্কে অনেক সময় আবোল-তাবোল কথা বলত। রোলিং-এর অজানিতে জোইয়া ধীরে ধীরে প্রয়োজনীয় ও উপকারী লোকজন জুটিয়ে ফেলল তার চারপাশে। সাংবাদিক জগতের সঙ্গে তার যোগাযোগ ঘটিয়ে দিল, নিজে উপস্থিত থেকে আলোচনা পরিচালনা করতে লাগল। সে ছোট ছোট কাগজের লোকজনকে কিনতে লাগল। এদের দিকে রোলিং-এর কোন মনোযোগ ছিল না, অথচ দেখা গেল এরাই যে-কোন শাঁসাল সাংবাদিকের চেয়ে তার বেশি কাজে আসছে, যেহেতু এরা ছোট ছোট মশার মতো জীবনের সমস্ত ক্ষেত্রের সব রকম ফাঁকফোকরের মধ্যে দিব্যি ঢুকে পড়তে পারে।

জোইয়া যখন 'ফ্রান্সের রাসায়নিক প্রতিরক্ষার উদ্দেশ্যে মার্কিন রসায়নশিল্পের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সংযোগরক্ষার আবশ্যকতা' বিষয়ে পার্লামেন্টে এক দক্ষিণপন্থী ডেপুটির একটা ছোটখাটো ভাষণদানের 'ব্যবস্থা' করে দিল, তখন রোলিং প্রথম, একজন পুরুষের সঙ্গে হলে যেমন করত সেই রকম বন্ধুভাবে ঝাঁকুনি দিয়ে তার করমর্দন করল।

'বেশ। সপ্তাহে সাতাশ ডলার মাইনে দিয়ে আমি আপনাকে আমার সেক্রেটারী পদে বহাল রাখলাম।'

জোইয়া মোন্‌রোজ যে কতটা দরকারী, এখন রোলিং-এর তা বিশ্বাস হল, এখন থেকে সে তার সঙ্গে ব্যবসাসংক্রান্ত সমস্ত বিষয়ে খোলাখুলি আলোচনা করতে লাগল।

সতেরো

কিছুসংখ্যক প্রবাসী রুশীর সঙ্গে জোইয়া মোন্‌রোজের যোগাযোগ ছিল। তাদের একজন হল সেমিওনভ। সে তার কাছ

থেকে নিয়মিত মাইনে পেত। লোকটা পেশায় ছিল কেমিক্যাল ইঞ্জিনীয়র, ইঞ্জিনীয়ারিং পাশ করে যুদ্ধের সময়, পরে রুশ ফৌজে এন্‌সাইন হয়, তারপর শ্বেতরক্ষিবাহিনীর অফিসার; প্রবাসে সে ছোটখাটো কমিশনের ভিত্তিতে এটা ওটা কাজ করে বেড়াত।

জোইয়ার কাজের লোকের তালিকায় সে ছিল প্রতিগুপ্তচর বিভাগের প্রধান। সে তাকে সোভিয়েত পত্রপত্রিকা এনে দিত, নানা রকম খবর, গালগল্প আর গুজব সম্পর্কে তাকে অবহিত করত। সে ছিল কর্তব্যনিষ্ঠ, চটপটে, কোন ব্যাপারে তার এতটুকু কুণ্ঠা ছিল না।

একদিন রেভেলের* কোন এক সংবাদপত্রের একটা কাটিং রোলিংকে দেখাল জোইয়া। সেখানে এই মর্মে সংবাদ পরিবেশিত হয়েছে যে পেত্রোগ্রাদে প্রবল ধ্বংসাত্মক শক্তিসম্পন্ন একটা যন্ত্র তৈরি হতে চলেছে। খবরটা পড়ে রোলিং হাসল।

'যত সব আবোল-তাবোল! এতে কেউ ভয় পাবে না।... আপনার কল্পনাশক্তি বড় বেশি। বলশেভিকদের কিছু তৈরি করার ক্ষমতা নেই।'

এরপর জোইয়া সেমিওনভকে লাঞ্চে আমন্ত্রণ জানাল। লাঞ্চের টেবিলে সেমিওনভ খবরের কাগজের এই বৃত্তান্ত প্রসঙ্গে একটা অদ্ভুত কাহিনী শোনাল:

...'উনিশ সালে, আমার দেশ ছেড়ে পালানোর অল্প কিছুকাল আগে পেত্রোগ্রাদে রাস্তায় একদিন এক বন্ধুর সঙ্গে দেখা হয় আমার। জাতিতে পোল্, নাম স্তাস্ তিক্‌লিন্‌স্কি। আমরা দু'জনে এক সঙ্গে টেকনোলজিক্যাল ইনস্টিটিউট শেষ করেছি। তার পিঠে একটা বস্তা, পাদুটো গালিচার টুকরোয় জড়ানো, ওভারকোটের গায়ে চকখড়ি দিয়ে লেখা সংখ্যা — বুঝতে বাকি থাকে না কিছু কেনার জন্য লাইন দিয়েছিল। এক কথায়, সবই ঠিক যেমন যেমনটি হওয়া উচিত। কিন্তু তাকে বেশ সজীব দেখাচ্ছিল। আমার দিকে তাকিয়ে সে চোখ টিপল। বুঝলাম না

---

* সোভিয়েত এস্তোনিয়ার রাজধানী তাল্লিনের পুরনো নাম।

কী ব্যাপার। সে বলল, 'ওঃ আমি দু'হাতে সোনা লোটার একটা পথের সন্ধান পেয়েছি! হুঃ-হুঃ-হুঃ, কোটি কোটি টাকা! আরে কোটি কোটিই বা বলি কেন, শত শত কোটি — অবশ্যই সোনার!' বলাই বাহুল্য, আমিও তার পেছনে লেগে রইলাম — কী ব্যাপার কী বৃত্তান্ত বল। কিন্তু সে শুধু হাসে। এই অবস্থায় আমাদের ছাড়াছাড়ি হয়ে গেল। এই ঘটনার হপ্তা দুয়েক পরে আমি ভাসিলিয়েভ্স্কি দ্বীপের এলাকা দিয়ে যাচ্ছিলাম। ওখানেই তিক্লিন্স্কি থাকত। আমার মনে পড়ে গেল তার সেই শত শত কোটি টাকার কাজের কথা। ভাবলাম, যাই কোটিপতির কাছে গিয়ে পোয়াটেক চিনি চেয়ে নিই গে। বাড়িতে ঢুকে দেখি তিক্লিন্স্কি বিছানায় শুয়ে আছে — প্রায় মরণাপন্ন, হাতে আর বুকে ব্যাণ্ডেজ।

'তোমার এই হাল কে করল?' আমি জিজ্ঞেস করলাম।

'দাঁড়াও না,' সে বলল, 'মা মেরীর কৃপায় একবার ভালো হয়ে উঠি না, ও ব্যাটাকে আমি খুন করব।'

'কাকে?'

'গারিনকে।'

'এবারে সে এক কাহিনী বলতে শুরু করল, কিন্তু এমন এলোমেলো আর আবছা আবছাভাবে যে বোঝাই যাচ্ছিল আমাকে বিশদ জানানোর ইচ্ছে তার ছিল না। সে বলল যে তার বহুকালের পরিচিত এক লোক, ইঞ্জিনীয়র গারিন অসাধারণ ধ্বংসাত্মক ক্ষমতার অধিকারী কোন এক যন্ত্রের জন্য অঙ্গারবাতি বানানোর প্রস্তাব দিয়েছিল তাকে। তিক্লিন্স্কির আগ্রহ জাগিয়ে তোলার জন্য সে তাকে লাভের বখরা দেবে বলে কথা দিল। তার কথা হল তাদের পরীক্ষা-নিরীক্ষা শেষ হয়ে গেলে তৈরি জিনিসটা নিয়ে সে সুইডেনে পালাবে, সেখানে পেটেন্ট করিয়ে নেবে এবং সেটা কাজে লাগানোর ব্যবস্থাও নিজেই করবে।

'তিক্লিন্স্কি ত মহা উৎসাহে কয়লার ছোট ছোট পিরামিড-বাতি তৈরির কাজে লেগে গেল। কাজের লক্ষ্যটা ছিল এই যে যতদূর সম্ভব কম আয়তন বজায় রেখে তার মধ্যে থেকে যতদূর সম্ভব বেশি পরিমাণ তাপ বার করতে হবে। যন্ত্রটার গঠন প্রণালী

গ্যারিন গোপন রেখেছিল, কিন্তু সে বলেছিল যে মূলনীতিটা অসাধারণ সরল, সেই কারণে অতি সামান্য ইঙ্গিতেই তার রহস্য ফাঁস হয়ে যাবার সম্ভাবনা। তিক্‌লিন্‌স্কি তাকে পিরামিড-বড়ি সরবরাহ করত বটে, কিন্তু একবারও অনেক পীড়াপীড়ি সত্ত্বেও গ্যারিনকে যন্ত্রটা দেখাতে রাজি করাতে পারে নি।

'গ্যারিনের এত অবিশ্বাস দেখে তিক্‌লিন্‌স্কি ক্ষিপ্ত হয়ে উঠল। ঘন ঘন তাদের মধ্যে ঝগড়াঝাঁটি হতে লাগল। একদিন গ্যারিনকে অনুসরণ করে তিক্‌লিন্‌স্কি এসে হাজির হল গ্যারিন যেখানে তার পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালাচ্ছিল সেই জায়গায় — পেত্রোগ্রাদ জেলার একটা বদ্ধ রাস্তার মধ্যে প্রায় ধসে পড়া এক বাড়ি সেটা। গ্যারিনের পেছন পেছন তিক্‌লিন্‌স্কি বাড়িটার ভেতরে ঢুকে পড়ল। অনেকক্ষণ ধরে কতকগুলো সিঁড়ি বয়ে ওঠা-নামা করল, জানলা-ভাঙা কতকগুলো খালি ঘরের ভেতর দিয়ে হাঁটাহাঁটি করল, শেষকালে তলকুঠুরির নীচে গলগল করে বাষ্প বেরোবার মতো একটা প্রচণ্ড হিসহিস আওয়াজ সে শুনতে পেল, সেই সঙ্গে নাকে এসে লাগল পিরামিড-বড়ি জ্বলার চেনা গন্ধ।

'সে বেশ হুঁশিয়ার হয়ে তলকুঠুরিতে নামতে লাগল, কিন্তু একটা ভাঙা ইটের গায়ে হোঁচট খেয়ে পড়ে গেল। বেশ আওয়াজ হল। হাত পনেরো দূরে খিলানের পেছনে একটা কুপির আলোয় দেখতে পেল গ্যারিনের বাঁকা মুখটা। 'কে? কে ওখানে?' হিংস্র চিৎকার করে উঠল গ্যারিন, আর ঠিক তখনই একটা চোখ ধাঁধানো আলোর কিরণ — রেখাটা বোনার কাঁটার চেয়ে মোটা হবে না — দেয়ালের ওপর দিয়ে খেলে গেল, তিক্‌লিন্‌স্কির বুক আর হাতের ওপর দিয়ে তেরছাভাবে চলে গিয়ে তাকে ক্ষতবিক্ষত করে দিল।

'তিক্‌লিন্‌স্কির যখন জ্ঞান ফিরল তখন ভোর হয়ে এসেছে। অনেকক্ষণ সে সাহায্যের জন্য ডাকাডাকি করল, শেষকালে চার হাত পায়ে হামাগুড়ি দিয়ে তলকুঠুরির ভেতর থেকে বেরিয়ে এলো। দরদর করে রক্ত ঝরছে তার সর্বাঙ্গ বয়ে। পথচারীরা তাকে রাস্তা থেকে তুলে একটা ঠেলা গাড়িতে করে বাড়ি নিয়ে আসে।

সে যখন সুস্থ হয়ে উঠল ততদিনে পোল্যাণ্ডের সঙ্গে যুদ্ধ* শুরু হয়ে গেছে, তাই পেত্রোগ্রাদের পাট চুকিয়ে সরে আসতে হল তাকে।'

এই কাহিনী জোইয়া মোন্‌রোজের মনের ওপর গভীর ছাপ ফেলল। রোলিং অবিশ্বাসের হাসি হাসল। একমাত্র শ্বাসরোধকারী গ্যাসের শক্তিতেই তার বিশ্বাস। যুদ্ধজাহাজ, কেল্লা, কামান, বিশাল বিশাল ফৌজ — এসব, তার মতে, বর্বরযুগের জের। এরোপ্লেন আর কেমিক্যালই হল লড়াইয়ের একমাত্র শক্তিশালী হাতিয়ার। আর পেত্রোগ্রাদের ওই সব যন্ত্রটন্ত্র — স্রেফ বাজে ব্যাপার!

কিন্তু জোইয়া মোন্‌রোজ ক্ষান্ত হল না। গারিন সম্পর্কে আরও তথ্য সংগ্রহের জন্য সে সেমিওনভকে ফিনল্যাণ্ডে পাঠাল। এ কাজে সেমিওনভ এক শ্বেতরক্ষী অফিসারকে ভাড়া নিল। ভাড়াটে লোকটা স্কী করে রুশ সীমান্ত পার হয়ে গেল, পেত্রোগ্রাদে গারিনের খোঁজ পেল সে, তার সঙ্গে কথা বলল, এমনকি একসঙ্গে কাজ করার প্রস্তাবও দিল। গারিনকে খুব সতর্ক দেখাল। মনে হয় বিদেশ থেকে লোকজন যে তার পিছু নিয়েছে এ বিষয়ে সে সচেতন। নিজের যন্ত্র সম্পর্কে সে যা বলল তার অর্থ এই যে যার হাতে ওটা পড়বে সে এক অলৌকিক শক্তির অধিকারী হবে। যন্ত্রের মডেল নিয়ে সে যে সমস্ত পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেছে তার ফলাফল চমৎকার। সে কেবল এখন পিরামিড-বড়ির কাজ শেষ হওয়ার অপেক্ষায় আছে।

আঠার

বসন্তের প্রথম দিকের রবিবারের এক বাদলা সন্ধ্যা। বাড়িঘরের জানলা আর রাস্তাঘাটের অসংখ্য বাতি থেকে আলো ঠিকরে পড়ছে প্যারিসের বাঁধানো রাস্তার ওপর।

---

* সোভিয়েত দেশের প্রতি শত্রুতাপূর্ণ মনোভাববশত ইউক্রেনের দক্ষিণ তীর, বেলোরুশিয়া ও লিথুয়ানিয়া অধিকারের উদ্দেশ্যে পোল্যান্ড ১৯২০ সালে পোল-সোভিয়েত যুদ্ধের সূচনা করে। পরিনামে সোভিয়েত দেশের জয় হয়।

ভিজে মোটরগাড়িগুলো যেন কালো কালো কাটা খালের বুকে, আলোর অতলস্পর্শী গহ্বরের ওপর দিয়ে ছুটে চলেছে, জলে ভেজা ছাতাগুলো ছুটছে, পাক খাচ্ছে, একটা আরেকটার গায়ে ধাক্কা খাচ্ছে। স্যাঁতসেঁতে বুল্‌ভারের সোঁদা গন্ধে, সবজির দোকান, পোড়া পেট্রোল আর আতরের গন্ধে ভরপুর হয়ে উঠেছে বর্ষণসিক্ত অন্ধকার।

স্লেটপাথরের টালির ছাদ আর বাড়ির ঝুল-বারান্দার জাফরি বয়ে, রাস্তার ধারের কাফের মাথার ওপর ফেলা বিশাল ডোরাকাটা চাঁদোয়া বয়ে অঝোর ধারায় বৃষ্টির জল ঝরে পড়ছে। যত রকমের সম্ভব চিত্তবিনোদনের উপযোগী বিজ্ঞাপন আছে, আবছায়ার মধ্যে সেগুলোর আলো অস্পষ্টভাবে জ্বলছে নিভছে, পাক খাচ্ছে, মিটমিট করছে।

চুনোপুঁটি লোকজন — দোকানকর্মচারী পুরুষ ও মহিলারা, অফিসের কেরানি আর আমলারা — এই দিনটিতে যে যেমন করে পারে আমোদ-প্রমোদ করছে। বড় বড় ব্যবসায়ী, হোমরাচোমরা রাঘব বোয়াল লোকেরা তাদের বাড়ির ভেতরে ফায়ার-প্লেসের ধারে বসে আরাম করছে। রবিবার দিনটা হল জনতার দিন, এই দিনটাকে টুকরো টুকরো করে ছিঁড়ে উপভোগ করার জন্য উৎসর্গ করা হয়েছে জনতার কাছে।

অনেকগুলো ছোট ছোট গদির মাঝখানে পা গুটিয়ে একটা সোফার ওপর বসে আছে জোইয়া মোন্‌রোজ। বসে বসে ধূমপান করতে করতে সে একদৃষ্টে চেয়ে আছে ফায়ার-প্লেসের আগুনের দিকে। রোলিং সান্ধ্য পোশাক পরে একটা বড় আরাম কেদারায় গা ডুবিয়ে বসে আছে, পাদুটো রেখেছে একটা জলচৌকির ওপর। সেও ধূমপান করছে, তাকিয়ে আছে ফায়ার-প্লেসের জ্বলন্ত কয়লার দিকে।

ফায়ার-প্লেসের আলোয় আলোকিত রোলিং-এর মুখটা যেন আগুনের আঁচে লাল টকটকে হয়ে উঠেছে — বিশ্বচরাচরের অধিপতিটির মাংসল নাক, গোঁফদাড়ির জঙ্গলে ঢাকা তার দুই গাল, আধবোজা চোখের পাতা আর সামান্য ফোলা ফোলা দুই চোখ — সর্বত্র সেই আভা ছড়িয়ে পড়েছে। মস্তিষ্ক ও স্নায়ুকে

বিশ্রাম দেওয়ার জন্য সপ্তাহে একদিন যে পরম উদাসীনতায় গা ভাসিয়ে দেওয়া একান্ত দরকার সেটাই এখন সে করছে।

জোইয়া মোন্‌রোজ তার সুন্দর নগ্ন হাতদুটো সামনে বাড়িয়ে দিল। বলল:

'রোলিং, খাওয়ার পর দু ঘণ্টা হয়ে গেছে।'

উত্তরে রোলিং বলল, 'হ্যাঁ, আপনার মতো আমিও মনে করি, খাদ্যপরিপাক পর্ব সমাপ্ত হয়েছে।'

জোইয়া মোন্‌রোজ প্রায় স্বপ্নাচ্ছন্ন, স্বচ্ছ চোখের দৃষ্টি বুলাল রোলিং-এর মুখের ওপর। ভারিক্কি মৃদু গলায় সে রোলিংকে তার নাম ধরে ডাকল। চেয়ারের গরমটা উপভোগ করতে করতে স্থির হয়ে বসে থেকেই সে উত্তর দিল:

'হ্যাঁ, সোনা আমার, বলুন।'

কথা বলার অনুমতি মিলেছে। জোইয়া মোন্‌রোজ নড়েচড়ে সোফার কিনারায় বসল, দু'হাতে হাঁটু জড়িয়ে ধরে বসল সে।

'আচ্ছা বলুন ত রোলিং, কেমিক্যাল কারখানায় কি বিস্ফোরণের খুব বড় সম্ভাবনা থাকে?'

'হ্যাঁ, তা ত থাকেই। সাধারণ পাথুরে কয়লা থেকে চতুর্থ ক্রমে ট্রটিল নামে যে পদার্থ উৎপন্ন হয়, তার বিস্ফোরণ শক্তি অসাধারণ। ওই কয়লারই অষ্টম ক্রমে উৎপন্ন পদার্থ হল পিক্রিক এসিড, যা দিয়ে সাঁজোয়া জাহাজের বর্ম ভেদ করার জন্যে জলযুদ্ধে ব্যবহারের কামানের গোলা ভরা হয়। এর চেয়েও শক্তিশালী বিস্ফোরক আছে — টেট্রিল!'

'টেট্রিল কী, রোলিং?'

'ওই একই পাথুরে কয়লা। ৮০ ডিগ্রী সেণ্টিগ্রেড তাপমাত্রায় নাইট্রিক এসিডের (HNO_3) সঙ্গে বেন্‌জিন (C_6H_6) মেশালে পাওয়া যায় নাইট্রোবেন্‌জিন। নাইট্রোবেন্‌জিনের ফরমুলা হল $C_6H_5NO_2$। এর দুই ভাগ অক্সিজেন O_2-কে যদি আমরা দু'ভাগ হাইড্রোজেন H_2 দিয়ে বদল করি, অর্থাৎ নাইট্রোবেন্‌জিনকে যদি আমরা ৮০ ডিগ্রী সেণ্টিগ্রেড তাপমাত্রায় রেখে খানিকটা পরিমাণ হাইড্রোক্লোরিক এসিড যোগ করে আস্তে আস্তে লৌহচূর্ণ মেশাতে

থাকি, তাহলে আমরা পাব এনিলাইন ($C_6H_5NH_2$)। পঞ্চাশ বায়ু চাপে কাঠ থেকে তৈরি অ্যালকোহলের সঙ্গে মিশে এই এনিলাইন আমাদের দেবে ডিমেথিলানিলাইন। তারপর একটা বিশাল গর্ত খোঁড়া যাক। গর্তটার চারধারে আমরা মাটির বাঁধ দিলাম, গর্তের মাঝখানটা আমরা একটা চালা দিয়ে ছেয়ে দিলাম, ওই চালার নীচে নাইট্রিক এসিডের সঙ্গে ডিমেথিল্যানিলাইন মিশিয়ে তার রাসায়নিক বিক্রিয়া লক্ষ্য করা যাক। এই বিক্রিয়ার সময় থার্মোমিটারের দিকে আমরা লক্ষ রাখব দূর থেকে, টেলিস্কোপ দিয়ে। ডিমেথিলানি-লাইনের সঙ্গে নাইট্রিক এসিডের বিক্রিয়ার ফলে আমরা পাব টেট্রিল। এই টেট্রিলই হল সত্যিকারের এক দানব। অজ্ঞাত কতকগুলো কারণে রাসায়নিক বিক্রিয়া ঘটার সময় টেট্রিল কখন কখন ফেটে গিয়ে কারখানার বিশাল বিশাল দালানকে ধূলিসাৎ করে দেয়। দুঃখের বিষয়, এই পদার্থটা নিয়ে আমাদের কাজ করতে হয়। ফস্‌গেন দিয়ে প্রক্রিয়া করা হলে এ থেকে পাওয়া যাবে নীল রঞ্জক — ক্রিস্টাল ভায়োলেট। এই বস্তুটা দিয়ে আমি প্রচুর অর্থ উপার্জন করেছি। আপনি আমাকে বেশ মজার প্রশ্ন করেছেন।... হুম্‌!.. আমার ধারণা ছিল রসায়নশাস্ত্রটা আপনি মোটামুটি ভালো জানেন।... হুম্‌!... কয়লাজাত আলকাতরা থেকে এই ধরুন না কেন আপনার মাথা ব্যথা সারানোর জন্য একটা পিরামিডন ট্যাবলেট তৈরি করতে গেলে দীর্ঘ অনেকগুলো পর্যায়ের মধ্য দিয়ে যেতে হয় আমাদের।... পাথুরে কয়লা থেকে পিরামিডন কিংবা এক শিশি সেণ্ট অথবা ফোটোগ্রাফির মামুলী কেমিক্যাল তৈরি করার পথে ট্রটিল ও পিক্রিক এসিডের মতো ভয়ঙ্কর পদার্থ আর ব্রমবেন্‌জিলসায়ানাইড, ক্লোর্‌পিক্রিন, ডিফেনিলক্লোরার্সাইন ইত্যাদি আরও কত যে ছোটখাটো অপূর্ব বস্তু পড়ে! অর্থাৎ এই প্রক্রিয়ার পথে পড়ে যুদ্ধে ব্যবহারের সেই সমস্ত গ্যাস, যার প্রভাবে মানুষ হাসে, কাঁদে, মুখ থেকে প্রতিরক্ষামূলক মুখোস টেনে খুলে ফেলে, শ্বাসরুদ্ধ হয়ে পড়ে, রক্তবমি করে, মানুষের সর্বাঙ্গ ঘায়ে ছেয়ে যায়, মানুষ তিলে তিলে মারা যায়।...'

রবিবারের এই বাদলা সন্ধ্যায় রোলিং-এর বড় একঘেয়ে

লাগছিল, তাই রসায়নের এহেন উজ্জ্বল ভবিষ্যতের চিন্তায় ডুবে যেতে সে উৎসাহ বোধ করল।

'আমার মনে হয় (আধ পোড়া চুরুটটা নাকের কাছে নাচাল সে), আমার মনে হয় পরমেশ্বর স্বর্গ মর্ত্য এবং যাবতীয় প্রাণী সৃষ্টি করেছেন নুন-কয়লা দিয়ে। বাইবেলে এ বিষয়ে সরাসরি কিছু বলা হয় নি, কিন্তু অনুমান করা যেতে পারে। নুন-কয়লার যে অধিকারী, জগৎ তারই বশে। চৌদ্দ সালে জার্মানরা যে লড়াই শুরু করেছিল তার একমাত্র কারণ এই যে পৃথিবীর নয়-দশমাংশ কেমিক্যাল কারখানা জার্মানীর অধিকারে ছিল। জার্মানরা নুন-কয়লার গোপন রহস্য জানত। সেই সময় তারা ছিল একমাত্র সংস্কৃতিবান জাতি। কিন্তু তারা এটা আন্দাজ করতে পারে নি যে আমরা নয় মাসে এজউড অস্ত্রাগার* তৈরি করে ফেলতে পারব। জার্মানরা আমাদের চোখ খুলে দিয়েছে, আমরা বুঝতে পেরেছি কোথায় টাকা খাটানো উচিত। এখন ওরা নয়, আমরাই হব দুনিয়ার মালিক, তার কারণ এই যে যুদ্ধের পর টাকা আছে আমাদের হাতে, কেমিক্যালও আমাদের হাতে। সবার আগে জার্মানিকে, তারপর আরও যে সমস্ত দেশ কাজ করতে জানে (যারা কাজ করতে জানে না তারা স্বাভাবিক উপায়েই লোপ পেয়ে যাবে, এ ব্যাপারে আমরা তাদের সাহায্যও করব) তাদেরও আমরা বদলে দেব, বদল করব এক বিশাল ফ্যাক্টরিতে।... বিষুবরেখার ওপর দিয়ে, উত্তর মেরু থেকে দক্ষিণ মেরু পর্যন্ত চকোলেট বাক্সের ওপরকার ফিতের মতো পৃথিবীকে ঘিরে থাকবে মার্কিন পতাকা।...'

জোইয়া তাকে বাধা দিয়ে বলল, 'রোলিং, আপনি নিজেই নিজের বিপদ ডেকে আনছেন।... তাহলে ত ওরা সকলে কমিউনিস্ট হয়ে যাবে।... এমন এক দিন আসবে যখন ওরা জানিয়ে দেবে যে আপনাকে দিয়ে ওদের আর কাজ নেই, ওরা নিজেদের জন্যে কাজ করতে চায়।... ওঃ সেই বিভীষিকার

---

* মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের এজউডের অনতিদূরে বৃহত্তম সামরিক রসায়নশিল্পকেন্দ্র। মার্কিন সাম্রাজ্যবাদীরা ১৯১৭-১৮ সালে এটি গড়ে তোলে।

অভিজ্ঞতা আমার আছে।... ওরা আপনার সেই কোটি কোটি টাকা ফেরত দিতে রাজী হবে না।...'

'সেক্ষেত্রে, সোনা আমার, আমি সরষের গ্যাসে ইউরোপকে ডুবিয়ে দেব।'

'বড্ড দেরি হয়ে যাবে, রোলিং!' জোইয়া দু'হাতে হাঁটু শক্ত করে চেপে ধরে সামনের দিকে ঝুঁকে পড়ল। 'আমার কথা বিশ্বাস করুন, রোলিং। আমি আপনাকে কখনও কুপরামর্শ দিই নি।... আমি আপনাকে জিজ্ঞেস করেছিলাম, কেমিক্যাল কারখানাগুলো বিস্ফোরণ ঘটানোর বিপদ সূচনা করতে পারে কিনা।... মজুর বিপ্লবী আর কমিউনিস্টদের হাতে, আমাদের শত্রুদের হাতে — আমি এটা জানি — একটা দানবীয় শক্তিশালী হাতিয়ার থেকে যাবে।... তারা কেমিক্যাল কারখানা বা গোলা বারুদের ভান্ডার বিস্ফোরণ ঘটিয়ে উড়িয়ে দিতে পারে, এরোপ্লেনের স্কোয়াড্রন জ্বালিয়ে পুড়িয়ে দিতে পারে, গ্যাসের মজুত ধ্বংস করতে পারে — এক কথায় বিস্ফোরণের উপযোগী, জ্বলার মতো সব কিছু অনেক দূর থেকে ধ্বংস করতে পারে।'

রোলিং জলচৌকি থেকে পা উঠিয়ে নিল। তার চোখের লালচে পাতাদুটো একবার ওঠা-পড়া করল, খানিকক্ষণ বেশ মনোযোগ দিয়ে এই যুবতীটির দিকে তাকাল সে।

'আমার যতদূর মনে হয় আপনি আবার ইঙ্গিত দিচ্ছেন সেই...'

'হ্যাঁ রোলিং, হ্যাঁ, ইঞ্জিনীয়র গারিনের সেই যন্ত্রের।... সে সম্পর্কে যা যা খবর দেওয়া হয়েছিল সব আপনার মনোযোগ এড়িয়ে গেল। কিন্তু আমি জানি তার গুরুত্ব কতখানি।... সেমিওনভ একটা আশ্চর্য জিনিস এনে দিয়েছে আমাকে। জিনিসটা সে পেয়েছে রাশিয়ায়।...'

জোইয়া বেল বাজাল। একজন চাপরাসী এসে ঢুকল। জোইয়া হুকুম দিতে চাপরাসী পাইনকাঠের একটা ছোট্ট বাক্স নিয়ে এলো। বাক্সটার মধ্যে ছিল আধ ইঞ্চি পরিমাণ পুরু একটা ইস্পাতের ফালি। জোইয়া ইস্পাতের টুকরোটা বাক্স থেকে বার করে ফায়ার-প্লেসের আগুনের সামনে ধরল। দেখা গেল কোন একটা

সূক্ষ্ম যন্ত্র দিয়ে ইস্পাতের পাত এফোড় ওফোড় করে যেন জড়িয়ে জড়িয়ে কলম টেনে দ্রুত হস্তাক্ষরে তেরছা ভাবে লেখা হয়েছে: 'শক্তিপরীক্ষা... পরীক্ষা... গারিন।' কোন কোন অক্ষরের ভেতরকার ধাতুটুকরোগুলো খসে পড়ে গেছে। রোলিং অনেকক্ষণ তাকিয়ে তাকিয়ে দেখল ইস্পাতের টুকরোটা।

'এটা যেন কোন কলমের শক্তিপরীক্ষা বলে মনে হচ্ছে,' সে অনুচ্চস্বরে বলল, 'যেন একতাল নরম ময়দার ওপর ছুঁচ ফুটিয়ে লেখা।'

'এটা গারিনের কাজ। গারিন তার যন্ত্রের একটা মডেল নিয়ে পরীক্ষা করার সময় পনেরো হাত দূর থেকে এই কাজটা করেছে,' জোইয়া বলল। 'সেমিওনভ জোর দিয়ে বলছে যে গারিন এমন একটা যন্ত্র তৈরি করার আশা রাখে যা বিশ কেব্‌ল* দূর থেকে মাখনের ওপর ছুরি চালানোর মতো অবলীলাক্রমে একটা ড্রেড্‌নট** জাহাজকে কেটে টুকরো টুকরো করে দিতে পারে।... মাপ করবেন রোলিং, কিন্তু আমি জেদ ধরেই বলছি আপনার উচিত হবে এই ভয়ঙ্কর অস্ত্র হাত করা।'

রোলিং বৃথাই আমেরিকায় তার জীবনের পাঠশালা শেষ করে নি। তার দেহের প্রতিটি অণু-পরমাণু লড়াই করার জন্য তালিম পাওয়া।

কে না জানে যে উপযুক্ত তালিমের ফলে শরীরের পেশীগুলোর মধ্যে কর্মপ্রচেষ্টা সমান ভাগে ভাগ হয়ে যায় এবং সেগুলো মানুষের যতদূর সম্ভব বেশি প্রয়াস জাগিয়ে তোলে? রোলিং-এর ক্ষেত্রেও, যখন সে কোন সংগ্রামে নামে তখন ব্যাপারটা এই রকমই দাঁড়ায়। প্রথমে সক্রিয় হয়ে ওঠে তার কল্পনাশক্তি — কল্পনাশক্তি ঝাঁপিয়ে পড়ে ব্যবসায়িক উদ্যোগের এক আদিম গহন

---

* কেব্‌ল — সমুদ্রে দৈর্ঘ্য মাপার একক। ১ কেব্‌ল — ০·৪ মাইল অথবা ১৮৫·২ মিটার।

** ড্রেড্‌নট — ব্রিটিশ সামরিক জাহাজের নামে তৈরি এক ধরনের লাইনের জাহাজ। যুদ্ধজাহাজ ধরনের জাহাজ তৈরির উদ্দেশ্যে, যুদ্ধজাহাজের গতিবেগ ও অঙ্গসজ্জা বৃদ্ধির কথা মনে রেখে বিংশ শতাব্দীর সূচনায় উন্নতশ্রেণীর এই জাহাজগুলো বানানো হয়।

অরণ্যে, সেখানে খংজে পায় মনোযোগ দেওয়ার উপযোগী কোন বস্তু। এখানে কল্পনার খেলা শেষ, তার বিরতি। এর পর কাজে নামে সাধারণ জ্ঞানবুদ্ধি। সাধারণ জ্ঞানবুদ্ধি বিষয়টা যাচাই করে, তুলনা করে, নিক্তিতে ওজন করে দেখে, জানিয়ে দেয় — বিষয়টা কাজের। এবারে তার বিরতি। কাজে নামে বিষয়বুদ্ধি — হিসাব করে, বিচারবিবেচনা করে, জমা-খরচ খতিয়ে দেখে — জমার ঘরে কিছু পড়ছে। অতএব বিরতি। কাজে নামে ইচ্ছাশক্তি, রোলিং-এর সেই প্রবল ইচ্ছাশক্তি, যা উৎকৃষ্টশ্রেণীর ইস্পাতের মতোই মজবুত। সে তখন মহিষাসুরের মতো রক্তচক্ষু ধারণ ক'রে একরোখা হয়ে তার লক্ষ্যের দিকে এগিয়ে যায়, অভীষ্ট সিদ্ধ করে — সে জন্য তাকে এবং অন্যদের যত মূল্যই দিতে হোক না কেন।

আজও মোটামুটিভাবে সেই একই প্রক্রিয়া কাজ করল। রোলিং অজ্ঞাতপরিচিত গহন অরণ্যের মধ্যে দৃষ্টিনিক্ষেপ করল, সাধারণ জ্ঞানবুদ্ধি তাকে বলল, জোইয়ার কথাই ঠিক। বিষয়বুদ্ধি জমা-খরচ খতিয়ে দেখল — সবচেয়ে লাভজনক হয় যদি নক্সাগুলো আর যন্ত্রটা চুরি করা যায় এবং গারিনকে উচ্ছেদ করা যায়। বিষয়বুদ্ধির বিচারের বিরতি। গারিনের ভাগ্য নির্ধারিত হয়ে গেল, জমা-খরচের খাতায় জমার হিসাব খোলা হল, এবারে কাজে নামল ইচ্ছাশক্তি।

রোলিং চেয়ার ছেড়ে উঠে ফায়ার-প্লেসের আগুনের দিকে পেছন ফিরে দাঁড়াল, চোয়াল সামনের দিকে বার করে নাড়ল।

'আগামীকাল মাল্‌জের্ব বুল্‌ভারে আমার অফিসে আমি সেমিওনভের জন্যে অপেক্ষা করব।'

উনিশ

সেই সন্ধ্যার পর সাতটা সপ্তাহ কেটে গেল। গারিনের চেহারার জুড়িদার ক্রেস্তোভ্‌স্কি দ্বীপে খুন হল। সেমিওনভ মাল্‌জের্ব বুল্‌ভারে রোলিং-এর অফিসে এলো খালি হাতে — নক্সা বা যন্ত্র কোনটাই সে হাতাতে পারে নি। রোলিং দেয়াত ছুঁড়ে তার

মাথা চুরমার করতে শুধু বাকি রাখল। গারিন কিংবা গারিনের চেহারার জুড়িদার — যা-ই বলা যাক না কেন — তাকে গতকাল প্যারিসে দেখা গেছে।

পরদিন জোইয়া যথারীতি দুপুর একটার দিকে মাল্‌জের্ব বুল্‌ভারে রোলিং-এর কাছে এলো। রোলিং একটা বন্ধ লিমুজিন গাড়িতে তার পাশে এসে বসল, হাতের ছড়িতে থুতনির ভর দিয়ে দাঁতে দাঁত চেপে বলল:

'গারিন প্যারিসে।'

জোইয়া গদিতে হেলান দিল। রোলিং বেজার হয়ে তার দিকে তাকাল।

'সেমিওনভের মাথাটা অনেক আগেই গিলোটিনে কাটা পড়া উচিত ছিল। ওটা একটা অপদার্থ, শস্তাদরের খুনে, বেহায়া, আকাট মুখ্যু,' রোলিং বলল। 'ওকে বিশ্বাস করে আমি হাস্যকর অবস্থার মধ্যে পড়ে গেছি। আমার অনুমান হচ্ছে এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে কোন একটা নোংরা কেচ্ছার মধ্যে আমাকে টেনে নিয়ে যেতে পারে।...'

এরপর সেমিওনভের সঙ্গে যা যা কথাবার্তা হয়েছিল রোলিং সব জানাল জোইয়াকে। গারিনের চেহারার যে জুড়িদার আছে এই ঘটনাটা রোলিংকে বিশেষ ভাবিয়ে তুলল। সে বুঝতে পারল বিরুদ্ধপক্ষ ধূর্ত। গারিন হয় জানত যে তার প্রাণনাশের চেষ্টা চলছে, কিংবা আগে থাকতে অনুমান করতে পেরেছিল যে এরকম একটা চেষ্টা একদিন না একদিন হবেই, তাই তার চেহারার একজন জুড়িদারকে গছিয়ে দিয়ে সূত্র জটিল করে তুলেছে। গোটা ব্যাপারটাই খুব অস্পষ্ট। কিন্তু সবচেয়ে যেটা দুর্বোধ্য তা হল এই যে প্যারিসে আসার ছাই কোন দরকার পড়ল গারিনের?

প্যারিসের রাজপথ এলিজিয়াম সরণী ধরে অসংখ্য মোটরগাড়ির ভিড়ের মধ্য দিয়ে ধীরে ধীরে চলতে লাগল লিমুজিন গাড়িটা। দিনটা ঈষদুষ্ণ, স্যাঁতসেঁতে। হাল্‌কা মৃদু নীল কুয়াশার মধ্যে ফুটে উঠেছে প্যারিসের প্রদর্শনীশালা গ্রাঁ সালোন-এর পক্ষিরাজ ঘোড়া আর কাচের গম্বুজ, উঁচু উঁচু বাড়ির অর্ধবৃত্তাকার ছাদ,

জানলার মাথার ওপরে ডোরাকাটা কাপড়ের চাঁদোয়া আর বাদামঝোপের জমকাল ঝাঁকড়া মাথাগুলো।

গাড়িগুলোর ভেতরে লোকজন বসে আছে — কেউ গদিতে গা এলিয়ে দিয়েছে, কেউ হাঁটুর ওপর পা তুলে, কেউ বা তাদের হাতের ছড়ির বাঁধানো হাতল চুষছে — বেশির ভাগই হঠাৎ বড়লোক, ছোটখাটো উঠতি সন্তান গোছের লোকজন, মাথায় বসন্তের উপযোগী টুপি, গলায় খুশির রঙ ধরা টাই। তারা বয়েস দ্যে বুলনে লাঞ্চ খেতে চলেছে। সঙ্গে তাদের পরমাসুন্দরী সমস্ত মেয়ে, বিদেশীদের আমোদফুর্তির জন্য এই পারী শহর খুশিমনে যাদের যোগান দিয়ে থাকে।

প্লেইস দ্যে ল'এতোইল-এ একটা ভাড়াটে মোটরগাড়ি জোইয়াদের লিমুজিন গাড়িটা ধরে ফেলল। সেখানে বসে ছিল সেমিওনভ এবং আরও একটা লোক। লোকটার মুখ মেদবহুল, হলুদ রঙের, গোঁফজোড়া ধুলোমাখা। ওরা দু'জনেই সামনে ঝুঁকে বসে ছিল, তাদের চোখেমুখে কেমন যেন একটা উন্মত্তভাব। সামনের ছোট্ট সবুজ যে মোটরগাড়িটা প্লেইস দ্যে ল'এতোইল-এর ওপর দিয়ে মোড় নিয়ে পাতাল রেলের স্টেশনের দিকে চলে গেল সেটার দিকে তাদের একাগ্র লক্ষ্য।

সেমিওনভ আঙুল দিয়ে তার ড্রাইভারকে গাড়িটা দেখিয়ে দিল। কিন্তু যানবাহনের. প্রবল ধারা ভেদ করে এগোন কঠিন। শেষকালে তারা বেরোল, পুরো বেগে এগিয়ে গিয়ে ছোট সবুজ গাড়িটার আড়াআড়ি পথ আটকানোর চেষ্টা করল। খানিক বাদে অবশ্য গাড়িটা অমনিতেই পাতাল রেলের ঢোকার মুখে থেমে গেল। ভেতর থেকে একটা লোক লাফিয়ে বেরিয়ে পড়ল। মাঝারি আকারের, গায়ে মোটা পশমী কাপড়ের ঢিলেঢালা ওভারকোট। গাড়ি থেকে নেমেই লোকটা পাতাল রেলের সুড়ঙ্গের মধ্যে অদৃশ্য হয়ে গেল।

পুরো ব্যাপারটা দু-তিন মিনিটের মধ্যে ঘটে গেল রোলিং আর জোইয়ার চোখের সামনে। জোইয়া তার ড্রাইভারকে পাতাল রেলের মুখের দিকে মোড় নিতে বলল। সেমিওনভের গাড়ির সঙ্গে সঙ্গে, প্রায় একই সময় ওরাও সেখানে এসে থামল। হাতের ছড়িটা

নাড়াতে নাড়াতে একটা ভঙ্গি ক'রে সেমিওনভ ছুটে এলো ওদের লিমুজিন গাড়িটার দিকে, গাড়ির দামী পুরু কাচের দরজা খুলে সাংঘাতিক উত্তেজিত হয়ে কথা বলতে লাগল:

'ওই লোকটা গারিন। পালাল। তাতে অবশ্য কিছু আসে যায় না। আজ রু্য বাতিনোল-এ ওর সঙ্গে দেখা করতে যাব, বোঝাপড়ার প্রস্তাব দেব তাকে। রোলিং, আপনার সঙ্গে একটা সমঝোতায় আসতে হয় — যন্ত্রটা এনে দিতে পারলে কত দেবেন আপনি? আপনি নিশ্চিন্ত থাকতে পারেন — আইনের বাইরে কোন কাজ আমি করব না। ও হ্যাঁ, আলাপ করিয়ে দিই — স্তাস্ তিক্‌লিন্‌স্কি। খুবই সজ্জন ব্যক্তি।'

কোন অনুমতির অপেক্ষা না করে সে তিক্‌লিন্‌স্কিকে ডাক দিল। তিক্‌লিন্‌স্কিও ডাক শুনে দামী লিমুজিন গাড়ির দিকে ছুটে এলো, ঝট করে মাথার টুপি খুলে নীচু হয়ে নমস্কার জানাল, যোন্‌রোজের হাতে চুমু খেল।

রোলিং ওদের দু'জনের কারও দিকেই হাত বাড়াল না। খাঁচার ভেতরে বসে থাকা একটা পুমার মতো লিমুজিনের অনেকখানি ভেতর থেকে তার চোখদুটো জ্বলজ্বল করতে লাগল। সমস্ত লোকজনের চোখের সামনে এখানে দাঁড়ানোটা বুদ্ধিমানের কাজ হবে না বলে তার মনে হল।

জোইয়া নদীর বাঁ ধারে 'লাপেরুজ' রেস্তোরাঁয় লাঞ্চের প্রস্তাব দিল। বছরের এই সময়টা ওখানে লোকজন কম আসে।

বিশ

তিক্‌লিন্‌স্কি প্রতি মুহূর্তে নীচু হয়ে নমস্কার করছে, ঝোলা গোঁফজোড়া সমান করছে, ভিজে ভিজে চোখে জোইয়া যোন্‌রোজের দিকে তাকাচ্ছে। খেল সে লোভ সংযম করে। রোলিং জানলার দিকে পিঠ করে গোমড়ামুখে বসে রইল। সেমিওনভ উলটো পালটা বকে চলল। জোইয়াকে শান্ত দেখাচ্ছে। মনোমুগ্ধকর হাসি হাসছে সে, হোটেল-

পরিচালককে চোখের ইঙ্গিত করছে যাতে অতিথিদের গ্লাস ঘন ঘন ভরতি করে দেয়। শ্যাম্পেন যখন পরিবেশন করা হল তখন জোইয়া তিক্‌লিন্‌স্কিকে তার কাহিনী শুরু করতে বলল।

খাওয়ার সময় গলার কাছে যে ন্যাপকিনটা ঝুলিয়েছিল সেটা খুলে ফেলল তিক্‌লিন্‌স্কি।

'প্যান্* রোলিং-এর খাতিরে আমরা আমাদের প্রাণের এতটুকু মায়া করি নি। আমরা সেস্ত্রোরেৎস্কের কাছে সোভিয়েত সীমান্ত পার হয়েছি।'

'আমরা বলতে আপনি কাদের বোঝাচ্ছেন?' রোলিং জিজ্ঞেস করল।

'আমি আর ওয়ারশ'র একজন রুশী, বালাখোভিচের আর্মির একজন অফিসার, আমার ডান হাত বলতে পারেন পান্।... খুবই নিষ্ঠুর লোক।... তা চুলোয় যাক গে এই অফিসার আর শালার রুশীগুলো! ব্যাটা আমাকে সাহায্য যতটা না করেছে তার চেয়ে ক্ষতিই বেশি করেছে। আমার কাজ ছিল গারিন যেখানে পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালাচ্ছে সেই জায়গাটা খুঁজে বার করা। আমি সেই ভাঙা পোড়ো বাড়িটাতে গিয়ে হাজির হয়েছিলাম — তারপর পানি এবং পান্ আপনিও নিশ্চয়ই জানেন যে সেখানে হারামজাদা ইঞ্জিনীয়র তার যন্ত্র দিয়ে আমাকে আরেকটু হলেই কেটে দু আধলা করে ফেলেছিল। ওই বাড়িরই তলকুঠুরিতে আমি একটা ইস্পাতের চিলতে পাই। পানি জোইয়া ওটা আমার কাছ থেকে পেয়েছেন, আমার চেষ্টা যে কতদূর আন্তরিক তার পরিচয় তিনি পেয়ে থাকবেন। এরপর গারিন তার পরীক্ষা-নিরীক্ষার জায়গা বদল করে। আমার দিন রাতের ঘুম নেই — আমার তখন একমাত্র চিন্তা পানি জোইয়া আর পান্ রোলিং যে আস্থা আমার ওপর রেখেছেন তার যোগ্যতা প্রমাণ করা। ক্রেস্তোভ্‌স্কি দ্বীপের জলায় ঘুরে ঘুরে আমার ফুসফুসে ঠান্ডা লেগে গেল, কিন্তু আমার উদ্দেশ্য সিদ্ধ হল। গারিনকে আমি খুঁজে বার করলাম। সাতাশে

---

* পান্ — পোলভাষার শব্দ। মিস্টার, মহাশয়। মহিলাদের ক্ষেত্রে পানি। মনে রাখতে হবে যে তিক্‌লিন্‌স্কি জাতিতে পোল্।

এপ্রিল রাতের বেলায় আমি আর আমার সাকরেদ মিলে তার বাগানবাড়িতে ঢুকলাম, সেখানে গারিনকে লোহার খাটের সঙ্গে বাঁধলাম, তন্ন তন্ন করে সমস্ত জায়গা খুঁজলাম।... কিছুই পেলাম না।... মাথা খারাপ হওয়ার মতো অবস্থা — যন্ত্রের কোন চিহ্নই নেই।... আমার কিন্তু জানা ছিল যে যন্ত্রটা সে বাগানবাড়িতেই লুকিয়ে রাখে।... এবারে আমার সাকরেদ গারিনকে নিয়ে যা করল সেটাকে খানিকটা রুক্ষই বলা যেতে পারে।... কিন্তু পান্ আপনি, এবং পানি আপনিও নিশ্চয়ই বুঝতে পারবেন সেই সময় আমরা কেমন উত্তেজিত হয়ে পড়েছিলাম।... আমি বলছি না যে আমরা পান্ রোলিং-এর নির্দেশে কাজ করেছি।... না, তা করি নি, আমার সাকরেদটির মাথা বড় বেশি গরম হয়ে গিয়েছিল।...'

রোলিং প্লেটের দিকে তাকিয়ে ছিল। জোইয়া মোন্‌রোজ টেবিলের ওপর রাখা হাতের আঙুলগুলো দিয়ে দ্রুত টেবিলের চাদরটা হাতড়াল, আঙুলের পালিশ করা নখ আর আঙটির হীরে-চুনী-পান্না ঝিলিক দিয়ে উঠল। সেই মহার্ঘ হাতখানার দিকে তাকিয়ে তিক্‌লিন্‌স্কি অনুপ্রাণিত বোধ করল।

'পান্ এবং পানি, এই ঘটনার পরের দিন গারিনের সঙ্গে পোস্টাপিসে আমার কী ভাবে দেখা হয়েছিল আপনাদের অজানা নেই। মেরীমাতার দিব্যি, একটা জ্যান্ত মড়ার সঙ্গে একেবারে মুখোমুখি দেখা হয়ে গেলে কে না আঁতকে উঠবে! ঠিক এই সময় আবার হারামজাদা পুলিশ আমার পিছু ধাওয়া করল। আমরা একটা ধাপ্পাবাজীর শিকার হলাম, জালিয়াত গারিনটা তার জায়গায় তারই মতন দেখতে আরেকজনকে গছিয়ে দিয়েছিল আমাদের। আমি ঠিক করলাম বাগানবাড়িটা আরও একবার ভালো করে খুঁজে দেখব। সেখানে মাটির নীচে চোরা কুঠুরি থাকার খুবই সম্ভাবনা। সেই রাতে আমি একাই ওখানে গেলাম। ক্লোরোফর্ম দিয়ে চৌকিদারকে বেহুঁশ করলাম। জানলা দিয়ে ঢুকে পড়লাম বাড়ির ভেতরে। পান্ রোলিং যেন আমাকে ভুল না বোঝেন।... তিক্‌লিন্‌স্কি যখন জীবনের ঝুঁকি নেয়, তখন সেই ঝুঁকি সে নেয় কোন আইডিয়ার খাতিরে। বাগানবাড়ির ভেতরে এমন একটা খটখট আর মড়মড় আওয়াজ শুনতে পেলাম, যাতে যে

কারও মাথার চুল খাড়া হয়ে উঠতে পারে। তখন কিন্তু অনায়াসেই আমি জানলা দিয়ে লাফিয়ে বেরিয়ে আসতে পারতাম।... হ্যাঁ, পান্ রোলিং, সেই মুহূর্তে আমি বুঝতে পারলাম এই ভয়ঙ্কর অস্ত্রটা রুশীদের হাতে থাকলে সমস্ত সভ্য জগতের বিরুদ্ধে তারা ব্যবহার করতে পারে, তাদের হাত থেকে জিনিসটা ছিনিয়ে আনার জন্য আপনি যে আমাকে পাঠিয়েছেন তা ভগবানেরই লীলা। সেটা ছিল এক ঐতিহাসিক মুহূর্ত, পানি জোইয়া, পোল অভিজাতসমাজের নামে হলফ করে বলছি। রান্নাঘরের ভেতর থেকে আওয়াজটা আসতে আমি একটা বন্য জন্তুর মতো ঝাঁপিয়ে পড়লাম। সেখানে আমি গারিনকে দেখতে পেলাম। সে তখন টেবিল, বস্তা, বাক্স স্তূপাকার করে রান্নাঘরের দেয়ালের গায়ে ফেলে রাখছে। আমাকে দেখতে পেয়ে সে চট করে চামড়ার স্যুটকেসটা তুলে নিল। ওটা আমার বহু দিনের পরিচিত, ওর মধ্যে সচরাচর সে তার যন্ত্রের মডেল রাখে। স্যুটকেসটা নিয়ে সে পাশের ঘরে সটকে পড়ল। আমিও সঙ্গে সঙ্গে রিভলভারটা বার করে নিয়ে তার পিছন পিছন ছুটলাম। গারিন ততক্ষণে লাফিয়ে রাস্তায় নেমে পড়ার মতলবে জানলা খুলতে লেগে গেছে। আমি গুলি ছুঁড়লাম। সে তখন এক হাতে স্যুটকেস, অন্য হাতে রিভলভার নিয়ে দৌড়ে ঘরের শেষ মুড়োয় চলে গেল, খাটের আড়াল দিয়ে গুলি ছুঁড়তে লাগল। খাঁটি ডুয়েল যাকে বলে, পানি জোইয়া। একটা গুলি আমার টুপি ছ্যাঁদা করে বেরিয়ে গেল। হঠাৎ সে কোথাকার খানিকটা ন্যাকড়া দিয়ে নাক মুখ ঢাকল, আমার দিকে বাড়িয়ে ধরল ছোট্ট একটা ধাতুর নল — ফটাস করে একটা আওয়াজ হল — সেটা শ্যাম্পেনের ছিপি খোলার আওয়াজের চেয়ে জোরাল নয়; মুহূর্তের মধ্যে হাজার হাজার খুদে খুদে ধারাল বাঁকা নখ আমার নাক, চোখ, গলা আর বুকের ওপর এসে বসল, আমাকে আঁচড়ে অস্থির করে তুলল, অসহ্য যন্ত্রণায় আমার চোখে জল এসে গেল, আমি হেঁচে কেশে অস্থির হয়ে পড়লাম, আমার নাড়িভুঁড়ি ঠেলে বেরিয়ে আসতে লাগল, মাফ করবেন পানি জোইয়া, ভেতর থেকে এমন বমি ঠেলে উঠল যে আমি মেঝেয় পড়ে গড়াগড়ি যেতে লাগলাম।’

'ফসগেনের সঙ্গে ডিফেনিলক্লোরার্সাইনের মিশ্রণ — আধাআধি। বস্তাপচা জিনিস। আঁজকাল আমাদের পুলিশের হাত-বোমাতে আমরা এই গ্যাস ব্যবহার করি,' রোলিং বলল।

'হ্যাঁ পান্, আপনি ঠিকই বলেছেন — ওটা গ্যাসবোমা ছিল।... ভাগ্যি ভালো যে ঘরের মধ্যে মুখোমুখি হাওয়া খেলতে থাকায় গ্যাস তাড়াতাড়ি সরে যায়। শিগগিরই আমার জ্ঞান ফিরে এলো, অর্ধমৃত অবস্থায় কোন রকমে বাড়ি ফিরে এলাম। বিষের ধোঁয়ায় আমি তখন মরমর, বিধ্বস্ত, টিকটিকিরা হন্যে হয়ে সারা শহরে আমাকে খুঁজে বেড়াচ্ছে, ফলে লেনিনগ্রাদ ছেড়ে পালানো ছাড়া আর উপায় রইল না, বিরাট ঝক্কি নিয়ে অনেক কষ্টে আমরা তা-ই করলাম।'

তিক্লিন্স্কি অসহায় ভঙ্গিতে দু'হাত ছড়াল, মালিকের দয়াদাক্ষিণ্যের হাতে নিজেকে ছেড়ে দিয়ে মাথা নীচু করে রইল।

জোইয়া জিজ্ঞেস করল, 'আপনি কি এ বিষয়ে নিশ্চিত যে গারিনও রাশিয়া ছেড়ে পালিয়েছে?'

'গা ঢাকা না দিয়ে তার উপায় ছিল না। ওই ঘটনার পর অমনিতেই গোয়েন্দা বিভাগের কাছে তাকে জবাবদিহি করতে হত।'

'কিন্তু ঠিক প্যারিসই কেন সে বেছে নিল?'

'তার দরকার কার্বন পিরামিড। ওগুলো ছাড়া তার যন্ত্র গুলিছাড়া বন্দুকের সামিল। গারিন পদার্থবিজ্ঞানী। রসায়নের কিছুই সে বোঝে না। তার ফরমাসমতো এই পিরামিড তৈরির কাজ করতাম আমি, আমার পরে কাজ করত সেই লোক যাকে এর বিনিময়ে প্রাণ দিতে হয় ক্রেস্তোভ্স্কি দ্বীপে। কিন্তু এখানে, প্যারিসে গারিনের আরেক জন সঙ্গী আছে — তাকেই সে টেলিগ্রাম পাঠিয়েছিল বাতিনোল বুল্ভারের ঠিকানায়। গারিন এখানে এসেছে পিরামিডের ওপর পরীক্ষানিরীক্ষা লক্ষ করতে।'

'গারিনের সহযোগী সম্পর্কে আপনারা কী কী তথ্য যোগাড় করতে পেয়েছেন?' রোলিং জিজ্ঞেস করল।

'সে বাতিনোল বুল্ভারের একটা শস্তার হোটেলে থাকে। আমরা গতকাল সন্ধেবেলা সেখানে গিয়েছিলাম। হোটেলের দারোয়ানের

কাছ থেকে আমরা কিছু কিছু খবর পেয়েছি,' সেমিওনভ উত্তর দিল। 'লোকটা সারাদিন বাইরে বাইরে থাকে, বাড়ি আসে শুধু ঘুমোতে। মালপত্তর বলতে তার কিছু নেই। প্যারিসের মেডিক্যাল লোকজন, ল্যাবরেটরি-কর্মী আর কেমেস্ট্রির ছাত্রছাত্রীরা পোশাকের ওপর যেমন ঢিলে লম্বা স্মক পরে মোটা সুতীর কাপড়ের সেই রকম একটা বর্ষাতি পরে সে বাড়ি থেকে বেরিয়ে যায়। দেখেশুনে মনে হয় ওখানেই কাছেপিঠে কোথাও কাজ করে।'

'দেখতে কেমন? ওর মোটা সুতীর কাপড়ের বর্ষাতি দিয়ে আমার ছাই কী হবে? হোটেলের দারোয়ান তার চেহারার বর্ণনা দিয়েছে আপনাদের?' রোলিং চিৎকার করে উঠল।

সেমিওনভ ও তিক্লিন্স্কি মুখ চাওয়া-চাউয়ি করল। পোল্‌টি বিনয়ের ভঙ্গিতে বুকে দু'হাত ঠেকাল।

'আপনি যদি চান পান্, আজই সেই ভদ্রলোকের চেহারা সম্পর্কে খবর যোগাড় করে এনে দেব।'

রোলিং অনেকক্ষণ চুপ করে রইল, ভুরু কোঁচকাল।

'যাকে আপনারা গতকাল বাতিনোলের কাফেতে দেখেছিলেন আর যে লোকটা প্লেইস দ্যে ল'এতোইল-এ পাতালরেলের সুড়ঙ্গের ভেতরে পালিয়ে গেল তারা দু'জনে যে এক এবং ইঞ্জিনীয়র গ্যারিনই, এ বিষয়ে আপনাদের নিশ্চিত হওয়ার কারণ কী? এর আগে একবার ত লেনিনগ্রাদেই ভুল করে বসেছিলেন। কী হল? বলুন!'

সেমিওনভ আর তিক্লিন্স্কি ফের মুখ চাওয়া-চাউয়ি করল। তিক্লিন্স্কি অত্যন্ত ভদ্রভাবে হাসল।

'পান্ রোলিং কি তাহলে বলতে চান যে প্রত্যেক শহরে গারিনের চেহারার একজন করে জুড়িদার আছে?'

রোলিং বিচলিত না হয়ে একগুঁয়ের মতো মাথা নাড়ল। জোইয়া মোন্‌রোজ দামী পশুলোমের আবরণে হাত জড়িয়ে বসে উদাসীন দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল জানলার দিকে।

সেমিওনভ বলল, 'তিক্লিন্স্কি গারিনকে রীতিমতো ভালোভাবে জানে, তার ভুল হতেই পারে না। এই মুহূর্তে অন্য আরেকটা জিনিস বিবেচনা করে দেখার গুরুত্ব আছে, রোলিং।

আপনি কি চান আমরা নিজেরা নিজেরাই এই কাজটা হাসিল করি — তারপর একদিন হঠাৎ মাল্‌জের্ব বুল্‌ভারে আপনার অফিসে যন্ত্রটা আর নক্সাগুলো নিয়ে আসি? — নাকি আপনি চান আমাদের সঙ্গে কাজ করতে?'

'কোন মতেই নয়!' জানলার দিকে মুখ করে তাকিয়ে থাকতে থাকতেই জোইয়া হঠাৎ বলে উঠল। 'মিস্টার রোলিং ইঞ্জিনীয়র গারিনের পরীক্ষা-নিরীক্ষার ব্যাপারে খুবই আগ্রহী, এই আবিষ্কারের মালিকানাস্বত্ব অর্জন করার একান্ত ইচ্ছে তাঁর, মিস্টার রোলিং সব সময় আইনকানুন মেনে কাজ করেন, আইনকানুনের সীমানা থেকে তিনি এক চুল নড়েন না। তিক্‌লিন্‌স্কি এখানে যা যা বলে গেলেন তার অন্তত একটা কথাও যদি মিস্টার রোলিং বিশ্বাসযোগ্য মনে করতেন তাহলে বলাই বাহুল্য এ ধরনের একজন ইতর ও দুষ্কৃতিকারীকে শাসনকর্তৃপক্ষের হাতে তুলে দেওয়া সমীচীন ভেবে কালবিলম্ব না করে তিনি পুলিশ কমিশনারেকে ফোন করতেন। কিন্তু মিস্টার রোলিং যেহেতু বেশ ভালোভাবেই বুঝতে পারছেন যে তিক্‌লিন্‌স্কি ধাপ্পা দিয়ে যত বেশি পারা যায় টাকা আদায় করার উদ্দেশ্যে পুরো গল্পটা ফেঁদেছেন, সেই হেতু নিজের উদারতাবশত ভবিষ্যতেও ছোটখাটো আরও কিছু সেবা করার সুযোগ তিনি তাঁকে দিচ্ছেন।'

লাঞ্চের এতক্ষণ সময়ের মধ্যে রোলিং এই প্রথম হাসল। ওয়েস্টকোটের পকেট থেকে একটা সোনার খড়কে বার করে দাঁতের ফাঁকে বিঁধিয়ে খোঁচাতে লাগল। তিক্‌লিন্‌স্কির লাল টকটকে কপালের কাছের খাবলা খাবলা টাকপড়া জায়গাগুলোতে বিন্দু বিন্দু ঘাম জমে উঠল, তার গালদুটো ঝুলে পড়ল।

'আজ তিনটের সময় মাল্‌জের্ব বুল্‌ভারে আমার অফিস থেকে আপনি নির্দেশ পাবেন। আপনার কাজ হবে তার প্রতিটি দফা ধরে ধরে আমাকে সঠিক ও বিশদ তথ্য জানানো,' রোলিং বলল। 'আপনার কাছ থেকে আশা করছি একজন ভদ্র গোয়েন্দার মতো কাজ করবেন — এর বেশি কিছু নয়। আমার হুকুম ছাড়া একটি পা'ও এগোন নয়, একটি কথাও নয়।'

একুশ

নর্দ-স্দ পাতাল রেলপথের দামী প্রু কাচঘেরা ঝকঝকে সাদা গাড়িটা মৃদ্ ঘর্ঘর আওয়াজ তুলে প্যারিসের স্ড়ঙ্গের ভেতর দিয়ে দ্রুত ছুটে চলল। সুড়ঙ্গের গোলকধাঁধার মধ্যে বিদ্যুৎগতিতে পাশ কাটিয়ে চলে যাচ্ছে মাকড়সার জালের মতো অসংখ্য ইলেক্‌ট্রিক তার, প্রু সিমেণ্টের গাঁথুনির ভেতরকার কুলুঙ্গি, গুটিসুটি মেরে তার ভেতরে কাজ করছে একজন মজুর, চলন্ত ট্রেনের আলোয় উদ্ভাসিত হয়ে উঠছে তার মুখ, একের পর এক ছুটতে থাকে কালোর ওপর হলদে অক্ষরে লেখা 'দিউবোনে' 'দিউবোনে' 'দিউবোনে' — একটা অসহ্য পানীয়, বিজ্ঞাপনের মাধ্যমে হাতুড়ির ঘা মেরে তার গুণ প্যারিসীয়দের মাথায় ঢোকানোর চেষ্টা।

মুহূর্তের একটা স্টপ। সুড়ঙ্গের ভেতরকার আলোয় আলোকিত একটা স্টেশন। চারকোনা রঙিন বিজ্ঞাপন: 'আশ্চর্য সাবান', 'পৃথিবীর সবচেয়ে শক্তিশালী ব্রেসিজ', 'লায়ন হেড শু পলিশ', ''রেড ডেভিল' রবার টায়ার', জুতোর হিলের জন্য রবার-সোল, 'লুভ্‌র', 'লা বেল্‌লে ফ্লুরিস্তে' আর 'লাফায়েত গ্যালারি' ডিপার্টমেণ্ট স্টোরে সুলভে বিক্রির সংবাদ।

হাসিতে উচ্ছ্বসিত কলকণ্ঠমুখরিত সুন্দরী মহিলাদের ভিড়, ডিপার্টমেণ্ট স্টোরের সেল্‌স গার্ল, ছোকরা পেয়াদা, বিদেশী লোকজন, আঁটসাঁট কোর্তা গায়ে অল্পবয়সীর দল, কোমরের লাল টকটকে পেটির নীচে গোঁজা ঘর্মাক্ত জামা গায়ে মজুরেরা ঠেলাঠেলি করতে করতে এগিয়ে আসে গাড়ির দিকে। ট্রেনের কাচের দরজাগুলো দু'পাশে সরে গিয়ে খুলে যায়।... মাথার টুপি, বিস্ফারিত চোখ, হাঁ করা মুখ, আরক্ত খুশি খুশি আর রাগী চেহারাগুলো একটা ঘূর্ণাবর্তের মধ্যে পড়ে হুড়হুড় করে কামরার ভেতরে ঢুকতে থাকে। পাটকিলে রঙের কোর্তা গায়ে কণ্ডাক্টররা হ্যাণ্ডেল চেপে ধরে ঝুলতে ঝুলতে ভুঁড়ির ধাক্কায় জনতাকে ঠেলে দিচ্ছে ভেতরে। খটখট আওয়াজ করে দরজা বন্ধ হয়ে গেল।

হ্বইসিলের একটা ছোট্ট আওয়াজ — ট্রেনটা একটা আগ্বনের ফিতের মতো ডুব মারে কালো স্বড়ঙ্গের খিলানের তলায়।

সেমিওনভ আর তিক্‌লিন্‌স্কি নর্দ-স্বদ ট্রেনের একটা কামরায় দরজার দিকে পেছন ফিরে পাশের সীটে বসে আছে। পোল্‌ তিক্‌লিন্‌স্কি রাগে ফু'সছে।

'একটা কথা মনে রাখবেন পান্‌, আমার যথেষ্ট ভদ্রতাবোধ আছে বলেই আমি কোন কেলেঙ্কারী না বাধিয়ে নিজেকে সামলে নিলাম।... একশ' বার মেজাজ হারানোর কারণ আমার ছিল।..: কোন ধনকুবেরের সঙ্গে যেন আর কখনও খানাপিনা করি নি! চুলোয় যাক ওসব লাঞ্চ!... আমাকে কিনা ইতর বলা!'

'আরে বাদ দিন পান্‌ স্তাস্‌, বাদ দিন! আমরা ভালো টাকা পাচ্ছি, এর জন্যে বলতে গেলে আমাদের বিশেষ কিছ্বই করতে হচ্ছে না। কাজটা নিরাপদ, এমনকি আরামেরও — শ‍্বড়িখানায় আর কফিখানায় খাওদাও ঘ্বরে বেড়াও।...'

'আমি চাই, আমাকে যেন ভক্তিশ্রদ্ধা করে!'

'আঃ, বাদ দাও দেখি স্তাস্‌। ভক্তিশ্রদ্ধার জন্যে কেউ টাকা দেয় না!...'

তিক্‌লিন্‌স্কি আর সেমিওনভ যে সীটে বসে কথাবার্তা বলছিল তার পেছনে দরজার কাছে পেতলের হ্যান্ডেলে কন্বই ঠেকিয়ে দাঁড়িয়ে ছিল একজন লোক — সেই লোক যে লেনিনগ্রাদের ট্রেড ইউনিয়ন ব্বল্‌ভারে পিয়ান্‌কোভ-পিত্‌কেভিচ বলে শেল্‌গার কাছে নিজের পরিচয় দিয়েছিল। তার ওভারকোটের কলারটা তোলা, তাতে ম্বখের নীচের অংশটা ঢাকা পড়েছে, মাথার টুপি চোখের ওপর টেনে দেওয়া। অন্যমনস্ক অলস ভঙ্গিতে হাতের ছড়ির বাঁধানো হাতলে থ্বতনি ঠেকিয়ে দাঁড়িয়ে ছিল সে। বেশ মন দিয়ে সেমিওনভ ও তিক্‌লিন্‌স্কির সমস্ত কথাবার্তা সে শ্বনে গেল। তারা যখন তাড়াতাড়ি জায়গা ছেড়ে উঠে দাঁড়াল তখন সে ভদ্রভাবে সরে দাঁড়িয়ে যাবার পথ করে দিল; আরও দ্বটো স্টেশন পরে — ম'মার্ত্রেতে নামল। কাছাকাছি একটা ডাকঘরে গিয়ে সে টেলিগ্রাম পাঠাল:

'শেল্গা। গোয়েন্দা বিভাগ। লেনিনগ্রাদ। চার আঙ্ুল এখানে। পরিস্থিতি বিপজ্জনক।'

বাইশ

পোস্টাপিস থেকে বেরিয়ে সে পাশের একটা সরু রাস্তায় মোড় নিল। ক্ষয়ে যাওয়া কতকগুলো ধাপ বয়ে উঠলেই মঁমার্ত্রে পল্লীর মাথায় চলে গেছে রাস্তাটা। লোকটা সন্তর্পণে চারপাশে তাকিয়ে দেখল, তারপর ঢুকে পড়ল এক অন্ধকার শুঁড়িখানার ভেতরে। সুঁড়িখানায় ঢুকে সে কাগজ আর এক গেলাস পোর্টওয়াইন চাইল, কাগজটা পড়তে শুরু করে দিল।

কয়েক মিনিট পরে মোটা ক্যাম্বিশের কাপড়ের বর্ষাতি গায়ে একজন রোগা লোক রাস্তা থেকে চটপট ভেতরে এসে ঢুকল। তার মাথার চুলের রঙ হাল্কা, কোন টুপি নেই মাথায়।

'এই যে গারিন,' যে লোকটা খবরের কাগজ পড়ছিল তাকে সে বলল। 'আমাকে অভিনন্দন জানাতে পার।... সফল হয়েছি।...'

গারিন ধড়মড় করে জায়গা ছেড়ে উঠে পড়ল, তার হাত চেপে ধরল।

'ভিক্তর যে...'

'হ্যাঁ, হ্যাঁ। আমি দারুণ খুশি।... আমি কিন্তু পেটেন্ট নেবার পক্ষেই জোর দেব।'

'কোন মতেই না।... চল, এখান থেকে যাওয়া যাক।'

তারা শুঁড়িখানা থেকে বেরিয়ে পড়ল, ধাপে ধাপে উঠে যাওয়া ছোট রাস্তাটা ধরে ওপরে উঠে ডান দিকে মোড় নিল, জায়গাটা শহরের উপকণ্ঠ। নোংরা বাড়িঘর, কাঁটাতারের বেড়া দিয়ে ঘেরা নির্জন ফাঁকা উঠোন, দড়িতে ঝুলছে বিশ্রী জামাকাপড়, আদিম ধরনের কতকগুলো ছোটখাটো কারখানা আর কর্মশালা। বেশ খানিকক্ষণ ধরে এগুলোর পাশ দিয়ে চলতে লাগল তারা।

দিন শেষ হয়ে আসছে। পথে শ্রান্ত ক্লান্ত মজুরের দল চোখে পড়তে লাগল। এখানে পাহাড়ের ওপরে বাস করে যেন ভিন্ন এক

গোষ্ঠীর মানুষ, অন্য রকম তাদের চোখমুখের চেহারা — কঠিন, শীর্ণ, শক্তিশালী। মনে হয় ফরাসী জাতটা বুঝি অবক্ষয় ও মেদস্ফীতির হাত থেকে নিজেকে বাঁচানোর জন্য প্যারিসের মাথার ওপরকার এই জায়গাটায় উঠে এসেছে, শান্ত ও কঠিন মনোভাব নিয়ে অপেক্ষা করছে এমন এক মুহূর্তের, যখন নীচের শহরটা থেকে তার কুশ্রীতা ঘসেমেজে পরিষ্কার করে লুতেৎসের* সোনার জাহাজকে ফের রোদ ঝলমলে সাগরে ফিরিয়ে দেওয়া সম্ভব হবে।

'এই যে এদিকে,' মার্কিন চাবি দিয়ে ইটের তৈরি একটা নীচু চালাঘরের দরজা খুলতে খুলতে ভিক্তর বলল।

তেইশ

গারিন আর ভিক্তর লেনুয়ার ইটের একটা ছোট ফার্নেসের দিকে এগিয়ে গেল। ফার্নেসের মাথায় টোপর। পাশে একটা টেবিলের ওপর থরে থরে সাজানো ছোট ছোট পিরামিড। ফার্নেসের ওপর, সেটার পরিধি ঘিরে ব্রোঞ্জের একটা মোটা আঙটার সঙ্গে বারোটা চীনেমাটির মুচি বসানো। লেনুয়ার মোমবাতি জ্বালিয়ে অদ্ভুত হাসি হাসি মুখ করে গারিনের দিকে তাকাল।

'পিওত্র পেত্রোভিচ, আপনার সঙ্গে আমার আলাপ বছর পনেরোর, তাই না? আমরা দু'জনেই দু'জনকে ভালোমতো চিনি। আমার সততার ব্যাপারে আপনার সন্দেহের কোন কারণ থাকতে পারে না। সোভিয়েত রাশিয়া থেকে আমি যখন পালাই তখন আপনি আমাকে সাহায্য করেছিলেন।... তা থেকে আমি এই সিদ্ধান্তে আসতে পারি যে আমার সম্পর্কে আপনি খারাপ মনোভাব পোষণ করেন না। তাহলে বলুন, কিসের ছাই এমন কারণ থাকতে পারে যার জন্যে যন্ত্রটাকে আমার কাছ থেকে

---

* পারী শহরের প্রতিকচিহ্ন (অথবা প্রাচীন ভাষায় লুতেৎসে) — সোনার জাহাজ। — (টীকা লেখকের।)

লুকিয়ে রাখছেন? আমার ত আর জানতে বাকি নেই যে আমাকে ছাড়া, আমার এই পিরামিডগুলো ছাড়া আপনি অসহায়।... আসুন, বন্ধুভাবে একসঙ্গে কাজ করা যাক।...'

ব্রোঞ্জের আঙটার সঙ্গে লাগানো চীনেমাটির মুচিগুলো বেশ মনোযোগ দিয়ে দেখতে লাগল গারিন।

'আপনি চান যে আমি রহস্য উদ্‌ঘাটন করি?' সে জিজ্ঞেস করল।

'হ্যাঁ।'

'আপনি আমার কাজের অংশীদার হতে চান?'

'হ্যাঁ।'

'দরকার হলে, আর আমার ধারণা, ভবিষ্যতে দরকার হবেই — কাজ যাতে সফল হয় তার জন্য যে কোন ঝুঁকি নিতে প্রস্তুত আছেন?'

গারিনের মুখের ওপর থেকে দৃষ্টি না সরিয়ে ফার্নেসের প্রান্তে বসে পড়ল লেনুয়ার, তার ঠোঁটের কোনাদুটো কাঁপতে লাগল।

'হ্যাঁ, আমি রাজি আছি,' দৃঢ়স্বরে সে বলল।

'আমি আপনাকে আমার কাজের অংশীদার করব।... কিন্তু একটা শর্ত আছে।... আর তা এক্ষুনি...'

'ভালো কথা, আমি যে কোন শর্তে রাজি আছি।'

'আপনি জানেন ভিক্তর যে প্যারিসে আমি এসেছি জাল পাসপোর্ট নিয়ে। রোজ রাতে আমাকে হোটেল বদল করতে হচ্ছে। গতকাল বুঝতে পারলাম আমার পেছনে ফেউ লেগেছে। কিছু রুশী হোয়াইট গার্ডের ওপর এই পিছু নেওয়ার দায়িত্ব পড়েছে। মনে হয় আমাকে ওরা বলশেভিকদের দালাল বলে ঠাউরেছে। গোয়েন্দাগুলোকে ভুল পথে চালানো দরকার।'

'আমাকে কী করতে বলেন?'

'আমার ছদ্মবেশ নিতে হবে আপনাকে। আপনাকে যদি ধরে ফেলে আপনি আপনার পরিচয়পত্র দেখাবেন। আমার ইচ্ছে আপনি আমার চেহারা নিন। আমরা দু'জনে লম্বায় সমান। আপনি চুল রঙ করে নিন, নকল দাড়ি লাগান, আমরা একই রকমের জামাকাপড়

কিনে নেব। তারপর আজই সন্ধ্যায় আপনি আপনার হোটেল থেকে সরে যাবেন শহরের আরেকটা অংশে, যেখানে আপনাকে লোকে চেনে না — এই ধরুন লাতিন মহল্লায়। কী, হাতে হাত মেলাবেন? পোষাবে?'

লেনুয়ার এক লাফে উঠে এলো ফার্নেসের কাছ থেকে, গারিনের হাত শক্ত মুঠোয় ধরে করমর্দন করল। তারপর ভারী তেল থারমাইট আর হলুদ ফসফরাসের সঙ্গে এলুমিনিয়াম ও ফেরিক অক্সাইডের মিশ্রণ যোগ করে পিরামিড তৈরির কাজে কী ভাবে সে সফল হয়েছে তার বৃত্তান্ত দিতে লাগল।

আঙটার সঙ্গে লাগানো বারোটা চীনেমাটির মুচিতে বারোটা পিরামিড বসিয়ে একটা পলতে দিয়ে সেগুলোকে সে ধরিয়ে দিল। ফার্নেসের ওপর দাউদাউ করে উঠল চোখ ধাঁধানো আগুনের শিখা। আলো আর উত্তাপ এত অসহ্য হয়ে উঠল যে চালাঘরের অন্যপ্রান্তে সরে যেতে হল তাদের।

'চমৎকার!' গ্যারিন বলল। 'আশা করি এতটুকু ধোঁয়াকালি নেই?'

'এই প্রচণ্ড তাপমাত্রায় দহনের কাজ হয় পুরোমাত্রায়। পদার্থগুলো রাসায়নিক পদ্ধতিতে শোধন করা।'

'বেশ। আর দু একদিনের মধ্যেই আশ্চর্য কাণ্ড দেখতে পাবেন,' গারিন বলল। 'এখন চলুন, কোথাও খেয়ে নেওয়া যাক। হোটেলে আপনার জিনিস বয়ে আনতে একজন বেয়ারাকে পাঠিয়ে দিলেই হবে। আজ রাতটা আমরা নদীর বাঁ ধারেই কাটিয়ে দিই। আগামীকাল প্যারিসে দেখা দেবে দু'জন গারিন।... এই চালাঘরের আরেকটা চাবি আছে ত আপনার?'

চব্বিশ

এখানে ঝকঝকে মোটরগাড়ির স্রোত নেই, নেই অলস অকর্মণ্য লোকজন, যারা এদিক ওদিক মাথা ঘোরাতে ঘোরাতে দোকানপাটের জানলায় আর শো-কেসে উঁকিঝুঁকি মারে, নেই মাথা ঘুরিয়ে দেবার মতো মহিলারা, নেই কোন একচ্ছত্র শিল্পপতি।

সদ্য করাত দিয়ে কাটা তক্তা আর রাস্তাঘাট বাঁধানোর পাথর স্তূপ মেরে পড়ে আছে, নীল রঙের তাল তাল কাদামাটি তুলে রাস্তার মাঝখানে ফেলা হয়েছে, ফুটপাতের একপাশে খণ্ড খণ্ড করে কাটা এক দৈত্যকার কেঁচোর মতো পড়ে আছে ড্রেনপাইপের টুকরো টুকরো অংশ।

স্পার্টাক স্পোর্টসক্লাবের তারাশ্‌কিন ধীরেসুস্থে হাঁটতে হাঁটতে চলেছে দ্বীপের ক্লাব-বাড়ির দিকে। মনমেজাজ তার বেজায় খুশি। বাইরের লোকের চোখে অবশ্য প্রথম দৃষ্টিতে তাকে খানিকটা বিষণ্ণ বলেই মনে হতে পারে। কিন্তু এরকম মনে হওয়ার কারণ এই যে তারাশ্‌কিন অমনিতে গুরুগম্ভীর প্রকৃতির, কোন অবস্থাতে মনের ভারসাম্য সে হারায় না, মৃদু শিস দেওয়া আর নিশ্চিন্ত চলার ভঙ্গি ছাড়া বাইরের আর কোন কিছুতেই তার খোশমেজাজের লক্ষণ ধরা পড়ে না।

ট্রাম স্টপ আরও শ' খানেক গজ দূরে, এমন সময় কাঠের তক্তাগুলোর স্তূপের মাঝখানে সে একটা ধস্তাধস্তি আর চিঁচিঁ আওয়াজ শুনতে পেল। শহরে যা যা ঘটনা ঘটে সবের সঙ্গেই যেন তারাশ্‌কিনের সরাসরি ব্যক্তিগত সম্পর্ক।

তক্তাগুলোর গাদার পেছনে উঁকি মেরে সে বেল বটম প্যাণ্ট আর খাটো ঝুলের মোটা কোর্তা পরা তিনটে বাচ্চা ছেলেকে দেখতে পেল। তিনজনে মিলে রাগে ঘন ঘন নিঃশ্বাস ফেলতে ফেলতে একটি ছেলেকে ধরে মারছে। এই ছেলেটা মাথায় তাদের চেয়ে ছোট, খালি পা, মাথায় টুপি নেই, গায়ে তুলোর জ্যাকেট — সেটা আবার এমনই ছেঁড়াখোঁড়া যে দেখলে অবাক হতে হয়। ছেলেটা নিঃশব্দে আত্মরক্ষা করে যাচ্ছে। তার শীর্ণ মুখটা ছড়ে গেছে, শক্ত করে ঠোঁটে ঠোঁট চেপে আছে সে, খয়েরী রঙের চোখদুটো নেকড়ের বাচ্চার মতো।

তারাশ্‌কিন তৎক্ষণাৎ দুটো ছেলেকে ঘাড়ে ধরে শূন্যে তুলল, তৃতীয় জনকে ক্যাঁক করে এমন এক মোক্ষম লাথি ঝেড়ে দিল যে সে কিঁউ কিঁউ করতে করতে স্তূপের আড়ালে লুকিয়ে পড়ল।

অন্য দু'জন শূন্যে ঝুলতে ঝুলতেই যা তা গালিগালাজ দিতে

দিতে শাসাতে লাগল। তারাশ্‌কিন তাদের আরও জোরে ঝাঁকুনি দিতে তারা শান্ত হয়ে গেল।

'রাস্তায় এরকম কাণ্ড এই প্রথম দেখছি না,' ছেলেদুটো তখনও রাগে ফোঁস ফোঁস করছে দেখে তাদের নোংরা মুখের দিকে তাকিয়ে তারাশ্‌কিন বলল। 'ছোট ছেলেদের ওপর মারধর। ফের যদি এরকম দেখি তাহলে উচিত শিক্ষা দেব। মনে থাকবে?'

বেগতিক দেখে ঘাড় কাত করতে হল ছেলেদুটোকে, বিমর্ষভাবে তারা উত্তর দিল:

'হ্যাঁ, মনে থাকবে।'

তারাশ্‌কিন তাদের ছেড়ে দিল। ছেলেগুলোও পালাল, তবে যাবার আগে পকেটে হাত দিয়ে বিড়বিড় করে অন্য ছেলেটাকে এই বলে শাসিয়ে গেল যে এবারে তাদের হাতে পড়লে আর দেখতে হচ্ছে না।

মার খাওয়া ছোট ছেলেটাও পারলে গা ঢাকা দিত। কিন্তু শরীরে কোন জোরবল না থাকায় কেবল একই জায়গার মধ্যে একটা ঘুরপাক খেল, তারপর অদ্ভুত আর্তনাদ করে গায়ের ছেঁড়াখোঁড়া কোর্তাটা মাথায় মুড়ি দিয়ে বসে পড়ল।

তারাশ্‌কিন তার ওপর ঝুঁকে পড়ল। ছেলেটা কাঁদতে লাগল।

'এই, কোথায় থাকিস রে তুই?' তারাশ্‌কিন জিজ্ঞেস করল।

'কোথাও না,' কোর্তার তলা থেকে ছেলেটা উত্তর দিল।

'কোথাও না মানে? সে কী রকম? তোর মা আছে?'

'নেই।'

'বাপ? বাপও নেই? আচ্ছা। তার মানে অনাথ ছেলে। খুবই ভালো কথা।'

তারাশ্‌কিন খানিকক্ষণ দাঁড়িয়ে রইল, নাক কোঁচকাল। ছেলেটা কোর্তার তলা থেকে একটা মাছির মতো গুনগুন আওয়াজ করতে লাগল।

'খাবি?' তারাশ্‌কিন ক্রুদ্ধস্বরে জিজ্ঞেস করল।

'হ্যাঁ খাব।'

'বেশ, আমার সঙ্গে ক্লাবে চল্‌।'

ছেলেটা ওঠার চেষ্টা করল, কিন্তু পা তার বশ মানল না।

তারাশ্‌কিন তাকে পাঁজাকোলা করে তুলে নিল — বিশ সেরের বেশি ওজন হবে না ছেলেটার। তাকে ট্রামে নিয়ে তুলল। অনেকক্ষণ ধরে চলল তারা। মাঝখানে ট্রাম বদল করতে হল। সেই সময় তারাশ্‌কিন একটা বানরুটি কিনল। ছেলেটা খিদেয় কাঁপতে কাঁপতে রুটিতে দাঁত বসিয়ে দিল। স্টপ থেকে ক্লাব-বাড়ি পর্যন্ত রাস্তাটা হেঁটে যেতে হল। গেট খুলে ছেলেটাকে ভেতরে ঢুকতে দিয়ে তারাশ্‌কিন বলল:

'খবরদার, এখানে কিছু চুরিটুরি করবি না কিন্তু।'

'না। আমি শুধু রুটি চুরি করি।'

ছেলেটা ঘুম ঘুম চোখে জলের দিকে তাকিয়ে রইল, তাকিয়ে তাকিয়ে দেখতে লাগল পালিশ করা চকচকে নৌকোগুলোর ওপর সূর্যের আলো খেলা করছে, সবুজ আর রুপোলি উইলো তার সমস্ত রূপমাধুরী উপুড় করে ঢেলে দিয়েছে নদীর বুকে, দুই দাঁড়ের আর চার দাঁড়ের বাইচের নৌকোগুলোতে বসে আছে দাঁড়িরা — রোদে-পোড়া তাদের চেহারা, পেশল শরীর। ছেলেটার শীর্ণ মুখখানায় ফুটে উঠেছে ক্লান্তি ও উদাসীনতার ছাপ। তারাশ্‌কিন মুখ ফিরিয়ে চলে যেতেই ঘাটের পাটাতন আর ক্লাবঘরের চওড়া গেটের মাঝখানে যে কাঠের সাঁকোটা আছে ছেলেটা তার নীচে ঢুকে পড়ল, সম্ভবত তৎক্ষণাৎ ঘুমিয়েও পড়ল।

সন্ধ্যাবেলায় তারাশ্‌কিন তাকে সাঁকোর তলা থেকে টেনে তুলল, নদীতে হাত পা ধুতে বলল, তারপর রাতের খাবার খাওয়াতে নিয়ে গেল। ক্লাবের সদস্যদের সঙ্গে তাকে খেতে বসানো হল। তারাশ্‌কিন তার সঙ্গীদের বলল:

'এই ছেলেটাকে আমরা ক্লাবে রেখে দিলেও পারি। বেশি খাই নেই, জলে অভ্যস্ত করিয়ে নেওয়া যাবে। আমাদের একটা বেশ চালাক চতুর ছেলে দরকার।'

তারাশ্‌কিনের সঙ্গীরা ছেলেটার থাকার ব্যাপারে কোন আপত্তি করল না। ছেলেটা গম্ভীর মুখ করে খেতে খেতে ওদের সব কথা শুনে গেল। খাওয়া দাওয়ার পর একটা কথাও না বলে বেঞ্চ থেকে নামল। কিছুতেই সে অবাক হল না — দুনিয়ায় আরও অনেক আশ্চর্যের জিনিস সে দেখেছে।

তারাশ্‌কিন ওকে ঘাটের পাটাতনের ওপরে নিয়ে গেল। সেখানে নিজে একটা জায়গায় বসে পড়ে ওকেও বসতে বলল। তারপর কথাবার্তা শুরু করে দিল:

'তোর নাম কী?'

'ইভান।'

'বাড়ি কোথায়?'

'সাইবেরিয়া। আমুর নদীর উজানে।'

'অনেক কাল হল বাড়ি-ছাড়া?'

'গতকাল এসেছি।'

'এলি কী করে?'

'যেখানে পেরেছি পায়ে হেঁটে, যেখানে পেরেছি ট্রেনের কামরার তলাকার বাক্সে লুকিয়ে।'

'লেনিনগ্রাদে আসার কী দরকার ছিল তোর?'

'সেটা আমার নিজের ব্যাপার,' বলে ছেলেটা মুখ ঘুরিয়ে নিল। 'আসতে হয়েছে, তাই এসেছি।'

'তুই বল্, আমি তোর কোন ক্ষতি করব না।'

ছেলেটা কোন কথা বলল না, আবার একটু একটু করে কোর্তার ভেতরে মাথা ঢাকতে লাগল। সেই দিন সন্ধ্যাবেলায় তারাশ্‌কিন তার কাছ থেকে কিছু বার করতে পারল না।

পঁচিশ

মেহগনি কাঠের তৈরি, চার দাঁড়ে টানা, জোড়া দাঁড়ির বাইচের নৌকো দেখতে বেহালার মতো ছিমছাম ঝকঝকে — ধীর মন্থর গতিতে ভেসে চলেছে কাকচক্ষু নদীর বুকে যেন একটা সরু চিলতে। দুই জোড়া দাঁড়ই চিত হয়ে আছড়ে পড়ে পিছলে পিছলে যাচ্ছে জলের ওপর দিয়ে। শেল্‌গা আর তারাশ্‌কিনের পরনে সাদা রঙের খাটো প্যান্ট; খালি গা, পিঠ আর কাঁধ রোদে পুড়ে রুখু রুখু হয়ে উঠেছে, তারা হাঁটু উঁচিয়ে স্থির হয়ে বসে আছে।

নৌকোর হাল যে ছোকরা ধরে ছিল সে গম্ভীর প্রকৃতির। মাথায় জাহাজী টুপি, গলায় মাফলার জড়ানো। স্টপ-ওয়াচের দিকে লক্ষ রাখছিল সে।

'ঝড়বৃষ্টি হবে,' শেল্‌গা বলল।

নদীর বুকে বেশ গরম লাগছে, তীরের ঝাঁকড়া গাছপালার একটা পাতাও নড়ছে না। গাছগুলো যেন একটু বাড়াবাড়ি রকমের টানটান হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। আকাশটা সূর্যের আলোয় এত টইটম্বুর হয়ে উঠেছে যে মনে হয় তার নীলচে স্ফটিকস্বচ্ছ আলো যেন খান খান হয়ে স্তূপাকারে ঝরে পড়ছে। চোখ টাটায়, কপালের দু'পাশে রগে ব্যথা ধরিয়ে দেয়।

'রেডি।' কর্ণধার বলে উঠল।

দুই দাঁড়িতে তৎক্ষণাৎ একসঙ্গে তাদের হাঁটুর ওপর ঝুঁকে পড়ল, তাদের দাঁড় উড়ে গেল পেছনের দিকে, ঝপাং করে জলের ভেতরে গিয়ে পড়ল, তারা পেছনে হেলে পা টানটান করে প্রায় শুয়ে পড়ল, আসনের ওপর চিত হয়ে গড়িয়ে পড়ল।

'এক-দুই!...'

দাঁড় বেঁকে গিয়ে পড়ল, নৌকোটা একটা ক্ষুরের ধারার মতো তরতর করে বয়ে চলল নদীর বুকে।

'এক-দুই, এক-দুই, এক-দুই!' কর্ণধার সমানে নির্দেশ দিয়ে চলল।

হৃৎস্পন্দনের তালে তালে — নিঃশ্বাস-প্রশ্বাসের সঙ্গে সঙ্গে নিয়মিত, দ্রুত হাঁটুর ওপর কুঁজো হয়ে ঝুঁকে পড়ে দুই দাঁড়িতে, পরক্ষণেই আবার এক ইস্পাতের স্প্রিংয়ের মতো সোজা হয়ে ওঠে। তালে তালে, রক্তসঞ্চালনের সঙ্গে সমান তাল রেখে প্রচণ্ড উত্তেজনাভরে কাজ করে চলল তাদের শরীরের মাংসপেশীগুলো।

আশেপাশের প্রমোদ তরণীর দাঁড়িরা অসহায়ভাবে এলোপাতাড়ি দাঁড় ফেলতে লাগল। বাইচের নৌকোখানা তাদের পাশ কাটিয়ে সাঁ সাঁ করে উড়ে চলল। শেল্‌গা আর তারাশ্‌কিন টাল সামলানোর জন্য সামনের দিকে, নৌকোর কর্ণধারের নাকের খাঁজের ওপর সোজা চোখ রেখে দাঁড় টানতে লাগল। প্রমোদ তরণীগুলোর লোকজন শুধু চেঁচিয়ে বলার অবকাশ পেল:

'উঃ, কী সাংঘাতিক! দেখ কী রকম ছ্বটিয়েছে!'

ততক্ষণে বাইচের নৌকো অনেক দ্বর চলে গেছে।

ওরা সমুদ্রের মুখে এসে পড়ল। আবার মিনিটখানেকের জন্য তাদের নৌকোখানা নিশ্চল হয়ে জলে দাঁড়িয়ে রইল। মুখের ঘাম মুছল তারা। আবার 'এক-দ্বই!' এবারে উলটো দিকে মুখ ফিরিয়ে দিয়ে চলল ক্লাব-বাড়ির পাশ দিয়ে। ঝকঝকে কাঠফাটা রোদের মধ্যে লেনিনগ্রাদ ট্রেড ইউনিয়ন ক্লাবের বাইচের মোটর বোটগুলো দাঁড়িয়ে আছে, বড় বড় থান কাপড়ের মতো নিথর নিস্পন্দ হয়ে ঝুলছে তাদের বিশাল বিশাল পাল। তীর বরাবর টানা ফিতের গায়ে ঝুলছে ক্লাবের রঙবেরঙের হাল্‌কা ব্যাজ আর পতাকা। সেগুলোও নিশ্চল। নৌকো থেকে মাঝনদীতে লোকজনের বাদামী শরীর, জল ছিটকে পড়ছে চার দিকে।

স্নানার্থীদের মাঝখান দিয়ে পথ ক'রে নিয়ে বাইচের নৌকোখানা নেভ্‌কা নদী ধরে চলতে লাগল, সেতুর নীচ দিয়ে ছ্বটে বেরিয়ে গেল, কয়েক মুহূর্ত 'অ্যারো ক্লাবের' চারজোড়া দাঁড়ে টানা এক আউটরিগারের হালের কাছে লেগে রইল, তারপর সেটাকে ছাড়িয়ে চলে গেল, যেতে যেতে নৌকোর কর্ণধার পেছন ফিরে ভদ্রভাবে জিজ্ঞেস করল, 'গাধাবোট চাই নাকি?' শেষকালে তারা এসে পড়ল ক্রেস্তোভ্‌কা নদীতে। সরু নদী। দ্বই তীরে ঘন বন। সেখানে রুপোলি উইলোর শ্যামল ছায়ার নীচে মেয়েদের মাথার লাল রুমাল আর ট্রেনিং টীমের মেয়েদের হাঁটু পর্যন্ত খালি পা ঝলক দিচ্ছে। এখানে এসে রোয়িং স্কুলের ঘাটের পাটাতনের কাছে নৌকো ভিড়ল।

শেল্‌গা আর তারাশ্‌কিন লাফিয়ে নেমে পড়ল পাটাতনের ওপর। গড়ানে সাঁকোর ওপর তারা সন্তর্পণে তাদের লম্বা লম্বা দাঁড়গুলো নামিয়ে রাখল, নৌকোর ওপর ঝুঁকে পড়ল, কর্ণধারের নির্দেশে নৌকোটা ঝট করে জল থেকে তুলে ক্লাবঘরের চওড়া গেটের ভেতর দিয়ে বয়ে নিয়ে চলল, চালাঘরে এনে রেখে দিল। তারপর গেল ধারা জলে স্নান করতে। গা রগড়াতে রগড়াতে গায়ের চামড়া লাল হয়ে গেল। স্নান সেরে নিয়মমাফিক তারা এক গেলাস করে লেবু-চা পান করল। এর পর তারা যেন নতুন করে

জীবন ফিরে পেল। এই পৃথিবীটা তাদের কাছে বড় সুন্দর মনে হতে লাগল, মনে হল একে বাসযোগ্য করে তোলার পেছনে শক্তি ব্যয় করার যথেষ্ট সার্থকতা আছে।

ছাব্বিশ

দোতলার খোলা ঝুল-বারান্দায় বসে চা-পান করতে করতে শেল্‌গাকে তারাশ্‌কিন গতকালের ছেলেটার কথা বলছিল।

'বেশ চটপটে, চালাকচতুর, চমৎকার ছেলেটি।' রেলিং-এর ওপর ঝুঁকে পড়ে সে চেঁচিয়ে ডাকল, 'এই ইভান, এদিকে আয় দেখি!'

তৎক্ষণাৎ সিঁড়িতে খালি পায়ের ধুপধাপ আওয়াজ উঠল। বারান্দায় ইভানের আবির্ভাব ঘটল। ছেঁড়াখোঁড়া কোর্তাটা তার গায়ে আর নেই (স্বাস্থ্যগত কারণে ওটাকে রান্নাঘরে পুড়িয়ে ফেলা হয়েছিল)। তার পরনে নৌচালকদের খাটো প্যাণ্ট, খালি গায়ের ওপর একটা বনাতের ওয়েস্টকোট — অবিশ্বাস্যরকমের জীর্ণ, আষ্টেপৃষ্ঠে দড়ি দিয়ে বাঁধা।

ছেলেটাকে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে তারাশ্‌কিন বলল, 'এই যে কত করে বললাম গায়ের ওয়েস্টকোটটা খুলতে — মেরে কেটে ফেললেও খুলবে না। হ্যাঁ রে, বলি, তুই চান করবি কী করে? ওটা ভালো হলেও না হয় একটা কথা ছিল, কিন্তু নোংরার ডিপো যে!'

'চান আমি করতে পারব না,' ইভান বলল।

'তোকে স্নানঘরে গিয়ে গা-হাত-পা ধুতে হবে। তুই যে একেবারে নোংরা কেলে ভূত হয়ে আছিস।'

'স্নানঘরে গা-হাত-পা সব ধুতে পারব না। এই এ পর্যন্ত পারি,' এই বলে সে নাভি পর্যন্ত দেখিয়ে দিল, জড়সড় হয়ে সরে গেল দরজার কাছে।

রোদের তাপে তারাশ্‌কিনের পায়ের গুলির ওপর খানিকটা চামড়া ঝলসে গিয়েছিল, এখন নখ দিয়ে খুঁটতে সেখানটা সাদা দাগ হয়ে গেল। ছেলেটার কথায় সে হাল ছেড়ে দিয়ে কাতরোক্তি করে উঠল।

'নাও ঠ্যালা! এখন কী করবে কর।'

'জলকে তোর ভয় নাকি?' শেল্‌গা জিজ্ঞেস করল।

'না। জলকে ভয় নয়।'

'তাহলে চান করতে চাস না কেন?'

ছেলেটা মাথা নীচু করল, একরোখার মতো ঠোঁটে ঠোঁট চেপে রইল।

'তোর ওই ওয়েস্টকোটটা খুলতে ভয় পাস? তোর ভয় পাছে ওটা কেউ চুরি করে?' শেল্‌গা জিজ্ঞেস করল।

ইভান কাঁধ ঝাঁকাল, কাষ্ঠ হাসি হাসল।

'তাহলে শোন্ ইভান, যা বলি, চান করতে যদি না চাস, করিস নে — সেটা তোর নিজের ব্যাপার। কিন্তু তোর ওই ওয়েস্টকোটটা চলবে না বাপু। আমার ওয়েস্টকোটটা নে বরং। ওটা খুলে ফেল।'

শেল্‌গা তার নিজের গায়ের ওয়েস্টকোটের বোতাম খুলতে লাগল। ইভান পিছিয়ে গেল। তার চোখের তারাদুটো অস্থিরভাবে ছটফট করে বেড়াতে লাগল। একবার সে মিনতি ভরা দৃষ্টিতে তারাশ্‌কিনের দিকে তাকাল, কিন্তু কাত হয়ে সরে যেতে লাগল কাচের খোলা দরজাটার কাছে, যেটা চলে গেছে ভেতরের অন্ধকার সিঁড়ির দিকে।

'উঁহু ওসব চলবে না, আমাদের খেলার নিয়মে ওসব নেই!' শেল্‌গা উঠে দাঁড়াল, দরজাটা তালাচাবি দিয়ে বন্ধ করে দিল, চাবিটা দরজার গা থেকে খুলে পকেটে রেখে দিল, সোজা দরজাটার মুখোমুখি বসে বলল, 'আচ্ছা, এবারে খোল্!'

ছেলেটা একটা বুনো জানোয়ারের মতো চারপাশে তাকাতে লাগল। এখন সে দাঁড়িয়ে আছে একেবারে দরজার কাছে, পিঠটা আছে দরজার কাঠের দিকে। তার ভুরুজোড়া কুঁচকে ওপরে উঠে গেল। তারপর হঠাৎ একটা স্থির সিদ্ধান্ত নিয়ে সে গায়ের শতচ্ছিন্ন ওয়েস্টকোটটা খুলে ফেলে শেল্‌গার দিকে বাড়িয়ে ধরল।

'এই যে, এবারে দিন আপনারটা।'

কিন্তু এবারে আর ছেলেটাকে দেখে নয়, ছেলেটার কাঁধের ওপর

দিয়ে ওপাশে জানলার কাচের দিকে তাকিয়ে শেল্‌গা যা দেখতে পেল তাতে সে দারুণ অবাক হয়ে গেল।

'কী হল, দিন!' ইভান ক্রুদ্ধস্বরে আবার বলল। 'মজা করছেন কেন আমাকে নিয়ে? আপনারা ত আর ছোট ছেলে নন!'

'কী আশ্চর্য ছেলে!' শেল্‌গা জোরে হেসে উঠল। 'এদিকে পিঠ ঘুরিয়ে দাঁড়া দেখি!' ছেলেটা যেন সামনে থেকে এক ধাক্কা খেল, পেছনে দরজার কাচে তার মাথা ঠুকে গেল। 'ঘুরে দাঁড়া। অমনিতেই আমি দেখতে পাচ্ছি তোর পিঠে কিছু লেখা আছে।'

তারাশ্‌কিন তড়াক করে লাফিয়ে উঠল। ছেলেটা ইতিমধ্যে একটা হাল্‌কা বল্‌-এর মতো বারান্দায় ছিটকে বেরিয়ে গেছে, আরেকটু হলেই রেলিং টপকে নীচে ঝাঁপিয়ে পড়ছিল; কিন্তু তারাশ্‌কিন তাকে পড়ার আগেই লুফে নিল। ইভান তার হাতে ধারাল দাঁতের কামড় বসিয়ে দিল।

'বিচ্ছু কোথাকার! কামড়াবি না বলছি!'

তারাশ্‌কিন শক্ত করে তাকে বুকের কাছে চেপে ধরল, তার নীলচে ছাই রঙের ন্যাড়া মাথায় হাত বুলাতে লাগল।

'ছেলেটা একেবারে বুনো। ইঁদুরের মতো কাঁপছে। হয়েছে, হয়েছে আমরা তোর কোন ক্ষতি করব না।' তারাশ্‌কিনের কোলের মধ্যেই দেখতে দেখতে সে শান্ত হয়ে এলো, শুধু তার বুকের ভেতরে হৃৎপিণ্ড ধুকপুক করতে লাগল। হঠাৎ সে তারাশ্‌কিনের কানে কানে বলল:

'ওকে মানা করুন, আমার পিঠে যে লেখা আছে সেটা পড়তে মানা। কারও পড়া চলবে না। আমাকে কিন্তু মেরে ফেলবে তাহলে।'

'আরে না না আমরা পড়তে পাচ্ছি নে, ওতে আমাদের কোন আগ্রহ নেই,' তারাশ্‌কিন বলল। হাসতে হাসতে তার চোখে জল এসে গিয়েছিল।

শেল্‌গা তখনও বারান্দার অন্য প্রান্তে দাঁড়িয়ে আছে, দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সে দাঁতে নখ খুটছে, এমনভাবে চোখ কোঁচকাচ্ছে যেন কোন একটা ধাঁধার সমাধান খোঁজার চেষ্টা করছে। হঠাৎ সে লাফিয়ে সামনে এগিয়ে গেল, তারাশ্‌কিন বাধা দেওয়া সত্ত্বেও

ছেলেটার পিঠ দেখার জন্য তাকে ধরে উপুড় করে ফেলল। একটা বিস্ময়ের চিহ্ন, প্রায় বিভীষিকা ফুটে উঠল শেল্গার চোখে মুখে। ছেলেটার হাড় জিরজিরে পিঠের ওপর, কাঁধের ফলকের খানিকটা নীচে কপিং পেন্সিল দিয়ে বেশ কতকগুলো শব্দ — জায়গায় জায়গায় ঘামে ধেবড়ে উঠে গেছে।

'পিওত্র গারি... ফলা... বেশ সন্তোষ... অলিভাইন সম্ভবত পাঁচ কিলোমি... গভীরে... অনুস... চলছে, সাহা... চাই... খাবা... অভাব... অভিযা... তাড়া...'

'গারিন! এ সেই গারিনের কাজ!' শেল্গা চিৎকার করে উঠল।

এই সময় ফটফট আওয়াজ করতে করতে একটা মোটরগাড়ি ঝড়ের বেগে ক্লাবের উঠোনে এসে ঢুকল। মোটর সাইকেলের আরোহী গোয়েন্দা বিভাগের একজন কর্মচারী। সে নীচ থেকে চিৎকার করে বলল:

'কমরেড শেল্গা, একটা জরুরী টেলিগ্রাম এসেছে আপনার নামে।'

সেটা ছিল প্যারিস থেকে গারিনের পাঠানো টেলিগ্রাম।

সাতাশ

সোনার পেন্সিলটা লেখার প্যাডের কাগজ স্পর্শ করল।

'আপনার নামটা স্যার?'

'পিয়ান্কোভ-পিত্কেভিচ।'

'দেখা করার কারণ?'

গারিন বলল, 'মিস্টার রোলিংকে বলুন যে ইঞ্জিনীয়র গারিনের যন্ত্র নিয়ে আলোচনা করার ভার পড়েছে আমার ওপর। তিনি জানেন ওটার কথা।'

সেক্রেটারী চোখের পলকে ভেতরে অদৃশ্য হয়ে গেল। মিনিটখানেক পরে আখরোট কাঠের দরজার ভেতর দিয়ে গারিন ঢুকল কেমিক্যালের রাজা রোলিং-এর কামরায়। রোলিং লিখছিল। চোখ না তুলেই সে আগন্তুককে বসতে বলল। এর পরের কথাগুলোও সে বলল চোখ না তুলে।

'খুচরো টাকাপয়সার লেনদেন হয় আমার সেক্রেটারীর মারফতে।' দুর্বল হাতে কালিমোছার প্যাডটা তুলে নিয়ে লেখাটার ওপর ঠুকল সে, তারপর বলল, 'তাহলেও আপনার কথা শুনতে আমি প্রস্তুত। দু'মিনিট সময় দিচ্ছি। ইঞ্জিনীয়র গারিন সম্পর্কে নতুন কিছু বলার আছে?'

পায়ের ওপর পা তুলে দু'হাত টানটান করে হাঁটুর ওপর রাখল গারিন।

'ইঞ্জিনীয়র গারিন জানতে চেয়েছেন, তাঁর যন্ত্রটা কী উদ্দেশ্য নিয়ে তৈরি তা আপনি সঠিক জানেন কিনা,' সে বলল।

'হ্যাঁ জানি,' রোলিং উত্তর দিল। 'আমার যতদূর জানা আছে, শিল্পপ্রতিষ্ঠানের পক্ষে খানিকটা আগ্রহ জাগানোর মতো বটে। আমাদের কন্‌সার্ণের বোর্ডের কোন কোন সদস্যের সঙ্গে ওটা নিয়ে আমি আলোচনা করে দেখেছি — তাঁরা পেটেণ্ট কিনতে রাজি হয়েছেন।'

'যন্ত্রটা শিল্পপ্রতিষ্ঠানে ব্যবহারের উদ্দেশ্যে তৈরি হয় নি,' গারিন রূঢ়স্বরে বলল। 'ধ্বংস করার একটা যন্ত্র ওটা। অবশ্য এটা ঠিক যে লোহা ইস্পাত আর খনি শিল্পে ব্যবহার করে সুফল পাওয়া যেতে পারে। কিন্তু এই মুহূর্তে ইঞ্জিনীয়র গারিনের অভিপ্রায় অন্য ধরনের।'

'রাজনৈতিক?'

'অ্যাঁ... রাজনীতি নিয়ে ইঞ্জিনীয়র গারিন তেমন একটা মাথাটাথা ঘামান না। তাঁর মনোগত ইচ্ছা এমন এক সমাজব্যবস্থা কায়েম করা যা তাঁর রুচির সঙ্গে বিশেষ করে খাপ খায়।'

'কায়েম করবেন — কোথায়?'

'সর্বত্র, বলাই বাহুল্য, পাঁচটা মহাদেশেই।'

'বলেন কী!' রোলিং বলল।

'চিন্তার কোন কারণ নেই। ইঞ্জিনীয়র গারিন কমিউনিস্ট নন। তবে উনি পুরোপুরি আপনাদের পক্ষেও নন। আবার বলছি, তাঁর পরিকল্পনা বিশাল। ইঞ্জিনীয়র গারিনের যন্ত্র তাঁকে সবচেয়ে উদগ্র কল্পনা বাস্তবে পরিণত করার সুযোগ এনে দেয়। যন্ত্র

ইতিমধ্যে তৈরি হয়ে গেছে, যদি বলেন ত আজই তার ক্ষমতা পরীক্ষা করে দেখানো যেতে পারে।'

'হ্নম্!' রোলিং বলল।

'গারিন আপনার কার্যকলাপ লক্ষ করে দেখেছেন, মিস্টার রোলিং। তাঁর মনে হয়েছে, আপনার সম্ভাবনার পরিধি মন্দ নয়, তবে বড় আইডিয়ার অভাব আছে আপনার। ভারী ত আপনার কেমিক্যাল কন্সার্ণের এই ব্যবসা, আকাশপথে রাসায়নিক যুদ্ধ, ইউরোপকে মার্কিন বাজার করে তোলার চেষ্টা... এসবই তুচ্ছ, কোন মৌলিক চিন্তাভাবনা এর মধ্যে নেই। ইঞ্জিনীয়র গারিন আপনাকে একসঙ্গে কাজ করার প্রস্তাব দিচ্ছেন।'

'আপনি, না তিনি — কে পাগল?' রোলিং জিজ্ঞেস করল।

গারিন হেসে উঠল, আঙুল দিয়ে জোরে জোরে নাকের একটা পাশ ঘসল।

'দু'মিনিটের জায়গায় ইতিমধ্যেই যে সাড়ে নয় মিনিট হয়ে গেল আপনি আমার কথা শুনছেন, এটা একটা ভালো লক্ষণ বলতে হবে কিন্তু।'

'আমি ইঞ্জিনীয়র গারিনকে তাঁর আবিষ্কারের পেটেণ্টের জন্য পঞ্চাশ হাজার ফ্রাঙ্ক দিতে রাজি আছি,' এই বলে রোলিং আবার লেখায় মন দিল।

'আপনার প্রস্তাবটাকে এই ভাবে দেখা যেতে পারে: আপনার উদ্দেশ্য ছলেবলে কৌশলে যন্ত্রটা হাতানো, তারপর আপনি গারিনকে শায়েস্তা করবেন, যেমনভাবে ক্রেস্তোভ্স্কি দ্বীপে শায়েস্তা করেছিলেন তাঁর সহকারীকে?'

রোলিং চট করে হাতের কলম নামিয়ে রাখল। শুধু তার দুই গালের উঁচু ঢিবিতে দুটো লাল ছোপ ফুটে উঠতে তার মানসিক উত্তেজনা গোপন রইল না। ছাইদানির ওপর থেকে ধূমায়মান চুরুটটা হাতে তুলে নিয়ে আরাম-চেয়ারের পিঠে হেলান দিল সে, ভাবলেশশূন্য ঘোলাটে চোখের দৃষ্টিতে তাকাল গারিনের দিকে।

'যদি ধরে নেওয়া যায় যে ইঞ্জিনীয়র গারিনের সঙ্গে ঠিক এরকম ব্যবহার করাই আমার ইচ্ছে তাহলেই বা কী?'

'তাহলে দেখা যাচ্ছে এই যে ইঞ্জিনীয়র গারিন ভুল করেছিলেন।'

'কিসের ভুল?'

'ভুল করেছিলেন এই ভেবে যে আপনি আরও বড় ধরনের জুয়াচোর।' রোলিং-এর দিকে তাকিয়ে স্পর্ধাভরে, মজা করে হাসতে হাসতে প্রতিটি শব্দ ভেঙে ভেঙে স্পষ্ট উচ্চারণ করে গারিন বলল।

রোলিং শুধু নীলচে ধোঁয়া ছেড়ে চুরুটটা সন্তর্পণে নাকের কাছে নাড়াল।

'আমি নিজেই যখন পুরো ষোল আনা মুনাফা লুটতে পারি তখন ইঞ্জিনীয়র গারিনের সঙ্গে ভাগাভাগি করাটা মূর্খামি হবে,' সে বলল। 'তাই এক লক্ষ ফ্রাঙ্কের প্রস্তাব দিয়ে আমি ব্যাপারটার ইতি টানতে চাই। এক কপর্দকও বেশি দেব না।'

'আপনি সমস্ত বিষয়টা কেমন যেন গুলিয়ে ফেলছেন মিস্টার রোলিং। আপনাকে কিন্তু কোন ঝুঁকিই নিতে হচ্ছে না। আপনার দুই গুপ্তচর সেমিওনভ আর তিক্‌লিন্‌স্কি গারিনের আস্তানা খুঁজে বার করেছে। পুলিশকে জানিয়ে দিলেই তারা ওঁকে বল্‌শেভিক স্পাই বলে গ্রেপ্তার করবে। তারপর ওই সেমিওনভ আর তিক্‌লিন্‌স্কিই যন্ত্রটা আর নক্সাগুলো চুরি করতে পারে। এ সবের পেছনে আপনার খরচ হাজার পাঁচেকের ওপরে হবে না। আর গারিন যাতে ভবিষ্যতে নক্সা আবার তৈরি করতে না পারেন তাঁর জন্য যে কোন সময় পোল্যান্ডের ভেতর দিয়ে তাঁকে রাশিয়ায় চালান করার ব্যবস্থা করা যেতে পারে — সেখানে সীমান্তে তাঁকে খতম করে দিলেই ঝামেলা চুকে গেল। সহজে আর শস্তায় কাজ হাসিল হতে পারে। এক লাখ ফ্রাঙ্ক খরচ করার কী দরকার?'

রোলিং চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াল, গারিনের দিকে আড়চোখে তাকাল, পুরু রুপোলি গালিচার মধ্যে চকচকে চামড়ার জুতো ডুবিয়ে পায়চারী করতে লাগল। হঠাৎ পকেট থেকে হাত বার করে তুড়ি মারল।

'শস্তার খেলা,' সে বলল, 'আপনি ধাপ্পা দিচ্ছেন। সব দিক ভেবেচিন্তে আগে থাকতে পাঁচটা চাল ঠিক করে রেখে দিয়েছি।

কোন রকম বিপদের আশংকা নেই। আপনি হলেন একটা ছিঁচকে ধরনের ঠগবাজ। গারিনের খেলা খতম — মাত হতে দেরি নেই। এটা উনি জানেন, তাই দর কষাকষি করার জন্য আপনাকে পাঠিয়েছেন। তাঁর পেটেণ্টের জন্য আমি দুটো সোনার মোহর দিতেও রাজী নই। গ্যারিন কোথায় থাকেন তার খোঁজ পাওয়া গেছে, তিনি এখন আমার হাতের মুঠোয়। (ঘড়ি বার করে দ্রুত চোখ বুলাল সে, তারপর আবার চটপট ওয়েস্টকোটের পকেটের ভেতরে ঢুকিয়ে ফেলল) বেরিয়ে যান এখান থেকে! চুলোয় যান!'

সেই মুহূর্তে গারিনও চেয়ার ছেড়ে উঠে পড়েছিল, মাথা হেঁট করে টেবিলের ধারে দাঁড়িয়ে ছিল। রোলিং যখন তাকে চুলোয় পাঠিয়ে দিল তখন সে মাথার চুলে হাত বুলাল, তারপর আচমকা ফাঁদে পড়া একজন মানুষের মতো ভেঙে পড়ে হতাশকণ্ঠে বলে উঠল:

'ঠিক আছে মিস্টার রোলিং, আমি আপনার সমস্ত শর্তে রাজী। আপনি বলেছেন এক লাখ...'

'এক কপর্দকও নয়!' রোলিং চিৎকার করে উঠল। সরে পড়ুন, নইলে ঘাড় ধরে ব্যর করে দেওয়া হবে এখান থেকে!'

গারিন আঙুল দিয়ে জামার কলার ছুঁয়ে দেখল, তার চোখ উলটে গেল, পা টলতে লাগল। রোলিং গর্জন করে উঠল:

'কোন রকম চালাকি নয়। বেরিয়ে যান!'

গারিন নাক দিয়ে একটা ঘড়ঘড় আওয়াজ বার করল, একপাশে কাত হয়ে টেবিলের ওপর হুমড়ি খেয়ে পড়ে গেল। তার ডান হাতটা খপ করে রোলিং-এর লেখা কাগজগুলোর ওপর এসে পড়ল, মৃগীরোগীর মতো শক্ত মুঠোয় চেপে ধরল সেগুলো। রোলিং এক লাফে ইলেক্‌ট্রিক বেল্‌-এর দিকে এগিয়ে গেল। মুহূর্তের মধ্যে সেক্রেটারীর আবির্ভাব ঘটল।

'ঘাড় ধাক্কা দিয়ে বার করে দিন এই চীজটাকে।'

সেক্রেটারী চিতাবাঘের মতো গুঁড়ি মারল, তার সুন্দর ছিমছাম গোঁফজোড়া খাড়া হয়ে উঠল, পাতলা কোর্তার নীচে ফুটে বেরোল ইস্পাত-কঠিন মাংসপেশী। কিন্তু গারিন ততক্ষণে কাত হয়েই রোলিংকে নমস্কার ঠুকতে ঠুকতে একটু একটু করে টেবিলের

কাছ থেকে সরে আসতে শ্বর্ করেছে। শ্বেতপাথরের সিঁড়ি দিয়ে সে তরতর করে নীচে নেমে গেল, মাল্‌জের্ব বুল্‌ভারে বেরিয়েই একটা হ্বডতোলা ট্যাক্সিতে চেপে বসল, ট্যাক্সিওয়ালাকে চেঁচিয়ে ঠিকানা বলল, দ্বটো জানলাই বন্ধ করে দিল, টেনে নামিয়ে দিল সব্বজ পর্দা, তারপর হাসল। হাসিটা হল তীক্ষ্ম ও সংক্ষিপ্ত।

কোটের পকেট থেকে সে একটা দলামোচড়া পাকানো কাগজ বার করে সন্তর্পণে হাঁটুর ওপর বিছাল। খড়মড়ে পাতাটার ওপরে (একটা বড় রাইটিং প্যাড থেকে ছিঁড়ে নেওয়া) রোলিং-এর বড় বড় হস্তাক্ষরে লেখা ছিল তার আজকের দিনের ব্যবসাসংক্রান্ত নোট। মনে হয় গারিন যখন ঘরে ঢোকে সেই ম্বহ্বর্তে রোলিং হ্বঁশিয়ার হয়ে গেলেও তার হাতটা যন্ত্রচালিতের মতো লিখে চলেছিল, আর সেই লেখার মধ্যে ফাঁস হয়ে গেছে তার গোপন চিন্তাভাবনা। পর পর তিনবার লেখা হয়েছে একটা ঠিকানা: 'ইঞ্জিনীয়র গারিন, র্য দ্যে গোবেলিন্‌স ৬৩।' (এটা ছিল ভিক্তর লেনুয়ারের সেই নতুন ঠিকানা, যা সেমিওনভ এইমাত্র টেলিফোন করে জানিয়েছিল)। তারপর লেখা আছে: 'সেমিওনভকে — পাঁচ হাজার ফ্রাঙ্ক।'

'জোর কপাল! কী জোর কপাল! অ্যাঁ!' কাগজটা হাঁটুর ওপর রেখে সাবধানে পাট করতে করতে ফিসফিস করে গারিন বলল।

আঠাশ

দশ মিনিট পরে গারিন সেঁ-মিশেল্‌ বুল্‌ভারে গাড়ি ছেড়ে বেরিয়ে পড়ল। 'প্যান্‌থিয়ন' কাফের জানলার শার্সিগ্বলো ঠেলে তোলা। কাফের এক প্রান্তে একটা টেবিলের ধারে বসে আছে ভিক্তর লেনুয়ার। গারিনকে দেখতে পেয়ে সে হাত তুলে তুড়ি মারল।

গ্যারিন আলোর দিকে পিঠ করে তাড়াতাড়ি তার টেবিলের ধারে এসে বসল। দেখে মনে হল সে যেন আয়নার সামনে

বসেছে: ভিক্তর লেনুয়ারের ছুঁচলো দাড়ি, মাথায় নরম টুপি, বো টাই আর ডোরাকাটা কোট হুবহু গারিনের মতো।

'অভিনন্দন জানাতে পার আমার সাফল্যের জন্য! আশাতীত সাফল্য!' বলতে বলতে গারিনের দুই চোখে হাসি ঠিকরে পড়তে লাগল। 'রোলিং সব কিছুতে রাজী। প্রাথমিক সমস্ত খরচাপাতি সে নিজে একাই মেটাবে। যন্ত্র যখন চালু হতে শুরু করবে তখন মোট আয়ের শতকরা পঞ্চাশ ভাগ তাকে, আর পঞ্চাশ ভাগ আমাদের।'

'চুক্তিতে সই করেছ নাকি?'

'দু-তিন দিনের মধ্যে করছি। যন্ত্রটার কাজ দেখানো মুলতবী রাখতে হবে। রোলিং-এর শর্ত — যন্ত্রের কাজ স্বচক্ষে দেখার পরই সে চুক্তিতে সই করবে — তার আগে নয়।'

'এর জন্যে এক বোতল শ্যাম্পেন বলবে ত?'

'এক বোতল কেন? দুই, তিন, এক ডজন বলতে পার।'

'তবে যা-ই বল না কেন বাপু, বড় আফশোসের কথা যে আমাদের লাভের অর্ধেক ওই হাঙরটার গর্ভে যাবে,' বলতে বলতে লেনুয়ার একজন ওয়েটারকে ডাকল। 'এক বোতল ইরুয়া — বেশি ড্রাই যেটা আছে।'

'যাই বল তাই বল, পুঁজি না হলে আমরা অচল। হ্যাঁ, আমার কাম্‌চাত্‌কা* এণ্টারপ্রাইজটা যদি লেগে যেত ভিক্তর, তা হলে আর দেখতে হত না — ওরকম ডজনখানেক রোলিংকে চুলোয় পাঠিয়ে দিতে পারতাম!'

'কিসের আবার কাম্‌চাত্‌কা এণ্টারপ্রাইজ?'

ওয়েটার মদ আর গেলাস নিয়ে এলো। গারিন চুরুট ধরাল, বেতের চেয়ারের পিঠে হেলান দিয়ে দোল খেতে খেতে চোখ প্রায় বুজে বলতে শুরু করল সেই কাহিনী।

'নিকোলাই খ্রিস্তোফোরভিচ মান্‌ৎসেভকে তোমার মনে আছে ত? সেই যে জিওলজিস্ট! পনের সালে পেত্রোগ্রাদে সে আমাকে

---

* সোভিয়েত ইউনিয়নের অন্তর্ভুক্ত একটি উপদ্বীপ। দেশের পূর্বপ্রান্তে অবস্থিত।

খুঁজে বার করে। সে সবে দূরপ্রাচ্য থেকে ফিরে এসেছে, তার ভয় যে-কোন মুহূর্তে যুদ্ধের জন্য ফৌজে ডাক পড়তে পারে। ফ্রন্টে যাতে যেতে না হয় সেজন্য আমার সাহায্য চাইল সে।'

'মানৎসেভ একটা বিলিতি সোনার কোম্পানিতে কাজ করত না?'

'সে লেনায়*, আল্‌দানে**, তারপর কোলিমাতে*** অনুসন্ধানের কাজ চালায়। আশ্চর্য এক বৃত্তান্ত শুনলাম তার মুখে। তারা সোনার পিণ্ডর সন্ধান পায়। স্রেফ পায়ের নীচে গড়াগড়ি যাচ্ছিল। পনেরো কিলোগ্রাম মোট ওজন।... এই কথা শোনার পরই আমার মাথায় একটা আইডিয়া জন্ম নিল — আমার জীবনের একটা বড় আইডিয়া বলতে পার।... খুবই দুঃসাহসী, এমনকি ক্ষ্যাপামি বলে মনে হতে পারে, কিন্তু এতে আমার বিশ্বাস আছে। কোন কিছুতে যদি আমার একবার বিশ্বাস জন্মায় তাহলে স্বয়ং শয়তান এলেও আমাকে রুখতে পারবে না। বুঝলে কিনা বন্ধু, পৃথিবীতে একমাত্র যে বস্তুটাকে আমি আমার সমস্ত মনপ্রাণ দিয়ে চাই তা হল ক্ষমতা।... না, না, কোন রাজকীয় ক্ষমতা নয়, সম্রাটের শাসনক্ষমতা নয় — ওসব তুচ্ছ, বাজে, বড় একঘেয়ে। না, আমি চাই একচ্ছত্র ক্ষমতা।... কোন একসময় আমার পরিকল্পনার কথা সবিস্তারে বলব তোমাকে। ক্ষমতা পেতে হলে চাই সোনা। আর আমি যে রকম ক্ষমতা পেতে চাই সেজন্য দরকার সমস্ত চাঁই চাঁই শিল্পপতি, শেয়ার বাজারের বড় বড় ব্যবসায়ী এবং আরও সব রাজা মহারাজা সকলের কাছে একত্রে যত পরিমাণ সোনা আছে, তার চেয়েও বেশি।...

'বাস্তবিকই তোমার পরিকল্পনার মধ্যে যথেষ্ট সাহস আছে,' ফুর্তিভরে হাসতে হাসতে লেনুয়ার বলল।

'কিন্তু আমি ঠিক পথে আছি। গোটা দুনিয়া আমার হবে — আমার এই হাতের মুঠোর মধ্যে আসবে!' গারিন তার ছোট্ট

---

* সাইবেরিয়ার নদী।

** ইয়াকুতিয়ার নদী। লেনা নদীর সর্ববৃহৎ শাখা।

*** সোভিয়েত ইউনিয়নের উত্তর-পূর্ব অঞ্চলের নদী।

হাতের মুঠো পাকাল। 'আমার পথের দিশারী হল মহাপ্রতিভাধর নিকোলাই খ্রিস্তোফোরভিচ মান্‌ৎসেভ, তারপর রোলিং — আরও স্পষ্ট করে বলতে গেলে তার শত শত কোটি টাকা, তৃতীয়ত — আমার মারণ-রশ্মি।...'

'হ্যাঁ তারপর সেই মান্‌ৎসেভের কী হল?'

'তখন, সেই পনেরো সালে আমি আমার সাধ্যমতো টাকাপয়সা যোগাড় করলাম, তারপর যতটা না ঘুষ দিয়ে, তার চেয়ে বেশি বেহায়াপনা করে একে ওকে হাত করে ফৌজের বাধ্যতামূলক চাকরি থেকে তাকে উদ্ধার করলাম, পাঠিয়ে দিলাম একটা ছোটখাটো অভিযাত্রীদলের সঙ্গে কাম্‌চাত্‌কার একেবারে এক অজ এলাকায়।... সতেরো সাল পর্যন্ত সে আমাকে চিঠিপত্র লিখত: তার কাজ কঠিন, খুবই পরিশ্রমের, যে অবস্থার মধ্যে সে কাজ করছে তা সাংঘাতিক।... তারপর আঠারো সাল থেকে — বুঝতেই পারছ, কেন* — ওর সঙ্গে যোগাযোগ হারিয়ে ফেললাম।... ওর অনুসন্ধানের ওপরই সব কিছু নির্ভর করছে।'

'কী খুঁজছে সে ওখানে?'

'খোঁজা বলতে যা বোঝায় সেরকম কিছুই অবশ্য সে করছে না। তার কাজ শুধু আমার তত্ত্বগত অনুমানগুলোর সত্যতা প্রমাণ করা। এশিয়া আর আমেরিকা, দুটো অংশেরই অন্তর্ভুক্ত প্রশান্ত মহাসাগরের উপকূলভাগ মহাসাগরের গর্ভে বিলীন হয়ে যাওয়া এক প্রাচীন মহাদেশের কিনারা বলে মনে করা হয়। ওরকম একটা মহাদেশ ডুবে গেলে তার গভীর গর্ভে তরল অবস্থায় যে সমস্ত খনিজ পদার্থ ছিল, বিপুল চাপের ফলে সেগুলোর স্তরবিন্যাসের ক্ষেত্রে নিশ্চয়ই প্রভাব পড়বে।... দক্ষিণ আমেরিকার আন্দিজ আর কর্ডিলেরাসে সক্রিয় আগ্নেয়গিরিশ্রেণী, জাপানের এবং কাম্‌চাত্‌কার আগ্নেয়গিরিগুলোও এই কথাই প্রমাণ করে যে অলিভাইন** অর্থাৎ বৈদূর্য বলয়ের তরলীভূত খনিজ পদার্থ — সোনা, পারদ, অলিভাইন ইত্যাদি পৃথিবীর

---

* সতেরো সালের রুশ বিপ্লবের ঘটনা।

** প্রধানত ম্যাগ্‌নেসিয়াম ও লোহার সংযোগে গঠিত এক ধরনের হলদে-সবুজ খনিজ পদার্থ।

যে কোন জায়গার তুলনায় প্রশান্ত মহাসাগরের উপকূলভাগগুলোতে ভূপৃষ্ঠের অনেক বেশি কাছাকাছি আছে*।... বুঝতে পারছ?'

'এই বৈদূর্য বলয় দিয়ে তোমার কী হবে, বুঝতে পারছি না।'

'পৃথিবীটা জয় করার জন্য, বুঝলে হে বন্ধু!... আচ্ছা এসো, আমাদের সাফল্যের জন্য এই গেলাসটা খাওয়া যাক।...'

ঊনত্রিশ

প্যারিসের ডিপার্টমেণ্ট স্টোরের সেল্‌স গার্লদের মতো কালোরঙের রেশমী জামা, আর তার সঙ্গে খাটো ঘাগরা পরে, একটা সাদাসিধে টুপি মাথায় জোইয়া মোন্‌রোজ বাস থেকে নামল, কোলাহলমুখর রাস্তাটা ছুটে পার হয়ে একটা বিশাল কাফের ভেতরে ঢুকে পড়ল। কাফের নাম 'গ্লোব', দুটো রাস্তার দিকে তার মুখ।

একটা খালি টেবিল খুঁজে বার করে সে বসল, বসে সিগারেট ধরাল। বয়কে এক লিটার লাল মদ ফরমাস দিল, এক গেলাস মদ ঢেলে দুই হাতে গাল ঠেকিয়ে তার সামনে বসে রইল।

'ভালো নয় খুকী, মদ খেয়ে উচ্ছন্নে যেতে শুরু করেছ,' একজন বুড়ো অভিনেতা পাশ দিয়ে যেতে যেতে তার পিঠে মৃদু চাপড় মেরে বলল।

দেখতে দেখতে তিনটে সিগারেট ফুঁকে দিল সে। শেষকালে ধীর পদক্ষেপে এগিয়ে এলো সেই লোকটি যার জন্য জোইয়া অপেক্ষা করছিল। বিষণ্ণ মুখ, ভারী গড়ন, চুলে ঢাকা সরু কপাল, হিমশীতল চোখ। গোঁফজোড়া উল্‌টানো, রঙিন কলারটা তার ভারী বৃষস্কন্ধের ওপর কেটে বসে আছে। বেশভূষা চমৎকার — বাহুল্যবর্জিত। লোকটা এসে বসল, সংক্ষেপে জোইয়ার সঙ্গে কুশল বিনিময় করল। সে যখন চারপাশে দৃষ্টি বুলাল তখন

* ভূত্বক ও ভূগর্ভের কঠিন কেন্দ্রস্থলের মাঝখানে তথাকথিত বৈদূর্য বলয়ের — তরলীভূত ধাতুর স্তর আছে, এই মর্মে একটি তত্ত্ব প্রচলিত।— (টীকা লেখকের।)

তার চোখে চোখ পড়তে উপস্থিত কেউ কেউ চোখ নামিয়ে নিল। এই লোকটি হল হংসচঞ্চু গ্যাস্টন। এককালে সে ছিল চোর, এখন কুখ্যাত কোনো দলের এক গুন্ডা। যুদ্ধের সময় নিম্নপদস্থ অফিসার পদে পর্যন্ত উঠেছিল, যুদ্ধশেষে সেনাবাহিনীর পাট চুকে যাওয়ার পর নিশ্চিন্তমনে কমিশনের ভিত্তিতে নানা রকমের গোপন ও সন্দেহজনক কারবার চালাচ্ছে।

জোইয়া মোন্‌রোজকে সে অত্যন্ত শ্রদ্ধার চোখে দেখে। নৈশ রেস্তোরাঁয় তার সঙ্গে দেখা হলে সে তাকে সসম্ভ্রমে নাচের আমন্ত্রণ জানায়, তার হস্তচুম্বন করে। প্যারিসের আর কোন রমণী তার কাছে এ সম্মান পায় না। গ্যাস্টনের সঙ্গে জোইয়া সদ্ভাব রেখে চলে। সময় সময় জোইয়ার কাছ থেকে খুব সূক্ষ্ম ধরনের কাজের ভার পেয়ে সেগুলো সে তামিল করে।

পাইপের তামাকের ধোঁয়ায় চোখ কোঁচকাতে কোঁচকাতে অল্প অল্প করে অম্লসুরা টানতে লাগল গ্যাস্টন, গোমড়ামুখে শুনে গেল জোইয়ার মুখের কথাগুলো। কথা শেষ হলে জোইয়া হাতের আঙুলগুলো মটকাল। গ্যাস্টন বলল:

'কিন্তু এতে বিপদ আছে যে!'

'গ্যাস্টন, এটা যদি লেগে যায়, তবে সারা জীবনের জন্য আপনি নিশ্চিন্ত।'

'যত টাকাই হোক না কেন মাদাম, কোন রকম খুন খারাবি, চুরি বাটপাড়ির পথ আমি আর মাড়াচ্ছি না। সে জামানা আর নেই। আজকের দিনে ডাকাতরা বেশি পছন্দ করে পুলিশের চাকরি, আর পেশাদার চোরেরা খবরের কাগজ বার করে, রাজনীতি চর্চা করে। আপনি যদি টাকার বদলে আমাকে ভাড়া খাটাতে চান আমি তাতে রাজী হব না। আপনারে খ্যাতিরে এটা করা—সে আলাদা ব্যাপার। সেক্ষেত্রে আমি আমার গর্দান যাবার ঝুঁকিও নিতে পারি।'

জোইয়া তার টকটকে লাল ঠোঁটের কোনা থেকে সিগারেটের ধোঁয়া ছাড়ল, স্নিগ্ধ কোমল হাসি হেসে সুন্দর হাতখানা হংসচঞ্চুর আস্তিনের ওপর রাখল।

'বেশ, আমার জন্যই না হয় করুন।...'

তিরিশ

রোলিং-এর গাড়িটা ম'মার্ত্রে এলাকায় নৈশ রেস্তোরাঁর দশটা জানলার আলোয় আলোকিত একটা সংকীর্ণ রাস্তার মধ্যে এসে দাঁড়াল।

ছাদে আর দেয়ালে আয়না বসানো নীচু হলঘরটা ভিড়ে ঠেসাঠেসি, গরম, ধোঁয়ায় ছেয়ে গেছে। তারই মাঝখানে কাগজের তৈরি রঙবেরঙের মালা আর ফুলের বর্ষণের মধ্যে জোড়ায় জোড়ায় স্ত্রী-পুরুষের দল নেচে চলেছে, কাগজের ফিতের বাঁধনে জড়িয়ে পড়ছে।

ঝনঝন করে গ্র্যান্ড পিয়ানো বাজছে, বেহালা করুণ সুরের মূর্ছনা তুলছে, তিনজন নিগ্রো গলদঘর্ম হয়ে গামলা বাজাচ্ছে, মোটরের হর্ণ বাজিয়ে ঘোর গর্জন তুলছে, চটাপট কাঠের তক্তা পেটাচ্ছে, ঘণ্টা বাজাচ্ছে, বাসনকোসনের ঝনঝন আওয়াজ করছে, জগঝম্প বাজাচ্ছে।

'রাস্তা ছেড়ে দিয়ে, বাছারা, একটু রাস্তা ছেড়ে দিয়ে! কেমিক্যালের রাজা আসছেন!' হোটেল-ম্যানেজার গলা ফাটিয়ে চিৎকার করে উঠল। অনেক কষ্টে খুঁজে পেতে একটা সংকীর্ণ টেবিলের পেছনে জায়গা বার করে জোইয়া আর রোলিংকে বসাল। কাগজের তৈরি রঙবেরঙের গোলা, ফিতে আর মালার বর্ষণে তারা ঢেকে গেল।

'আপনার দেখছি বেশ খাতির আছে,' রোলিং বলল।

জোইয়া অর্ধনিমীলিত চোখে শ্যাম্পেন পান করতে লাগল।

সে ধীরে ধীরে মাথা ঘোরাল — কোন এক পুরুষমানুষের একজোড়া কালো চোখ বিষণ্ণ মুগ্ধ দৃষ্টিতে চেয়ে আছে তার দিকে। দেখে মনে হয় চোখদুটো যেন কাঠকয়লার কালো রেখায় টানা। কে এই লোক? ফরাসী নয়, ইংরেজও নয়। কোথায় যেন দেখেছে একে। কিন্তু কোথায়?

একজন ওয়েটার নৃত্যরত স্ত্রী-পুরুষের ভিড় ঠেলে এগিয়ে এসে একটা চিরকুট দিল তার হাতে। খুবই আশ্চর্য হয়ে সে

সোফার পিঠে হেলান দিয়ে বসল। রোলিং চুরুট টানছিল, আড়চোখে তাকে একবার দেখে নিয়ে সে পড়ল:

'জোইয়া, যাঁর দিকে আপনি এমন কোমল দৃষ্টিতে তাকাচ্ছেন, তিনি গারিন। আপনার হস্ত চুম্বন করি। সেমিওনভ।'

জোইয়ার মুখ সেই মুহূর্তে নির্ঘাত ভয়ঙ্কর ফেকাসে হয়ে গিয়েছিল, কেননা খানিকটা দূর থেকে কোলাহল ভেদ করে শোনা গেল কার যেন কণ্ঠস্বর, 'দেখুন দেখুন, ভদ্রমহিলা অসুস্থ হয়ে পড়েছেন!' একথা শোনার পর জোইয়া খালি গেলাসটা বাড়িয়ে দিল, ওয়েটার শ্যাম্পেন ঢেলে দিল।

'সেমিওনভ কী লিখেছে আপনাকে?' রোলিং জিজ্ঞেস করল।

'পরে বলব।'

'ওই যে লোকটা অসভ্যের মতো আপনার দিকে তাকিয়ে আছে তার সম্পর্কে কিছু লিখেছে নাকি? এ সেই লোক যে গতকাল আমার অফিসে এসেছিল। আমি ভাগিয়ে দিয়েছি।'

'রোলিং, আপনি কি চিনতে পারলেন না একে?... প্লেইস দ্যো ল'এতোইলের কথা মনে নেই আপনার?... এ যে গারিন!'

রোলিং শুধু নাক টানল, মুখ থেকে চুরুট সরিয়ে নিল। 'বটে!' সে মনে মনে বলল। তারপর হঠাৎ তার মুখের ভঙ্গি পালটে গেল: সে যখন পাঁচটা চাল আগে থাকতে ঘুটির সম্ভাব্য সমস্ত সংযোগফল মনে মনে হিসাব করতে করতে তার অফিসঘরের পুরু রুপোলি গালিচার ওপর দ্রুত পায়চারি করছিল, ঠিক তখনকার মতো দেখতে লাগল তাকে। তখন সে উদ্ভাসিত হয়ে তুড়ি মেরেছিল। এখন জোইয়ার দিকে যখন সে মুখ ফেরাল, দেখা গেল বিকৃত হয়ে উঠেছে তার মুখটা।

'চলুন, গুরুত্বপূর্ণ কিছু আলোচনা করার আছে।'

দোরগোড়ায় এসে জোইয়া পিছন ফিরে তাকাল। সিগারেটের ধোঁয়া আর কাগজের লম্বা লম্বা ফিতের জাল ভেদ করে তাকাতে সে আবার দেখতে পেল গারিনের জ্বলন্ত চোখজোড়া। তারপরই সব এমন দুর্বোধ্য হয়ে দাঁড়াল যে মাথা ঘুরিয়ে দেওয়ার পক্ষে যথেষ্ট: গারিনের মুখ যেন দুটো হয়ে গেল। তার সামনে কে একজন নৃত্যরত স্ত্রী-পুরুষদের দিকে পিছন ফিরে বসে ছিল,

এবারে সে উঠে গারিনের পাশে এসে দাঁড়াল, তারা দু'জনেই তাকিয়ে রইল জোইয়ার দিকে। নাকি এটা আয়নার খেলা? দৃষ্টিবিভ্রম?...

মুহূর্তের জন্য জোইয়া চোখ বুজল, তারপর রেস্তোরাঁর ঘসা রঙচটা গালিচার ওপর দিয়ে ছুটে নেমে গেল নীচে, মোটরগাড়ির কাছে। রোলিং ততক্ষণে তার জন্য অপেক্ষা করছিল। গাড়ির দরজা বন্ধ করে দিয়ে জোইয়ার হাতদুটো স্পর্শ করল সে:

'ওই যে লোকটি পিয়ান্‌কোভ-পিত্‌কেভিচ বলে নিজের পরিচয় দিয়েছিল, তার সঙ্গে সাক্ষাৎকারের পুরো বৃত্তান্ত আমি আপনাকে দিই নি।... কিছু কিছু জিনিস আমার কাছে দুর্বোধ্য রয়ে গেল: মৃগীরোগীর ভান করার কী দরকার ছিল তার? আমার কাছ থেকে ছিটেফোঁটা করুণাও নিশ্চয়ই সে প্রত্যাশা করে নি?... পুরো আচরণটাই সন্দেহজনক। আমার কাছে এসেছিলই বা কেন?... টেবিলের ওপর ধপ্‌ করে গড়িয়ে পড়ল কেন?'

'একথা কিন্তু আমাকে বলেন নি, রোলিং।...'

'হ্যাঁ হ্যাঁ।... আমার ঘড়ি উল্‌টে ফেলে।... আমার কাগজপত্র দুমড়ে মুচড়ে ফেলে।...'

'আপনার কোন কাগজ চুরি করার মতলবে ছিল কি?'

'কী? চুরি?' রোলিং এক মুহূর্ত চুপ করে রইল, তারপর বলল, 'না, ব্যাপারটা ঠিক তা নয়। টেবিলের ওপরে আমার লেখার কাগজের যে প্যাডটা থাকে আসলে টাল সামলাতে না পেরে পড়তে পড়তে তার ওপর হাত দিয়ে ঠেকিয়েছিল।... কয়েকটা পাতা ছিল।...'

'কিন্তু খোয়া যায় নি এ বিষয়ে আপনি নিশ্চিন্ত?'

'এমন কতকগুলো নোট ছিল যার কোন গুরুত্বই নেই। পরে দেখা গেল সেগুলো দুমড়ে মুচড়ে গেছে। আমি বাজে কাগজের ঝুড়িতে ফেলে দিয়েছি।'

'দোহাই আপনার, খুঁটিনাটি কিছু বাদ না দিয়ে যা যা কথাবার্তা হয়েছিল সব বলুন।'

লিমুজিন গাড়িটা রু্য দ্যে লা সেইনে এসে থামল। রোলিং আর জোইয়া সোজা শোবার ঘরে চলে গেল। জোইয়া চটপট গায়ের

পোশাক খুলে ফেলে চওড়া পালঙ্কের ওপর শুয়ে পড়ল। ঈগলের থাবা আকারের চারটে পায়ার ওপর খাড়া এই পালঙ্কটা, সুন্দর কারুকাজ করা, মাথার ওপর কিংখাপের চাঁদোয়া — এটা সম্রাট নেপোলিয়নের আসল পালঙ্কগুলোর একটা। রোলিং ধীরে ধীরে জামাকাপড় খুলতে লাগল, গালিচার ওপর পায়চারি করতে করতে সোনার কাজ করা চেয়ার, টেবিল আর ফায়ারপ্লেসের তাকের ওপর পরিধানের নানা বস্তু রাখতে লাগল; গতকাল গারিনের সঙ্গে দেখা হওয়ার সময় যা যা ঘটেছিল জামাকাপড় খুলতে খুলতে খুঁটিনাটি কিছু বাদ না দিয়ে তার বিবরণ দিয়ে চলল।

জোইয়া কনুইয়ে ভর দিয়ে শুয়ে শুয়ে শুনে যেতে লাগল। রোলিং এক পায়ে লাফাতে লাফাতে প্যাণ্ট টেনে খোলার চেষ্টা করতে লাগল। এই মুহূর্তে তাকে আর রাজার মতো দেখাচ্ছিল না। 'যা যা ঘটেছিল সব বললাম,' এই বলে অতঃপর সে বিছানায় শুয়ে পড়ল, সাটিনের লেপটা নাক পর্যন্ত টেনে দিল। জমকাল শোয়ার ঘর, চতুর্দিকে ছত্রাকার জামাকাপড়, খাটের বাজুতে মদনদেবের মূর্তি আর লেপের তলায় রোলিং-এর গুঁজে থাকা মাংসল নাকটা নাইট ল্যাম্পের নীলচে আলোয় আলোকিত হয়ে উঠেছে। মাথাটা বালিশের ভেতরে ডুবে গেল, মুখের হাঁ অর্ধেক খোলা, কেমিক্যালের রাজা ঘুমিয়ে পড়ল।

নাকের এই ফোঁসফোঁস আওয়াজটা বিশেষভাবে বিরক্তি উদ্রেক করে জোইয়ার। সে চোখের ওপর হাত রাখল। তার চোখের সামনে অটল অনড় হয়ে জেগে রইল গারিনের স্পর্ধিত, স্থিরপ্রতিজ্ঞ, পাণ্ডুরবর্ণের সুন্দর মুখটি। ছায়ামূর্তিটাকে ঠেলে সরিয়ে দেওয়ার জন্য জোইয়া মাথা ঝাঁকাল, কিন্তু না — কাগজের ফিতের দোদুল্যমান জাল ভেদ করে নির্ণিমেষে তার দিকে চেয়ে আছে সেই মুখ। 'ঘুমের দফা রফা হয়ে গেল,' জোইয়া মনে মনে ভাবল। তারপর হঠাৎ একটা তীব্র জ্বালাধরা চিন্তা যেন মাথা থেকে পায়ের নখ পর্যন্ত তার সর্বাঙ্গে ছুঁচ ফুটিয়ে দিল। তার মনে হল 'গ্যাস্টন এখন ওর ওখানে।...'

লেপের তলা থেকে উঠে পড়ল জোইয়া, চটপট মোজা টেনে

পরল। রোলিং ঘুমের ঘোরে বিড়বিড় করল, কিন্তু কাত হয়ে শুল মাত্র।

জোইয়া ড্রেসিং-রুমে ছুটে গেল। বর্ষাতি গায়ে দিল, কোমরের বেল্‌টটা শক্ত করে আঁটল। হাতের ব্যাগটা নিতে ফিরে এলো শোবার ঘরে — তার ভেতরে টাকা ছিল।

'রোলিং,' মৃদুস্বরে সে ডাকল, 'রোলিং, আমাদের সর্বনাশ হয়ে গেল।...'

কিন্তু এবারেও সে ঘুমের মধ্যে শুধু বিড়বিড় করল। জোইয়া নেমে গেল বাইরের বড় ঘরে, অনেক কষ্টে সদরের উঁচু দরজা খুলল। রুয় দ্যে লা সেইন জনমানবশূন্য। ঘরবাড়ির চিলেকোঠার ছাদগুলোর সংকীর্ণ ফাঁকের মাঝখান দিয়ে উঁকি মারছে হলদেটে ম্লান চাঁদ। কেমন যেন একটা বেদনায় ভরে উঠল জোইয়ার বুকটা। ঘুমন্ত শহরের মাথার ওপর গোল থালার মতো এই চাঁদটার দিকে তাকিয়ে সে মনে মনে বলল, 'হা ভগবান, ভগবান, কী ভয়ঙ্কর! কী বিষাদভরা!' দু'হাতে চেপে ধরে টুপিটা মাথার ওপর অনেকখানি টেনে পরল, তারপর ছুটে গেল ঘাটের রাস্তার দিকে।

একত্রিশ

তেষট্টি নম্বর রুয় দ্যে গোবেলিন্‌স। পুরানো তেতলা বাড়ি। বাড়িটার একপাশের দেয়াল একটা খালি জায়গার দিকে। এই পাশ থেকে জানলা শুধু তিনতলায় — চিলেকোঠাতে। আরেকটা দেয়াল — দরজাজানলাহীন দেয়াল এসে যোগ হয়েছে পার্কের সঙ্গে। রাস্তার দিকে বাড়ির যে সদরভাগ সেখানে, জমির সমতলে একতলা জুড়ে আছে গাড়োয়ান আর ড্রাইভারদের জন্য একটা কাফে। দোতলায় একটা রদ্দিমার্কা হোটেল। তেতলায় ছাদের ওপরকার আলাদা আলাদা কোঠাগুলো স্থায়ী বাসিন্দাদের ভাড়া দেওয়া হয়। ফটক আর একটা টানা সুড়ঙ্গপথ পেরিয়ে ওপরতলায় ঢোকার পথ।

রাত তখন একটা পেরিয়ে গেছে। রুয় দ্যে গোবেলিন্‌সের গোটা

তল্লাটের একটা জানলায়ও আলো নেই। কাফে ইতিমধ্যে বন্ধ হয়ে গেছে — টেবিলের ওপর উল্টে রাখা হয়েছে সবগুলো চেয়ার। জোইয়া ফটকের কাছে মুহূর্তের জন্য দাঁড়িয়ে পড়ল, তেষট্টি নম্বরটার দিকে একবার তাকিয়ে দেখল। শিরদাঁড়া বয়ে একটা সিরসিরে ঠাণ্ডা ধারা নেমে গেল। মন ঠিক করে নিল। ফটকের কলিংবেল টিপল। দড়ির খসখস আওয়াজ হল, ফটক খুলে গেল। অন্ধকার প্রবেশপথের ভেতরে সে গলে গেল। দূর থেকে শুনতে পেল সদর দরজায় পাহারা মেয়েমানুষটি গজগজ করে বলছে, 'রাতের বেলায় ঘুমানো দরকার। ঠিক সময় বাড়ি ফিরতে হয়।' কিন্তু একবারও জিজ্ঞেস করল না কে ঢুকল।

একটা ভয়ঙ্কর আতঙ্ক জোইয়াকে পেয়ে বসল। তার সামনে টানা চলে গেছে অন্ধকার নীচু সুড়ঙ্গপথটা। কালো তেলরঙে লেপা এবড়োখেবড়ো দেয়াল আলোকিত করে তুলেছে একটা গ্যাসলাইট। সেমিওনভের নির্দেশ ছিল এই রকম: সুড়ঙ্গপথের শেষে — বাঁয়ে — ঘুরানো সিঁড়ি বেয়ে তিনতলা — তারপর বাঁয়ে — এগারো নম্বর ফ্ল্যাট।

সুড়ঙ্গপথের মাঝখানে এসে জোইয়া দাঁড়িয়ে পড়ল। তার মনে হল দূরে, বাঁ দিকে কে যেন চট করে উঁকি মেরেই অদৃশ্য হয়ে গেল। ফিরে যাবে কি? সে কান পাতল — কোথাও কোন সাড়াশব্দ নেই। সুড়ঙ্গপথের মোড়টা পর্যন্ত ছুটে গিয়ে একটা পূতিগন্ধময় চাতালের ওপর এসে দাঁড়াল সে। এখান থেকে শুরু হয়েছে সংকীর্ণ ঘোরানো সিঁড়িটা — অনেক ওপর থেকে টিমটিম করে আলো এসে পড়ছে তার ওপর। জোইয়া পা টিপে টিপে সিঁড়ি দিয়ে উঠতে লাগল, চটচটে রেলিং-এর গায়ে হাত দিতেও ভয় হল তার।

গোটা বাড়িটা এক ঘুমন্ত পুরী। দোতলার সিঁড়ির চাতালে পলেস্তরাখসা খিলান, তারপর চলে গেছে অন্ধকার গলি। আরও ওপরে উঠতে লাগল জোইয়া, একবার পিছন ফিরে তাকাল, এবারেও তার মনে হল খিলানের ওপাশ থেকে কে যেন উঁকি মেরেই অদৃশ্য হয়ে গেল।... কিন্তু হংসচঞ্চু গ্যাস্টন নয়, অন্য

কেউ। 'না, না, গ্যাস্টন এখনও আসে নি, আসতে পারে না, এখনও পৌঁছুতে পারে নি।'

তিন তলার চাতালে এসে জোইয়া হাঁপ ছাড়ল। গারিন যদি বাড়ি না থাকে সকাল পর্যন্ত সে অপেক্ষা করবে তার জন্য। সে যদি বাড়ি থাকে, ঘুমিয়ে থাকে তাহলে মাল্‌জের্ব বুল্‌ভারের অফিসের টেবিল থেকে সে যে কাগজটা নিয়েছে সেটা না পাওয়া পর্যন্ত জোইয়া যাবে না।

জোইয়া হাতের দস্তানা খুলল, হাল্‌কাভাবে হাত বুলিয়ে চুলগুলো টুপির নীচে ঢুকিয়ে ঠিক করে নিল। গলিটা বাঁ দিকে হাঁটুর মতো বেঁকে গেছে — সেই দিকে এগিয়ে গেল সে। পঞ্চম ঘরের দরজায় বড় বড় করে সাদা রঙে লেখা — ১১। জোইয়া দরজার হাতলে চাপ দিল, খুট করে খুলে গেল দরজা।

ঘরটা ছোট। খোলা জানলা দিয়ে ভেতরে এসে পড়ছে চাঁদের আলো। ঘরের মেঝেয় গড়াগড়ি যাচ্ছে একটা খোলা স্যুটকেস। চারদিকে ছত্রাকার কাগজপত্র ফটফটে সাদা দেখাচ্ছে। মুখ ধোওয়ার স্ট্যান্ড আর দেরাজ-আলমারীর মাঝখানে দেয়ালের কাছে মেঝের ওপর বসে আছে একজন লোক। তার গায়ে একটি মাত্র জামা, তার নগ্ন হাঁটুদুটো উঠে আছে, খালি পায়ের পাতাদুটো বিশাল বলে মনে হল।... মুখের অর্ধেকটা চাঁদের আলোয় আলোকিত, জ্বলজ্বল করছে বিস্ফারিত চোখটা, সাদা ঝকঝক করছে দাঁতগুলো — লোকটা হাসছে। জোইয়ার নিঃশ্বাস যেন বন্ধ হয়ে গেল, হাঁ করে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সে দেখতে লাগল তার হাসি হাসি নিথর মুখখানা — লোকটা গারিন।

আজ সকালে 'গ্লোব' কাফেতে হংসচঞ্চু গ্যাস্টনকে সে বলেছিল, 'গারিনের কাছ থেকে নক্সা আর যন্ত্রটা চুরি কর, সম্ভব হলে তাকে খুন কর।' কিন্তু আজ সন্ধ্যাবেলায় শ্যাম্পেনের গেলাসের ওপরে ধোঁয়ার কুণ্ডলীর ভেতর দিয়ে গারিনকে যখন সে দেখে তখন তার মনে হয়, এমন একজন লোক যদি তাকে প্রলোভন দেখায় তাহলে সে সব কিছু ছেড়েছুড়ে, সব ভুলে গিয়ে তার অনুসরণ করতে রাজী। রাত্রে সে যখন বিপদ টের পেল এবং গ্যাস্টনকে নিবৃত্ত করার জন্য তার খোঁজে ছুটে বের

হল তখন সে নিজেও জানত না কিসের তাড়নায় এমন উতলা হয়ে প্যারিসের নৈশ রাস্তায় সে বেরিয়ে পড়েছে, শেষকালে ছুটেছে র‍্যু দ্যে গোবেলিন্‌সে। কী সেই অনুভূতি যা এই বুদ্ধিমতী, উদাসীন ও নিষ্ঠুর প্রকৃতির নারীকে এমন একজন লোকের ঘরের দরজা খুলে ভেতরে ঢুকতে প্রবৃত্ত করল, যাকে সে মেরে ফেলার রায় দিয়েছিল?

গারিনের সাদা দাঁত আর কোটর থেকে ঠেলে বেরিয়ে আসা চোখের দিকে তাকিয়ে রইল সে। ভাঙা ভাঙা চাপা গলায় চিৎকার করে উঠে সে এগিয়ে গেল গারিনের দিকে, ঝুঁকে পড়ল তার ওপর। দেহে প্রাণ নেই। মুখটা নীল হয়ে গেছে, গলায় কতকগুলো আঁচড় — ফুলে ফুলে উঠেছে। এ হল সেই মুখ, সেই বিশীর্ণ মুখ যা আকর্ষণ করে, সেই চোখ যা উত্তেজনায় ভরপুর, সেই রেশমী দাড়ি যার সঙ্গে জড়িয়ে ছিল পাতলা কাগজের ফিতে।... জোইয়া মুখ ধোওয়ার বাঁধানো জায়গাটার ঠাণ্ডা কনকনে শ্বেতপাথর আঁকড়ে ধরে অনেক কষ্টে উঠে দাঁড়াল। সে ভুলেই গেল কী জন্য এখানে এসেছে। তিক্তস্বাদের লালায় ভরে গেল তার মুখের ভেতরটা। জামার কলার গলায় এঁটে শ্বাসরুদ্ধ হয়ে আসতে লাগল। 'এখন দেখছি জ্ঞান হারিয়ে পড়ে যাওয়াই বাকি আছে,' মনে মনে এই কথা বলতে বলতে কলারের বোতাম টেনে ছিঁড়ে ফেলল সে, তারপর এগিয়ে গেল দরজার দিকে। দোরগোড়ায় দাঁড়িয়ে আছে গারিন।

মেঝেতে যে লোকটা পড়ে আছে তারই মতো এরও সাদা দাঁতগুলো ঝকঝক করছে, এরও মুখে জমাট বেঁধে আছে সেই হাসি। লোকটা শাসানোর ভঙ্গিতে তর্জনী তুলল। জোইয়া তার ইঙ্গিত বুঝতে পেরে মুখ ফসকে চিৎকার যাতে বেরিয়ে না পড়ে সেই জন্য মুখের ওপর হাত চাপা দিল। বুক ধড়াস ধড়াস করতে লাগল, মনে হল বুঝি এই মাত্র জলের তলা থেকে উঠে এসেছে।... 'বেঁচে আছে!... বেঁচে আছে!...'

'খুন যে হয়েছে সে আমি নই,' সেই ভাবেই শাসাতে শাসাতে ফিসফিস করে গারিন বলল, 'আপনারা যাকে খুন করেছেন সে

হল আমার সহকারী লেনয়ার।... রোলিংকে গিলোটিনে যেতে হবে।'...

'বেঁচে আছে, বেঁচে আছে,' ভাঙা ভাঙা গলায় সে বলল।

'আপনি এখানে কেন?'

'আমি গ্যাস্টনকে খুঁজছিলাম।'

'কাকে? কাকে?'

'যাকে হুকুম দিয়েছিলাম আপনাকে খুন করার।'

'আমি এটা আগে থাকতেই আন্দাজ করতে পেরেছিলাম,' জোইয়ার চোখে চোখ রেখে সে বলল।

জোইয়া উত্তর দিল স্বপ্নাচ্ছন্নের মতো।

'গ্যাস্টন যদি আপনাকে খুন করত তাহলে আমি আত্মহত্যা করতাম।'

'বুঝতে পারছি না কী বলতে চান।'

জোইয়া আত্মবিস্মৃত হয়ে কোমল নিস্তেজ গলায় উচ্চারণ করল গারিনের কথাগুলো:

'আমি নিজেই বুঝতে পারছি না।'

কথাবার্তা হচ্ছিল দরজার কাছে দাঁড়িয়ে। স্লেটপাথরের টালির ছাদের পেছনে চাঁদ ডুবে যাচ্ছে, জানলা দিয়ে এসে পড়ছে চাঁদের আলো। চোখ ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে ঘরের ওপর দৃষ্টি বুলিয়ে নিয়ে গারিন মৃদুকণ্ঠে বলল:

'আপনি রোলিং-এর অটোগ্রাফের জন্য এসেছেন?'

'হ্যাঁ। দয়া করুন।'

'কাকে? রোলিংকে?'

'না। আমাকে। দয়া করুন,' সে আবার বলল।

হঠাৎ গারিন টানটান হয়ে দাঁড়িয়ে মন দিয়ে শুনল। এক ঝটকা টানে জোইয়াকে ঘর থেকে বার করে নিয়ে এলো। তার হাতটা কনুইয়ের ওপর সেইভাবে চেপে ধরেই খিলানের ভেতর দিয়ে সিঁড়ির দিকে উঁকি মারল।

'চলুন। আমি আপনাকে পার্কের ভেতর দিয়ে বার করে নিয়ে যাব।... শুনুন, আপনি এক আশ্চর্য মহিলা।' একটা উন্মত্ত কৌতুকের ঝিলিক খেলে গেল তার চোখে। 'আমাদের

দু'জনের পথ এক জায়গায় এসে মিলেছে।... আপনি এটা উপলব্ধি করতে পারছেন?'

জোইয়ার সঙ্গে সঙ্গে সে ঘোরানো সিঁড়ি দিয়ে ছুটে নামতে লাগল। জোইয়া কোন বাধা দিল না।

নীচের চাতালে আসার পর গারিন অন্ধকারের মধ্যে কোথায় যেন মোড় নিয়ে থেমে গেল, একটা মোমবাতি জ্বালাল, তারপর অনেক চেষ্টায় পেছনের দরজার মরচে পড়া তালাটা খুলল। বোঝাই যাচ্ছে, অনেক বছর হল এ দরজা খোলা হয় নি।

'দেখতে পাচ্ছেন ত সবই আগে থাকতে কেমন অনুমান করা।'

তারা বেরিয়ে এলো পার্কের অন্ধকার স্যাঁতসেঁতে গাছপালার তলায়। ঠিক একই সময়ে রাস্তা থেকে ফটকের ভেতর দিয়ে পুলিশ বাহিনী ঢুকল বাড়িতে। মিনিট পনেরো আগে গারিন টেলিফোনে তাদের ডেকেছিল।

বত্রিশ

ক্রেস্তোভ্স্কির বাগানবাড়িতে 'বোড়ে হারানোর' ঘটনা শেল্গার বেশ মনে আছে। ট্রেড ইউনিয়ন বুল্ভারে কথাবার্তা বলার সময়ই সে বুঝতে পেরেছিল, বাগানবাড়ির পাতালকুঠুরিতে যা লুকানো আছে তার জন্য পিয়ান্কোভ-পিত্কেভিচ সেখানে আরেও একবার অবশ্যই আসবে। সেই দিন সন্ধ্যার অন্ধকার যখন ঘনিয়ে এসেছে তখন শেল্গা চৌকিদারকে এড়িয়ে বাগানবাড়িতে ঢোকে, চোরালণ্ঠন নিয়ে পাতালকুঠুরিতে নামে। দাবার এই বোড়েটা সঙ্গে সঙ্গে খোয়া যায়। চোরাদরজার দু পা দূরে রান্নাঘরে দাঁড়িয়ে আছে গারিন! শেল্গার আবির্ভাবের এক মুহূর্ত আগে গারিন স্যুটকেস হাতে পাতালকুঠুরি থেকে বেরিয়ে পড়েছে, এখন সে দরজার বাইরে দেয়ালের ওপর হুমড়ি খেয়ে দাঁড়িয়ে আছে। শেল্গা ভেতরে ঢোকার সঙ্গে সঙ্গে সে চোরাদরজাটা সশব্দে ঝটিতি বন্ধ করে দিয়ে তার ওপর কয়লার বস্তা বোঝাই করতে লাগল। চোরাদরজার ফাঁক দিয়ে ঝুরঝুর করে ধুলোবালি ঝরে

পড়তে লাগল, শেল্‌গা হাতের বাতিটা তুলে সেই দিকে তাকিয়ে কাষ্ঠহাসি হাসল। আপস-আলোচনা চালানোর ইচ্ছে ছিল তার। কিন্তু হঠাৎ দরজার বাইরে, মাথার ওপর নেমে এলো নিস্তব্ধতা। কানে এলো দৌড়ে যাওয়ার শব্দ, তারপর গ্দুড়্দুম করে রিভলভারের গ্দুলি ছোঁড়ার আওয়াজ, পরে একটা ভয়ংকর আর্তনাদ। চার আঙ্দুলের সঙ্গে সংঘর্ষ চলছিল। তারও এক ঘণ্টা পরে প্দুলিশ এলো।

বোড়ে হারানোর পর শেল্‌গা একটা ভালো চাল দিল। সোজা বাগানবাড়ি থেকে প্দুলিশের গাড়ি নিয়ে সে ছ্দুটল প্রমোদতরীর ক্লাব-বাড়িতে। ফ্যাঁসফেঁসে গলা, আল্দুথাল্দু বেশ এক জাহাজী সেখানকার কেয়ার-টেকার। তাকে জাগিয়ে তুলে কোন রকম ভূমিকা না করে শেল্‌গা প্রশ্ন করল:

'বাতাস কোন্‌ দিক থেকে বইছে?'

জাহাজীও এতটুকু ইতস্তত না করে সঙ্গে সঙ্গে উত্তর দিল:

'দক্ষিণ-পশ্চিম দিক থেকে।'

'হাওয়ার জোর কী রকম?'

'বেজায় জোর।'

'আপনি কি হলফ করে বলতে পারেন যে সবগ্দুলো নৌকো ঠিক ঠিক জায়গায় আছে?'

'তা বলতে পারি।'

'নৌকোর কাছে পাহারার কী ব্যবস্থা আছে?'

'পেত্‌কা আছে, সে-ই পাহারা দেয়।'

'ঘাটের পাটাতনগ্দুলো একবার দেখে আসা যাক।'

'জো হ্দুকুম,' উত্তর দিয়ে লোকটা অর্ধজাগ্রত অবস্থায় কোন রকমে তার জাহাজী কোর্তার হাতার ভেতরে হাত গলাল।

'পেত্‌কা!' শেল্‌গার সঙ্গে বারান্দায় বেরিয়ে এসে মাদকদ্রব্যাসিক্ত গলায় সে হাঁক দিল। কেউ উত্তর দিল না। 'নির্ঘাত কোথাও পড়ে পড়ে ঘ্দুমোচ্ছে, ব্যাটা কুঁড়ের বাদশা!' বাতাসের হাত থেকে আড়াল দেওয়ার জন্য কোর্তার কলার তুলতে তুলতে জাহাজী বলল।

পাহারাদারকে খানিকটা দূরে একটা ঝোপের মধ্যে পাওয়া গেল — ভেড়ার লোমের কোর্তার কলারে মাথা ঢেকে সে দিব্যি নাক ডাকিয়ে ঘুমোচ্ছিল। জাহাজী গালাগাল দিয়ে উঠল। পাহারাদার ক'কাতে ক'কাতে উঠে দাঁড়াল। তারা পাটাতনের উপর গিয়ে উঠল। জলের রং ইতিমধ্যে ইস্পাত নীল হয়ে উঠেছে। জলের ওপরে বনের গাছপালার মতো সারি সারি মাস্তুল দুলছে। ঢেউ আছড়ে পড়ছে। হাওয়া জোর ঝাপটা দিচ্ছে।

'আপনি কি ঠিক জানেন যে সবগুলো নৌকো জায়গায় আছে?' শেল্‌গা আবার জিজ্ঞেস করল।

'ওরিওন' এখানে নেই, আছে পেতেরহফে।... দুটো নৌকো হাওয়ার মুখে পড়ে স্ত্রেল্‌নার দিকে ভেসে চলে গেছে।'

ঘাটের পাটাতনের কিনারায় যেখানে নদীর জল ছিটকে পড়ছে সেখানে এগিয়ে গেল শেল্‌গা, আঙটার সঙ্গে বাঁধা একটা কাছির প্রান্ত তুলে নিল — স্পষ্টই দেখা যাচ্ছে কাছির শেষ প্রান্তটা কাটা। কেয়ার টেকার ধীরেসুস্থে কাটা কাছিটা পরীক্ষা করে দেখল। সে তার জাহাজী টুপিটা নাকের ওপর নামিয়ে দিল, কিছুই বলল না। ঘাটের পাটাতনের ওপর দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে একটা একটা করে আঙুলে গুনতে লাগল নৌকোগুলো। হাত নেড়ে হাওয়ার গায়ে একটা কোপ মারার ভঙ্গি করল সে, তারপর অস্বাভাবিক তেজে চিৎকার জুড়ে দিল।

'ওরে ব্যাটা পেত্‌কা, অকম্মার ধাড়ি! তোকে তিরিশ বার পচা জলে চুবুনি দিতে হয়! কোথায় চোখ ছিল তোর, অ্যাঁ? আমাদের সবচেয়ে ভালো বাইচের নৌকো 'বিবিগোন্ডা' যে চুরি করে নিয়ে গেল!...'

পেত্‌কা আশ্চর্য হয়ে গেল, 'হায় হায়' করে উঠল, ভেড়ার চামড়ার কোটের হাতা দিয়ে উরুর দু'পাশ থাবড়াতে লাগল। এখানে আর কিছু করার ছিল না। শেল্‌গা চলে গেল বন্দরে।

পাহারার দ্রুতগামী মোটরবোট ছুটিয়ে সে যতক্ষণে খোলা সমুদ্রে এসে পড়ল ততক্ষণে ঘণ্টা তিনেক পার হয়ে গেছে। প্রচণ্ড ঢেউ। মোটর-বোট জোর কাজে লেগে গেল। জলের কণায় বাইনোকুলরের কাচ ঝাপসা হয়ে আসছিল। সূর্য যখন ওপরে

উঠল তখন ফিনল্যাণ্ডের জলসীমানায়, আলোকস্তম্ভ ছাড়িয়ে অনেকটা দূরে, উপকূলের কাছাকাছি একটা পাল চোখে পড়ল। এ সেই দুর্ভাগ্যের প্রতীক 'বিবিগোণ্ডা' — ঢেউয়ের তোড়ে ঘা খাচ্ছে মগ্নশিলার মাঝখানে। নৌকোর পাটাতনে কেউ নেই। নিয়মরক্ষার খাতিরে মোটরবোট থেকে কয়েকটা গুলি ছুঁড়ল ওরা। শেষ পর্যন্ত খালি হাতে ফিরে আসতে হল।

এই ভাবে সেই রাতে আরও একটা বোড়ে জিতে গারিন সীমান্ত পেরিয়ে পালাল। এই খেলায় যে চার আঙুলের ভূমিকা ছিল তা গারিন আর শেল্গাই শুধু জানে। এই কারণে বন্দরে ফেরার পথে শেল্গার চিন্তা যে পথে চলল তা অনেকটা এই রকম:

'বিদেশে গিয়ে গারিন এই রহস্যজনক যন্ত্রটা হয় বেচে দেবে, নয়ত নিজেই স্বাধীনভাবে কাজে লাগাবে। এই আবিষ্কারটা আপাতত সোভিয়েত দেশের হাতছাড়া হয়ে গেল। কে বলতে পারে ভবিষ্যতে তার কী সর্বনাশা ভূমিকা হবে! কিন্তু বিদেশে গারিনের বিপদ আছে — সে হল চার আঙুল। তার সঙ্গে লড়াই যতক্ষণ পর্যন্ত শেষ না হচ্ছে ততক্ষণ লোকসমক্ষে যন্ত্র নিয়ে বেরিয়ে আসার সাহস গারিনের হবে না। আচ্ছা, এই লড়াইয়ে আমি যদি গারিনের পক্ষ নিই তাহলে পরিণামে যে আমার জিত হবে না তা-ই বা কে বলতে পারে? অন্ততপক্ষে ডাহা মূর্খামি বলতে যদি কিছু বোঝায় তা হবে এই মুহূর্তে লেনিনগ্রাদে চার আঙুলকে গ্রেপ্তারের কথা ভাবা — গারিন এটাই চায়।' ফলে সিদ্ধান্ত হল সহজসরল। শেল্গা বন্দর থেকে সটান চলে এলো নিজের বাসায়, শুকনো জামাকাপড় গায়ে দিল, ফোন করে গোয়েন্দা দপ্তরে জানিয়ে দিল যে 'মামলা আপনাআপনিই কেঁচে গেছে'। তারপর টেলিফোন বন্ধ করে দিয়ে ঘুমোতে গেল, গ্যাসের বিষক্রিয়ায় আক্রান্ত হয়ে এবং হয়ত বা গুলিতেই আহত হয়ে চার আঙুল এখন কী রকম, ঊর্ধ্বশ্বাসে লেনিনগ্রাদ ছেড়ে পালাচ্ছে এই কথা ভাবতে ভাবতে সে মুখ টিপে হাসল। 'বোড়ে হারানোর' জবাবে এই ছিল শেল্গার পাল্টা চাল।

শেষকালে প্যারিস থেকে এলো টেলিগ্রাম: 'চার আঙুল

এখানে। পরিস্থিতি বিপজ্জনক।' এটা ছিল সাহায্যের জন্য আর্তনাদ।

শেল্‌গা যত বেশি ভাবতে লাগল ততই বেশি করে একটা জিনিস তার কাছে পরিষ্কার হয়ে উঠতে লাগল — প্যারিসে যাওয়া দরকার। টেলিফোন করে যাত্রিবাহী প্লেন ছাড়ার সময় জেনে নিয়ে সে ফিরে গেল বারান্দায়, গোধূলির ম্লান আলোর মধ্যে সেখানে বসে ছিল তারাশ্‌কিন আর ইভান। শেল্‌গা তার পিঠে কপিং পেন্সিলের লেখাটা পড়ার পর থেকে এই ছন্নছাড়া ছেলেটা চুপচাপ হয়ে গেছে, তার পর থেকে তারাশ্‌কিনের সঙ্গ আর সে ছাড়ছে না।

ডালপালার ফাঁকের মাঝখানে কমলারঙের জলের ওপর থেকে লোকজনের কণ্ঠস্বর, দাঁড় ফেলার ছপছপ আওয়াজ আর মেয়েদের হাসি ভেসে আসছে। অন্ধকার বনে ঢাকা দ্বীপগুলোর বুকে ঘন পাতার নীচে শুরু হয়ে গেছে পৃথিবীর আদিম খেলা — পাখিরা একে অন্যকে ডেকে সতর্ক করে দিচ্ছে, বুলবুল গান গাইছে। দীর্ঘ শীতকালের তুষার ঝড় আর বৃষ্টি বাদলের ভেতর থেকে সমস্ত জীবজগৎ যেন জেগে উঠে প্রাণধারণের জন্য ব্যস্ত হয়ে পড়েছে, প্রবল তৃষ্ণাভরে পরম পুলকে নিশীথের এই মাতাল করা মাধুরী পান করছে। তারাশ্‌কিন এক হাতে ইভানের কাঁধ জড়িয়ে বারান্দার রেলিং-এ কনুই ঠেকিয়ে আছে, নিস্পন্দ হয়ে বসে গাছের পাতার ফাঁক দিয়ে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখছে জলের বুকে নিঃশব্দে ভেসে চলেছে নৌকোগুলো।

শেল্‌গা একটা চেয়ার টেনে নিয়ে ছেলেটার মুখের ওপর ঝুঁকে পড়ে বলল, 'তারপর ইভান, কী মনে হয়? কোথায় তোর বেশি ভালো মনে হয় — ওখানে নাকি এখানে? দূরপ্রাচ্যে থাকতে নিশ্চয়ই খারাপ ছিলি? অভাব অনটনের মধ্যে দিন কাটত, তাই না?'

ইভান নিষ্পালক দৃষ্টিতে শেল্‌গার দিকে তাকাল, গোধূলির আবছা আলোয় তার চোখদুটো বিষণ্ণ দেখাচ্ছে, মনে হয় যেন বুড়োমানুষের চোখ। শেল্‌গা ওয়েস্টকোটের পকেট থেকে একটা লজেন্স বার করে ইভানের দাঁতে ঠুকতে লাগল, শেষ পর্যন্ত

ইভান তার দাঁতকপাটি খুলল — লজেন্সটা সুড়ুৎ করে চলে গেল তার মুখের ভেতরে।

'ইভান, আমরা কিন্তু ছোট ছেলেদের সঙ্গে ভালো ব্যবহার করি। জোর করে তাদের দিয়ে কাজ করাই না, পিঠে চিঠি লিখি না, রেলগাড়ির কামরার নীচে করে তাদের পাঁচ হাজার মাইল দূরে কোথাও পাঠাই না। আমাদের এই দ্বীপগুলোতে কী ভালো, তাই না? আর এখানকার সব কিছু কাদের, তা জানিস? এ সবই আমরা দিয়েছি বাচ্চাদের, চিরদিনের জন্য দিয়েছি। এই নদী, এই দ্বীপগুলো, এই নৌকো সঙ্গে সঙ্গে রুটি আর সসেজ — সব — যত পারিস খা। সব তোর।'

'আপনি এই ভাবে বলে ছেলেটার মাথা গুলিয়ে দেবেন দেখছি,' তারাশ্‌কিন বলল।

'কিচ্ছু গুলোবে না, যথেষ্ট বুদ্ধিসুদ্ধি আছে। আচ্ছা, ইভান তোর বাড়ি কোথায়?'

'আমাদের বাড়ি আমুর এলাকায়। মা মারা গেছে, বাবা লড়াইয়ে মারা গেছে,' ইভান অনিচ্ছাভরে উত্তর দিল।

'তাহলে কী ভাবে তুই থাকতিস?'

'লোকের বাড়ি বাড়ি ঘুরে বেড়িয়ে কাজ করতাম।'

'এই এতটুকুন বয়সে?'

'এতে আর এমন কী আছে?... ঘোড়া চরাতাম।'

'তারপর? তারপর কী হল?'

'তারপর ওরা আমাকে নিল।...'

'ওরা কারা?'

'একদল লোক। একটা ছোঁড়ার দরকার ছিল ওদের — তার কাজ ছিল গাছে চড়া, ব্যাঙের ছাতা কুড়ুনো, বাদাম পাড়া, খাবার জন্য কাঠবিড়ালি ধরা আর ছুটোছুটি করে ফাইফরমাস খাটা — যখন যেখানে পাঠায়।'

'তার মানে কিছু লোক কোন অভিযানের দলে তোকে নিয়েছিল? (ইভান চোখ পিটপিট করল, কিন্তু কোন উত্তর দিল না।) অনেক দূরে গিয়েছিলি? উত্তর দে, ভয়ের কিছু নেই।

আমরা তোকে ধরিয়ে দিচ্ছি না। এখন তুই হলি আমাদের একজন।'

'আট দিন স্টীমারে করে যেতে হল।... আমরা ভাবলাম বোধহয় মারাই পড়ব। আরও আট দিন চললাম পায়ে হেঁটে। আমরা একটা পাহাড়ের কাছে এসে পোঁছ্লাম, সেটা আগ্নের নিঃশ্বাস ছাড়ছে।'

'আচ্ছা, আচ্ছা,' শেল্‌গা বলল, 'তার মানে অভিযানের দলটা গিয়েছিল কাম্‌চাত্‌কায়।'

'হ্যাঁ, কাম্‌চাত্‌কায়।... আমরা সেখানে থাকতাম একটা ভাঙাচোরা কুঁড়েঘরে।... বিপ্লবের কোন খবরই আমরা অনেক দিন জানতাম না। যখন জানতে পারলাম তখন আমাদের ভেতর থেকে তিনজন দল ছেড়ে চলে গেল, তারপর চলে গেল আরও দ্'জন। খাবার দাবার বলতে কিছ্ রইল না। থেকে গেলাম শ্ধ্ আমি আর সেই লোকটা।...'

'আচ্ছা, আচ্ছা, কিন্তু 'সেই লোকটা' কে? কী তার নাম?'

ইভান ফের ভুর্ কোঁচকাল, মাথা হেঁট করে রইল। শেল্‌গা তার ছাঁটা মাথাটায় হাত ব্লাতে ব্লাতে অনেকক্ষণ ধরে সান্ত্বনা দিতে লাগল তাকে।

'যদি বলি, খ্ন করে ফেলবে। হলফ করে বলেছে, খ্ন করবে।'

'কে?'

'মান্‌ৎসেভ। নিকোলাই খ্রিস্তোফোরভিচ মান্‌ৎসেভ।... বলেছে, 'আমি তোর পিঠে এই চিঠি লিখে দিলাম, ধ্বি না, শার্ট আর ওয়েস্টকোট খ্লবি না। এক বছর হোক, দ্ বছর হোক, যতদিন না পেত্রোগ্রাদে গিয়ে পিওত্‌র পেত্রোভিচ গারিনকে খ্ঁজে বার করবি। তাকে পিঠের এই লেখাটা দেখাবি, বকশিস দেবে তোকে।' '

'গারিনের সঙ্গে দেখা করা যখন তার দরকার তখন মান্‌ৎসেভ নিজে কেন পেত্রোগ্রাদে এলো না?'

'বল্‌শেভিকদের ভয়ে।... বলে, 'ওরা শয়তানের চেয়েও

খারাপ। আমাকে ওরা খুন করবে।...' কী করেই বা জানবে ছয় বছর পাহাড়ে বসে থাকলে?'

'সেখানে কী করছে? কী খুঁজছে সেখানে?'

'তা কি আর বলবে? তবে আমি জানি। (বলতে বলতে কৌতুক আর চাতুরীর দীপ্তিতে চকচক করে উঠল ইভানের দুই চোখ।) মাটির নীচে সোনা খুঁজছে।'

'খুঁজে পেয়েছে?'

'ওর কথা বলছেন? তা ত পেয়েইছে।'

'ওখানে যাবার পথ, সেই যে পাহাড়ে মানুৎসেভ বসে আছে, দরকার হলে সেখানকার পথ দেখাতে পারবি?'

'তা আর পারব না?... তবে দেখবেন, আমাকে ধরিয়ে দেবেন না কিন্তু। আমাকে দেখলে যা খাপ্পা হয়ে উঠবে না...'

শেল্‌গা আর তারাশ্‌কিন গভীর মনোযোগ দিয়ে ছেলেটার বৃত্তান্ত শুনে গেল। শেল্‌গা আরও একবার মনোযোগ দিয়ে তার পিঠের লেখাটা পড়ল। তারপর লেখার একটা ছবি তুলল।

'এবারে নীচে যা। তারাশ্‌কিন তোকে সাবান দিয়ে ধুইয়ে দেবে, তারপর শুয়ে পড়বি,' শেল্‌গা বলল। 'তোর কিছুই ছিল না, বাপ ছিল না, মা ছিল না, থাকার মধ্যে সম্বল ছিল তোর ওই খালি পেট। এখন সব আছে — যা যা দরকার কিছুরই অভাব নেই — বেঁচেবর্তে থাক, পড়াশুনো কর, ভালোমতো মানুষ হয়ে ওঠ। তারাশ্‌কিন তোকে শিখিয়ে-পড়িয়ে নেবে। ওর কথা শুনিস। চলি। দিন তিনেকের মধ্যে গারিনের দেখা পাব। তোর ওপর যা জানানোর ভার দেওয়া হয়েছিল তা ওকে জানিয়ে দেব।'

শেল্‌গা হাসল। কিছুক্ষণ পরেই তার সাইকেলের ল্যাম্পের আলোটা লাফাতে লাফাতে অন্ধকার ঝোপঝাড়ের আড়ালে ছুটে চলে যেতে দেখা গেল।

তেত্রিশ

এরোড্রোমের সবুজ গালিচার মাথার ওপরে অনেকখানি উঁচুতে ঝলকে উঠল এলুমিনিয়ামের ডানা। দেখতে দেখতে

ছয়জন আরোহীর যাত্রীবাহী প্লেনটা অদৃশ্য হয়ে গেল তুষারধবল মেঘের আড়ালে। লোকজনের ছোটখাটো একটা দল বন্ধুবান্ধবদের বিদায় জানাতে এসেছিল। তারা মাথা উঁচু করে তাকিয়ে রইল আকাশের কিরণময়ী নীলিমার দিকে — সেখানে তখন অলসগতিতে ঘুরপাক খাচ্ছে একটা শকুন, বাতাস কেটে উড়ে চলে যাচ্ছে কতকগুলো চাতকপাখি, কিন্তু ডিউরোএলুমিনিয়ামের পাখিটা যে কোথায় উড়ে গেল কে জানে।

ছয়জন যাত্রী বসে আছে বেতের চেয়ারে। ক্যাঁচকোঁচ আওয়াজ তুলছে চেয়ারগুলো। বসে বসে তারা দেখতে লাগল বেগনী সবুজ রঙের পৃথিবীটা ধীরে ধীরে নীচে নেমে যাচ্ছে। তার বুকে রাস্তাঘাট সব আঁকিবুঁকি কেটে সুতোর মতো চলে গেছে। দালানকোঠাসমেত একেকটি বাসপল্লী, ঘণ্টামিনার সামান্য কাত হয়ে আছে, খেলনার মতো দেখাচ্ছে। দূরে ডান দিকে ছড়িয়ে আছে জলরাশির সুনীল বিস্তার।

একখণ্ড মেঘের ছায়া কোথা থেকে এসে ঢেকে দিল পৃথিবীর মানচিত্রের খুঁটিনাটি দৃশ্য। এবারে মেঘের টুকরোটা তাদের ঠিক নীচে এসে হাজির হল।

ছয়জন যাত্রীর সকলেই লেপ্‌টে আছে জানলার কাচের গায়ে। তারা হাসছিল, কিন্তু অনেকটা যেন জোর করে; যাদের আত্মসংবরণের ক্ষমতা আছে একমাত্র তারাই পারে এরকম হাসি হাসতে। আকাশযাত্রা তখনও একটা নতুন জিনিস। আরামদায়ক কেবিন, ছোট ছোট ভাঁজ করা টেবিলের ওপর পত্রপত্রিকা ও ক্যাটালগের ছড়াছড়ি এবং বাহ্যিক নিরাপত্তা ও স্বাচ্ছন্দ্য সত্ত্বেও যাত্রীদের মনে মনে এই বলে নিজেদের বুঝ দিতে হত যে বিমানযাত্রা হাজার হোক অন্তত পায়ে হেঁটে রাস্তা পার হওয়ার চেয়ে অনেক বেশি নিরাপদ। আকাশপথে কোন বাধা নেই। মেঘের মুখোমুখি দেখা — ডুব দাও তার ভেতরে, একমাত্র লক্ষ করার মতো যা ঘটবে তা হল এই যে জানলার কাচগুলো জলীয় বাষ্পে ছেয়ে যাবে, ডিউরোএলুমিনিয়ামের গায়ে শিলাবৃষ্টির ঝমঝম আওয়াজ হবে কিংবা মেশিনটা একটু লাফিয়ে উঠবে — রাস্তার গর্তে পড়লে গাড়ির যেমন অবস্থা হয় — তখন চোখ ছানাবড়া

করে চেয়ারের বেতে বোনা হাতল চেপে ধরতে হয়, কিন্তু পাশের চেয়ারে যে বসে আছে সে হয়ত ততক্ষণে তোমার দিকে চেয়ে চোখ টিপে হাসছে, যেন বলতে চাইছে: আরে, এ ত রাস্তার একটা ছোট্ট খানা বৈ আর কিছু নয়! যে রকম দমকা হাওয়া লেগে মুহূর্তের মধ্যে সমুদ্রের পালতোলা তরণীর মাস্তুল উলটে ফেলে দেয়, হাল ভেঙে ফেলে, নৌকো লোকজন সব ভাসিয়ে নিয়ে যায় উত্তাল সমুদ্রগর্ভে, তাতে ধাতুর তৈরি এই পাখিটার কোন গ্রাহ্য নেই — সে এতই মজবুত আর চটপটে যে সঙ্গে সঙ্গে একটা ডানার ওপর ভর দিয়ে কাত হয়ে পড়ে, তার ইঞ্জিন গর্জন করে ওঠে, মুহূর্তের মধ্যে এক লাফে সাঁ সাঁ করে উঠে যায় ঝড়ের উৎসবিন্দুর তিন হাজার ফুট ওপরে।

মোট কথা, এক ঘণ্টা যেতে না যেতেই কেবিনের যাত্রীরা প্লেনের ঝাঁকুনি আর পায়ের তলাকার শূন্যদেশের সঙ্গে নিজেদের মানিয়ে নিল। ইঞ্জিনের আওয়াজ ছিল তাদের কথা বলার অন্তরায়। কেউ কেউ হেডফোন আর মাইক্রোফোন লাগিয়ে নিল, কথাবার্তা শুরু হয়ে গেল। শেল্‌গার মুখোমুখি বসে ছিল রোগাপাতলা চেহারার একজন লোক। বছর পঁয়ত্রিশেক বয়স। গায়ে একটা বেশ পুরনো ওভারকোট, মাথার চৌখুপীকাটা টুপিটা দেখলে মনে হয় বিদেশযাত্রা উপলক্ষেই বিশেষভাবে কেনা।

লোকটার মুখ ফেকাসে মতন, মুখের চামড়া পাতলা, পাশ থেকে মুখটা দেখাচ্ছে থমথমে, তবে মার্জিত, বুদ্ধিদীপ্ত। মুখে বাদামী রঙের দাড়ি। একটা শান্ত দৃঢ়তার ভাব লেগে রয়েছে ঠোঁটের কাছে। কোলের ওপর দু'হাত ভাঁজ করে রেখে কোলকুঁজো হয়ে বসে আছে সে। শেল্‌গা হেসে তাকে ইশারা করতে সে হেডফোনটা লাগাল।

'আপনি ইয়ারোস্লাভ্‌লের বস্তুতত্ত্ব শিক্ষায়তনে* পড়াশুনো করতেন না?' শেল্‌গা জিজ্ঞেস করল। লোকটা মাথা নাড়াল। 'আপনি আমার দেশের লোক — আপনাকে আমার মনে আছে।

* প্রাক-বিপ্লব আমলে বিশেষ এক ধরনের মাধ্যমিক শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, যেখানে প্রাচীন ভাষা বাদ দিয়ে গণিতশাস্ত্র ও প্রকৃতিবিজ্ঞানের ওপর জোর দেওয়া হত।

আপনি আলেক্সেই সেমিওনভিচ খিমনভ না? (মাথা নাড়া।) আপনি এখন কোথায় কাজ করছেন?'

'পলিটেক্‌নিক্যাল ইনস্টিটিউটের ফিজিক্স ল্যাবরেটরীতে,' খিমনভের ক্ষীণ কণ্ঠস্বর চোঙার ভেতর দিয়ে বেরিয়ে ইঞ্জিনের ঘোর গর্জনের তলায় চাপ পড়ে গেল।

'কাজের জায়গা থেকে বিশেষ কোন দায়িত্ব নিয়ে যাচ্ছেন?'

'যাচ্ছি বার্লিন, রাইখেরের কাছে।'

'কোন গোপন কাজ?'

'না। এই বছরের মার্চ মাসে আমরা জানতে পেরেছি যে রাইখেরের ল্যাবরেটরীতে পারার পরমাণু বিভাজন* সম্ভব হয়েছে।'

বলতে বলতে খিমনভের সমস্ত মুখটা শেল্‌গার দিকে ঘুরে গেল, তার চোখে মুখে ভয়ংকর উত্তেজনার ছাপ ফুটে উঠল। এক দৃষ্টিতে সে তাকিয়ে রইল শেল্‌গার দিকে।

'বিষয়টা আমার জ্ঞানবুদ্ধির বাইরে, আমি বিশেষজ্ঞ নই,' শেল্‌গা বলল।

'এখন পর্যন্ত কাজ ল্যাবরেটরীর চৌহদ্দির মধ্যে আছে। শিল্পক্ষেত্রে এর ব্যবহার এখনও সুদূর পরাহত।... যদিও...' অনেক নীচে বরফের গোলার মতো মেঘের কুণ্ডলী গড়াতে গড়াতে পৃথিবীর বুক ঢেকে দিতে থাকায় সেই দিকে তাকাতে তাকাতে সে বলল, '...যদিও পদার্থবিজ্ঞানীর পরীক্ষার ঘর থেকে কারখানার ওয়ার্কশপের পথ খুব একটা দূরের নয়। জোর করে পরমাণু বিভাজনের মূলসূত্র সম্ভবত সোজা, খুবই সোজা। পরমাণু কাকে বলে আপনি নিশ্চয়ই জানেন?'

'খুবই সামান্য, এই একটু-আধটু,' শেল্‌গা পরিমাণ বোঝানোর জন্য আঙুল দিয়ে মেপে দেখাল।

'বালুকণার তুলনায় পৃথিবী যেমন, একটা বালুকণার তুলনায় পরমাণুও তেমনি। তা সত্ত্বেও পরমাণুকে আমরা পরিমাপ করতে

---

* পরমাণুকোষ পরিবর্তনের প্রক্রিয়া। এই প্রক্রিয়ায় পদার্থের ধর্ম পরিবর্তিত হয়, তেজ নিঃসৃত হয়।

পারি, তার ইলেকট্রনগুলো ঘোরার বেগ, তার ওজন এবং ইলেকট্রিক চার্জের ভর, পরিমাণ বার করতে পারি। আমরা পরমাণুর একেবারে প্রাণকেন্দ্রের দিকে, তার নিউক্লিয়াসের দিকে এগিয়ে আসছি। এই নিউক্লিয়াসের মধ্যেই নিহিত আছে পদার্থের ওপর আধিপত্যের সমস্ত গোপন রহস্য। লক্ষকোটি সেণ্টিমিটার আকারের বস্তুকণার এই শক্তি, পারমাণবিক নিউক্লিয়াস আমরা আয়ত্তে আনতে পারব কিনা তারই ওপর নির্ভর করছে মানবজাতির ভবিষ্যৎ।'

মাটি থেকে ছ হাজার ফুট ওপরে শেল্‌গা এমন এক কাহিনী শুনল যা আরব্য উপন্যাসের শাহেরজাদীর রূপকথার চেয়েও আশ্চর্যের, কিন্তু তা রূপকথা ছিল না। যে সময়ে ইতিহাসের দ্বান্দ্বিকতা সমাজের এক শ্রেণীকে ধ্বংসাত্মক যুদ্ধের দিকে এবং অন্য শ্রেণীকে অভ্যুত্থানের দিকে পরিচালনা করছে, যখন একের পর এক শহর দাউ দাউ করে জ্বলছে, চষা ক্ষেত আর বাগানের মাথার ওপর ধুলো, ছাই আর বিষাক্ত গ্যাসের মেঘ কুণ্ডলী পাকিয়ে উঠছে, যখন নির্যাতিত বিপ্লবী শক্তির ক্রুদ্ধ হুঙ্কারে ধরণী নিজেই শিউরে উঠছে, সেই প্রাচীন কালের মতো জেলখানার পাতালকুঠুরিতে সাঁড়াশী আর চিমটে দিয়ে জল্লাদের দল নির্যাতন শুরু করে দিয়েছে, যখন রাতের অন্ধকারে পার্কের গাছে গাছে জিভ-বার-করা বীভৎস নরমুণ্ডের ফল ফলানো হচ্ছে, যখন মানুষ তার এত সাধের, বহুবর্ণবিচিত্র আদর্শবাদের খোলস ছেড়ে বেরিয়ে পড়েছে — ইতিহাসের সেই দানবীয়, বিপুল শক্তি উৎক্ষেপের দশকে একই রকম আলোকে উজ্জ্বল হয়ে জ্বলতে থাকে বিজ্ঞান সাধকের আশ্চর্য বুদ্ধিদীপ্তি।

চৌত্রিশ

এরোপ্লেন কোভ্‌নোর* ওপরে নীচু হয়ে ঘুরপাক খেতে লাগল। দ্রুত এগিয়ে আসতে লাগল বর্ষণসিক্ত সবুজ মাঠ।

* বর্তমানে কাউনাস। লিথুয়ানিয়ার একটা বড় শহর।

এরোপ্লেন রানওয়ের ওপর দিয়ে ছুটতে ছুটতে এক সময় থেমে গেল। পাইলট লাফিয়ে নেমে পড়ল ঘাসের ওপর। যাত্রীরা হাত-পায়ের আড় ভাঙতে বেরিয়ে এলো, সিগারেট ধরাল। শেল্‌গা এক পাশে সরে গিয়ে ঘাসের ওপর শুয়ে পড়ল, মাথার পেছনে দু'হাত রেখে আশ্চর্য হয়ে দেখতে লাগল দূরের মেঘমালা আর তার নীলাভ তলদেশ। এই কিছুক্ষণ আগেও সেখানে ছিল, তুষারের মতো হাল্‌কা ওই পর্বতশ্রেণীর মাঝখানে, আসমানী রঙের উপত্যকাগুলোর মাথার ওপর দিয়ে উড়ছিল।

খানিকক্ষণ আগে বিমানে যার সঙ্গে তার আলাপ হয়েছিল সেই খ্লিনভ রঙচটা ওভারকোট গায়ে ধূসর রঙের খাঁজকাটা পাখিটার ডানার কাছে সামান্য কুঁজো হয়ে দাঁড়িয়ে ছিল। দেখতে আর দশটা সাধারণ মানুষের মতো, এমনকি মাথার টুপিটাও লেনিনগ্রাদের একটা ফ্যাক্টরির।

শেল্‌গা হাসল।

'ওঃ বেঁচে থাকার মধ্যে কী আনন্দই না আছে! কী ভালোই যে লাগে কী করে বলব ছাই!'

কোভ্‌নোর বিমানবন্দর থেকে আবার যখন প্লেন ছাড়ল তখন শেল্‌গা এসে বসল খ্লিনভের পাশে। কারও কোন নামধাম উল্লেখ না করে গারিনের অসাধারণ পরীক্ষানিরীক্ষা সম্পর্কে সে যা যা জানত সব বলল তাকে; সে বলল যে বিদেশে এই পরীক্ষা-নিরীক্ষা নিয়ে খুবই আগ্রহ দেখা দিয়েছে বলে মনে হয়।

খ্লিনভ জিজ্ঞেস করল গারিনের সেই যন্ত্র শেল্‌গা চোখে দেখেছে কিনা।

'না। যন্ত্রটা এখনও কেউ চোখে দেখে নি।'

'তাহলে দাঁড়াচ্ছে এই যে পুরো ব্যাপারটাই নেহাৎ অনুমান আর জল্পনাকল্পনার পর্যায়ে আছে — এমনকি উদ্ভট কল্পনা বললেও বোধহয় দোষের হবে না? ঠিক কিনা?'

উত্তরে শেল্‌গা বিধ্বস্ত বাগানবাড়ির পাতালকুঠুরির ঘটনা, খণ্ড খণ্ড করে কাটা ইস্পাতের টুকরো আর কার্বন-পিরামিডের বাক্সের কথা তাকে বলল। শুনে খ্লিনভ মাথা নাড়ল।

'আচ্ছা, আচ্ছা,' শেল্‌গার কথায় সায় দিয়ে সে বলল,

'পিরামিড-বাড়ির কথা বলছিলেন না? খুব ভালো কথা। বুঝলাম। আচ্ছা বলুন ত, খুব গোপনীয়তা যদি না থাকে, আপনি ইঞ্জিনীয়র গারিনের কথা বলছেন কি?'

শেল্‌গা মুহূর্তখানেক চুপ করে রইল, খ্লিনভের চোখে চোখ রাখল।

'হ্যাঁ,' সে উত্তর দিল, 'গারিনের কথাই বলছি। কেন, আপনি তাকে চেনেন নাকি?'

'গুণী লোক, খুবই গুণী লোক।' বলতে বলতে খ্লিনভ এমনভাবে চোখমুখ কোঁচকাল যেন কোন টক জিনিস তার মুখে পড়েছে। 'অসাধারণ লোক। তবে বিজ্ঞানী তাকে বলব না। উচ্চাকাঙ্ক্ষী। ব্যক্তি হিসেবে একেবারেই বিচ্ছিন্ন। হঠকারী। বিশ্বনিন্দুক। প্রতিভার লক্ষণ অবশ্য তার মধ্যে আছে। অসাধারণ মেজাজী। বিকট কল্পনাশক্তির অধিকারী। কিন্তু তার আশ্চর্য বুদ্ধিকে সব সময় প্রেরণা জোগায় তার ইতর আকাঙ্ক্ষা। সে অনেকদূর উঠবে, কিন্তু পরিণতিতে সে বদ্ধ মাতাল বা ওই গোছের কিছু হবে, কিংবা মানবজাতির মনে বিভীষিকা সঞ্চারের চেষ্টা করবে। একজন মহাপ্রতিভাধর মানুষের পক্ষে অন্য যে কারও চেয়ে বেশি নিয়মশৃঙ্খলা দরকার। তার ওপর বড় বেশি দায়িত্ব থাকে।'

খ্লিনভের দুই গালে আবার ফুটে উঠল লালচে ছোপ।

'নিয়মশৃঙ্খলায় বাঁধা যে চেতনাশক্তি তার দীপ্তি পরম পবিত্র, আশ্চর্যের ওপর আশ্চর্য। মহাবিশ্বের বুকে আমাদের এই পৃথিবীটা একটা বালিকণামাত্র, আর সেই পৃথিবীর বুকে মানুষ ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র কণার একটা লক্ষকোটি ভগ্নাংশ ছাড়া আর কিছুই নয়। কিন্তু সুদূরপ্রসারী কল্পনাশক্তির অধিকারী এই যে ক্ষুদ্র কণিকা, যার গড় আয়ু সূর্যের চারধারে পৃথিবীর ষাটবার মতো প্রদক্ষিণের সমান, তার চেতনাশক্তির পরিধি সমগ্র মহাবিশ্ব।... এটা উপলব্ধি করতে হলে আমাদের উঁচু গণিতশাস্ত্রের ভাষার আশ্রয় নিতে হয়।... আচ্ছা, ধরুন না কেন, আপনার ল্যাবরেটরী থেকে কেউ যদি কোন মহামূল্যবান মাইক্রোস্কোপ উঠিয়ে নিয়ে তাই দিয়ে পেরেক ঠুকতে থাকে, তাহলে আপনি কী

বলবেন?... গারিনও তার প্রতিভার এই রকমই অপব্যবহার করছে।... আমি জানি বিশেষ দূরত্ব থেকে ইনফ্রা-রেড রশ্মি* পাঠানোর ক্ষেত্রে একটা বড় রকমের আবিষ্কার সে করেছে। রিণ্ডেল ম্যাথুজ-এর** মারণরশ্মির কথা আপনি নিশ্চয়ই শুনেছেন? যাকে 'মারণরশ্মি' নাম দেওয়া হয়েছিল দেখা গেল সেটা নেহাৎই বাজে ব্যাপার, যদিও তার মূলনীতিতে কোন ভুল ছিল না। হাজার ডিগ্রী সেণ্টিগ্রেডে যে তাপ সঞ্চারিত হয় তার রশ্মিগুলোকে যদি একটা আরেকটার সমান্তরাল রেখায় পাঠানো যায় তাহলে সামরিক প্রতিরক্ষার এবং ধ্বংসের এক দানবীয় অস্ত্র হতে পারে। কিন্তু পাঠাতে গিয়ে রশ্মি ছড়িয়ে পড়লে চলবে না — এরই মধ্যে নিহিত আছে তার সমস্ত গোপন রহস্য। আজ পর্যন্ত কেউ এ কাজে সফল হয় নি। আপনি যা বললেন তাতে মনে হয় গারিন এ ধরনের যন্ত্র বানাতে পেরেছে। তা যদি হয় তাহলে সে আবিষ্কারকে খুবই গুরুত্বপূর্ণ বলতে হবে।'

শেল্‌গা বলল, 'আমার কিন্তু অনেকদিন হলই মনে হচ্ছে আবিষ্কারকে ঘিরে বেশ বড় রকমের রাজনীতির খেলা চলছে।'

খ্লিনভ কিছুক্ষণ চুপ করে রইল, তারপর তার দুই কান পর্যন্ত আরক্তিম হয়ে উঠল।

'গারিনকে খুঁজে বার করুন, ওর ঘাড় ধরে হিড়হিড় করে টেনে নিয়ে আসুন, সেই সঙ্গে ওর যন্ত্রটা নিয়ে ফিরে আসুন সোভিয়েত ইউনিয়নে। দেখবেন, যন্ত্রটা যেন আমাদের শত্রুদের হাতে না পড়ে। গারিনকে জিজ্ঞেস করবেন তার কোন কর্তব্যবোধ আছে কিনা, নাকি সে নেহাৎই একটা নীচ লোক?... চুলোয় যাক! দরকার হলে ওকে টাকা দিন — যত টাকা চায় দিন।...'

শেল্‌গা ভ্রূকুটি করল। খ্লিনভ মাইক্রোফোনটা টেবিলের ওপর রেখে চেয়ারে হেলান দিয়ে চোখ বুজল।

---

* ইনফ্রা-রেড বা অবলোহিত রশ্মি — কোন পদার্থে তাপ সঞ্চারিত হলে তা থেকে যে অদৃশ্য রশ্মির বিকীরণ হয়।

** রিণ্ডেল ম্যাথুজ — জনৈক আবিষ্কারক। বিংশ শতাব্দীর বিশের দশকে তাঁর 'মারণরশ্মি' প্রভূত চাঞ্চল্য সঞ্চার করে।

সবুজ মাঠ, ক্ষেতের সমতল চৌখুপি আর পথঘাটের সরল রেখার মাথার ওপর দিয়ে এরোপ্লেন ভেসে চলল। উঁচু আকাশ থেকে দূরে নীলচে ছোপ ছোপ হ্রদের মাঝখানে চোখে পড়ল বার্লিন শহরের পাটকিলে রঙের ছকটা।

পঁয়ত্রিশ

রোজকার মতো আজও র‍্যু দ্যে লা সেইন-এর বাড়িতে সম্রাট নেপোলিয়নের পালঙ্কে সকাল সাড়ে সাতটায় রোলিং-এর নিদ্রাভঙ্গ হল। চোখ না খুলেই বালিশের তলা থেকে রুমাল বার করে সে সজোরে নাক ঝাড়ল।

এখনও সে অবশ্য পুরোমাত্রায় সতেজ হয়ে উঠতে পারে নি। কিন্তু তা হলেও তার ভাবনাচিন্তার ক্ষমতা, চিত্তবৃত্তি তার সম্পূর্ণ আয়ত্তে আছে। রুমালটা গালিচার ওপর ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে সে উঠে বসল, রেশমী বালিশের স্তূপের মাঝখানে বসে চারদিকে তাকাল। শূন্য শয্যা, ঘর শূন্য।

রোলিং বেল্-এর বোতাম টিপল, জোইয়ার খাস চাকরানী এসে হাজির হল। রোলিং তাকে ছাড়িয়ে চোখের দৃষ্টি প্রসারিত করে জিজ্ঞেস করল, 'মাদাম কোথায়?' চাকরানী দু কাঁধ উঠিয়ে পেঁচার মতো এধার ওধারে মাথা ঘোরাল। পা টিপে টিপে শৌচাগারে গিয়ে দেখল, সেখান থেকে — এবারে কিন্তু দ্রুত পায়ে — ড্রেসিং রুমে গেল, স্নানঘরের দরজাটা দড়াম করে খুলে আবার বন্ধ করল, তারপর আবার ফিরে এলো শোবার ঘরে। লেসের কাজ-করা এপ্রনের পাশ থেকে তার হাতের আঙুলগুলো থরথর করে কাঁপতে লাগল। 'মাদামকে কোথাও পাওয়া যাচ্ছে না।'

'কফি,' রোলিং বলল। সে নিজে স্নান করার টবে জল ভরল, নিজে পোশাক পরিচ্ছদ পরল, নিজেই নিজের কফি ঢালল। বাড়িতে ইতিমধ্যে চাপা উত্তেজনা ও আতঙ্কের ভাব ছড়িয়ে পড়েছে — সকলে পা টিপে টিপে হাঁটাচলা করছে, ফিসফিসিয়ে কথা বলছে। দ্বাররক্ষী ভীতসন্ত্রস্ত হয়ে হোটেল-

বাড়ি থেকে রোলিং-এর বেরোবার পথে ছুটে গেল তাকে দরজা খুলে দিতে, সঙ্গে সঙ্গে রোলিং-এর কনুইয়ের গুঁতো খেল সে। আজ অফিসে যেতে রোলিং বিশ মিনিট দেরি করে ফেলেছে।

সেদিন সকালে মাল্‌জের্ব বুল্‌ভারের অফিসটা যেন বারুদঠাসা। এরই মধ্যে চোখে মুখে পরিপূর্ণ আত্মসংবরণের ভাব ফুটিয়ে তুলে অপ্রতিরোধের মূর্তিমান বিগ্রহ হয়ে দেখা দিয়েছে রোলিং-এর সেক্রেটারীটি। সাক্ষাৎকারীরা আখ্‌রোটকাঠের দরজা খুলে যখন রোলিং-এর ঘর ছেড়ে বেরিয়ে আসছে তখন তাদের মুখ বেঁকেচুরে গেছে। 'মিস্টার রোলিং-এর মেজাজ আজ বিশেষ সুবিধের দেখছি না,' তারা নিজেদের মধ্যে ফিসফিসিয়ে বলাবলি করে। বেলা যখন ঠিক একটা তখন রোলিং দেয়াল-ঘড়ির দিকে তাকাল, ক্রোধে হাতের পেন্সিলটা ভেঙে ফেলল। স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছে যে জোইয়া মোন্‌রোজ লাঞ্চে যাবার জন্য তার কাছে আসছে না। সওয়া একটা পর্যন্ত রোলিং গড়িমসি করে কাটিয়ে দিল। সেই ভয়ঙ্কর পনেরো মিনিটের মধ্যে সেক্রেটারীর চকচকে সিঁথির মাঝখানে দুটো সাদা চুল দেখা দিল। রোলিং রোজকার মতো লাঞ্চ খেতে গেল 'গ্রিফনে' — তবে আজ একা।

এই ছোট্ট রেস্তোরাঁর মালিক মঁসিয়ে গ্রিফন মোটাসোটা লম্বা চেহারার এক পুরুষ, এক কালে ছিল পাচক আর ছোটখাটো একটা বীয়র বার-এর ম্যালিক। এখন সে খাদ্যবস্তুর আস্বাদ পরীক্ষা ও পরিপাকক্রিয়া সংক্রান্ত উচ্চ কলাপরিষদের প্রধান উপদেষ্টা। বীরদর্পে দু'হাত আন্দোলন করে রোলিংকে সে অভ্যর্থনা জানাল। মঁসিয়ে গ্রিফনের পরনে গাঢ় ছাইরঙা ফ্রক-কোট, মুখে আসিরীয় কায়দার পরিপাটি দাড়ি, কপালের গড়নটা তার সম্ভ্রম উদ্রেককারী। মঁসিয়ে গ্রিফন তার রেস্তোরাঁর ছোট হলঘরটার মাঝখানে দাঁড়িয়ে ছিল, একটা হাত সে ভর দিয়ে রেখেছিল অনেকটা বধ্যবেদীর আকারে বিশেষভাবে তৈরি রুপোর একটা স্তম্ভমূলের ওপরে — সেখানে গম্বুজাকৃতির একটা ঢাকনার নীচে ঢিমে আঁচে রান্না হচ্ছিল তার রেস্তোরাঁর বিখ্যাত রোস্ট — সীম সহযোগে ভেড়ার পিঠের অংশ।

ঘরের চার দেয়াল বরাবর লাল রঙের চামড়ায় মোড়া গদির

ওপর কাঠের সর্ সর্ টেবিলের ধারে বসে আছে রেস্তোরাঁর বাঁধা খদ্দেররা। তাদের মধ্যে বেশির ভাগই প্যারিসের গ্রাঁ ব্ল্ভারগ্লো থেকে ব্যবসায়ী মহলের লোকজন, মহিলারাও আছে — সংখ্যায় অল্প। হলঘরের মাঝখানটা ফাঁকা — অবশ্য বধ্যবেদীটা বাদ দিলে। রেস্তোরাঁর মালিক ওখানে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে মাথা ঘোরালেই তার প্রতিটি খদ্দেরের আস্বাদগ্রহণের প্রক্রিয়া লক্ষ করতে পারে। তাদের কারও ম্খে সামান্যতম অসন্তোষের ভাব ফুটে উঠলেও তার নজরে এড়ায় না। শ্ধ্ তা-ই নয়, আরও অনেক কিছ্ই সে আগে থাকতে আঁচ করতে পারে: বিবিধ রস নিঃসরণের গোপন প্রক্রিয়া, পাকস্থলীর প্যাঁচাল ক্রিয়াকলাপ, মান্ষ কবে কী খেয়েছে সেই স্মৃতি আর অগ্রজ্ঞানের ভিত্তিতে, শরীরের বিভিন্ন অংশে রক্তসঞ্চালনের ভিত্তিতে খাদ্যগ্রহণের সামগ্রিক মনস্তত্ত্ব — সমস্ত তার নখদর্পণে।

ম্খে একটা কঠোর এবং সেই সঙ্গে অপত্যস্লভ ভাব এনে খদ্দেরের সামনে এসে পরম প্লকে অমার্জিত গদগদ কণ্ঠে সে তার খদ্দেরকে বলবে, 'আজ স্যার, আপনার যে রকম মনমেজাজ দেখছি, তাতে এক গেলাস মাদেরা আর খ্ব ড্রাই প্ই মদ খাওয়া আপনার উচিত হবে — আমার মাথা কেটে ফেল্ন আর যাই কর্ন — রেড ওয়াইন আপনাকে এক ফোঁটাও দিচ্ছি না। ঝিন্ক, খানিকটা সেদ্ধ র্পচাঁদা, চিকেনের একটা ডানা আর অ্যাস্পারাগাসের কয়েকটা ডাঁটা। এই সব বিচিত্র পদের স্বাদেগন্ধে আপনরে মনের ফুর্তি ফিরে আসবে।' এর পরও যদি কেউ আপত্তি তোলে তাকে দক্ষিণ আমেরিকার প্যাটাগনিয়ার জলার ইঁদ্রভুক জংলী ভূত ছাড়া আর কীই বা বলা যায়!

এক্ষেত্রে যেমন আশা করা যেতে পাবে, নিজের মানসম্মান খ্ইয়ে সে রকম কোন ব্যস্ততার ভাব প্রকাশ করল না মঁসিয়ে গ্রিফন। না, শিল্পপতির টেবিলের কাছে ছ্টে সে গেল না। ধনকুবের হোক, একজন চুনোপ্টি হিসাবরক্ষক হোক, আর সেই যে লোকটা ঢোকার ম্খে দারোয়ানের হাতে তার ভিজে ছাতাটা গ্ঁজে দিল, যে লোকটা হাভানা সিগারের গন্ধ ছাড়তে ছাড়তে ফোঁস ফোঁস করতে করতে গ্র্গম্ভীর ভঙ্গিতে রোল্স

রয়েস গাড়ি থেকে নামল — এখানে, খাদ্যবস্তুর খাদ্য পরিপাকক্রিয়া সংক্রান্ত একাডেমীতে তাদের সকলকে একই বিল চুকাতে হত। মঁসিয়ে গ্রিফন একজন প্রজাতন্ত্রবাদী ও দার্শনিক। একটা উদার হাসি হেসে খাদ্যতালিকাটা রোলিং-এর হাতে তুলে দিয়ে সে তাকে প্রথম পদ হিসেবে খরমুজা আর দ্বিতীয় পদ হিশেবে ট্রাফ্‌ল সহযোগে সেঁকা গলদা চিংড়ি ও ভেড়ার পিছনের অংশ নিতে বলল। মিস্টার রোলিং দিনের বেলা মদ্যপান করেন না — এটা তার জানা আছে।

'এক গেলাস হুইস্কি-সোডা আর এক বোতল বরফ দেওয়া শ্যাম্পেন,' দাঁতে দাঁত চেপে রোলিং বলল।

মঁসিয়ে গ্রিফন অপ্রস্তুত হয়ে কয়েক পা পিছিয়ে গেল, মুহূর্তের জন্য তার চোখে মুখে বিস্ময়, ত্রাস ও বিতৃষ্ণার ভাব খেলে গেল: খদ্দের শুরু করছে কিনা হুইস্কি দিয়ে, যাতে জিভের স্বাদগ্রহণের ক্ষমতা ভোঁতা হয়ে যায়, আর ভোজনপর্ব চালিয়ে যেতে চাইছে শ্যাম্পেন দিয়ে, যাতে পাকস্থলী ফুলে ঢোল হয়ে ওঠে। মঁসিয়ে গ্রিফনের চোখের দীপ্তি নিষ্প্রভ হয়ে এলো, সে সসম্মানে মাথা নোয়াল: বুঝতে বাকি রইল না যে খদ্দের আজকের মতো হাতছাড়া হয়ে গেল, এই ঘটনা মেনে নেওয়া ছাড়া আর কোন উপায় নেই তার।

তিন গেলাস হুইস্কি পানের পর রোলিং ন্যাপকিন নিয়ে দলা পাকাতে লাগল। রোলিং-এর মনের যা অবস্থা, তার জায়গায় যদি সামাজিক সোপানের অন্য প্রান্তের কোন লোক হত, যদি হংসচঞ্চু গ্যাস্টন হত, তাহলে সে আজই, সূর্যাস্তের আগেই জোইয়া মোন্‌রোজকে খুঁজে বার করে নির্ঘাত ভাঁজ করা ছুরির ফলা তার পাঁজরায় বসিয়ে দিত। কিন্তু রোলিং-এর যা সাজে তা অন্য প্যাঁচ। হুইস্কির হলদে বাষ্পগুলো রোলিং-এর মাথার ভেতরে ঢুকে নানা স্রোতে মিশে সর্পিল গতিতে চলতে লাগল, তা থেকে জন্ম নিতে লাগল প্রতিহিংসাগ্রহণের যত বাছা বাছা অসুস্থ চিন্তা। শুধু এই মুহূর্তেই সে উপলব্ধি করতে পারল জোইয়া তার কাছে কী ছিল।... মনোযাতনায় ছটফট করতে করতে সে ন্যাপকিনে নখ বসিয়ে দিল।

খাবার যেমনকার তেমন পড়ে রইল। ওয়েটার প্লেট সরিয়ে নিল, শ্যাম্পেন ভরে দিল গেলাসে। রোলিং গেলাসটা হাতে আঁকড়ে ধরল, গেলাসে মুখ দিতে কাচে লেগে ঠকঠক করে বেজে উঠল তার সোনা বাঁধানো দাঁত। তৃষ্ণার্তের মতো ঢকঢক করে রোলিং শ্যাম্পেন খেয়ে ফেলল। এই সময় রাস্তা থেকে হন্তদন্ত হয়ে রেস্তোরাঁয় এসে ঢুকল সেমিওনভ। সঙ্গে সঙ্গে তার চোখ পড়ে গেল রোলিং-এর ওপর। ঝটিতি মাথার টুপি খুলে নিয়ে রোলিং-এর টেবিলের ওপর ঝুঁকে ফিসফিস করে তাকে বলল:

'খবরের কাগজ পড়েছেন? এইমাত্র মর্গ থেকে আসছি আমি।... লোকটা ও-ই।... আমাদের কোন হাত ছিল না এতে।... হলফ করে বলছি।... স্থির সিদ্ধান্ত এই যে সকাল তিনটে থেকে চারটের মধ্যে কোন এক সময়ে খুন হয়েছে — খবরের কাগজ থেকে বলছি, খবরের কাগজ থেকে।...'

রোলিং-এর চোখের সামনে একটা মাটি মাটি রঙের বাঁকাচোরা মুখ লাফাতে লাগল। আশেপাশের টেবিলের লোকজন তাদের দিকে ফিরে তাকাল। ওয়েটার সেমিওনভের জন্য একটা চেয়ার নিয়ে এগিয়ে এলো।

'চুলোয় যাক!' হুইস্কির পর্দার আড়াল থেকে রোলিং বলে উঠল। 'আপনি আমার লাঞ্চের ব্যাঘাত ঘটাচ্ছেন।'

'বেশ, বেশ, মাফ করবেন।... আমি তাহলে রাস্তার মোড়ে গাড়িতে আপনার জন্য অপেক্ষা করব।...'

ছত্রিশ

সেই সময় প্যারিসের পত্রপত্রিকামহলে সবই ছিল বনের ভেতরকার সরোবরের মতো শান্ত নিস্তরঙ্গ। সাহিত্যবিষয়ে সম্পাদকীয় প্রবন্ধ, নাট্যপ্রদর্শনী সম্পর্কে রসরচনা আর অভিনেতাদের জীবনের যে সমস্ত উপাখ্যান কাগজে বেরোত বুর্জোয়ারা হাই তুলতে তুলতে সেগুলো পাঠ করত।

সংবাদজগতের এই নির্‌পদ্রব নিশ্চিন্তির মধ্যে পেটি ব্‌র্জোয়াশ্রেণীর টাকার থলির ওপর ঝঞ্ঝা-আক্রমণের একটি ক্ষেত্র তৈরি হচ্ছিল। রোলিং-এর কেমিক্যাল কন্‌সার্ণ এখন খ্‌টি শক্ত ক'রে চুনোপ্‌টি প্রতিদ্বন্দ্বীদের ধ্বংস করার পর শেয়ার বাজারে দর চড়ানোর কাজে নামল। পত্রপত্রিকা সে কিনে ফেলেছে, রসায়নশিল্প বিষয়ে নানা প্রয়োজনীয় তথ্য দিয়ে সাংবাদিকদের সশস্ত্র করা হয়েছে। রাজনীতি সংক্রান্ত সম্পাদকীয় প্রবন্ধ লেখার জন্য পিলেচমকানো সমস্ত দলিল মজ্‌দ আছে। কন্‌সার্ণের সামগ্রিক পরিকল্পনার সঙ্গে সায় না দিয়ে যে দ্‌ একজন ম্‌র্খ আবোল-তাবোল বকতে এসেছিল এক-আধটা চড়চাপড় এবং ছোটখাটো এক আধটা দ্বন্দ্বয্‌দ্ধে তারা কুপোকাত হয়ে পড়েছে।

প্যারিসে শান্তি ও নির্ঝঞ্ঝাটের একচ্ছত্র রাজত্ব। খবরের কাগজের কাটতি বেশ কমে এসেছিল। তেষট্টি নম্বর র্য দ্যো গোবেলিন্‌স-এর হত্যাকাণ্ডের ঘটনায় যেন হাতে স্বর্গ পাওয়া গেল।

পরের দিন সকালে পঁচাত্তরটি সংবাদপত্রের সব কয়টাতে মোটা মোটা হরফে 'রহস্যজনক রোমহর্ষক হত্যাকাণ্ড' হেডলাইন দিয়ে সংবাদ বেরোল। নিহত ব্যক্তির পরিচয় জানা যায় নি — তার যাবতীয় পরিচয়পত্র গায়েব হয়ে গেছে — হোটেলে যে নামে সে রেজিস্ট্রিভুক্ত হয়েছিল স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছে সেটা বানানো। ডাকাতির উদ্দেশ্যে এই হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হয়েছে বলে মনে হয় না — নিহত ব্যক্তির কাছে যে সমস্ত সোনার জিনিস ও টাকাকড়ি ছিল তা যথাস্থানেই আছে। হত্যাকাণ্ডটাকে প্রতিহিংসা মনে করাও কঠিন — এগারো নম্বর ঘরের সর্বত্র তন্ন তন্ন করে খানাতল্লাসের স্‌স্পষ্ট চিহ্ন পাওয়া গেছে। রহস্য, সমস্তটাই রহস্য।

বেলা দ্‌টোর সংস্করণগ্‌লোতে ছাপা হল চাঞ্চল্যকর একটা তথ্য: অকুস্থলে কোন এক মহিলার চুলের কাঁটা পাওয়া গেছে — পাঁচটা বড় বড় হীরে বসানো, কচ্ছপের খোলে তৈরি। তাছাড়া ঘরের ধ্‌লোর ওপর মহিলার জ্‌তোর ছাপও পাওয়া গেছে। এই চুলের কাঁটার সংবাদে পারী শহরবাসীরা বাস্তবিকই চমকে

উঠল। তার মানে খুনী বেশ ফ্যাশনদুরস্ত কোন মহিলা! অভিজাত? বিত্তবান ঘরের? রহস্য... রহস্য...

বিকেল চারটের সংস্করণের পাতাগুলো প্যারিসের খ্যাতনামী মহিলাদের সাক্ষাৎকারে ঠাসা হয়ে বেরোল।

এক কথায়, সারা পারি শহরে রোলিং-ই একমাত্র লোক যে র‍্যু দ্যে গোবেলিন্‌স-এর ঘটনার বিন্দুবিসর্গ না জেনে গ্রিফনের রেস্তোরাঁয় বসে আছে। তার মনমেজাজ বেজায় খিঁচড়ে ছিল, তাই ইচ্ছে করেই সেমিওনভকে সে ট্যাক্সিতে অপেক্ষা করিয়ে রাখল। শেষকালে রাস্তার মোড়ে তার আবির্ভাব ঘটল, নীরবে সে গাড়িতে চেপে বসে ড্রাইভারকে মর্গে নিয়ে যেতে বলল। পথে প্রচণ্ড উত্তেজিত হয়ে ছটফট করতে করতে সেমিওনভ তাকে খবরের কাগজগুলোর সার-সংবাদ পরিবেশন করল।

পাঁচটা হীরে বসানো চুলের কাঁটার প্রসঙ্গ উঠতে ছড়ির হাতলের ওপর রোলিং-এর হাতটা কেঁপে উঠল। গাড়ি মর্গের কাছাকাছি আসতে হঠাৎ ড্রাইভারের দিকে ঝুঁড়ে পড়ে সে ইশারায় তাকে গাড়ি ঘোরাতে বলল, কিন্তু পরক্ষণেই সামলে নিয়ে ভয়ঙ্কর শব্দে নাক টানল।

মর্গের দরজার কাছে প্রচণ্ড ভিড়। দামী দামী পশুলোমের পোশাক পরিচ্ছদ পরা মহিলা, দোকানের যত বড়ি-নাক সেল্‌সগার্ল, শহরতলির সন্দেহজনক চরিত্রের সমস্ত লোকজন, বোনা ক্লোকপরা কৌতূহলপ্রবণ পরিচারিকারা, বার্তাজীবীর দল — যাদের নাকে বিন্দু বিন্দু ঘাম জমে উঠেছে, জামার কলার দুমড়ে মুচড়ে গেছে, মাংসবহুল অভিনেতাদের আঁকড়ে ধরে অভিনেত্রীরা — সবাই একবার নিহত ব্যক্তিকে উঁকি মেরে দেখার জন্য ব্যস্ত। লোকটার গায়ের জামা ছিন্নভিন্ন, খালি পা। আধা মাটির নীচের পাতালঘরের ঘুলঘুলির দিকে মাথা করে একটা মার্বেল পাথরের গড়ানে ফলকের ওপর তাকে শুইয়ে রাখা হয়েছে।

বিশেষ করে ভয়ের উদ্রেক করে তার খালি পাদুটো — বিশাল আকারের, নীলচে, বেরিয়ে আছে ধারাল নখগুলো।

মরণপাণ্ডুর মুখে আতঙ্কের ছাপ — 'আতঙ্কে খিঁচ ধরে বিকৃত' হয়ে উঠেছে মুখটা। দাড়িটা উঁচিয়ে আছে।

সেমিওনভ পাঁকাল মাছের মতো ভিড়ের মধ্য দিয়ে এঁকেবেঁকে রোলিং-এর আগে আগে চলল, তার জন্য পথ করে দিল। রোলিং কঠিন দৃষ্টিতে এক ঝলক তাকিয়ে দেখল নিহত ব্যক্তির মুখের দিকে। মুহূর্তের জন্য খুঁটিয়ে দেখল। তার চোখদুটো কুঁচকে উঠল, মাংসল নাকে কিছু ভাঁজ পড়ল, ঝিলিক দিয়ে উঠল সোনা বাঁধান দাঁতের পাটি।

'কী? কী হল? ও? ও-ই ত?' সেমিওনভ ফিসফিস করে বলল।

এবারে রোলিং তাকে উত্তরে বলল:

'আরও এক নকল।'

রোলিং-এর মুখ থেকে এই কথা উচ্চারিত হতে না হতে তার পেছন থেকে উঁকি মারল হাল্‌কা ফেকাশে চুল একটা লোকের মাথা, লোকটা তার মুখের দিকে এমন ভাবে তাকাল যেন তার মুখের ছবি তুলে নিল, পরক্ষণেই ভিড়ের মধ্যে অদৃশ্য হয়ে গেল।

লোকটা আর কেউ নয় — শেল্‌গা।

সাঁইত্রিশ

সেমিওনভকে মর্গে রেখে রোলিং গাড়ি করে র‍্যু দ্যে লা সেইন-এর ডেরায় ফিরে এলো। সেখানে সবই সেই আগের মতো — বিরাজ করছে একটা থমথমে আতঙ্ক। জোইয়া আসে নি, ফোনও করে নি।

রোলিং শোবার ঘরের দরজা ভেতর থেকে বন্ধ করে দিয়ে পায়ের জুতোর ডগায় দৃষ্টি নিবদ্ধ করে গালিচার ওপর পায়চারী করতে লাগল। বিছানার যে পাশটায় সে সচরাচর শোয় সেখানে সে থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল, থুতনিতে হাত ঘসল, চোখ বুজল। তখন তার মনে পড়ে গেল কিসের জন্য সারাদিন ধরে তার মনের ভেতরটা এমন খচখচ করছিল।...

'...রোলিং, রোলিং... আমাদের সর্বনাশ হয়ে গেল।...'

কথাগুলো জোইয়া বলেছিল হতাশাব্যঞ্জক অনুচ্চ কণ্ঠে। আজ রাতের ঘটনা — জোইয়ার সঙ্গে কথা বলতে বলতে রোলিং মাঝপথে আকস্মিক ভাবে ঘুমিয়ে পড়েছিল। জোইয়ার কণ্ঠস্বরে তার ঘুম ভাঙে নি, সে কণ্ঠস্বর তার চেতন মনে পেণছুতে পারে নি। কিন্তু এখন জোইয়ার সেই নৈরাশ্যজনক কথাগুলো স্পষ্ট হয়ে কানে বাজছে।

রোলিং স্প্রিংয়ের মতো লাফিয়ে উঠল।... তার মনে পড়ে গেল মাল্‌জের্ব বুল্‌ভারে রোলিং-এর অফিসে গারিনের সেই অদ্ভুত ভিরমি খাওয়া; 'শাহী খানা' বার-এ জোইয়ার উত্তেজনা; গারিন ঠিক কী ধরনের কাগজ অফিসের টেবিল থেকে হাত সাফাই করতে পারে তা জানার জন্য জোইয়ার ব্যাকুল প্রশ্ন। তারপর তার সেই কথাগুলো: 'রোলিং, রোলিং, আমাদের সর্বনাশ হয়ে গেল।...' তার অদৃশ্য হয়ে যাওয়া। মর্গে নকল গারিনের লাশ। হীরে বসানো চুলের কাঁটা। ঠিক গতকালই... তার মনে আছে... জোইয়ার জমকাল চুলের রাশির মধ্যে শোভা পাচ্ছিল পাঁচটা হীরের টুকরো।

ঘটনার শৃঙ্খলের ভেতর থেকে একটা জিনিস বেশ স্পষ্ট: গারিন তার সুপরিচিত পদ্ধতির আশ্রয় গ্রহণ করেছে — নিজের চেহারার জুড়িদার খাড়া করে আঘাত থেকে গা বাঁচিয়েছে। রোলিং-এর হাতের লেখা কাগজ তার চুরি করার উদ্দেশ্য এই যে ঘটনাস্থলে সেটা ফেলে রাখবে যাতে তার সূত্র ধরে পুলিশ মাল্‌জের্ব বুল্‌ভারে রোলিং-এর অফিসে এসে হাজির হয়।

ঠান্ডা মাথায় সমস্ত ভাবনাচিন্তা করা সত্ত্বেও রোলিং শিরদাঁড়ায় একটা ঠান্ডা শিরশিরে স্রোত অনুভব করল। 'রোলিং, রোলিং, আমাদের সর্বনাশ হয়ে গেল...' তার মানে, জোইয়া অনুমান করতে পেরেছিল, সে জানত খুনের ব্যাপারটা। হত্যাকান্ড ঘটেছে ভোর তিনটে থেকে চারটের মধ্যে। (পুলিশ এসেছিল সাড়ে চারটের সময়।) রোলিং-এর মনে পড়ল গতকাল ঘুমিয়ে পড়তে পড়তে সে শুনতে পেরেছিল ফায়ার-প্লেসের ওপরকার ঘড়ির পৌনে দুটো বাজার আওয়াজ। এর পর বাইরের জগতের আর

কোন শব্দ গ্রহণের ক্ষমতা তার ছিল না। তার পর জোইয়া অদৃশ্য হয়ে যায়। রোলিং-এর হাতের লেখা কাগজের চিহ্নমাত্র পড়ে থাকলে তা নষ্ট করে ফেলার জন্যই সম্ভবত সে পড়িমরি করে ছুটেছিল র‍্যু দ্যে গোবেলিন্‌সে।

হত্যাকাণ্ড যে সংঘটিত হতে চলেছে সে ব্যাপারে জোইয়া এত নিশ্চিত হতে পারল কী করে? একমাত্র সেক্ষেত্রেই এটা সম্ভব যদি সে নিজে তার আয়োজন করে থাকে। ফায়ার-প্লেসের কাছে এগিয়ে গিয়ে মর্মরপাথরের তাকে কনুই ঠেকিয়ে রোলিং দু'হাতে মুখ ঢাকল। কিন্তু তাহলে কেন সে এমন আতঙ্কিত কণ্ঠে ফিসফিসিয়ে বলেছিল, 'রোলিং, রোলিং, আমাদের সর্বনাশ হয়ে গেল...'? গতকাল কিছু একটা ঘটে গেছে — যাতে তার সমস্ত পরিকল্পনা ওলট পালট হয়ে যায়। কিন্তু সেটা কী? ঠিক কোন্ মুহূর্তে তা ঘটল?

ধরা যাক, কোন একটা ভুল শোধরানোর দরকার হয়েছিল তার। তা কি সে পেরেছে? গারিন বেঁচে আছে, হাতের লেখা কাগজ কোথাও পাওয়া যায় নি, খুন হয়েছে নকল গারিন। এর ফলে কি মুক্তি পাওয়া যাচ্ছে, নাকি পথে বসতে হবে? হত্যাকারী কে? — জোইয়ার কোন সহযোগী না গারিন নিজে?

এবং জোইয়া কেন অদৃশ্য হয়ে গেল? কেন, কেন, কেন? মনে মনে সে ভেবে দেখার চেষ্টা করল ঠিক কোন্ মুহূর্ত থেকে জোইয়ার মানসিকতার এই পরিবর্তন দেখা দিয়েছে — রোলিং তার কল্পনাশক্তিকে এমন এক কাজে খাটানোর চেষ্টা করল যে কাজে তার একেবারেই অভ্যাস নেই। তার মাথা ঝিমঝিম করতে লাগল। সে মনে করে দেখতে লাগল জোইয়ার প্রতিটি ভঙ্গি, প্রতিটি কথা — তার গতকালের প্রতিটি হাবভাব।

রোলিং বুঝতে পারছিল এখন এই ফায়ার-প্লেসের সামনে সে যদি পুরো ঘটনার সমস্ত খুঁটিনাটি না ধরতে পারে তাহলে তার খেলা শেষ, তার হার হবে, খতম হয়ে যাবে সে। শেয়ার বাজারে একটা বড় রকমের ঘাই মারতে যাবার তিন দিন আগে হত্যাকাণ্ডের সঙ্গে তার নাম জড়িয়ে সামান্যতম একটা ইঙ্গিতই যথেষ্ট — আর দেখতে হবে না — স্টক এক্সচেঞ্জে কেলেঙ্কারীর চূড়ান্ত, তার

অনিবার্য পতন।... রোলিং-এর ওপর আঘাত মানে শত শত কোটি মুদ্রার ওপর আঘাত, আর তার ঝাপ্‌টা এসে পড়বে আমেরিকা, চীন, ভারত, ইউরোপ আর আফ্রিকান উপনিবেশগুলোর হাজার হাজার উদ্যোগের ওপর। যে কর্মকৌশলের ভিত্তিতে নিখুঁত কাজ চলছিল তার পুরোটাই ধসে পড়বে।... রেলপথ, সামুদ্রিক জাহাজ চলাচল ব্যবস্থা, খনি, কলকারখানা, ব্যাংক, হাজার হাজার কর্মচারী, লক্ষ লক্ষ শ্রমিক, কয়েক কোটি শেয়ার হোল্‌ডার — সব টলমল করে উঠবে, অচল হয়ে যাবে, আতঙ্কে ছটফট করতে থাকবে।...

রোলিং এমন একটা পরিস্থিতির মধ্যে পড়ে গেল যে সে বুঝে উঠতে পারছিল না কোন্‌ দিক থেকে তার ওপর আঘাতটা আসতে পারে। যে বিপদ ঘনিয়ে আসছে সেটা মারাত্মক। সে যে ভাবে মাথা ঘামাতে লাগল তাতে মনে হতে পারে বুঝি মুহূর্তের একেক টুকরো চিন্তার জন্য লাখ দশেক করে ডলার পারিশ্রমিক পাচ্ছে।

ঘরের গালিচার ওপর ধুপ করে দুটো পায়ের আওয়াজ হতে কেমিক্যালের রাজার বিস্ময়ের ঘোর কেটে গেল। শোবার ঘর এক তলায়, তার পার্কের দিককার জানলাটা ছিল খোলা। আওয়াজ শুনে রোলিং-এর সর্বাঙ্গ শিউরে উঠল। ফায়ার- প্লেসের ওপরকার আয়নায় প্রতিফলিত হল গাঁট্টাগোট্টা চেহারার একজন লোকের মূর্তি — বিরাট গোঁফজোড়া, কপালে বলিরেখা। লোকটা মাথা নোয়াল, রোলিং-এর দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে রইল।

আটত্রিশ

'কী চাই?' ব্রাউনিং পিস্তলটা বার করার চেষ্টায় এলোমেলোভাবে প্যাণ্টের পিছু-পকেট হাতড়াতে হাতড়াতে আর্তকণ্ঠে চিৎকার করে উঠল রোলিং।

গাঁট্টাগোট্টা লোকটা বোধহয় এটাই আশা করেছিল, তাই সে এক লাফে পর্দার আড়ালে সরে গেল। সেখান থেকে আবার সে মাথা বাড়াল।

'আস্তে। চেঁচামেচি করবেন না। আমি খুন করতে বা ডাকাতি করতে আসি নি, সে রকম ইচ্ছে আমার নেই,' বলতে বলতে সে দু'হাত তুলল, 'আমি একটা কাজে এসেছি।'

'এখানে কিসের কাজের কথা? কাজের কথা যদি থাকে আটচল্লিশের বি মাল্‌জের্ব বুল্‌ভারে বেলা এগারোটা থেকে একটার মধ্যে আমার আপিসে আসতে পারেন।... তাছাড়া আপনি একটা চোরের মতো, ইতরের মতো জানলা দিয়ে বাড়ির ভেতরে ঢুকেছেন!'

'অপরাধ হয়ে গেছে,' লোকটা ভদ্রভাবে উত্তর দিল। আমার নাম গ্যাস্টন, গ্যাস্টন লেক্লেয়ার আমার পুরো নাম। পদমর্যাদায় আমি একজন সার্জেন্ট, যুদ্ধের পদকও আছে আমার একটা। ছিঁচকে কাজে আমি কখনও হাত দিই না, চুরি-বাটপারি করা আমার স্বভাব নয়। আপনাকে তাই পরামর্শ দিচ্ছি আমার কাছে এই মুহূর্তে ক্ষমা চান মিস্টার রোলিং, নইলে এরপর আমাদের আর কোন কথাবার্তা চলতে পারে না।'

'চুলোয় যান!' এবারে অনেকটা শান্তভাবে বলল রোলিং।

'আমাকে যদি আপনার ওই ঠিকানায় যেতে হয় তাহলে মাদ্‌মোয়াজেল মোন্‌রোজ, যিনি আপনার অপরিচিতা নন, মারা যান।'

রোলিং-এর গালের মাংসপেশী কেঁপে উঠল। তক্ষুনি সে এগিয়ে গেল গ্যাস্টনের দিকে। গ্যাস্টন তাকে ধনকুবেরের প্রাপ্য সম্মান দিল বটে, কিন্তু তার কথার মধ্যে সেই একই সঙ্গে প্রকাশ পেল এমন একটা অমার্জিত অন্তরঙ্গ ভাব যা কোন লোক তার রক্ষিতার স্বামীর সঙ্গে কথা বলার সময় ব্যবহার করতে পারে।

'তাই বলছিলাম কি স্যার, জানতে চাই, আপনি ক্ষমা চাইছেন কি?'

'মাদ্‌মোয়াজেল মোন্‌রোজ কোথায় আত্মগোপন করে আছেন আপনি জানেন?'

'তাই বলছিলাম কি স্যার, আমাদের কথাবার্তা যাতে চলতে

পারে তার জন্য আমার জানা দরকার আপনি আমার কাছে ক্ষমা চাইছেন কি?'

'ক্ষমা চাইছি,' রোলিং গর্জন করে উঠল।

'বেশ!' গ্যাস্টন জানলার কাছ থেকে সরে এলো, তার অভ্যস্ত ভঙ্গিতে গোঁফ চুমড়াল, গলা খাঁকারি দিয়ে বলল, 'যে খুনিকে নিয়ে গোটা প্যারিস জুড়ে হুলস্থুল পড়ে গেছে জোইয়া মোন্‌রোজ তার হাতের মুঠোয়।'

'কোথায় আছে?' রোলিং-এর ঠোঁটজোড়া থরথর করে কেঁপে উঠল।

'ভিল দ'আভ্রেতে গাম্বেত্তা মিউজিয়মের কয়েক হাতের মধ্যে সাঁ ক্লু পার্কের কাছে উট্‌কো অতিথিদের জন্যে একটা হোটেল আছে — সেইখানে। গতকাল রাতে আমি মোটরগাড়িতে ওদের অনুসরণ করে ভিল্ দ'আভ্রে পর্যন্ত গিয়েছিলাম, আজ ঠিকানাটা নিশ্চিত জানতে পেরেছি।'

'মাদ্‌মোয়াজেল কি স্বেচ্ছায় তার সঙ্গে পালিয়েছেন?'

'ঠিক সেটাই ত আমার সবচেয়ে বেশি করে জানার ইচ্ছে!' গ্যাস্টনের উত্তরের মধ্যে এমন প্রচণ্ড ক্রোধ ফুটে উঠল যে রোলিং বিস্মিত হয়ে তার মুখের দিকে তাকাল।

'মাফ করবেন মিস্টার গ্যাস্টন, আমি কিছুতেই বুঝে উঠতে পারছি না, এই ঘটনার মধ্যে আপনি কী ভাবে এসে জুটলেন? মাদ্‌মোয়াজেল মোন্‌রোজকে নিয়ে আপনার অত মাথাব্যথা কেন? রাতবিরেতে আপনি তার পিছন পিছন ঘুরছেন, তিনি কোথায় আছেন খোঁজ করছেন — এরই বা কী অর্থ হতে পারে?'

'হয়েছে, হয়েছে!' গ্যাস্টন উদার ভঙ্গিতে দুটো হাত সামনে বাড়িয়ে দিল। 'আপনার অবস্থাটা আমি বুঝতে পারছি। আমাকে এ প্রশ্ন করা আপনার পক্ষে স্বাভাবিক। তাহলে বলি শুনুন, আমি তার প্রেমে পড়েছি, ফলে হিংসেয় জ্বলেপুড়ে মরছি।...'

'বটে!' রোলিং বলল।

'আপনি বিশদ জানতে চান? তাহলে শুনুন। আজ রাতে এক গেলাসে গ্রোগ খাওয়ার পর আমি যখন একটা কাফে থেকে বেরিয়ে আসছিলাম তখন মাদ্‌মোয়াজেল জোইয়াকে দেখতে

পেলাম। তিনি প্রচণ্ড বেগে একটা ভাড়া করা মোটরগাড়ি হাঁকিয়ে ছুটছেন। তার মুখের অবস্থা সাংঘাতিক। লাফিয়ে একটা ট্যাক্সিতে চেপে বসা, তাঁর পেছনে ছোটা — কয়েক মুহূর্তের মামলা। তিনি র‍্যু দ্যে গোবেলিন্‌সে তাঁর গাড়িটা থামালেন, তারপর ওই রাস্তার তেষট্টি নম্বর বাড়ির ফটকের ভেতরে ঢুকলেন। (এ কথায় রোলিং-এর চোখদুটো এমন ভাবে দপ্‌ করে উঠল যেন কেউ তাকে হুল ফুটিয়েছে।) আমি তখন আপন মনেই নানা কথা ভেবে হিংসেয় ছটফট করছি। এই অবস্থায় তেষট্টি নম্বর বাড়ির পাশের ফুটপাতে পায়চারী করতে লাগলাম। কাঁটায় কাঁটায় সওয়া চারটের সময় মাদ্‌মোয়াজেল জোইয়া বাড়ির ভেতর থেকে বেরিয়ে এলেন, কিন্তু আমি যেমন আশা করেছিলাম সেই পথে নয় — তিনি বেরিয়ে এলেন তেষট্টি নম্বর বাড়ির দেয়ালের লাগোয়া পার্কের ফটক দিয়ে। তাঁর কাঁধে হাত ঠেকিয়ে তাঁকে ধরে রেখেছিল একজন পুরুষমানুষ — কালো দাড়ি, গায়ে সুতী কাপড়ের কোট, মাথায় ছাইরঙা হ্যাট। বাকি ঘটনা আপনি জানেন।'

রোলিং ধপ করে একটা চেয়ারে বসে পড়ল (ক্রুসেডের যুগের চেয়ার সেটা), চেয়ারের কারুকাজ করা হাতলদুটো শক্ত মুঠোয় আঁকড়ে ধরে বেশ খানিকক্ষণ চুপচাপ বসে রইল।... যে তথ্যটুকু পাওয়া যাচ্ছিল না এতক্ষণে তার সন্ধান মিলল।... হত্যাকারী তাহলে গারিন। জোইয়া তার সহযোগিতা করেছে। অপরাধমূলক পরিকল্পনা সুস্পষ্ট। এই নোংরা ঘটনার মধ্যে তাকে অর্থাৎ রোলিংকে জড়ানোর উদ্দেশ্যে তারা র‍্যু দ্যো গোবেলিন্‌সের বাড়িতে নকল গারিনকে খুন করেছে; তাদের মতলব হল রোলিংকে ব্ল্যাকমেল করে রোলিং-এর কাছ থেকে যন্ত্র তৈরির জন্য টাকা আদায় করা। একজন সচ্চরিত্রের সার্জেণ্ট, নির্বুদ্ধিতার মূর্তিমান বিগ্রহ গ্যাস্টন ঘটনাচক্রে অপরাধ আবিষ্কার করে ফেলেছে। সব পরিষ্কার। এখন কাউকে কোন দয়ামায়া না করে দৃঢ় সংকল্প নিয়ে কাজে নামতে হবে।

রোলিং-এর দুই চোখে ক্রোধের আগুন জ্বলে উঠল। সে উঠে দাঁড়িয়ে লাথি মেরে চেয়ারটা একপাশে ঠেলে দিল।

'আমি পুলিশে ফোন করছি। আপনি আমার সঙ্গে ভিল্ দ'আভ্রেতে যাবেন।'

গ্যাস্টন বাঁকা হাসি হাসল, তার বিশাল গোঁফজোড়া তেরছা হয়ে ঝুলে পড়ল।

'মিস্টার রোলিং, এই ঘটনার মধ্যে পুলিশকে টেনে আনাটা খুব একটা বুদ্ধিমানের কাজ হবে বলে আমার মনে হয় না। আমাদের নিজেদের শক্তিতেই আমরা চালিয়ে নিতে পারব।'

'আমি চাই খুনি আর তার সহযোগিনীকে যেন অ্যারেস্ট করা হয়, ন্যায়বিচারের হাতে তুলে দিতে চাই বজ্জাতদের।' রোলিং সোজা হয়ে দাঁড়াল, তার কণ্ঠস্বর ইস্পাতের মতো শানিত।

গ্যাস্টন এমন একটা ভঙ্গি করল যার সঠিক অর্থোদ্ধার করা কঠিন।

'হ্যাঁ, তা যা বলেছেন।... কিন্তু আমার হাতে ছয়জন বিশ্বাসী ছোকরা আছে, অনেক কিছু দেখার অভিজ্ঞতা আছে তাদের।... এক ঘণ্টার মধ্যে দুটো গাড়ি করে আমি তাদের ভিল্ দ'আভ্রেতে নিয়ে যেতে পারি।... বিশ্বাস করুন, পুলিশের সঙ্গে জড়িয়ে পড়াটা কোন কাজের কথা হবে না।...'

এ কথায় রোলিং শুধু নাক দিয়ে ঘোঁৎ করে একটা আওয়াজ করল, ফায়ার-প্লেসের তাকের ওপর থেকে টেলিফোনের রিসিভারটা তুলে নিল। গ্যাস্টন তার চেয়েও ক্ষিপ্রগতিতে রোলিং-এর হাতটা চেপে ধরল।

'পুলিশে ফোন করবেন না!'

'কেন?'

'কারণ এই যে এর চেয়ে বোকামি আর কিছু হতে পারে না।... (রোলিং আবার রিসিভারের দিকে হাত বাড়াল।) আপনি অসাধারণ বুদ্ধিমান লোক, মিস্টার রোলিং, কিন্তু আপনি কি বোঝেন না যে এমন কিছু কিছু জিনিস আছে যা নিয়ে সরাসরি কোন কথা চলে না? দোহাই আপনার, ফোন করবেন না!... ধুত্তোর!... নেহাৎই যদি জানতে চান, কারণ এই যে ফোন করে পুলিশ ডেকে আনলে আমাদের দু'জনকেই গিলোটিনে যেতে

হবে।...' (রোলিং ক্ষিপ্ত হয়ে বুকে ধাক্কা মেরে তাকে ঠেলে সরিয়ে দিয়ে রিসিভার ছিনিয়ে নিল।) গ্যাস্টন চঞ্চল হয়ে ফিরে তাকাল, তারপর রোলিং-এর ঠিক কানের কাছে মুখ রেখে ফিসফিস করে বলল, 'তেষট্টি নম্বর রু্য দ্যে গোবেলিন্‌সে এক রুশ ইঞ্জিনীয়র থাকে। আপনার নির্দেশে মাদ্‌মোয়াজেল জোইয়া তাকে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব যমের বাড়ি পাঠানোর ভার দেন আমার ওপর। গত রাত্রে সে নির্দেশ পালন করা হয়ে গেছে। এখন আমার দরকার দশ হাজার ফ্রাংক — আমার বালখিল্যদের জন্য আগাম। টাকাকড়ি আপনার সঙ্গেই আছে ত?...'

মিনিট পনেরোর মধ্যে একটা হুডতোলা পর্যটনগাড়ি রু্য দ্যে লা সেইন-এ এসে থামল। রোলিং চটপট বাড়ির ভেতর থেকে বেরিয়ে লাফিয়ে উঠে বসল গাড়িতে। গাড়িটা যখন সরু রাস্তার মধ্যে মোড় নিচ্ছিল সেই সময় বাড়ির একটা কোনার আড়াল থেকে বেরিয়ে গাড়ির ডালার পেছন দিক ধরে ঝুলে পড়ল শেল্‌গা।

গাড়ি চলল ঘাটের রাস্তা ধরে। পথে পড়ল মার্স ময়দান — ময়দানের যে জায়গাটাতে একদা রবেস্পিয়ার* ফসলের শীষ হাতে পরম সত্তার বেদীর সামনে দাঁড়িয়ে শপথ নিয়ে বলেছিলেন যে মানবজাতিকে দিয়ে চিরকালীন শান্তি ও চিরন্তন ন্যায়বিচারের এক যৌথ মহাপ্রতিশ্রুতিপত্র স্বাক্ষর করবেন, সেখানে আজ মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে আছে আইফেল টাওয়ার; তার ইস্পাতের বুনটের গায়ে দপদপ করছে, চোখ টিপে ইশারা করছে পঁচিশ লক্ষ বৈদ্যুতিক ঝাড় বাতি, আলোর তীরগুলো ছবি এঁকে যাচ্ছে, সারা রাত ধরে প্যারিসের মাথার ওপরে লিখে চলেছে: 'কিনুন, সিট্রোইনের মোটরগাড়ি কিনুন! যেমন শস্তা তেমনি ব্যবহারোপযোগী!...'

---

* রবেস্পিয়ার — মাক্সিমিলিয়ান রবেস্পিয়ার (১৭৫৮-১৭৯৪) — ফরাসী বুর্জোয়া মহাবিপ্লবের নায়ক, জনগণের বিপ্লবী শাসনক্ষমতার রক্ষাকর্তা।

ঊনচল্লিশ

উষ্ণ স্যাঁতসেঁতে রাত। ঘরের নীচু ছাদ থেকে মেঝে পর্যন্ত বিস্তৃত জানলাটা খোলা। জানলা দিয়ে মাঝে মাঝে বাইরের অদৃশ্য পাতার খসখস শব্দ ভেসে আসছে, মিলিয়ে যাচ্ছে। 'ব্ল্যাক জে' হোটেলের দোতলার একটা ঘর — অন্ধকার, নিস্তব্ধ। আতরের গন্ধের সঙ্গে এসে মিশছে পার্কের সোঁদা গন্ধ।

ঘরের দরজাটা ক্যাঁচক্যাঁচ করে উঠল, গালিচায় পায়ের শব্দ শোনা গেল। একটা মানুষের অস্পষ্ট ছায়ামূর্তি ঘরের মাঝখানে থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল। সে অনুচ্চ কণ্ঠে রুশ ভাষায় বলল:

'স্থির করে ফেলতে হবে। আর আধঘণ্টা-চল্লিশ মিনিটের মধ্যে গাড়ি এসে যাবে। বলুন, হ্যাঁ কি না?'

বিছানায় একটা চাঞ্চল্য দেখা গেল, কিন্তু কোন উত্তর পাওয়া গেল না। ছায়ামূর্তি আরও কাছে এগিয়ে এলো।

'জোইয়া, আপনার সুবুদ্ধি হোক।'

জোইয়ার মুখের ওপর ঝুঁকে পড়ল গারিন, তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে দেখল তাকে, বিছানায় তার পায়ের কাছে এসে বসল।

'আজ আমি ভেবে দেখলাম; তাই ত, কিসের জন্য টাকাকড়ি, ক্ষমতা আর যশ আমি পেতে চাই! — আপনাকে পাবার জন্য। আপনাকে ছাড়ার ইচ্ছে আমার নেই, আপনাকে আমি ছাড়ব না।'

'বটে!' জোইয়া বলল।

'আপনার এই 'বটে'র আসলে কোন অর্থ নেই। আমি বুঝতে পারি আপনি একজন বুদ্ধিমতী আর অহঙ্কারী মহিলা, তাই কেউ আপনার ওপর জোর খাটাতে গেলে আপনি ভয়ঙ্কর রুষ্ট হন। কিন্তু কী আর করা যাবে? আপনি যদি রোলিং-এর কাছে ফিরে যান আমি লড়াই করব। রোলিংকে, আপনাকে এবং নিজেকে — সবাইকে গিলোটিনে পাঠাব।'

'রোলিং-এর বদলে আপনার কী দেবার আছে? আমি ব্যয়বহুল মহিলা।'

'বৈদূর্য বলয়।'

'কী?'

'বৈদূর্য বলয়। হুম্! ব্যাপারটা ব্যাখ্যা করা বেশ জটিল। এর জন্য চাই কোন সন্ধ্যার অবকাশ আর হাতের কাছে কিছু বইপুথি। আর কুড়ি মিনিট পরে আমাদের যেতে হবে। বৈদূর্য বলয় অর্থ হল সমস্ত পৃথিবীর ওপর প্রভুত্ব। আপনার রোলিং হবে আমার মাইনে-করা দারোয়ান — এই হল বৈদূর্য বলয়। দু বছরের মধ্যে ওটা আমার হাতের মুঠোয় আসবে। আপনি তখন একজন নিছক ধনী মহিলা থাকবেন না, আপনি হবেন দুনিয়ার সবচেয়ে ধনী মহিলা। ব্যাপারটা একঘেয়ে ধরনের। কিন্তু ক্ষমতা! পৃথিবীতে এর আগে কেউ যা কখনও ভোগ করে নি এমন এক ক্ষমতার অধিকারী হতে পারার মন-মাতাল-করা উল্লাস! এর জন্য আমাদের যে সঙ্গতি আছে তা চেঙ্গিজ খানের চেয়েও উন্নত ধরনের। আপনি চান আপনাকে লোকে দেবী বলে পুজো করুক? আমাদের হুকুমে পৃথিবীর পাঁচটা মহাদেশের সবগুলোতে আপনার জন্য মন্দির প্রতিষ্ঠিত হবে, সেখানে দ্রাক্ষালতার মুকুটে শোভা পাবে আপনার প্রতিমা।'

'ওঃ কী কূপমণ্ডূক চিন্তা!...'

'আমি এখন ঠাট্টা করছি না। যদি চান পৃথিবীতে ঈশ্বর প্রতিভূ হতে পারেন, আবার শয়তানেরও হতে পারেন — যা আপনার অভিরুচি। মানুষ ধ্বংস করতে যদি মন চায় আপনার — সমস্ত মানবজাতির ওপর প্রভুত্ব হবে আপনার। আপনার মতো একজন মহিলা বৈদূর্য বলয়ের অলৌকিক রত্নভাণ্ডারকে কাজে লাগানোর অনেক উপায় বার করতে পারবে, জোইয়া। আমি আপনাকে একটা ভালো অফার দিচ্ছি। আর দু বছরের লড়াই — তারপরই বৈদূর্য বলয় ফুঁড়ে বের হব। আপনি বিশ্বাস করছেন না আমার কথা?'

জোইয়া একটা হাল্কা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বিছানায় উঠে বসল, দু'হাত তুলে মাথার চুল গোছগাছ করে নিল (লক্ষণটা ভালোই বলতে হবে)।

'বৈদূর্য বলয় — সে হল ভবিষ্যতের কথা। কিন্তু এখন? এখন আপনার কী আছে?' চুলের কাঁটা দাঁতের ফাঁকে চেপে ধরে জোইয়া জিজ্ঞেস করল।

'এখন আছে আমার যন্ত্র আর কার্বন-পিরামিড। উঠুন। আমার ঘরে চলুন, আমি আপনাকে আমার যন্ত্র দেখাব।'

'এটা খুবই কম হল। বেশ, চলুন। দেখি।'

চল্লিশ

গারিনের ঘরে ব্যালকনিমুখো গরাদ দেওয়া জানলাটা বন্ধ, পর্দা লাগানো। দেয়ালের কাছে দুটো স্যুটকেস খাড়া করা আছে। ('ব্ল্যাক জে' হোটেলে গারিন এক সপ্তাহের ওপরে আছে।) গারিন ভেতর থেকে চাবি দিয়ে দরজা বন্ধ করল। জোইয়া সিলিং-ল্যাম্পের আলো থেকে মুখ আড়াল করে টেবিলে কনুই ঠেকিয়ে বসল। তার গায়ের দূর্বাশ্যামল রেশমী বর্ষাতিটা দলামোচড়া পাকিয়ে গেছে, চুলগুলো অযত্নে গোছান, মুখে ক্লান্তির ছাপ — কিন্তু এতে তাকে আরও আকর্ষণীয় দেখাচ্ছে। স্যুটকেস খুলতে খুলতে গারিন নীলিমায় ছোপানো জ্বলজ্বলে চোখ তুলে তার দিকে তাকাতে লাগল।

'এই হল আমার যন্ত্র,' ধাতুর তৈরি দুটো বাক্স টেবিলের ওপর রাখতে রাখতে সে বলল। বাক্সদুটোর, একটা সরু — পাইপের একটা কাটা টুকরোর মতো দেখতে; অন্যটা চেপ্টা, তার বারোটা পাশ, আগেরটার চেয়ে ব্যাসে তিনগুণ বড়।

দুটো বাক্সকে সে একসঙ্গে রেখে কতকগুলো শক্ত লোহার বল্টু দিয়ে জুড়ল। পাইপটার খোলা মুখ ফায়ার-প্লেসের ঝাঁঝরির দিকে বাগিয়ে ধরল, বারোটা পাশওয়ালা আধারের গোল ডালাটা খুলে উলটে দিল। ভেতরে একটা ব্রোঞ্জের আঙটা, তার ধারে ধারে লাগানো রয়েছে চীনেমাটির বারোটা ছোট ছোট মুচি।

দ্বিতীয় স্যুটকেসটা থেকে পিরামিড-বড়ির একটা বাক্স বার করতে করতে সে বলল, 'এটা মডেল, এক ঘণ্টার বেশি কাজের চাপ এটা সহ্য করতে পারবে না। এই যন্ত্র তৈরি করতে হলে চাই অত্যন্ত টেকসই ধাতু, এর চেয়ে দশ গুণ বেশি মজবুত। কিন্তু তাহলে সে যন্ত্র হত বেজায় ভারী; আমাকে আবার সর্বক্ষণ

এখান থেকে ওখানে ঘুরে বেড়াতে হচ্ছে কিনা। (বারোটা মুচিতে সে বারোটা পিরামিড-বড়ি রাখল।) বাইরে থেকে আপনি কিছুই দেখতে পাবেন না, বুঝতেও পারবেন না। এই যে এখানে নক্সা আছে — যন্ত্রটার মাঝখান থেকে লম্বালম্বি কাটা অংশ দেখতে পাবেন।' জোইয়ার চেয়ারের ওপর ঝুঁকে পড়ে সে বুক ভরে তার চুলের ঘ্রাণ নিল, লিখবার সাধারণ কাগজের অর্ধেক আকারের পাতার ওপর আঁকা একটা নক্সা খুলে ধরল। 'জোইয়া, আপনার ইচ্ছে আমাদের এই খেলায় আপনার মতো আমিও যেন সব রকমের ঝুঁকি নিই।... এই যে এখানে দেখুন।... এটা হল মূল পরিকল্পনা।...

'জিনিসটা দুইয়ে দুইয়ে চারের মতো একেবারে সোজা। আজ পর্যন্ত যে তৈরি হয় নি সেটাকে নেহাৎই একটা দৈব ঘটনা বলে ধরতে হবে। এর সমস্ত রহস্য হল আকারে সাধারণ সন্ধানী আলোর আয়নার মতো দেখতে এই পরাবৃত্তাকার আয়না (A)

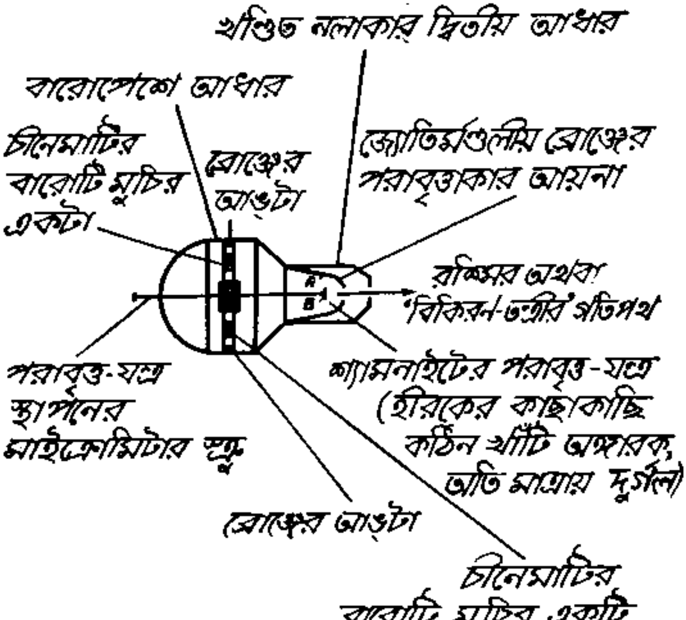

আর শ্যামনাইটের এই টুকরোটা (B) — এটাও তৈরি হয়েছে পরাবৃত্তাকার গোলক আকারে। পরাবৃত্তাকার আয়নার নিয়মটা এই রকম:

'আলোর সবগুলো রশ্মি পরাবৃত্তাকার আয়নার ভেতরের পিঠের ওপর পড়ে একটা বিন্দুতে, পরাবৃত্তের ফোকাসে এসে মেলে। এটা সকলের জানা। কিন্তু যা জানা নেই তা হল এই: পরাবৃত্তাকার আয়নার ফোকাসের ভেতরে আমি দ্বিতীয় একটি পরাবৃত্ত রাখলাম (B) — এটা হল আগেরটার ঠিক উলটোমুখো, ঘূর্ণ্যমান পরাবৃত্ত-যন্ত্র। এই পরাবৃত্ত-যন্ত্র তৈরী হয়েছে শ্যামনাইট নামে এক ধরনের খনিজ পদার্থ কেটে। শ্যামনাইট পালিশ করা যায় চমৎকার, গলে খুব উঁচু তাপমাত্রায়। রাশিয়ার উত্তরে এই খনিজ পদার্থের অঢেল আকরিক স্তর আছে। রশ্মি দিয়ে কী হয়?

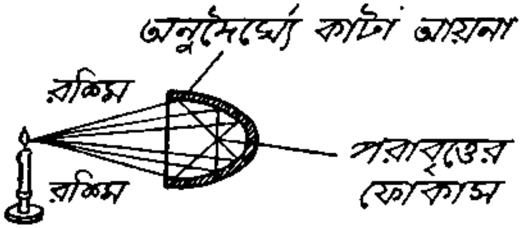

'রশ্মিগুলো (A)-আয়নার ফোকাসে কেন্দ্রীভূত হয়ে, (B)-পরাবৃত্ত-যন্ত্রের পিঠে এসে পড়ে এবং সেখান থেকে জ্যামিতিক সমান্তরাল রেখায় প্রতিফলিত হয় — অন্যভাবে বলা যেতে পারে (B)-পরাবৃত্ত-যন্ত্র সমস্ত রশ্মিকে একটি রশ্মিতে অথবা যে কোন ঘনত্বের একটি 'বিকিরণ-তন্ত্রীতে' পরিণত করে। মাইক্রোমিটার স্ক্রু ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে (B)-পরাবৃত্ত-যন্ত্রকে এদিক ওদিক সরিয়ে আমি 'বিকিরণ-তন্ত্রীর' ঘনত্ব ইচ্ছেমতো কমাতে বাড়াতে পারি। বায়ুমণ্ডলের ভেতর দিয়ে যাবার সময় তার যে শক্তি ক্ষয় হয় সেটা একেবারে নগণ্য। এক্ষেত্রে আমি 'বিকিরণ-তন্ত্রীর' ঘনত্বকে বস্তুত একটা ছুঁচের পর্যায়ে নামিয়ে আনতে পারি।'

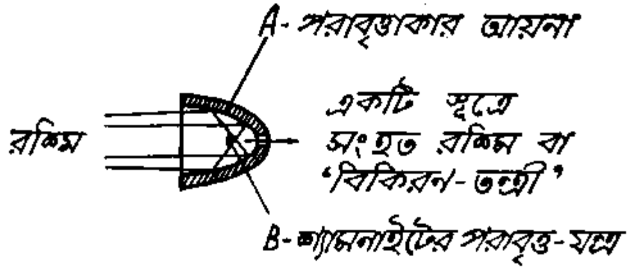

গারিনের এই কথায় জোইয়া উঠে পড়ল, আঙুল মটকাল, কিন্তু আবার বসে পড়ল দু'হাতে হাঁটু জড়িয়ে ধরে।

'প্রথম প্রথম আলোর উৎস হিশেবে চর্বির তৈরি সাধারণ কয়েকটা মোমবাতি নিয়ে আমি পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালাতাম। (B)-পরাবৃত্ত-যন্ত্র ঠিক ভাবে চালু করার পর আমি 'বিকিরণ-তন্ত্রীকে' উল বোনার কাঁটার মতো ঘনত্বে নামিয়ে আনলাম, তাই দিয়ে আমি অবলীলাক্রমে ইঞ্চি পরিমাণ মোটা কাঠের তক্তা কেটে ফেলতে পারতাম। তখনই আমি বুঝতে পারলাম যে পুরো রহস্যটা নিহিত আছে রশ্মিতেজের অত্যন্ত শক্তিশালী অথচ নিবিড় উৎস আবিষ্কারের মধ্যে। তিন বছরের কাজের প্রচেষ্টায় আমার দু'জন সহকারীর প্রাণের বিনিময়ে তৈরি হয়েছে এই কার্বন-পিরামিড। এই পিরামিডগুলোর মধ্যে এত বেশি পরিমাণ তেজ আছে যে যন্ত্রের ভেতরে পুরে — কেমন ভাবে পোরা হয় দেখতেই পাচ্ছেন — যদি জ্বালানো হয় — জ্বলে মিনিট পাঁচেক — তাহলে যে 'বিকিরণ-তন্ত্রী' তৈরি হয় তা কয়েক মুহূর্তের মধ্যে একটা রেলওয়ে ব্রিজ খন্ড খন্ড করে ফেলার ক্ষমতা রাখে।... আপনি বুঝতে পারছেন কী বিরাট সম্ভাবনার দ্বার খুলে যাচ্ছে? এই 'বিকিরণ-তন্ত্রীর' শক্তির বিরুদ্ধে দাঁড়াতে পারে এমন কোন বস্তু প্রকৃতিতে নেই।... দালান কোঠা, দুর্গ, ড্রেডনটের মতো শক্তিশালী জাহাজ, উড়োজাহাজ, কঠিন শিলা, পাহাড়পর্বত, ভূত্বক — সব ফুঁড়ে চলে যাবে, সব ধ্বংস করে দেবে, জ্বালিয়ে পুড়িয়ে দেবে আমার এই রশ্মি।...'

বলতে বলতে গারিন হঠাৎ থেমে গেল, মাথা উ'চিয়ে কান পেতে কী যেন শ্নেল। জানলার বাইরে বিছানো কাঁকরের ওপর খসখস মড়মড় আওয়াজ হচ্ছে, মোটর গাড়ির ইঞ্জিন আস্তে আস্তে বন্ধ হয়ে যাওয়ার আওয়াজ ভেসে আসছে ঘরের ভেতরে। গারিন চট করে লাফিয়ে জানলার ধারে পর্দার ওপাশে সরে গেল। ধ্লিধ্সরিত রক্তিম মখমলের আড়ালে গারিনের দণ্ডায়মান নিশ্চল ম্তির রেখাচিত্রটা লক্ষ করতে লাগল জোইয়া। তারপর ম্তিটা চমকে নড়েচড়ে উঠল, গারিন বেরিয়ে এলো পর্দার আড়াল থেকে।

'তিনটে গাড়ি আর আটজন লোক,' ফিসফিস করে সে বলল। 'আমাদের সন্ধানেই এসেছে বটে। মনে হচ্ছে যেন রোলিং-এর গাড়িটা দেখলাম। হোটেলে শ্ধ্ রয়েছি আমরা আর সদর দরজা দেখাশোনার মেয়েমান্ষটি। (নাইট টেবিলের টানার ভেতর থেকে চটপট রিভল্ভারটা বার করে সে কোটের পকেটে গ‌ুঁজল।) অন্তত আমাকে ত ওরা কোন মতেই এখান থেকে জ্যান্ত বেরোতে দেবে না।...' বলতে বলতে হঠাৎ উল্লসিত হয়ে নাকের একটা পাশ চুলকাল। 'তাহলে জোইয়া, এবারে ঠিক করে ফেল্ন — হ্যাঁ কি না? এরকম মাহেন্দ্রক্ষণ আর হবে না।'

'আপনার মাথা খারাপ হয়ে গেছে,' জোইয়ার চোখে ম্খে রক্তোচ্ছ্বাস খেলে গেল — তাকে আরও অল্পবয়সী দেখাতে লাগল। 'পারেন ত নিজের প্রাণ বাঁচান।'

গারিন বেপরোয়া ভঙ্গিতে দাড়িটা সামনে বাড়িয়ে ধরল।

'আটজন,... ও কিছ্ নয়, এমন একটা কিছ্ নয়!' বলতে বলতে যন্ত্রটা তুলে নিয়ে সে তার নলটা দরজার দিকে ঘোরাল। পকেটের গায়ে চাপড় মারল। হঠাৎ ম্খটা কেমন যেন পালটে গেল।

'দেশলাই,' ফিসফিস করে সে বলল, 'দেশলাই নেই আমার কাছে।...'

হতে পারে যে জোইয়াকে পরীক্ষা করার জন্য ইচ্ছে করে সে এটা বলেছিল। আবার এও হতে পারে যে সত্যি সত্যি তার পকেটে দেশলাই ছিল না। এই দেশলাইয়ের ওপরই নির্ভর

করছিল তার জীবন। একটা মুমূর্ষু অবোলা জীবের মতো সে জোইয়ার দিকে তাকাল। জোইয়া স্বপ্নাচ্ছন্নের মতো চেয়ার থেকে হাতব্যাগটা তুলে নিল, ভেতর থেকে মোম দেওয়া দেশলাই কাঠির একটা বাক্স বার করল। ধীরে ধীরে অনেক কষ্টে দেশলাইয়ের বাক্সটা তার দিকে বাড়িয়ে ধরল। বাক্সটা নিতে গিয়ে তার পাতলা সরু হাতে আঙুল ঠেকে যেতে গারিন অনুভব করল সে হাত বরফের মতো ঠাণ্ডা।

এদিকে নীচে ঘোরানো সিঁড়ি দিয়ে ভেসে আসছে সন্তর্পণে পা ফেলে ফেলে লোকজনের ওপরে ওঠার শব্দ।

একচল্লিশ

জনকয়েক লোক দরজার বাইরে এসে দাঁড়িয়ে পড়ল। তাদের নিঃশ্বাসপ্রশ্বাসের আওয়াজ শোনা যাচ্ছিল।

'কে?' গারিন উঁচু গলায় ফরাসীতে জিজ্ঞেস করল।

'টেলিগ্রাম,' রুক্ষস্বরে একজন বলল। 'দরজা খুলুন!'

জোইয়া চুপচাপ এসে গারিনের কাঁধ চেপে ধরল, মাথা ঝাঁকাল। গারিন তাকে ঘরের এক কোনায় টেনে নিয়ে গেল, জোর করে গালিচার ওপরে বসিয়ে দিল। পরক্ষণেই যন্ত্রটার কাছে ফিরে এসে চেঁচিয়ে বলল:

'টেলিগ্রামটা দরজার নীচের ফাঁক দিয়ে গলিয়ে দিন।'

'যখন বলা হচ্ছে দরজা খুলুন, দরজা খোলাই দরকার,' গর্জন করে উঠল ওই একই কণ্ঠস্বর।

আরেকটা কণ্ঠ সন্তর্পণে জিজ্ঞেস করল:

'মহিলা কি আপনার কাছে?'

'হ্যাঁ, এখানেই আছেন।'

'ওঁকে দিয়ে দিন, আপনাকে আমরা ছোঁব না।'

'সাবধান করে দিচ্ছি,' গারিন এবারে ক্ষিপ্ত হয়ে বলল, 'এখান থেকে যদি কেটে না পড়েন, তাহলে এক মিনিটের মধ্যে আপনারা একজনও প্রাণে বাঁচবেন না।...'

'আহা-হা!... ও-হো-হো!... হি-হি!...' দরজার বাইরের কণ্ঠস্বরগুলো একসঙ্গে নানা সুরে ঠাট্টা ইয়ারকি করে আওয়াজ তুলল। তারা সকলে দরজার ওপর হুমড়ি খেয়ে পড়ল, দরজার চীনেমাটির হাতলটা ঘুরতে লাগল, চৌকাটের চারপাশ থেকে ঝুরঝুর করে ডেলা ডেলা পলেস্তারা খসে পড়তে লাগল। জোইয়া এক দৃষ্টে তাকিয়ে রইল গারিনের মুখের দিকে। গারিনের মুখ ফেকাসে, তার গতিবিধি ক্ষিপ্র, আত্মবিশ্বাসে পরিপূর্ণ। উবু হয়ে বসে সে তার যন্ত্রের মাইক্রোমিটার স্ক্রু ঘোরাচ্ছে, কয়েকটি দেশলাইয়ের কাঠি বার করে টেবিলের ওপর দেশলাইয়ের বাক্সের পাশে রাখল। এরপর রিভল্‌ভার হাতে নিয়ে সোজা হয়ে ওঁত পেতে দাঁড়িয়ে রইল। দরজা মড়মড় করে উঠল। হঠাৎ কিসের একটা আঘাতে জানলার শার্সি ঝন্‌ঝন্‌ করে ভেঙে পড়ল, নড়েচড়ে উঠল পর্দাটা। গারিনও সঙ্গে সঙ্গে জানলা লক্ষ্য করে গুলি ছুঁড়ল। উবু হয়ে বসে পড়ে ফস করে দেশলাইয়ের কাঠি জ্বালিয়ে যন্ত্রটার মধ্যে ফেলে দিল, ঝপ করে বন্ধ করে দিল গোলাকার ডালাটা।

গারিন গুলি ছোঁড়ার পর মুহূর্তে যে নিস্তব্ধতা নেমে এসেছিল তা কেটে গেল। পরমুহূর্তেই একযোগে দরজা আর জানলার ওপর আক্রমণ শুরু হয়ে গেল। ওরা ভারী গোছের কোন জিনিস দিয়ে দরজায় ঘা মারতে লাগল, দরজার চারপাশের কাঠামো টুকরো টুকরো হয়ে খসে পড়তে লাগল। জানলার পর্দা জড়াপালটা হয়ে পাক খেয়ে পর্দার রড সমেত হুড়মুড় করে পড়ে গেল।

'গ্যাস্টন!' জোইয়া আর্তনাদ করে উঠল।

শিক ভেঙে জানলা দিয়ে ভেতরে ঢুকছে হংসচঞ্চু গ্যাস্টন, মুখে ধরে রেখেছে একটা রাহাজান ছুরি। দরজা তখনও টিকে আছে। গারিনের মুখ কাগজের মতো সাদা হয়ে গেছে, সে তার যন্ত্রের মাইক্রোমিটার-স্ক্রু ঘোরাচ্ছে, তার বাঁ হাতে নাচছে রিভল্‌ভার। যন্ত্রের ভেতরে লকলক করছে, সোঁ সোঁ আওয়াজ করছে আগুনের শিখা। যন্ত্রের নলের মুখোমুখি দেয়ালের গায়ে যে আলোর বৃত্তটা পড়েছিল সেটা দেখতে দেখতে ছোট হয়ে এলো,

ওয়াল-পেপার থেকে ধোঁয়া উঠতে লাগল। আড়চোখে রিভল্‌ভারের দিকে তাকাতে তাকাতে গ্যাস্টন দেয়াল ঘেঁষে এগোতে লাগল, লাফিয়ে পড়ার আগে সমস্ত শরীরটা গুটিয়ে নিয়ে গুঁড়ি মারল। এবারে ছুরিটা সে ধরেছে হাতে, ছুরির ফলা তার নিজের দিকে — স্পেনীয় কায়দায় ধরা। আলোর বৃত্তটা একটা চোখ ধাঁধানো বিন্দুতে পরিণত হল। দরজার ভাঙা কাঠামোর ভেতর থেকে উঁকি মারছে কতকগুলো গুঁফো মুখ।... গারিন যন্ত্রটা দু'হাতে চেপে নল ব্যাগিয়ে ধরল হংসচঞ্চুর দিকে।...

তারপরই সমস্ত ব্যাপারটা ঘটে গেল জোইয়ার চোখের সামনে: গ্যাস্টন হাঁ করল — হয়ত চেঁচানোর চেষ্টা করছিল, আবার এও হতে পারে যে খাবি খাচ্ছিল।... তার বুকের ওপর দিয়ে আড়াআড়ি চলে গেল একটা ধূমায়মান রেখা, হাতদুটো উঠতে উঠতে পড়ে গেল। সে উলটে পড়ে গেল গালিচার ওপরে। তার দেহের নীচের অংশ থেকে কাঁধসমেত মাথাটা ঠিক রুটির একটা কাটা টুকরোর মতো খসে পড়ল।

গারিন যন্ত্র ঘুরাল দরজার দিকে। বিজলি বাতির তার 'বিকিরণ-তন্ত্রীর' মুখে পড়ে কেটে টুকরো টুকরো হয়ে গেল, সিলিং-ল্যাম্পটা নিভে গেল। যন্ত্রের নল থেকে ছুঁচের মতো সরু, চোখ ধাঁধানো আলোর সোজা রেখা বেরিয়ে ফস করে দরজার ওপর দিয়ে খেলে গেল, কিছু কাঠের টুকরো খসে পড়ল। এরপর সে রেখা গেল নীচের দিকে। এরপর ছোট্ট একটা আর্তনাদ — যেন কোন বেড়াল কারও পায়ের নীচে চাপা পড়েছে। অন্ধকারের মধ্যে কে একজন হোঁচট খেল। একটা দেহ পতনের মৃদু শব্দ। আলোর রেখাটা মেঝে থেকে ফুট দুয়েক উঁচুতে নাচতে লাগল। পোড়া মাংসের গন্ধ ভেসে আসতে ল্যগল। তারপর হঠাৎ নেমে এলো নিস্তব্ধতা। শুধু সোঁ সোঁ শব্দে নীরবতা ভঙ্গ করে চলল যন্ত্রের অগ্নিশিখা।

গারিন কাশল। তার কণ্ঠস্বর তার তেমন বশ মানছিল না। ভাঙা-ভাঙা গলায় সে বলল:

'সবগুলো খতম হয়ে গেছে।'

ভাঙা জানলার ওপাশে, বাইরে অদৃশ্য লাইমগাছের পাতাগুলো

মৃদু বাতাসে নৈশ তন্দ্রার ঘোরে মর্মরধ্বনি তুলছে। নীচে অন্ধকারের ভেতরে যেখানে গাড়িগুলো দাঁড়িয়ে ছিল সেখান থেকে একটা কণ্ঠস্বর রুশ ভাষায় চেঁচিয়ে বলল:

'পিওত্র পেত্রোভিচ, আপনি বেঁচে আছেন?' জানলার কাছে গারিনের আবির্ভাব ঘটল। 'সাবধান। আমি শেল্গা। আমাদের চুক্তির কথা মনে আছে? রোলিং-এর গাড়ি আমার হেফাজতে। পালানো দরকার। যন্ত্রটা বাঁচান। আমি আপনার অপেক্ষায় আছি।'

বেয়াল্লিশ

প্রত্যেক রবিবারের মতো আজও রবিবার সন্ধ্যাবেলায় প্রফেসর রাইখের তাঁর চার তলার ফ্ল্যাটের ছোট ব্যালকনিতে বসে দাবা খেলছেন। খেলার সঙ্গী তাঁর প্রিয় ছাত্র হেন্‌রিখ ভোল্‌ফ। দু'জনেরই একাগ্র দৃষ্টি নিবদ্ধ দাবার বোর্ডের ওপর, দু'জনেই ধূমপান করছে। লম্বা রাস্তাটার প্রান্তে গোধূলির আলো অনেকক্ষণ হল নিঃশেষে নিভে গেছে। অন্ধকারাচ্ছন্ন কালো হাওয়া গুমোট ধরা। বারান্দার গা জড়িয়ে যে আইভিলতা উঠেছে তার পাতা নিস্পন্দ। নীচে, তারায় ছাওয়া আকাশের তলায় বাঁধান চত্বরটা খাঁ খাঁ করছে।

প্রফেসর ফোঁস ফোঁস করে নাক টানছেন, অস্ফুট শব্দ করতে করতে দাবার চাল ভাবছেন। তাঁর ভারী হাতের হলদে নখগুলো দাবার ঘুঁটির ওপর নামতে নামতেও কোন ঘুঁটিকে স্পর্শ না করে আবার উঠে এলো। চুরুটের পোড়া টুকরোটা মুখ থেকে সরালেন তিনি।

'নাঃ, একটু ভেবে দেখা দরকার।'

'তা ভাবুন না,' হেন্‌রিখ উত্তর দিল।

হেন্‌রিখের মুখটা সুন্দর, চওড়া কপাল, নিখুঁত চিবুকের তীক্ষ্ণ রেখা, ছোট্ট খাড়া নাক — সব মিলিয়ে তাকে দেখে মনে হচ্ছিল যেন একটা প্রচণ্ড শক্তিশালী যন্ত্র স্তব্ধ হয়ে আছে।

প্রফেসর একটু বেশি মেজাজী (সেকেলে মানুষ কিনা) — তাঁর ইস্পাত রঙের দাড়ি অবিন্যস্ত, বলিরেখাঙ্কিত কপালে ফুটে উঠেছে লাল লাল ছোপ।

একটা ফুল ফুল চওড়া ঢাকনা দেওয়া উঁচু স্ট্যাণ্ডে বাতি জ্বলছে। বাতির আলো এসে পড়ছে দু'জনের মুখের ওপর। কয়েকটা সবুজ রঙের খুদে খুদে জিরজিরে প্রাণী ল্যাম্পের কাছে ঘুরপাক খাচ্ছে, কখন কখন সদ্য ইস্তিরি করা টেবিল-ঢাকনার ওপর এসে বসছে, শুঁড় উঁচিয়ে তাদের বিন্দু পরিমাণ চোখ তুলে তাকিয়ে দেখছে। দুই ভগবান কী ভাবে এক খেলায় মেতে উঠেছেন, তারা যে সৌভাগ্যক্রমে তা-ই প্রত্যক্ষ করেছে এ সম্পর্কে সম্ভবত তাদের কোন ধারণা নেই। ঘরের ভেতরে ঘড়িতে দশটার ঘণ্টা বাজল।

প্রফেসরের মা ফ্রাউ রাইখের, পরিপাটী চেহারার এক বৃদ্ধা, স্থির হয়ে বসে আছেন। বিজলী বাতির আলোয় আজকাল আর তিনি পড়াশুনা করতে পারেন না, বুনতেও পারেন না। দূরে যেখানে রাতের অন্ধকারের মধ্যে একটা উঁচু বাড়ির জানলার আলোগুলো জ্বলজ্বল করছে, সেখানে পাষাণ নগরী বার্লিনের বিপুল বিস্তারের সামান্য আভাস পাওয়া যায়। দাবা খেল্যের বোর্ডের কাছে তাঁর পুত্র যদি না থাকত, যদি না থাকত ল্যাম্পের ঢাকনার এই মৃদু আলো, টেবিল-ঢাকনার ওপর এই সবুজ পোকাগুলো, তাহলে যে আতঙ্ক এতকাল হল তাঁর বুকের ভেতরে ভারী হয়ে চেপে বসে আছে, এই কয় বছরের মধ্যে তা আবার কত বারই না জেগে উঠত, শুষে ফেলত তাঁর রক্তশূন্য মুখ! সংখ্যায় লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি হয়ে যারা এই শহরের ওপর নেমে আসছে, এগিয়ে আসছে এই ব্যালকনির দিকে, তাদেরই সামনে তাঁর এই আতঙ্ক। এই লক্ষ লক্ষ কোটি কোটির পরিচয় ফ্রিৎজ, যোহান্, হেন্‌রিখ বা অটো নামে নয়, তাদের একটাই পরিচয় — জনতা। তারা দেখতে সকলে হুবহু এক রকম — অযত্নে দাড়ি কামানো, তাদের কোটের নীচে জামার বদলে বুকের সামনে কাগজের নকল জামা, লোহা আর সীসের গুঁড়োয় ছেয়ে আছে তারা — সময় সময় সমস্ত রাস্তাঘাট ভরে উঠছে তাদের

ভিড়ে। তারা তাদের ভারী চোয়ালগুলো নেড়ে উঁচিয়ে নানা রকম দাবিদাওয়া তুলছে।

ফ্রাউ রাইখেরের মনে পড়ল সেই সুখের দিনের কথা যখন ফরাসী সম্রাটের বিরুদ্ধে যুদ্ধ জয়ের পর সেদান* থেকে ফিরে এলেন তাঁর হবু বর অটো রাইখের। তাঁর সর্বাঙ্গে ফৌজী চামড়ার পোশাকের গন্ধ ভুরভুর করছে, মুখে একগাল দাড়ি, গলার স্বর উঁচু পর্দায় বাঁধা। হবু বরের সঙ্গে তিনি দেখা করতে যান শহরের বাইরে। তাঁর গায়ে ছিল নানা রকম ফিতে লাগান নীল রঙের একটা ফুলকাটা পোশাক। অটোর দাড়িতে খুশির বন্যা, তাঁর সেই দাড়ির সঙ্গে সঙ্গে, বুক ভরা গর্ব আর আশা নিয়ে জার্মানি ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটে চলেছে জয়যাত্রায়, সুখ আর সমৃদ্ধির পথে। সমস্ত পৃথিবী তার পদানত হতে আর দেরি নেই।...

ফ্রাউ রাইখেরের জীবন কেটে গেল। দ্বিতীয় আরেকটি যুদ্ধের** সূচনা হল, আরও পরিসমাপ্তি ঘটল। লক্ষ লক্ষ মানুষের গলিত শবের পাঁক থেকে কোন রকমে পা টেনে তোলার অবকাশ পেল তারা। আর তারপরই দেখা দিল এই জনতা। এদের যে-কারও টুপির আড়ালে ঢাকা চোখের দিকে একবার নজর করলেই বুঝতে বাকি থাকে না — এ চোখ জার্মান চোখ নয়। সে চোখের দৃষ্টি একরোখা, অপ্রসন্ন, তার ভঙ্গি দুরধিগম্য। অর্থ বোঝা যায় না সে দৃষ্টির। আতঙ্কে হিম হয়ে যান ফ্রাউ রাইখের।

বারান্দায় আলেক্সেই সেমিওনভিচ খ্রিনভের আবির্ভাব ঘটল। রবিবারের পরিপাটি ধূসর স্যুট তার পরনে।

ফ্রাউ রাইখেরকে নীচু হয়ে অভিবাদন জানাল খ্রিনভ, শুভ

---

* সেদান — মাস্ নদীর তীরে, ফ্রান্সের উত্তর-পূর্ব অঞ্চলের একটি শহর। জার্মান সৈন্যবাহিনী ফরাসী দেশ অবরোধ করলে ১৮৭০ সালের ১-২ সেপ্টেম্বর এই শহরের উপকণ্ঠে ফরাসী ও জার্মান বাহিনীর সংঘর্ষ বাধে। ফরাসী দেশের তদানীন্তন সম্রাট তৃতীয় নেপলিয়নের আদেশে ফরাসী বাহিনী আত্মসমর্পণ করে। সেদানের উপকণ্ঠে পরাজয়ের ফলে দ্বিতীয় ফরাসী সাম্রাজ্যের পতন ঘটল, ফ্রান্সে প্রজাতন্ত্র ঘোষিত হল।

** ১৯১৪-১৯১৮ সালের প্রথম মহাযুদ্ধ। দুনিয়ার ভাগাভাগি নিয়ে দুই পুঁজিবাদী শিবিরের মধ্যে এই যুদ্ধ বাধে।

সন্ধ্যা কামনা করল, তারপর প্রফেসরের পাশে এসে বসল। প্রফেসরের কপালে প্রসন্ন ভাঁজ ফুটে উঠল, রসিকতার ভঙ্গিতে দাবার বোর্ডের দিকে তাকিয়ে তিনি চোখ টিপলেন। টেবিলের ওপর কতকগুলো পত্রপত্রিকা আর বিদেশী খবরের কাগজ পড়ে ছিল। জার্মানির আর সমস্ত বুদ্ধিজীবীর মতো প্রফেসরও ছিলেন গরীব। সদ্য ইস্তিরি করা টেবিল-ঢাকনার ওপর ল্যাম্পের মৃদু আলো, বিশ ফেনিং দামের সিগার এবং শ্যাম্পেন আর যাবতীয় আতিশয্যসহযোগে সান্ধ্যভোজের চেয়ে যার দাম সম্ভবত অনেক বেশি, তাঁর সেই আলাপ-আলোচনা দিয়ে আপ্যায়ন — এরই মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল তাঁর আতিথেয়তা।

প্রাত্যহিক কাজের দিনগুলোতে সকাল সাতটা থেকে সন্ধ্যা সাতটা পর্যন্ত প্রফেসর সংযতবাক, কর্মব্যস্ত, তাঁকে তখন রুক্ষ দেখাত। রবিবার, রবিবার তিনি 'সোৎসাহে তাঁর বন্ধুবান্ধবদের সঙ্গে কল্পনার রাজ্যে বেড়াতে বেরোতেন'। 'সিগারের এক প্রান্ত থেকে আরেক প্রান্ত পর্যন্ত' কথা বলতে তিনি ভালোবাসতেন।

'হুম্, ভেবে দেখা দরকার,' ধোঁয়ার কুণ্ডলী ছাড়তে ছাড়তে প্রফেসর আবার বললেন।

'তা ভাবুন না,' নিস্পৃহকণ্ঠে ভদ্রভাবে উত্তর দিল ভোল্ফ।

প্যারিসের 'লা ইন্ট্রানসিজন' পত্রিকা খুলতেই প্রথম পৃষ্ঠায় খিন্নভের চোখে পড়ল 'ভিল্ দ'আভ্রেতে রহস্যজনক হত্যাকাণ্ড' শিরনামায় একটা সংবাদ, তার নীচে একটা ছবি — সাতজন লোক টুকরো টুকরো হয়ে পড়ে আছে। 'টুকরো টুকরো হয়ে পড়ে আছে — তা আর এমন কি!' খিন্নভ মনে মনে ভাবল। কিন্তু যা সে পড়ল তাতে চিন্তিত না হয়ে পারল না।

> '...অনুমান করা যাইতেছে যে হত্যাকাণ্ড অদ্যাবধি অজ্ঞাত কোন অস্ত্র দ্বারা সংঘটিত হইয়াছে। উহা হয় কোন অগ্নিতপ্ত তার, নতুবা বিপুল ক্ষমতাসম্পন্ন কোন তাপরশ্মি। অপরাধীর জাতিপরিচয় এবং তাহার বাহ্য আকৃতি প্রতিষ্ঠায় আমরা সক্ষম হইয়াছি: হত্যাকারী জাতিতে রুশী — বস্তুত ইহাই প্রত্যাশিত ছিল। (অতঃপর

হোটেলের কর্ত্রীর মুখে তার চেহারার বর্ণনা।) হত্যাকাণ্ডের দিন রাত্রিতে এক মহিলা তাহার সঙ্গিনী ছিল। কিন্তু বাকি সমস্তই রহস্যময়। ফঁতেনেব্লুর সন্নিহিত অরণ্যে যে রক্তাপ্লুত স্বাক্ষর মিলিয়াছে তাহার ফলে রহস্যের যবনিকা উন্মোচিত হইলেও হইতে পারে। উক্ত স্থানে, রাজপথের আনুমানিক ত্রিশ গজ দূরে এক অজ্ঞাতপরিচিত ব্যক্তিকে সংজ্ঞাহীন অবস্থায় পাওয়া গিয়াছে। তাহার দেহে আগ্নেয়াস্ত্রের চারিটি আঘাতের চিহ্ন আছে। উক্ত ব্যক্তির পরিচয়-পত্র, তাহার ব্যক্তিপরিচয় সংক্রান্ত যাবতীয় কাগজপত্র অপহৃত। হত্যাকাণ্ডের বলি সম্ভবত মোটরগাড়ি হইতে নিক্ষিপ্ত হইয়াছে। সংবাদপত্রে প্রকাশের সময় পর্যন্ত তাহার সংজ্ঞা ফিরানো সম্ভব হয় নাই।...'

তেতাল্লিশ

'কিস্তি!' ঘোড়াটা তুলে নিয়ে উল্লসিত হয়ে নাচাতে নাচাতে প্রফেসর বলে উঠলেন। 'কিস্তিমাৎ! ভোল্‌ফ, আপনার হার হয়ে গেছে, আপনার রাজ্য দখল হয়ে গেছে, আপনাকে নতজানু করা হয়েছে, ছেষট্টি বছর ধরে এই যুদ্ধের খেসারত দিয়ে যেতে হবে আপনাকে! এটাই হল উঁচুদরের সাম্রাজ্যবাদী রাজনীতির নিয়ম।'

'পাল্‌টা খেলে প্রতিহিংসা নেওয়ার সুযোগ?' ভোল্‌ফ জিজ্ঞেস করল।

'উঁহু সে সুযোগ দিচ্ছি না। একজন বিজয়ীর যত রকমের প্রাধান্য থাকতে পারে সে সবই উপভোগ করতে চাই আমরা।'

খ্রিনভের হাঁটুতে মৃদু চাপড় মারলেন প্রফেসর।

'তারপর, আমার আপোসহীন ইয়ং বল্‌শেভিক, কী পড়লেন কাগজে? সাতজন খণ্ডখণ্ড ফরাসী? কী আর আশা করতে পারেন? সর্বদাই বাড়াবাড়ি করার দিকে বিজয়ীদের ঝোঁক! ইতিহাস চেষ্টা করে এরই মধ্যে একটা ভারসাম্য রক্ষার। লুটের মালের সঙ্গে সঙ্গে বিজয়ীরা যা ঘরে এনে তোলে তা হল

নৈরাশ্যবাদ। বড় বেশি তৈলাক্ত খাবার খেতে শুরু করে তারা। এদিকে তাদের পাকস্থলী সেই চর্বি নিয়ে হিমসিম খেয়ে যায়, পরিণামে রক্ত ভয়ঙ্কর ভাবে বিষাক্ত হয়ে পড়ে। তারা তখন লোকজনকে টুকরো টুকরো করে কাটে, নিজেরা তাদের প্যান্টলুন আটকানোর বাঁধুনি গলায় বেঁধে ঝুলতে থাকে, সাঁকো থেকে ঝাঁপ দেয়। জীবনের ওপর তাদের আর কোন দরদ থাকে না। এদিকে লুণ্ঠিত হওয়ার পর বিজিত ব্যক্তির যা সম্বল থাকে তা হল তার আশাবাদ। বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি এই জগতের সবই যে ভালোর জন্য মনে মনে এই বিশ্বাস পোষণ করা মানুষের ইচ্ছাশক্তির এক পরম ধর্ম। নৈরাশ্যবাদকে নির্মূল করে দিতে হবে। আমি আপনাদের লেনিনের লেখা পড়েছি, বন্ধু।... দারুণ আশাবাদী লোক। আমি তাঁকে ভক্তি করি।...'

'আপনি আজ বেশ ভালো মেজাজে আছেন দেখছি, প্রফেসর,' বিষণ্ণ কণ্ঠে ভোল্‌ফ বলল।

'কেন তা জানেন?' প্রফেসর বেতের চেয়ারে হেলান দিলেন, তাঁর থুতনিতে ভাঁজ ফুটে উঠল, ভুরুর নীচ থেকে উঁকি মারতে লাগল তারুণ্যের উল্লাসে উচ্ছ্বসিত দুই চোখ। 'আমি অত্যন্ত কৌতূহলজনক একটা আবিষ্কার করেছি।... কতকগুলো সংক্ষিপ্ত বিবরণ আমার হাতে এসে পড়েছে, কিছু কিছু তথ্য পাশাপাশি রেখে তুলনা করার পর আমি একটা আশ্চর্যজনক সিদ্ধান্তে এসেছি।... জার্মান সরকার যদি হঠকারী চোর বাটপারের একটা দল না হত, যদি আমি নিশ্চিত জানতাম যে আমার আবিষ্কার চোর বাটপারদের হাতে পড়বে না তাহলে আমি হয়ত এটা কোথাও প্রকাশ করতাম।... কিন্তু না, চুপচাপ থাকাই ভালো।...'

'কিন্তু আমাদের কাছে মতামত বিনিময়ে আপনার বাধাটা কোথায়?' ভোল্‌ফ বলল।

প্রফেসর চতুর ভঙ্গিতে তার দিকে তাকিয়ে চোখ টিপলেন।

'আচ্ছা ধরুন বন্ধু, কোন সৎ জার্মান সরকারকে যদি... শুনছেন, আমি 'সৎ' কথাটার ওপর বিশেষ জোর দিচ্ছি... যদি

যত খুশি সোনার মজুত চায় তার সন্ধান বাতলে দিতে পারি আমি?'

'কোথা থেকে?' ভোল্‌ফ জিজ্ঞেস করল।

'অবশ্যই এই মাটির ভেতর থেকে।...'

'কোথায় সেই মাটি?'

'তাতে কিছু আসে যায় না।... পৃথিবীর যে কোন বিন্দুতে হতে পারে।... হলই না হয় বার্লিনের ঠিক মাঝখানে। কিন্তু না, সেরকম প্রস্তাব আমি দিতে যাব না। আপনি, আমি, আমরা যত ফ্রিৎস আর মিখেল আছি — সোনা আমাদের সকলকে বড়লোক করে দেবে একথা আমি বিশ্বাস করি না।... আমরা সম্ভবত আরও গরীব হয়ে পড়ব।... একমাত্র একজন মানুষই...' সিংহের কেশরের মতো ঝাঁকড়া সাদাচুল মাথাটা খ্লুনভের দিকে ঘুরিয়ে তিনি বললেন, 'আপনার দেশের একজন মানুষ সোনার সদ্ব্যবহার করার প্রস্তাব দিয়েছেন।*... আপনি বুঝতে পারছেন?'

খ্লুনভ মৃদু হেসে মাথা নাড়ল।

'প্রফেসর, আপনার কথা গুরুত্ব দিয়ে শুনতে আমি অভ্যস্ত,' ভোল্‌ফ বলল।

'আমি বেশ গুরুত্ব দিয়েই বলার চেষ্টা করব। এই দেখুন না কেন ওঁদের মস্কোতে, শীতকালে তাপমাত্রা হিমাঙ্কের তিরিশ ডিগ্রী নীচে নেমে যায়। তেতলা থেকে ছলাৎ করে জল ফেললেন, ফুটপাতের ওপর গিয়ে পড়ল বরফের গোলা হয়ে। আন্তর্গ্রহমণ্ডলে আমাদের এই পৃথিবী ঘুরছে একশ' কোটি দেড়শ কোটি বছর হল। এই সময়ের মধ্যে ত তার জুড়িয়ে যাবার কথা, তাই না? আমি জোর দিয়ে বলছি যে পৃথিবী অনেক অনেককাল আগে জুড়িয়ে গেছে, তার সমস্ত উত্তাপ সে ছড়িয়ে দিয়েছে আন্তর্গ্রহমণ্ডলে। স্বাভাবিক ভাবেই প্রশ্ন হতে পারে তাহলে আগ্নেয়গিরি, গলিত লাভা, উষ্ণ জলের প্রস্রবণ — এগুলো আসে কোত্থেকে? সূর্যের তাপে যৎসামান্য উত্তপ্ত কঠিন ভূত্বক আর ভূগর্ভের বিপুল মৃত্তিকাস্তরের মাঝখানে গলিত ধাতুর একটা

---

* লেনিনের কথা বলা হয়েছে।

বলয় আছে, যার নাম দেওয়া হয়েছে বৈদূর্য বলয়। ভূগর্ভের মূল মৃত্তিকাস্তর থেকে অবিরাম যে পারমাণবিক ভাঙন ঘটে তা থেকেই এর উদ্ভব। এই মূল মৃত্তিকাস্তর এমন একটি ক্ষেত্র যার তাপমাত্রা আন্তর্গ্রহমণ্ডলের তাপমাত্রার সমান, অর্থাৎ ভূগর্ভের ওই অংশের তাপমাত্রা হিমাঙ্কের দু শ' তেয়াত্তর ডিগ্রী নীচে। এই ভাঙনের ফল — বৈদূর্য বলয় — অলিভাইন বা বৈদূর্য জাতীয় খনিজ পদার্থ, পারদ ও সোনার তরল অবস্থা ছাড়া আর কিছু নয়। অসংখ্য তথ্য থেকে জানা গেছে যে এই বলয় ভূগর্ভের খুব একটা গভীরে থাকে না — দশ থেকে পঞ্চাশ হাজার ফুট গভীরতার মধ্যে থাকে। বার্লিনের মাঝখানে একটা খনি খুঁড়তে থাকলে বৈদূর্য বলয়ের স্তর থেকে তেলের মতো হুড়হুড় করে আপনাআপনি সোনা বেরিয়ে আসতে পারে।'

'যুক্তিগ্রাহ্য বটে, প্রলোভনও জাগিয়ে তোলে, কিন্তু অকল্পনীয়,' একটু চুপ করে থাকার পর ভোল্‌ফ বলল। 'বর্তমানে আমাদের হাতে যে সমস্ত যন্ত্রপাতি আছে তা দিয়ে অতটা গভীরে খনি খোঁড়া অসম্ভব।...'

চুয়াল্লিশ

'লা ইন্‌ট্রানসিজন' কাগজের খোলা পাতাটার ওপর হাত রাখল খ্লিনভ।

'প্রফেসর, বার্লিনে আসার পথে এরোপ্লেনে একজনের সঙ্গে আমার যে কথাবার্তা হয় এই ছবিটা দেখে আমার তা মনে পড়ে গেল। যেখানে পদার্থের ভাঙন ধরেছে, মাটি খুঁড়ে পৃথিবীর সেই কেন্দ্রবিন্দুতে পৌঁছুন আজ আর অসম্ভব নয়।'

'খণ্ড খণ্ড ফরাসীদের সঙ্গে এর সম্পর্ক কী?' আরও একটা চুরুট ধরাতে ধরাতে প্রফেসর জিজ্ঞেস করলেন।

'ভিল্‌ দ'আভ্রেতে হত্যাকাণ্ড হয়েছে তাপরশ্মি দিয়ে।'

এই কথা শুনে ভোল্‌ফ টেবিলের কাছে সরে এলো, তার নিস্পৃহ মুখের ওপর সতর্কতার চিহ্ন ফুটে উঠল।

'ওঃ, আবার সেই রশ্মি!' প্রফেসর চোখ কোঁচকালেন, মুখ বিকৃত করলেন। 'যত রাজ্যের আবোল-তাবোল, ধাপ্পাবাজী, ব্রিটিশ সমর দপ্তরের মিথ্যে চাল।'

'যন্ত্রটা তৈরি করেছে একজন রুশী, আমি তাকে চিনি,' খ্লিনভ উত্তর দিল। 'লোকটা একাধারে প্রতিভাবান আবিষ্কর্তা এবং মারাত্মক ধরনের দুষ্কৃতকারী।'

পলিটেকনিক্যাল ইনস্টিটিউটে গারিনের কাজ, ক্রেস্তোভ্স্কি দ্বীপে তার দুষ্কর্ম, বাগানবাড়ির পাতালকুঠুরিতে অদ্ভুত বস্তুর সন্ধান, প্যারিসে শেল্গাকে ডেকে আনা এবং এই মুহূর্তে গারিনের যন্ত্রটা হস্তগত করার জন্য ছুটোছুটি পড়ে যাওয়ার সম্ভাবনা — এক কথায়, ইঞ্জিনীয়র গারিন সম্পর্কে যা যা জানা ছিল সবই বলল খ্লিনভ।

'প্রমাণ হাতে নাতে,' খ্লিনভ ছবিটা দেখিয়ে বলল। 'এটা গারিনের কাজ।'

ছবিটা খুঁটিয়ে দেখতে দেখতে ভোল্ফ ভুরু কোঁচকাল। প্রফেসর অন্যমনস্কভাবে বললেন:

'আপনি কি মনে করেন তাপরশ্মি দিয়ে মাটির স্তর ভেদ করা যায়?... অবশ্য হ্যাঁ, তিন হাজার ডিগ্রী সেণ্টিগ্রেড তাপমাত্রায় অমনি মাটি আর গ্রানাইটের স্তর গলে যাবে বৈ কি। চিন্তা করার মতো ব্যাপার বটে, খুবই চিন্তা করার মতো।... আচ্ছা কোথাও টেলিগ্রাম করে এই গারিনের সঙ্গে যোগাযোগ করা যায় না কি? হুম্!... এই ড্রিলিং-এর কাজের সঙ্গে যদি কৃত্রিম হিমায়নের ব্যাপারটা যোগ করে খোঁড়ার সঙ্গে সঙ্গে শিলাস্তরগুলোকে তুলে ফেলার জন্য ইলেক্ট্রিক লিফ্ট ব্যবহার করা যায় তাহলে বেশ গভীরে যাওয়া সম্ভব।... আপনি কিন্তু আমার ভীষণ আগ্রহ জাগিয়ে তুললেন, বন্ধু।'

প্রফেসর তাঁর চিরাচরিত নিয়ম ভঙ্গ করে চুরুটের ধূম উদ্গীরণ করতে করতে রাত প্রায় দুটো পর্যন্ত বারান্দায় পায়চারী করে চললেন, একের পর এক পরিকল্পনা বিস্তার করে যেতে লাগলেন — সেগুলোর একটা আরেকটার চেয়ে বিস্ময়কর।

পঁয়তাল্লিশ

সাধারণত প্রফেসরের বাড়ি ছাড়ার পর ভোল্‌ফ স্কোয়ারে এসেই খ্লিনভের কাছ থেকে বিদায় নিত। কিন্তু আজ সে মাথা হেঁট করে গোমড়ামুখে হাতের ছড়িটা মাটিতে ঠুকতে ঠুকতে তার পাশে পাশে চলতে লাগল।

'আপনার কি মনে হয় ভিল্‌ দ'আভ্রের ঘটনার পর ইঞ্জিনীয়র গারিন তার যন্ত্র নিয়ে গা ঢাকা দিয়েছে?' সে জিজ্ঞেস করল।

'হ্যাঁ, তা-ই ত মনে হয়।'

'আর 'ফঁতেনেব্লু-র বনে রক্তাক্ত সূত্র আবিষ্কার'? গারিন নয় ত?'

'আপনি বলতে চান শেল্‌গা যন্ত্রটা হস্তগত করেছে?'

'ঠিক তাই...'

'এটা আমারও একবার মনে হয়েছিল।... হলে অবশ্য নেহাৎ মন্দ হত না।'

'আমার তা-ই মনে হয়,' মাথা তুলে বিদ্রূপের হাসি হেসে ভোল্‌ফ বলল।

খ্লিনভ দ্রুত চোখ বুলোল তার সঙ্গীর মুখের ওপর। দু'জনেই দাঁড়িয়ে পড়ল। দূরে থেকে রাস্তার একটা আলো এসে ভোল্‌ফের মুখ আলোকিত করে তুলল — মুখে হিংস্র বিদ্রূপের হাসি, চোখের চাউনি নিস্পৃহ, চিবুকে কাঠিন্যের চিহ্ন।

'মোটের ওপর এ সবই অনুমানমাত্র, এখন পর্যন্ত-এই নিয়ে আমাদের ঝগড়া-বিবাদ করার কোন কারণ উপস্থিত হয় নি,' খ্লিনভ বলল।

'তা বটে, তা বটে।'

'আপনার সঙ্গে আমি কোন ছল-চাতুরী করছি না ভোল্‌ফ, কিন্তু পরিষ্কার বলতে চাই যে গারিনের যন্ত্র সোভিয়েত ইউনিয়নে থাকা একান্ত দরকার। আমার এই একটা অভিপ্রায়ই আমাকে আপনার শত্রু করে তোলার পক্ষে যথেষ্ট। সত্যি করে বলছি

বন্ধু ভোল্ফ, আপনার দেশের পক্ষে কোন্‌টা ভালো কোন্‌টা মন্দ সে সম্পর্কে আপনার ধারণা অস্পষ্ট।'

'আপনি আমাকে অপমান করতে চান?'

'ধুত্তোর! অবশ্য হ্যাঁ, নয়ই বা কেন?' ভোল্ফ তৎক্ষণাৎ লক্ষ করল খিন্নভ খাঁটি রুশী কায়দায় মাথার টুপিটা একপাশে সরিয়ে দিয়ে কানের পেছন দিক চুলকাল। 'আমরা যখন নিজেদের মধ্যে হানাহানি করে দু'পক্ষের সত্তর লাখ মতন মানুষ মেরে ফেলেছি তার পরেও কি কথায় অপমান বোধ করা সাজে?... আপনি আপাদমস্তক একজন জার্মান, বর্মধারী পদাতিক সৈনিক, কলকব্জার স্রষ্টা, আপনার স্নায়ুগুলোও আমার মনে হয় স্বতন্ত্র ধাতুতে তৈরী। শুনুন ভোল্ফ, গ্যারিনের যন্ত্র যদি আপনার মতো কোন লোকের হাতে পড়ে তাহলে কে জানে কী কান্ড ঘটতে পারে!...'

'জার্মানী নিজের মান সম্মান খুইয়ে কখনও কারও সঙ্গে রফা করবে না।'

খিন্নভ যে বাড়ির এক তলায় ফ্ল্যাট ভাড়া নিয়েছিল তার কাছাকাছি আসার পর ওরা দু'জনে নীরবে বিদায় নিল। খিন্নভ ফটকের ভেতরে ঢুকে পড়ল। ভোল্ফ খানিকক্ষণ সেখানে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে নিভন্ত সিগারটা দাঁতের ফাঁকে চেপে ধীরে ধীরে ঘোরাতে লাগল। হঠাৎ একতলার ঘরের একটা জানলা হাঁ হয়ে খুলে গেল, খিন্নভ উত্তেজিত হয়ে জানলা দিয়ে বাইরে উঁকি মারল।

'ও, আপনি এখনও এখানে?... ভালোই হল। ভোল্ফ, প্যারিস থেকে শেল্‌গার টেলিগ্রাম পেয়েছি।... কী লিখছে শুনুন: 'অপরাধী পলাতক। আমি আহত, অনেক কালের মতো অকর্মণ্য। পৃথিবী এক মারাত্মক, সীমাহীন বিপদের সম্মুখীন। আপনার আসা চাই-ই।'

'আমি আপনার সঙ্গে যাচ্ছি,' ভোল্ফ বলল।

ছেচল্লিশ

জানলার সাদা পর্দাটা দুলছে, গাছের পাতার ছায়া হুটোপুটি খাচ্ছে তার গায়ে। পর্দার ওপাশ থেকে অবিরাম ভেসে আসছে জলের কলকল শব্দ। হাসপাতালের বাগানের লন্-এ বহনযোগ্য পাইপ দিয়ে জল ছিটানো হচ্ছে, সেই জল চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে সূর্যের আলোয় রামধনু সৃষ্টি করছে, জানলার সামনের পাতাবাহার গাছের পাতা থেকে টুপটাপ ঝরে পড়ছে।

পর্দা ভেদ করে আলো ঢুকে উঁচু ছাদওয়ালা সাদা ঘরটাকে আলোকিত করে তুলছে। শেল্‌গা নিদ্রা যাচ্ছে ঘরের ভেতরে।

দূর থেকে ভেসে আসছে প্যারিসের কলকোলাহল। কালের আওয়াজ বলতে ছিল গাছপালার মর্মরধ্বনি, পাখির কলকাকলি আর জল ছিটানোর একঘেয়ে একটানা শব্দ।

কাছাকাছি কোথাও কোন মোটরগাড়ির হর্ণ বাজলে কিংবা করিডরে পায়ের আওয়াজ উঠলে শেল্‌গা দ্রুত চোখ খোলে, তীব্র দৃষ্টিতে উদ্বেগভরে দরজার দিকে তাকায়। নড়াচড়া করার ক্ষমতা তার নেই। দুটো হাতই প্লাস্টারে ঢালাই করা, বুকে আর মাথায় ব্যাণ্ডেজ বাঁধা। প্রতিরক্ষার জন্য একমাত্র আছে চোখদুটো। আবার বাগান থেকে মধুর রিমঝিম জলের শব্দ এসে ঘুম পাড়িয়ে দেয়।

শেল্‌গার ঘুম ভেঙে গেল: আগাগোড়া সাদা পোশাক পরা এক কার্মেলাইট সিস্টার* তার পুষ্ট হাতে শেল্‌গার ঠোঁটের কাছে চীনেমাটির পেয়ালায় চা এনে ধরল। সে চলে যাবার পর ল্যাভেন্ডারের সুবাস ঘরে থেকে গেল।

নিদ্রা আর উৎকণ্ঠার মাঝখানে দিন কাটতে লাগল। ফঁতেনেব্লু বনের মধ্যে সংজ্ঞাহীন ও রক্তাপ্লুত অবস্থায় শেল্‌গাকে পেয়ে তুলে আনার পর এই নিয়ে সাত দিন কাটতে চলল। এর মধ্যে তদন্তকারী অফিসার তাকে দু'বার জেরা করেছে। শেল্‌গা যে এজাহার দিল সেটা এই রকম:

---

* সিরিয়া দেশীয় খ্রীষ্টান সন্ন্যাসিনী।

'রাত বারোটার সময় দু'জন লোক আমাকে আক্রমণ করে। আমি আমার হাতের ছড়ি আর কি কিলঘুসি দিয়ে আত্মরক্ষার চেষ্টা করি। চারটে গুলি এসে বিঁধল শরীরে। এর বেশি আর কিছু মনে নেই।'

'আক্রমণকারীদের মুখ আপনি ভালোমতো দেখতে পেয়েছিলেন কি?'

'তাদের মুখ — মুখের নীচের অংশ — রুমাল দিয়ে ঢাকা ছিল।'

'আপনি ছড়ি দিয়ে আত্মরক্ষা করছিলেন?'

'ছড়ি মানে আসলে গাছের একটা শুকনো ডাল — বনে কুড়িয়ে পাওয়া।'

'অত রাত্রে আপনি ফঁতেনেব্লুর্ বনে কী করছিলেন?'

'বেড়াতে বেরিয়েছিলাম, প্রাসাদ দেখার পর বনের ভেতর দিয়ে ফিরতি পথ ধরতে গিয়ে পথ গোলমাল করে ফেলি।'

'আপনার ওপর যেখানে আক্রমণ হয়েছিল তার কাছাকাছি জায়গায় যে মোটরগাড়ির চাকার টাটকা দাগ পাওয়া গেছে এই ঘটনাকে আপনি কী ভাবে ব্যাখ্যা করেন?'

'তার মানে অপরাধীরা মোটরগাড়িতে করে এসেছিল।'

'আপনার ওপর লুটতরাজ করার উদ্দেশ্যে, নাকি আপনাকে খুন করার উদ্দেশ্যে?'

'আমার মনে হয় এর কোনটাই নয়। প্যারিসে আমাকে কেউ চেনে না। আমি দূতাবাসের কর্মচারী নই। কোন রকম রাজনৈতিক কাজের ভার নিয়ে আমি আসি নি। আমার সঙ্গে টাকাপয়সা খুবই সামান্য ছিল।'

'তাহলে দাঁড়াচ্ছে এই যে বনের ভেতরকার ফাঁকা জায়গায় জোড়া ওকগাছের কাছে যেখানে অপরাধীদের একজন সিগারেট টানছিল আর অন্যজন জামার হাতার দামী মুক্তো বসানো একটা বোতাম হারিয়ে ফেলেছিল, সেখানে তারা আপনার জন্যে অপেক্ষা করছিল না — করছিল আর কারও জন্যে?'

খুব সম্ভব অপরাধীরা ছিল সমাজের উঁচু তলার কিছু বখাটে ছেলেছোকরা, যারা রেসে কিংবা ক্যাসিনোতে জুয়া খেলে প্রচুর

টাকাপয়সা খুইয়েছে। তারা ক্ষতি পুষিয়ে নেবার মতলবে ছিল। হাজার ফ্রাঙ্কের নোটে পকেটবোঝাই কোন লোক ফঁতেনেল্লু-র বনে এসে পড়বে না এমন কথা কে বলতে পারে?

দ্বিতীয়বারের জেরার সময় তদন্তকারী অফিসার যখন বার্লিনে খিন্নভের কাছে টেলিগ্রামের কপিটা (হাসপাতালের সিস্টার তদন্তকারী অফিসারকে দিয়েছিল) শেল্‌গাকে দেখাল তখন সে উত্তর দিল:

'ওটা সাঙ্কেতিক ভাষায় লেখা। রাশিয়া থেকে এক মারাত্মক অপরাধী পালায়, তাকে ধরার প্রসঙ্গে ওই টেলিগ্রাম।'

'আমার কাছে আরেকটু খোলাখুলি হতে পারতেন না কি আপনি?'

'না। গোপনীয়তাটা আমার নিজস্ব নয়।'

শেল্‌গার প্রতিটি উত্তর যথাযথ, স্পষ্ট। প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার সময় সে এমনভাবে অকপট দৃষ্টিতে তদন্তকারী অফিসারের দিকে তাকিয়ে থাকে যে অনেক সময় তাকে বোকা বোকা দেখায়। শেল্‌গার আন্তরিকতায় বিশ্বাস করা ছাড়া তদন্তকারী অফিসারের আর কোন উপায় রইল না।

কিন্তু বিপদ তাই বলে কাটল না। বিপদ খবরের কাগজের সংবাদের স্তম্ভগুলোতে, যেগুলো 'ভিল্‌ দ'আভ্রের বিভীষিকার' বিশদ বিবরণে ভরে থাকত; বিপদ দরজার ওপাশে, বাতাসে ওই যে সাদা পর্দাটা কাঁপছে তার ওপাশে, সিস্টার পুরুষ্টু হাতে চীনেমাটির যে পাত্র শেল্‌গার ঠোঁটের কাছে তুলে ধরছে তার মধ্যে।

উদ্ধারের উপায় একমাত্র একটাই: যত তাড়াতাড়ি পারা যায় প্লাস্টার আর ব্যান্ডেজ খোলা। শেল্‌গার সর্বশরীর জমাট বাঁধা, নিথর নিস্পন্দ, অর্ধজাগ্রত অবস্থায় সে পড়ে থাকে।

সাতচল্লিশ

...অর্ধজাগ্রত অবস্থায় তার মনে পড়তে থাকে সেদিনকার ঘটনা।

হেডলাইট নিভে গেল। গাড়ির গতি কমে আসতে লাগল।... গাড়ির জানলা থেকে গলা বার করে জোরে ফিসফিসিয়ে গারিন বলল:

'শেল্‌গা, এখানে গাড়ি ঘোরান। এখন বনের ভেতরে একটা ফাঁকা জায়গা আসবে। এই যে হ্যাঁ...'

বড় রাস্তার নালার ওপর দিয়ে ভারী দুমদাম শব্দে ঝাঁকুনি খেতে খেতে গাড়ি গাছপালার মাঝখান দিয়ে চলল, তারপর মোড় নিয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল।

তারার আলোয় চোখে পড়ে বনের ভেতর দিয়ে এ'কেবে'কে চলে গেছে খানিকটা ফাঁকা জায়গা। গাছপালার ছায়ায় অস্পষ্টভাবে দেখা যায় বিশাল বিশাল কতকগুলো শিলা।

গাড়ির ইঞ্জিন বন্ধ। ঘাসের তীব্র গন্ধ নাকে এসে লাগছে। একটা ছোট্ট নদীর ঘুম জড়ানো ছলকানি উঠছে, তার মাথার ওপর হাল্‌কা কুয়াসা কুণ্ডলী পাকিয়ে উঠে ফাঁকা জায়গাটার অনেকখানি গভীরে একটা অস্পষ্ট চাদরের মতো দেখাচ্ছে।

গারিন লাফিয়ে নেমে পড়ল ভিজে ঘাসের ওপর। জোইয়ার দিকে হাত বাড়াল সে। গাড়ির ভেতর থেকে বেরিয়ে এলো জোইয়া — তার মাথার টুপিটা চোখের অনেকটা কাছে টেনে দেওয়া। জোইয়া মাথা তুলল আকাশের তারার দিকে, তারপর কাঁধ ঝাঁকাল।

'আচ্ছা, এবারে নেমে পড়ুন দেখি!' কর্কশস্বরে গারিন বলল।

একথায় মাথাটা এগিয়ে দিয়ে গাড়ির ভেতর থেকে গুড়ি মেরে বেরিয়ে এলো রোলিং। ধুচনি টুপির নীচ থেকে ঝলক মারল তার সোনা বাঁধানো দাঁতের পাটি।

পাথরের নুড়ির মধ্যে জল ছলছল কলকল আওয়াজ করছে। রোলিং পকেট থেকে হাত বার করল, দেখে মনে হল অনেকক্ষণ আগেই হাতটা মুঠি পাকানো ছিল।

চাপা গলায় রোলিং বলল, 'এখানে যদি আমাকে মৃত্যুদণ্ড দেওয়ার কোন উদ্যোগ চলে তাহলে আমি প্রতিবাদ জানাই। প্রতিবাদ জানাই ন্যায়বিচারের নামে। মানবজাতির নামে।...

আমি প্রতিবাদ জানাই একজন আমেরিকান হিশেবে।... একজন খ্রীষ্টান হিশেবে।... আমার জীবনের জন্য যে কোন মুক্তিপণ দিতে আমি রাজী।'

জোইয়া তার দিকে পিঠ রেখে দাঁড়িয়ে ছিল।

গারিন তাচ্ছিল্যের সুরে বলল, 'মারার হলে আমি আপনাকে ওখানেই মারতে পারতাম।...'

'মুক্তিপণ?' রোলিং চটপট জিজ্ঞেস করল।

'না।'

'আপনার সেই...' বলতে বলতে রোলিং-এর গালদুটো ফুলে উঠল, '...সেই অদ্ভুত উদ্যোগের সহযোগী হওয়া?'

'হ্যাঁ। আপনার নিশ্চয়ই মনে আছে।... মাল্‌জের্ব বুল্‌ভারে আপনার অফিসে... আমি আপনাকে বলেছিলাম...'

'বেশ,' রোলিং উত্তর দিল, 'কাল আপনি আমার সঙ্গে দেখা করতে পারেন।... আমাকে আরেক বার নতুন করে ভেবে দেখতে হবে আপনার প্রস্তাব।'

জোইয়া অনুচ্চস্বরে বলল:

'বোকার মতো কথা বলবেন না রোলিং।'

'মাদ্‌মোয়াজেল!' রোলিং চমকে লাফিয়ে উঠতে তার মাথার ধুচনি টুপিটা নেমে নাকের ওপর সরে এলো।... 'মাদ্‌মোয়াজেল... আপনার আচরণের কোন তুলনা হয় না।... বেইমানি।... খুনের সহযোগিতা...'

আগের মতোই শান্তকণ্ঠে জোইয়া উত্তর দিল:

'চুলোয় যান আপনি! গারিনের সঙ্গে কথা বলুন।'

রোলিং আর গারিন তখন জোড়া ওকগাছের কাছে সরে গেল। সেখানে দপ্‌ করে কোথা থেকে যেন জ্বলে উঠল ইলেক্‌ট্রিক টর্চের আলো। দুটো মাথা ঝুঁকে পড়ল। কয়েক মুহূর্তের জন্য পাথরের গায়ে জলের ছলছল শব্দ ছাড়া আর কোন সাড়াশব্দ নেই।

'কিন্তু দেখা যাচ্ছে আমরা এখানে তিনজন নই... আরও একজন কেউ আছে... এখানে একজন সাক্ষী আছে,' রোলিং-এর কর্কশ কণ্ঠ শেল্‌গার কানে এসে বাজল।

'কে? কে ওখানে?' আধা ঘুমের মধ্যে চমকে বিড়বিড় করে উঠল শেল্‌গা। বিস্ফারিত হয়ে উঠল তার দু'চোখের তারা।

তার সামনে সাদা চেয়ারে বসে আছে খ্লিনভ, টুপিটা কোলের ওপর রাখা।

আটচল্লিশ

'ওদের চাল আগে থাকতে বুঝতে পারি নি।... বোঝার মতো সময় ছিল না,' শেল্‌গা তাকে বলল। 'বোকার মতো কাজ করে ফেলেছি। এ ছাড়া আর কী বলার আছে?'

'গাড়িতে রোলিংকে নিয়েই আপনি ভুল করেছেন,' খ্লিনভ বলল।

'আমি আবার নিলাম কোত্থেকে!... হোটেলে যখন গোলাগুলি আর কাটাকাটি শুরু হয়ে যায়, সেই ফাঁকে রোলিং কখন যেন ইঁদুরের মতো সুরুৎ করে গাড়ির ভেতরে ঢুকে পড়ে — দুটো কোল্‌ট পিস্তল তার হাতে ধরা ছিল।... আমার কাছে কোন অস্ত্র ছিল না। ব্যালকনিতে উঠে আমি দেখলাম গারিন কী ভাবে গুন্ডাগুলোকে ঢিট করল। রোলিংকে সে কথা জানালাম।... কিন্তু সে ভয় পেয়ে গেল, চাপা গর্জন করল, গাড়ি থেকে বেরোতে সরাসরি অস্বীকার করল।... তারপর সে জোইয়া মোন্‌রোজকে গুলি করার চেষ্টা করল। কিন্তু আমি আর গারিন মিলে তার হাত মুচড়ে দিলাম। এই নিয়ে বেশিক্ষণ সময় নষ্ট করার উপায় ছিল না, আমি তাই চটপট ড্রাইভারের সীটে উঠে বসে গাড়ি চালিয়ে দিলাম।'

'আপনারা বনের ভেতরকার ফাঁকা জায়গাটায় আসতে ওরা দু'জন যখন ওকগাছের কাছে সলাপরামর্শ করতে লাগল তখনও কি আপনি বুঝতে পারলেন না কী ঘটতে চলেছে?'

'বুঝতে পারলাম যে আমার সময় ঘনিয়ে এসেছে। কিন্তু কী করার ছিল? পালাব? জানেন ত হাজার হলেও আমি একজন স্পোর্টসম্যান।... তাছাড়া আমি একটা পরিকল্পনাও ছক করে

রেখেছিলাম।... আমার পকেটে গারিনের নামে জাল পাসপোর্ট, তাতে গোটা দশেক ভিসা।... তার যন্ত্র গাড়িতে... হাতের নাগালের মধ্যে। এই পরিস্থিতিতে আমি নিজের গায়ের চামড়া বাঁচানোর কথা ভাবব সেটা কেমন করে হয়?...'

'বেশ, বুঝলাম।... ওরা নিজেদের মধ্যে একটা সমঝোতায় এলো।...'

'ওখানে গাছের তলায় দাঁড়িয়ে রোলিং কোন একটা কাগজে সই করল — আমি স্পষ্ট দেখতে পেলাম। এরপরই শুনতে পেলাম সে চতুর্থ সাক্ষীর অর্থাৎ আমার প্রসঙ্গ তুলল। আমি চাপা গলায় জোইয়াকে বললাম, 'শুনুন, এই কিছুক্ষণ আগে একজন পুলিশম্যানের পাশ দিয়ে গাড়ি চালিয়ে এলাম, সে আমাদের গাড়ির নম্বর লক্ষ করেছে। আমাকে যদি এখন ওরা খুন করে তাহলে কাল সকালের মধ্যে আপনাদের তিনজনের হাতেই হাতকড়া পড়বে।' উত্তরে সে কী বলল জানেন? ওঃ এরকম মেয়েমানুষ আমি দেখি নি!... একবার পেছন ফিরেও না তাকিয়ে ঘাড়টা বাঁকিয়ে বলল, 'ঠিক আছে, কথাটা মনে থাকবে।' যাক গে সে কথা। গারিন আর রোলিং ত গাড়ির কাছে চলে এলো। আর আমি ভাব দেখালাম যেন কিছুই হয় নি।... প্রথমে উঠে বসল জোইয়া। গাড়িতে উঠে বসেই গলা বার করে দিয়ে ইংরেজিতে কী যেন বলল। গারিন আমাকে বলল, 'কমরেড শেল্‌গা, এবারে চালান, পুরোদমে হাইওয়ে ধরে পশ্চিম দিকে।' আমি গাড়ির ইঞ্জিনের জল ঠিকমতো গরম আছে কিনা দেখার জন্য গুড়ি মেরে বসলাম।... এখানেই আমি ভুল করলাম। এক মুহূর্তের এই একটাই মাত্র সুযোগ তাদের ছিল।... গাড়ি যদি একবার পুরো বেগে ছেড়ে দিতে পারতাম, ওরা আমাকে কিছু করতে পারত না, করতে ভয় পেত।... হ্যাঁ, তা ইঞ্জিন ত হ্যান্ডেল দিয়ে স্টার্ট করছি... হঠাৎ মাথার ওপরের দিকে, একেবারে মগজের ভেতরে — মনে হল যেন একটা আস্ত বাড়ি আমার মাথায় ভেঙে পড়ল, হাড়গোড় মড়মড় করে উঠল, আলোর ঝলকানি ঝলসে দিল আমার চোখ, আমি মুখ থুবড়ে পড়ে গেলাম।... শুধু মুহূর্তের

জন্য দেখতে পেলাম রোলিং-এর বিকৃত হয়ে ওঠা নোংরা মুখখানা। শুয়োরের বাচ্চা! চারটে বুলেট ঝেড়ে দিয়েছে আমার শরীরের ভেতরে।... তারপর আমি যখন চোখ খুললাম, নিজেকে দেখতে পেলাম এই কামরার ভেতরে।'

কথা বলার ফলে শেল্‌গা পরিশ্রান্ত হয়ে পড়েছিল। অনেকক্ষণ চুপ করে রইল।

'রোলিং এখন কোথায় থাকতে পারে?' খ্লিনভ জিজ্ঞেস করল।

'কোথায়? কেন? প্যারিসেই আছে। পত্রপত্রিকায় নাড়াচাড়া দিচ্ছে। সে এখন কেমিক্যাল ইণ্ডাস্ট্রির রাজ্যে বড় রকমের থাবা বসিয়েছে। দু'হাতে টাকা লুটছে। আসল ব্যাপারটাই ত এখানে — যে কোন মুহূর্তে জানলা দিয়ে বুলেট এসে আমাকে বিঁধতে পারে কিংবা আমার ওই ক্বাথ খাবার পেয়ালায় বিষ মেশাতে পারে। লোকটা আমাকে খতম করবেই।'

'তাহলে চুপ করে আছেন কেন?... এক্ষুনি পুলিশ চীফকে জানাতে হয়।'

'কমরেড আমার, আপনি কি ক্ষেপেছেন! আমি যে এখনও বেঁচে আছি তার একমাত্র কারণই হল কোন কথা না বলা।'

উনপঞ্চাশ

'তাহলে শেল্‌গা, আপনি নিজের চোখে যন্ত্রটার কাজ দেখেছেন বলছেন?'

'তা দেখেছি, এখন আমি জানি যে কামানবন্দুক, গ্যাস, এরোপ্লেন — এ সবই নিছক ছেলের হাতের খেলনা। এখানে ভুলে গেলে চলবে না, গারিন একা নয়।... গারিনের সঙ্গে আছে রোলিং। প্রাণঘাতী যন্ত্র আর কোটি কোটি টাকা। কীই বা না ঘটতে পারে এ দুয়ের যোগে!'

খ্লিনভ জানলার পর্দা তুলল, অনেকক্ষণ ধরে জানলার পাশে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে বাইরের দৃশ্য দেখতে লাগল। মরকত রঙের সবুজ ঘাস, বুড়ো মালী অনেক কষ্টে গাঁটে গাঁটে লাগানো

ধাতুর পাইপ টেনে নিয়ে বাগানের ছায়ার অংশে জল ছিটোচ্ছে, কালো রঙের শ্যামাপাখিগুলো ব্যস্তসমস্ত হয়ে রঙনফুলের ঝাড়ের নীচে ছুটোছুটি করছে, কালোমাটির তলা থেকে কেঁচো খুঁড়ে বার করছে। নীল আকাশ। আকাশের আশ্চর্য নীল বাগানের ওপর বিছিয়ে দিয়েছে অনন্ত প্রশান্তি।

'আমরা যদি ওদের নিজেদের ভাগ্যের হাতে ছেড়ে দিই, ধরুন রোলিং আর গারিন — ওদের দু'জনকে বেশ ফলাও করে কারবার ফাঁদতে দেওয়া গেল, তাহলে শেষও ঘটতে বিশেষ দেরি হবে না,' খ্লিনভ বলতে শুরু করল। 'এই পৃথিবীর ধ্বংস তাহলে অনিবার্য। এখানে দেখছি শ্যামাপাখিরাই একমাত্র বিচক্ষণ প্রাণী।' খ্লিনভ জানলা থেকে মুখ ফিরাল। 'প্রস্তরযুগের মানুষ অনেক বেশি মহৎ ছিল সন্দেহ নেই। কোন পারিশ্রমিকের বিনিময়ে নয়, স্রেফ নিজের অন্তরের তাগিদে সে গুহার গায়ে ছবি আঁকত, আগুনের ধারে বসে ম্যামথের কথা ভাবত, ঝড়বৃষ্টির কথা ভাবত, জীবন-মৃত্যুর অদ্ভুত আবর্তের কথা আর নিজের কথা ভাবত। আহা, কী সম্মানেরই না ছিল ভাবা যায় না।... মস্তিষ্ক তখনও ছোট, মাথার খুলি পুরু, কিন্তু তার মাথার ভেতর থেকে ফুটে বেরোচ্ছে অধ্যাত্মশক্তি, মহাজ্যোতি।... আর আজকের এই মানুষগুলো? কী ছাই কাজ তাদের এই উড়োজাহাজ দিয়ে? বড় রাস্তা থেকে কোন ফুলবাবুকে ধরে গুহার ভেতরে প্রস্তরযুগের মানুষের মুখোমুখি ছেড়ে দিতে পারলে হত। সেই লোমশ পূর্বপুরুষটি তাকে জিজ্ঞেস করত, 'এই যে এত হাজার হাজার বছর চলে গেল এর মধ্যে তোমার ভাবনাচিন্তা কতদূর কী কাজ করেছে বলতে পার?' উত্তরে ফুলবাবুটি দিশেহারা হয়ে ছটফট করতে করতে বলত, 'উ' উ', আসলে ব্যাপারটা কী জানেন আদি পুরুষ মহাশয়, মাথা ততটা না খাটিয়ে সভ্যতার ফল উপভোগ করাই আমার বেশি পছন্দ।... যদি অজ্ঞ লোকগুলোর কাছ থেকে বিপ্লবের কোন আশঙ্কা না থাকত তাহলে আমাদের পৃথিবীটা সত্যি সত্যিই সুন্দর হতে পারত। কিন্তু সব সময় একটা না একটা সংকট, এই সব বিপ্লব — এখানেই ত বিপদ! এতে ক্লান্ত হয়ে পড়তে হয়।...' এই কথার উত্তরে ফুলবাবুটির

ওপর জ্বলন্ত দৃষ্টি হেনে আদিপুরুষ বলবে, 'দ্যাখ কাণ্ড। আমার কিন্তু ভাবতেই ভালো লাগে। আমি এই এখানে বসে বসে আমার অসাধারণ চিন্তাশক্তিকে পুজো করি। আমার ইচ্ছে করে তাই দিয়ে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডটা ফুঁড়ে দেখি।' '

খিন্নভ থামল। মৃদু হেসে এক দৃষ্টে প্রস্তরযুগের গুহার আলো-আঁধারি লক্ষ করতে লাগল। মাথা ঝাঁকাল।

'গারিন আর রোলিং-এর মতলব কী? একটু সুড়সুড়ি চায় এই ত? সেটাকে তারা বিশ্বপ্রভুত্ব বলুক আর যা-ই বলুক। কিন্তু আমি বলব সুড়সুড়ি ছাড়া আর কিছুই নয়। গত যুদ্ধে* ৩ কোটি মানুষ মারা গেছে। ওরা মারার চেষ্টা করবে ৩০ কোটি। মানুষের অধ্যাত্মশক্তির নিদারুণ সংজ্ঞালোপ ঘটেছে। প্রফেসর রাইখের শুধু রোববার রোববার দুপুরের খাওয়া খান। সপ্তাহের বাদবাকি দিনগুলো তিনি জ্যাম আর মার্গারিন মাখানো দু টুকরো রুটি দিয়ে সকালের খাওয়া সারেন, দুপুরে খান নুন দিয়ে আলুসেদ্ধ। এই হল মাথার কাজের পারিশ্রমিক।... আপনি ঠিকই বলেছেন। লড়াই করতে হবে।... ঠিক আছে, আমি প্রস্তুত।'

'যন্ত্র আমাদের হাতে আসবে,' চোখ বুজে বিড়বিড় করে শেল্‌গা বলল।

'কী ভাবে কাজ শুরু করতে হবে?'

'এক্ষেত্রে যেমন হয়, গোপন অনুসন্ধানের সূত্র ধরে।'

'কাজের গতিবিধি কী হবে?'

'গারিন এখন সম্ভবত তার যন্ত্র তৈরি করতে উঠে পড়ে লেগে পড়বে। ভিল্‌ দ'আভ্রেতে তার যা ছিল সেটা একটা মডেল মাত্র। সে যদি পুরোমাত্রায় একটা যন্ত্র তৈরি করার অবকাশ পায় তাহলে তাকে ধরা খুবই কঠিন হবে। প্রথমত জানতে হবে কোথায় সে যন্ত্র তৈরি করছে।'

'এর জন্য টাকার দরকার।'

---

* প্রথম মহাযুদ্ধ। এই যুদ্ধে ১ কোটি মানুষ নিহত হয়, আহত হয় ২ কোটি; দুর্ভিক্ষ, মহামারী আর রোগে মারা যায় বহু মানুষ।

‘আজই রু্য দ্যো গ্রেনেল চলে যান, আমাদের রাষ্ট্রদূতের সঙ্গে কথা বলুন। আমি ইতিমধ্যে তাঁকে এ বিষয়ে খানিকটা জানিয়ে রেখেছি। টাকার জন্য চিন্তা নেই। এবারে দ্বিতীয় কথা — জোইয়া মোন্‌রোজকে খুঁজে বার করতে হবে। এটা খুব গুরুত্বপূর্ণ। এই মহিলা বুদ্ধিমতী, নিষ্ঠুর স্বভাবের, তার কল্পনাশক্তি বিরাট। গারিন আর রোলিংকে সে-ই একসঙ্গে ধরে বেঁধে মৃত্যুর পথে ঠেলে দিয়েছে। তারই হাতে ওদের সমস্ত কূটকৌশলের কলকাঠি।’

‘আমাকে মাফ করবেন, একজন মহিলার সঙ্গে শক্তিপরীক্ষায় নামতে আমি রাজী নই!’

‘আলেক্সেই সেমিওনভিচ, আপনার আমার চেয়ে সে বেশি শক্তি ধরে। আরও অনেক রক্তপাত ঘটিয়ে ছাড়বে সে।’

পঞ্চাশ

পরনে সাদা স্কার্ট, জাহাজী ছাঁদের খাটো কোর্তা, তার ওপর সোনার বোতাম — জোইয়া বেরিয়ে এলো ডেক-এ। সেখানে ছায়ার দিকে একটা নীচু বেতের টেবিলের ওপর তার প্রাতরাশ সাজানো।

জোইয়া টেবিলের ধারে এসে বসল। এক টুকরো রুটি ভেঙে নিয়ে অন্যমনস্কভাবে একদিকে তাকিয়ে রইল। মোটর-বোটের সাদা সরু কাঠামোটা কাকচক্ষু জলের বুকে তরতর করে ভেসে চলেছে; সমুদ্র স্বচ্ছ নীল — নির্মেঘ আকাশের চেয়ে সামান্য গাঢ় তার রং। ঝকঝকে তকতকে ধোয়ামোছা ডেক থেকে স্নিগ্ধ গন্ধ ভেসে আসছে। মৃদুমন্দ উষ্ণ বাতাস গালে আদরের ছোঁয়া দিয়ে যাচ্ছে।

সরু সরু তক্তা ঈষৎ বাঁকিয়ে তৈরি হয়েছে ডেকের পাটাতন, মাজা হলদেটে রঙ; দু'পাশে কতকগুলো বেতের বোনা চেয়ার, মাঝখানে এশিয়া মাইনরের একটা রুপোলি গালিচা পাতা, তার ওপর এখানে ওখানে পড়ে আছে জরির কিছু গদি। ক্যাপ্টেনের

মঞ্চ থেকে বোটের পাছগলুই পর্যন্ত নীল রেশমি কাপড়ের একটা চাঁদোয়া টাঙানো, সেখানে ঝুলছে নানা রকম ঝালের আর ফুত্না।

জোইয়া দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে খাবারে মনোনিবেশ করল।

মৃদু পা ফেলে হাসিমুখে এগিয়ে এলো ক্যাপ্টেন জান্সেন। নরওয়ের লোক। দাড়ি গোঁফ নিখুঁত কামানো, গোলাপী গালদুটো দেখলে মনে হয় যেন একটা বাড়ন্ত বালক। মাথার টুপিটা একটা কানের পাশে অনেকখানি হেলানো। আস্তে করে দুটো আঙুল তুলে টুপিতে ঠেকাল সে।

'গুড মর্নিং মাদাম ল্যমোল।' (ফরাসী ফ্ল্যাগ তোলা মোটর-বোটে এই নামে চলেছে জোইয়া।)

ইস্তিরি করা সাদা ধবধবে পোশাকে, ক্যাপ্টেনের সর্বাঙ্গে — একটু জবুথবু গোছের, তবে জাহাজী কায়দায় মার্জিত। জোইয়া ক্যাপ্টেনের টুপির ওপরকার সোনালি ওকপাতা থেকে শুরু করে তার পাকানো দড়ির সোল লাগানো সাদা চটিজোড়ার ওপর চোখ বুলাল। দেখে সে সন্তুষ্টই হল।

'গুড মর্নিং জান্সেন।'

'অনুমতি করেন ত জানাই, গতিপথ — উত্তর-পশ্চিম-পশ্চিমমুখী, অক্ষাংশ দ্রাঘিমাংশ (অত ডিগ্রী অত ডিগ্রী), দিগন্তে ধোঁয়া তুলছে ভিসুভিয়াস। আর এক ঘন্টারও কম সময়ের মধ্যে নেয়াপ্লস চোখে পড়বে।'

'বসুন জান্সেন।'

হাতের আন্দোলন করে সে তাকে প্রাতরাশে যোগদানের আমন্ত্রণ জানাল। জান্সেন একটা বেতের চেয়ারে বসল, তার সবল দেহের ভারে চেয়ারটা মচমচ আওয়াজ তুলল। খাবার অবশ্য খেতে রাজী হল না — ন'টার সময়ই তার খাওয়া হয়ে গেছে। ভদ্রতার খাতিরে এক পেয়ালা কফি নিল।

জোইয়া তার রোদে পোড়া মুখ আর চোখের হাল্কা রঙের পালক খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখতে লাগল — ক্যাপ্টেনের চোখে মুখে রক্তোচ্ছ্বাস খেলে গেল। কফিতে চুমুক না দিয়েই পেয়ালাটা সে টেবিলের ওপর নামিয়ে রাখল।

'ইঞ্জিনের জন্য তেল আর টাটকা জল নেওয়া দরকার,' চোখ না তুলেই সে বলল।

'বলেন কী? নেয়াপ্‌লসে থামতে হবে? ওঃ কী অসহ্য! জল আর তেলের যদি আপনার অতই দরকার হয় আমরা কিন্তু না নেমে বন্দরের বাইরে নোঙর ফেলার জায়গায় থেকে যেতে পারি।'

'বেশ তা-ই হবে মাদাম,' মৃদুস্বরে ক্যাপ্টেন বলল।

'জান্‌সেন, আপনার পূর্বপুরুষরা কি জলদস্যু ছিলেন?'

'হ্যাঁ, মাদাম।'

'ওঃ কী দারুণ! এডভেঞ্চার, পদে পদে বিপদ, খানাপিনার উদ্দাম হৈ হল্লা, সুন্দরী মেয়েদের ধরে নিয়ে আসা... আপনি যে জলদস্যু হতে পারেন নি সে কথা ভেবে আফশোস হয় না আপনার?'

জান্‌সেন চুপ করে রইল। তার চোখের পাতার কটা লোমগুলো পিটপিট করতে লাগল, কপালে ভাঁজ ফুটে উঠল।

'কী বলেন?'

'আমি ভালো মানুষ হওয়ার শিক্ষা পেয়েছি মাদাম।'

'তাতে আমার কোন সন্দেহ নেই।'

'আমার মধ্যে এমন কিছু দেখতে পেয়েছেন কি যাতে কোন বে-আইনী, রাষ্ট্রদ্রোহী কাজ আমার পক্ষে করা সম্ভব বলে আপনার মনে হতে পারে?'

'ছিঃ!' জোইয়া বলল। 'এমন একজন শক্তসমর্থ, সাহসী, চমৎকার লোক, জলদস্যুদের বংশধর — একটা খামখেয়ালি মেয়েমানুষকে গরম জলের বিশ্রী ডোবার মধ্য দিয়ে মোটর-বোটে করে ঘোরানো — এরই মধ্যে কিনা তার সমস্ত জারিজুরির শেষ! ছিঃ!'

'কিন্তু মাদাম...'

'একটা আজেবাজে কাণ্ড বাধিয়ে তুলুন জান্‌সেন। বড্ড একঘেয়ে লাগছে আমার।...'

'জে আজ্ঞে মাদাম।'

'যখন ভয়ঙ্কর ঝড় উঠবে তখন মোটর-বোটটা একখণ্ড পাথরের ওপর তুলে দেবেন।'

'যে আজ্ঞে, তাই হবে।'

'আপনি কি সত্যি সত্যিই তাই করার মতলবে আছেন নাকি?'

'যদি আপনি আজ্ঞা করেন...'

সে জোইয়ার চোখের দিকে তাকাল। জান্‌সেনের চোখে ফুটে উঠল আহত ভাব, সেই সঙ্গে আনন্দমিশ্রিত চাপা বিস্ময়। জোইয়া সামনের দিকে শরীরটা বার করে দিয়ে তার স্যাদা জামার আস্তিনে হাত রাখল।

'আমি আপনার সঙ্গে ঠাট্টা করছি না জান্‌সেন। আপনার সঙ্গে আমার পরিচয় মাত্র তিন সপ্তাহের। কিন্তু আমার মনে হয় আপনি এমন একজন লোক যিনি বিশ্বাসের মর্যাদা রাখেন (এ কথায় জান্‌সেনের চোয়াল শক্ত হয়ে এলো)। আমার মনে হয় আইনের সীমা ছাড়িয়েও আপনি কাজ করতে পারেন যদি তা জীবনের নেশা ধরিয়ে দিতে পারে আপনাকে।...'

এই সময় পালিশ করা ঝকঝকে ব্রোঞ্জের সিঁড়িতে ক্যাপ্টেনের মঞ্চ থেকে একজোড়া পা ছুটে আসতে দেখা গেল। জান্‌সেন তাড়াতাড়ি বলে উঠল:

'সময় হয়ে এসেছে মাদাম...'

সিঁড়ি বয়ে নীচে নেমে এলো ক্যাপ্টেনের সহকারী। সেলাম ঠুকে বলল:

'মাদাম লামোল, বারোটা বাজতে তিন মিনিট বাকি। এখন একটা ওয়্যারলেস কল আসবে আপনার।...'

একাত্ম

পরনের সাদা স্কার্টটা হাওয়ায় ফুলে উঠল। জোইয়া ওপরের ডেক-এ উঠে রেডিও কেবিনের দিকে চলল। চোখ কুঁচকে নোনা হাওয়ায় বুক ভরে নিঃশ্বাস নিল। কাচের মতো স্বচ্ছ সমুদ্রের বুকে লহরী খেলে যাচ্ছে, সূর্যের আলো এসে পড়ছে তার ওপর। এই উঁচু থেকে, ক্যাপ্টেনের মঞ্চ থেকে সেই আলোর রাশিকে অসীম-অপার বলে মনে হচ্ছে।

রেলিং-এর ধারে দাঁড়িয়ে জোইয়া তাকিয়ে দেখল সেই দৃশ্য, দেখে মুগ্ধ হয়ে গেল। পালের দড়ি বাঁধার খুঁটি সামনে উঁচিয়ে মোটর-বোটের সরু ছিমছাম খোলটা মৃদুমন্দ হাওয়ায় সেই জলপ্লাবিত আলোর মধ্যে উড়ে চলেছে।

জোইয়ার অন্ধকারাচ্ছন্ন পীড়াদায়ক অতীতের সবটা যেন কোথায় সরে গেল, গলে একাকার হয়ে গেল সূর্যের এই উজ্জ্বল আলোর মধ্যে।...

'আমার বয়স কম... আমার বয়স কম...' পালের দড়ি বাঁধার খুঁটি সামনে সূর্যের দিকে উঁচিয়ে আছে। মোটর-বোটের ডেক-এর ওপর দাঁড়িয়ে থাকতে থাকতে জোইয়ার মনে হল, 'আমি সুন্দরী, আমি ভালোমানুষ।'

বাতাস তার ঘাড়ে পিঠে মুখে আদরের হাত বুলিয়ে যাচ্ছে। জোইয়া আনন্দে আত্মহারা হয়ে উঠল, সুখের প্রবল বাসনায় মনটা তার ভরে উঠল। অনেক কষ্টে আলো আকাশ আর সমুদ্রের দিক থেকে চোখ ফিরিয়ে নিল সে, দরজার ঠাণ্ডা হাতল ঘুরিয়ে যে কাচের কেবিনটার ভেতরে সে ঢুকল, সেখানে সূর্যের দিককার পর্দাগুলো নামানো। হেডফোনটা তুলে নিল সে, কনুইদুটো টেবিলে ঠেকাল, দু'হাতের আঙুলে চোখ ঢাকল।

জাহাজের ঘড়ির ঘণ্টার মতো একসঙ্গে দুটো করে আওয়াজ তুলে ক্রনোমিটারে বারোটার ঘণ্টা বাজল। শামিয়ানার তলার চেয়ার ছেড়ে তার ওঠার পর সময় গেছে মাত্র তিন মিনিট।

জোইয়া হাতলে আঙুল ঠেকাল, বাঁ দিকে হাতল ঘুরিয়ে একশ' সাঁইত্রিশ দশমিক পাঁচ মিটার তরঙ্গে বেতার যন্ত্রটাকে বাঁধল। সঙ্গে সঙ্গে হেডফোনের শূন্য কালো গহ্বর ভেদ করে ভেসে এলো রোলিং-এর ধীর, কর্কশ কণ্ঠস্বর:

'মাদাম লামোল, মাদাম লামোল, মাদাম লামোল... শুনতে পাচ্ছেন? আপনি কি শুনতে পাচ্ছেন?'

'হ্যাঁ হ্যাঁ, শুনতে পাচ্ছি, শান্ত হও,' ফিসফিস করে জোইয়া বলল।

'...আপনার সব ঠিকঠাক চলছে ত? কোন রকম বিপদ-আপদ ঘটে নি ত? আপনার কিছু চাই কি? রোজকার মতো

আজও একই সময় আপনার গলা শ্বনতে পেলে খ্বশি হব।... বরাবর যেমন পাঠান সেই একই দৈর্ঘ্যে তরঙ্গ পাঠাবেন।... এগারো ডিগ্রী প্বের দ্রাঘিমারেখা আর চল্লিশ ডিগ্রী উত্তরের অক্ষরেখা থেকে বেশি দ্বরে যাবেন না, মাদাম লামোল। বলা যায় না, শিগগিরই হয়ত আমাদের আবার দেখা হবে। আমাদের সব ঠিক আছে। অতি চমৎকার! যার চুপ করে থাকার কথা সে চুপ করে আছে। নিশ্চিন্ত থাকুন, আপনার মঙ্গল হোক, যাত্রাপথ নির্বিঘ্ন হোক।...'

জোইয়া হেডফোন খ্বলল। তার কপালে ভাঁজ ফুটে উঠল। ক্রনোমিটারের কাঁটার দিকে তাকাল সে, তারপর দাঁতে দাঁত চেপে অস্ফুট স্বরে বলল, 'ঘেন্না ধরে গেল!' বেতারে নিত্য এই প্রেম নিবেদন তাকে ভয়ংকর ক্ষিপ্ত করে তোলে। রোলিং তাকে শান্তিতে থাকতে দিচ্ছে না, শান্তিতে থাকতে দিতে চায় না।... 'নিশ্চিন্ত থাকুন, আপনার মঙ্গল হোক, যাত্রাপথ নির্বিঘ্ন হোক...' যতক্ষণ পর্যন্ত রোলিংকে রোজ ঘড়ঘড়ে গলায় এই কথাগ্বলো বলার স্বযোগ জোইয়া দিচ্ছে ততক্ষণ যে কোন অপরাধ করার জন্য সে প্রস্তুত।

বায়ান্ন

ভিল্ দ'আভ্রে ও ফঁতেনেব্ল্'র হত্যাকাণ্ড এবং অতঃপর গারিনের সঙ্গে মোটরগাড়িতে চন্দ্রালোকিত জনশ্বন্য বড় রাস্তার ওপর দিয়ে হাভ্রের দিকে পাগলের মতো ছোটা — এই ঘটনার পর রোলিং-এর সঙ্গে জোইয়ার দেখা হয় নি। সেই রাতে রোলিং তাকে লক্ষ্য করে গ্বলি ছ্বঁড়েছিল, তাকে অপমান করার চেষ্টা করেছিল, কিন্তু পরে শান্ত হয়ে আসে। জোইয়ার মনে হচ্ছিল সেই সময় ঘাড় গ্বঁজে গাড়িতে বসে থেকে রোলিং যেন নীরবে চোখের জলও ফেলেছিল।

হাভ্রেতে সে রোলিং-এর 'আরিজোনা' মোটর-বোটে ওঠে, ভোরবেলায় চলে আসে বিস্কে উপসাগরে। লিসবনে জোইয়া

মাদাম লামোলের নামে পরিচয়পত্র এবং আনুষঙ্গিক কাগজপত্র পায়। পশ্চিমদেশের সবচেয়ে বিলাসবহুল একটা প্রমোদতরীর মালিক হয়েছে সে। লিসবন ছেড়ে 'আরিজোনা' প্রবেশ করেছে ভূমধ্যসাগরে, তখন থেকে ইতালির উপকূলভাগ ধরে এগারো ডিগ্রী পূর্ব দ্রাঘিমাংশ আর চল্লিশ ডিগ্রী উত্তর অক্ষাংশের মধ্যে ঘোরাফেরা করছে।

প্যারিসের উপকণ্ঠবর্তী মেদোনে রোলিং-এর যে ব্যক্তিগত বেতারকেন্দ্র আছে তার মারফত অনতিবিলম্বে 'আরিজোনার' সঙ্গে তার সংযোগ স্থাপিত হয়েছে। ক্যাপ্টেন জান্‌সেন যাত্রার সমস্ত খুঁটিনাটি রোলিংকে জানাত। রোলিং রোজ জোইয়াকে বেতারে ডাকত। জোইয়া তাকে নিজের 'মন মেজাজের' খবর দিত। এই রকম একঘেয়েমির মধ্যে দিন দশেক কেটে গেল। এমন সময় একদিন 'আরিজোনার' বেতার যন্ত্রে স্বল্প ব্যবধানের ধ্বনিতরঙ্গে ধরা পড়ল দুর্বোধ্য ভাষায় এক বার্তা। জোইয়াকে জানানো হল। যে কণ্ঠস্বর সে শুনতে পেল তাতে তার বুকের স্পন্দন থেমে যাওয়ার মতো অবস্থা হল।

'জোইয়া, জোইয়া, জোইয়া...'

কাচের গায়ে ধাক্কা খাওয়া একটা বিশাল নীল মাছির মতো ভোঁ ভোঁ আওয়াজ করে হেডফোনের ভেতরে বাজতে লাগল গ্যারিনের কণ্ঠস্বর। কয়েকবার জোইয়ার নাম ধরে সে ডাকল তারপর একটু থেমে বলল, 'আজ রাত একটা থেকে তিনটের মধ্যে আমার কথার উত্তর দিও।'

তারপর আবার: 'জোইয়া, জোইয়া, জোইয়া।... সাবধান, সাবধান...'

সেই রাতেই অন্ধকার সমুদ্রের বুকে, নিদ্রাচ্ছন্ন ইউরোপের মাথার ওপর, এশিয়া মাইনরের প্রাচীন ধ্বংসস্তূপের ওপরে, শুষ্কবিশুষ্ক উদ্ভিদের ধূলিকণা আর কাঁটাগাছে ঢাকা আফ্রিকার সমভূমির বুকে বেতার তরঙ্গ উড়িয়ে নিয়ে চলল এক নারীকণ্ঠ:

'একটা থেকে তিনটের মধ্যে যে উত্তর চেয়েছিল তাকে বলছি...'

কথাগুলো জোইয়া কয়েকবার উচ্চারণ করল, তারপর বলল:

'আমি তোমাকে দেখতে চাই। পাগলামি বল আর যাই বল। ইতালির যে কোন একটা বন্দরের নাম বল।... আমাকে নাম ধরে ডাকতে হবে না, তোমার গলার স্বরে আমি তোমায় চিনতে পারব।...'

সেই রাত্রে, ঠিক সেই মুহূর্তে, জোইয়া যখন হন্যে হয়ে বেতারে বারবার গারিনকে এই আশায় ডেকে চলেছে যে গারিন ইউরোপ এশিয়া বা আফ্রিকার যেখানেই থাকুক না কেন, 'আরিজোনার' তড়িৎ চুম্বকীয় তরঙ্গ সে ধরতে পারবে, তখন দু হাজার কিলোমিটার দূরে প্যারিসে রোলিং যেখানে পালঙ্কে লেপমুড়ি দিয়ে ঘুমুচ্ছে তার পাশের নাইট টেবিলে ঝনঝন করে টেলিফোন বেজে উঠল।

রোলিং এক লাফে বিছানা ছেড়ে উঠে রিসিভার তুলে ধরল। অন্য প্রান্ত থেকে শোনা গেল সেমিওনভের ব্যস্তসমস্ত কণ্ঠস্বর:

'রোলিং, জোইয়া কথা বলছে।'

'কার সঙ্গে?'

'ভালো শোনা যাচ্ছে না। যার সঙ্গে কথা বলছে তার নাম উচ্চারণ করছে না।'

'ঠিক আছে, শুনতে থাকুন। কাল রিপোর্ট দেবেন।'

রোলিং রিসিভার নামিয়ে আবার শুয়ে পড়ল, কিন্তু ঘুম তার ততক্ষণে চটে গেছে।

সেমিওনভের কাজটা সহজ ছিল না: ফক্সট্রট নাচের বাজনা, বিজ্ঞাপনের ঢক্কানিনাদ, গির্জার ভজন, আন্তর্জাতিক রাজনীতির বিবরণ, অপেরা, সিম্ফনি, শেয়ার বাজারের খবর, বিখ্যাত হাস্যরসিকদের চুটকি — ইউরোপের ওপর দিয়ে যা ঝঞ্ঝাবেগে ছুটে চলেছে, তারই মাঝখান থেকে জোইয়ার ক্ষীণ কণ্ঠস্বর উদ্ধার করা — এই ছিল তার কাজ।

এর জন্য সেমিওনভকে দিন রাত মেদোনে বসে থাকতে হত। জোইয়ার কণ্ঠস্বরের মাত্র কয়েকটি শব্দ সে উদ্ধার করতে সমর্থ হল। কিন্তু রোলিং-এর ঈর্ষা উদ্রেক করার পক্ষে এটাই ছিল যথেষ্ট।

ফঁতেনেব্লু-র রাতের ঘটনার পর থেকে রোলিং-এর মনমেজাজ

খুবই খারাপ। শেল্গা বেঁচে আছে — তার মানে রোলিং-এর মাথার ওপর ভয়ঙ্কর বিপদের খাঁড়া ঝুলছে। যাকে রোলিং একটা নিগ্রোর মতো গাছের ডালে লটকাতে পারলে খুশি হত সেই গারিনের সঙ্গে তাকে চুক্তি সই করতে হয়েছে। এই আঁতাতের চেয়ে মৃত্যু ভালো, মশানে মরাও ভালো বিবেচনা ক'রে রোলিং হয়ত তখনও জেদ ধরে বসে থাকত, কিন্তু জোইয়া তার ইচ্ছাশক্তিকে ভেঙে দিল। গারিনের সঙ্গে আপস করে রোলিং আসলে সময় বাঁচাচ্ছিল, তার মনে ক্ষীণ আশা ছিল যে ছিটগ্রস্ত মহিলাটি হয়ত একদিন তার ভুল বুঝতে পেরে অনুশোচনা করবে, ফিরে আসবে।... রোলিং-এর চুক্তির একটি শর্ত ছিল জোইয়াকে দীর্ঘ দিনের জন্য মোটর-বোটে ঘুরে বেড়াতে হবে। (সাক্ষ্যপ্রমাণ লোপে করার জন্য এটা একান্ত দরকার ছিল।) তার আশা ছিল বেতারে রোজ কথাবার্তা বলে সে জোইয়ার বিশ্বাস উৎপাদন করতে পারবে, তার বিবেকবুদ্ধিকে জাগ্রত করতে পারবে, নিজের দিকে টানতে পারবে তাকে। এই আশা রোলিং-এর জীবনে সম্ভবত সবচেয়ে বড় মূর্খামি ছিল।

গারিনের সঙ্গে চুক্তি অনুযায়ী রোলিং অবিলম্বে 'কেমিক্যাল ফ্রণ্টে সর্বাত্মক আক্রমণ' শুরু করে দিল। যেদিন জোইয়া হাভ্রেতে 'আরিজোনায়' চেপে বসল সেদিন রোলিং ট্রেনে প্যারিসে ফিরে আসে। সে পুলিশকে জানাল যে হাভ্রেতে গিয়েছিল, ফিরতি পথে, রাত্রে গুণ্ডারা তার ওপর হামলা করে (সংখ্যায় তিনজন, রুমালে মুখ ঢাকা)। তারা তার টাকাপয়সা ও মোটরগাড়ি ছিনতাই করে। (ইতিমধ্যে গারিন, আগে যেমন ঠিক করা হয়েছিল সেই অনুযায়ী রোলিং-এর গাড়ি চালিয়ে পশ্চিম থেকে পূবে গিয়ে ফ্রান্স পেরিয়ে যায়, লুক্সেমবার্গের সীমানার ভেতরে ঢুকে পড়ে, সেখানে ঢোকার পর প্রথম যে নালাটা পড়ে তার ভেতরে মোটরগাড়িটা ডুবিয়ে দেয়।)

'কেমিক্যাল ফ্রণ্টে আক্রমণ' শুরু হয়ে গেল। প্যারিসের খবরের কাগজগুলোতে সাংঘাতিক হুলস্থুল পড়ে গেল। 'ভিল্ দ'আভ্রেতে ট্র্যাজিডির প্রহেলিকা', 'ফ'তেনেব্লু পার্কে জনৈক রুশ নাগরিকের উপর রহস্যজনক আক্রমণ', 'রসায়ন শিল্পপতির

উপর নির্লজ্জ ডাকাতি', 'ইউরোপে কোটি কোটি মার্কিন মুদ্রার বিনিয়োগ', 'জার্মান জাতীয় শিল্পোদ্যোগের বিনাশ', 'রোলিং না মস্কো?' — সব মিলিয়ে বেশ চালাকি খাটিয়ে কৌশলে তালগোল পাকিয়ে এমন একটা পিণ্ড তৈরি করা হল যে বলাই বাহুল্য তাতে যে-কোন কূপমণ্ডূকের — বিশেষত একজন শেয়ার হোল্ডারের গলা আটকে যাওয়া বিচিত্র নয়। শেয়ারে বাজারের ভিত পর্যন্ত নড়ে উঠল। সেখানে ধূসর সারির মাঝখানে ব্ল্যাকবোর্ডগুলোর ওপর বিকারগ্রস্ত হাতে খড়িমাটি দিয়ে পড়ন্ত বাজার দর লিখে মোছা হচ্ছিল, পরক্ষণেই আবার লেখা হচ্ছিল, তারই ধারেকাছে লোকজন উদ্‌ভ্রান্তের মতো ছুটোছুটি করে বেড়াচ্ছে, গলা ফাটাচ্ছে — তাদের চোখগুলো যেন ঠেলে বেরিয়ে আসতে চায়, মুখে ফেনা জমে উঠেছে।

কিন্তু এ হল চুনোপুঁটি মাছদের খাবি খাওয়া — এসবই তামাসামাত্র। রাঘব বোয়াল শিল্পপতি আর ব্যাঙ্কাররা কিন্তু শেয়ারের থলে চেপে গ্যাঁট হয়ে বসে রইল। মহিষাসুর রোলিং-এর শিঙের গুঁতোয়ও তাদের কুপোকাত করা সহজ হল না। আরও গুরুতর এই অপারেশনের জন্যই গারিনের দিক থেকে আঘাত হানার প্রস্তুতি চলছিল।

শেল্‌গা ঠিকই ধরেছিল — গারিন জার্মানিতে বসে তার মডেলের অনুসরণে যন্ত্র তৈরি করার জন্য 'উঠে পড়ে' লেগেছে। এ শহর ও শহর ঘুরে ঘুরে নানা ফ্যাক্টরিতে সে যন্ত্রের বিভিন্ন অংশের ফরমাস দিতে লাগল। কোলনের এক সংবাদপত্রের ব্যক্তিগত বিজ্ঞাপনের বিভাগ মারফত সে প্যারিসের সঙ্গে যোগাযোগ রাখতে লাগল। এদিকে রোলিংও প্যারিসের একটা শস্তার খবরের কাগজে দু তিন ছত্রের বিজ্ঞাপন ছাড়তে লাগল: 'এনিলাইনের উপর বিশেষভাবে মনোনিবেশ করুন...', 'প্রতিটি দিন মূল্যবান, অর্থব্যয়ে কুণ্ঠিত হইবেন না...', ইত্যাদি।

গারিন উত্তর দিত: 'যথাসময়ের পূর্বেই সমাধিত হইবে...', 'স্থানের সন্ধান মিলিয়াছে...', 'শুরু করিলাম...', 'অপ্রত্যাশিত কারণবশত বিলম্ব...'।

রোলিং: 'উদ্বেগের মধ্যে রহিয়াছি, নির্দিষ্ট দিনের উল্লেখ করুন।...'

গারিন: 'চুক্তিপত্র স্বাক্ষরিত হইবার পর পঁয়ত্রিশ দিন গণনা করুন।...'

তার এই শেষ বার্তাটি সময়ের দিক থেকে রোলিংকে করা সেমিওনভের নৈশ টেলিফোন কলের সঙ্গে মোটামুটিভাবে মিলে গেল। রোলিং খাপ্পা হয়ে উঠল — বুঝতে পারল তাকে নাকে দড়ি দিয়ে ঘোরানো হচ্ছে। অন্য সব কথা ছেড়ে দিলেও 'অ্যারিজোনার' সঙ্গে গোপন যোগাযোগ বিপজ্জনক। কিন্তু পরদিন মাদাম লামোলের সঙ্গে কথা বলার সময় ঘুণাক্ষরেও সে নিজেকে ধরা দিল না।

এখন অনিদ্রার মুহূর্তগুলোতে রোলিং নতুন করে তার মারাত্মক শত্রুর সঙ্গে খেলার চাল ভাবতে থাকে। ভাবতে ভাবতে নিজের গলদ সে খুঁজে বার করে। গারিন আসলে ততটা সুরক্ষিত নয়। জোইয়াকে ভ্রমণে ছেড়ে দিতে রাজী হওয়া তার একটা ভুল — খেলার ভাগ্য নির্ধারিত হয়ে গেছে। রোলিং তাকে 'আরিজোনার' ডেক-এ মাত করবে।

তেপান্ন

কিন্তু রোলিং যা ভেবেছিল, 'আরিজোনার' ডেক-এ ঘটনা আদৌ সেরকম ছিল না। জোইয়াকে রোলিং একজন বুদ্ধিমতী, ধীরস্থির বিচক্ষণ স্বভাবের, ঠাণ্ডা মাথার বিশ্বস্ত নারী বলে মনে করে এসেছে। রোলিং জানত নারীসুলভ দুর্বলতার প্রতি জোইয়ার কী অপরিসীম বিতৃষ্ণা। এই কপর্দকশূন্য ভবঘুরে গুণ্ডা গারিন সম্পর্কে তার মোহ যে বেশি দিন স্থায়ী হতে পারে এটা রোলিং ধারণাই করতে পারে না। ভূমধ্যসাগরে ভালো করে একবার ঘুরে এলে তার মাথা নির্ঘাৎ সাফ হয়ে যাবে।

হাভ্রেতে জোইয়া যখন মোটর-বোটে চড়ে তখন বাস্তবিকই সে ছিল একটা ঘোরের মধ্যে। সমুদ্রবক্ষে কয়েক দিনের

নিঃসঙ্গতায় তার মনের শান্তি ফিরে আসে। তার নিদ্রাভঙ্গ হয় সুনীল আলো আর জলের ঝলকানির মাঝে, অনন্তের মতো প্রশান্ত তরঙ্গরাশির কল্লোলের তালে তালে তার সারা দিন কাটে, আবার ঘুমিয়ে পড়ে সে। তার সেই নোংরা ঘরটা, লেনুয়ারের দাঁত বার করা মৃতদেহ, তার কাচের মতো চোখজোড়া, হংসচঞ্চুর বুকে আড়াআড়ি জ্বলন্ত আগুন আর ধোঁয়ার একটা রেখা খেলে যাওয়ার দৃশ্য, ফঁতেনেব্লু-র বনের মাঝখানে একটা স্যাঁতসেঁতে ফাঁকা জায়গা আর রোলিং-এর আকস্মিক গুলি ছোঁড়া — যেন একটা পাগলা কুকুরকে গুলি করে মারতে যাচ্ছে — এসব কথা মনে করতে করতে বিতৃষ্ণায় তার সর্বাঙ্গ শিউরে উঠল।...

কিন্তু তবু রোলিং যা আশা করেছিল তা হল না — জোইয়ার মাথা সাফ হল না। স্বপনে জাগরণে সে দেখতে লাগল কোথাকার যেন আশ্চর্য কতকগুলো দ্বীপ, শ্বেতপাথরের পুরী — সেখান থেকে সোপানশ্রেণী নেমে গেছে সাগরের দিকে।... সুন্দর সুন্দর লোকজনের ভিড়, বাজনা বাজছে, ধ্বজা উড়ছে।... আর সে — সেই কাল্পনিক জগতের সম্রাজ্ঞী।...

নীল শামিয়ানার নীচে আরাম চেয়ারে বসে বসে তার স্বপ্ন আর আকাশ কুসুম কল্পনা ভিল্ দ'আভ্রেতে গারিনের সঙ্গে তার কথাবার্তার (হত্যাকাণ্ডের এক ঘণ্টা আগে) জের। পৃথিবীতে গারিনই একমাত্র ব্যক্তি যে তাকে এই মুহূর্তে বুঝতে পারে। কিন্তু লেনুয়ারের কাচের মতো চোখ আর হংসচঞ্চু গ্যাস্টনের হাঁ করা বীভৎস মুখের স্মৃতি তার সঙ্গে জড়িত।

এই কারণেই রিসিভারে হঠাৎ গারিনের অদ্ভুত কণ্ঠস্বর শোনা গেলে জোইয়ার বুকের স্পন্দন থেমে গিয়েছিল।... এর পর থেকে জোইয়া রোজ তাকে ডাকে, তাকে অনুনয় বিনয় করে, শাসায়। সে তাকে দেখতে চায়, আবার ভয়ও করে তাকে। গারিনকে তার মনে হত সমুদ্র ও আকাশের শুচিস্নিগ্ধ নীলিমার বুকে যেন একটা কলঙ্ক।... জোইয়ার দরকার জাগরস্বপ্নের কথা তাকে বলা, তার জানা দরকার কোথায় গারিনের সেই বৈদূর্য বলয়। জোইয়া মোটর-বোটের ভেতরে ছটফট করতে থাকে, ক্যাপ্টেন জান্‌সেন ও তার সহকারীর মনের শান্তি কেড়ে নেয়।

গারিন উত্তর দেয়:

'... সবুর কর। তুমি যা চাও তা-ই হবে। শুধু ইচ্ছেটা করতে জানা চাই। বাসনা কর, বাসনায় কাতর হও — তাহলে ভালো বলতে হবে। এই ত চাই, সেই জন্যই ত তোমাকে চাই। তোমাকে ছাড়া আমার এই উদ্যোগের কোন অর্থ নেই।'

এই ছিল তার শেষ বেতার বার্তা, আগেরগুলোর মতোই এটাও রোলিং ধরে ফেলে। ঠিক কোন্ দিন মোটর-বোটে তার জন্য অপেক্ষা করতে হবে — আজ সে তার এই প্রশ্নের উত্তরের প্রত্যাশায় ছিল। ডেক-এ বেরিয়ে রেলিং-এ কনুই ঠেকিয়ে দাঁড়াল সে। মোটর-বোট ধীর গতিতে চলেছে। বাতাস পড়ে এসেছে। পুব দিকে ডাঙা তখনও চোখে পড়ছে না, কিন্তু মাটি থেকে ভাপ উঠতে দেখা যাচ্ছে, ভিসুভিয়াসের মাথার ওপর জমে আছে ছাই ছাই ধোঁয়ার কুণ্ডলী।

ক্যাপ্টেনের মঞ্চে দাঁড়িয়ে ছিল জান্‌সেন, হাতে দূরবীন ধরা। দূরবীনসুদ্ধ হাতটা সে নামাল। জোইয়া উপলব্ধি করল জান্‌সেন মন্ত্রমুগ্ধের মতো তাকে দেখছে। আর না দেখেই বা উপায় কী, যখন ধরণী ও সমুদ্রের সমস্ত আশ্চর্য বস্তু সৃষ্টি হয়েছে একমাত্র এই উদ্দেশ্যে যাতে তা উপভোগ করতে পারেন মাদাম লামোল, যিনি দুগ্ধ ফেননিভ নীলাভ অতলস্পর্শিতার সামনে রেলিং ঘেঁসে দাঁড়িয়ে আছেন!

'এদিকে আসুন জান্‌সেন।'

জোইয়ার কথায় উত্তপ্ত ডেক-এর ওপর মৃদু ভঙ্গিতে লম্বা লম্বা পা ফেলে এগিয়ে এলো জান্‌সেন।

'জান্‌সেন, আপনার কি মনে হয় না আমার মাথার গণ্ডগোল আছে?'

'আমার তা মনে হয় না মাদাম লামোল, আপনি আমাকে যে-কোন হুকুমই দেন না কেন, কখনও তা মনে হবে না।'

'ধন্যবাদ। আমি আপনাকে দেবী জোইয়া পুণ্যব্রতীসংঘের মহাধ্যক্ষ খেতাব দিলাম।'

জান্‌সেনের চোখের পাতার ফেকাসে রঙের লোমগুলো পিটপিট করতে লাগল, তারপর সে টুপিতে হাত ঠেকিয়ে কুর্নিশ

করল, হাত নামাল, আবার চোখ পিটপিট করল। জোইয়া হেসে উঠল, জান্‌সেনের ঠোঁটের কোনায় হাসি খেলে গেল।

'জান্‌সেন, যে বাসনা পূর্ণ হওয়ার কথা কেউ কখনও স্বপ্নেও ভাবতে পারে না তা সফল করে তোলার একটা সুযোগ দেখা দিয়েছে।... এরকম একটা ঝাঁ ঝাঁ গরমের দুপুরে একজন মহিলার পক্ষে যতটা ভেবে বার করা সম্ভব আর কি।... কিন্তু তার জন্য লড়াই করতে হবে।...'

'জে আজ্ঞে...' জান্‌সেন সংক্ষেপে উত্তর দিল।

''আরিজোনার' ঘণ্টায় গতিবেগ কত?'

'চল্লিশ পর্যন্ত।'*

'খোলা সমুদ্রে কী ধরনের বোট তার সঙ্গে পাল্লা দিতে পারে?'

'খুবই কম।'

'অনেক সময়ের পিছু ধাওয়ার মধ্য দিয়ে কেটে বেরিয়ে আসতে হবে আমাদের।'

'তাহলে কি জ্বালানি তেলের পুরোমাত্রায় মজুদ রাখতে বলেন?'

'হ্যাঁ। টিনের খাবার দাবার, টাটকা খাবার জল, শ্যাম্পেন সঙ্গে রাখবেন। আমরা খুব বিপজ্জনক একটা উদ্যোগ নিতে চলেছি, ক্যাপ্টেন জান্‌সেন।'

'জে আজ্ঞে।'

'কিন্তু শুনে রাখুন, জয় আমাদের হবেই।'

ঢুং করে একটা ঘণ্টা পড়ার আওয়াজ হল — সাড়ে বারোটা বাজল। বেতারের কেবিনে গিয়ে ঢুকল জোইয়া। টেবিলের সামনে বসে সে রিসিভার যন্ত্রের হাতল ঘোরাল। কোথা থেকে যেন ফক্সট্রট নাচের কয়েকটা তাল ভেসে এলো।

ভুরু কুঁচকে সে ক্রনোমিটারের দিকে তাকাল। গারিনের কোন সাড়াশব্দ নেই। কাঁপা কাঁপা আঙুলে হাতল চেপে ধরে সে আবার হাতল ঘোরাতে লাগল।

---

* চল্লিশ সামুদ্রিক মাইল, অর্থাৎ ১·৪৫২ কিলোমিটার।

...এমন সময় একটা অজানা কণ্ঠস্বর তার ঠিক কানের ভেতরে ধীরে ধীরে রুশ ভাষায় বলল :

'...প্রাণের মায়া যদি থাকে তাহলে... শুক্রবার নেয়াপ্‌লসে নেমে পড়ুন... শনিবার দুপুর পর্যন্ত খবরের জন্য হোটেল 'স্প্লেন্‌ডিডে' অপেক্ষা করুন।'

এটা ছিল চারশ' একুশ মিটার দীর্ঘ ধ্বনিতরঙ্গে পাঠানো কোন এক বার্তার শেষ অংশ। এই স্টেশনই গারিন বরাবর ব্যবহার করে আসছিল।

চুয়ান্ন

শেল্‌গা যেখানে শুয়ে আছে এই নিয়ে পর পর তিন রাত হল কার্মেলাইট সিস্টার সেই ঘরের জানলার খড়খড়ি বন্ধ করতে ভুলে যাচ্ছিল। প্রত্যেকবারই শেল্‌গা তাকে মনে করিয়ে দিয়েছে। ভাঁজ করা খড়খড়ির দুটো পাল্লা যাতে ঠিকমতো ছিটকিনি দিয়ে বন্ধ থাকে সেদিকে সে নজর রেখেছে।

এই তিন সপ্তাহের মধ্যে শেল্‌গার স্বাস্থ্যের এতদূর উন্নতি হয়েছে যে এখন সে খাট ছেড়ে উঠে জানলার ধারে জমকাল পাতাবাহার গাছের ডালগুলোর কাছে বসতে পারে, তাকিয়ে তাকিয়ে দেখতে পারে বাগানের দোয়েল পাখিগুলোকে, জল ছিটানোর সময় লন্‌-এর মাঝখানে জলকণা আর ধূলিকণায় মিশে রামধনুর খেলা।

এখান থেকে হাসপাতালের ছোট্ট বাগানটা পুরোপুরি চোখে পড়ে। মজবুত ইটের প্রাচীর তার চারদিকে। অষ্টাদশ শতকে এই জায়গাটা ছিল মঠের সম্পত্তি। ফরাসী বিপ্লবের সময় সেই মঠ ধ্বংস হয়। কৌতূহলী চোখের প্রতি সাধু সন্ন্যাসীদের বিতৃষ্ণা আছে। তাই প্রাচীরটা উঁচু, তার মাথা জুড়ে আগাগোড়া ঝকঝক করছে ভাঙা কাচের টুকরো।

ওপাশ থেকে সিঁড়ি লাগিয়ে তবেই প্রাচীর টপকানো সম্ভব। হাসপাতালের সীমান্তবর্তী গলিঘুঁজিগুলো নিস্তব্ধ ও নির্জন বটে,

কিন্তু রাস্তার আলোগুলো সেখানে এত উজ্জ্বল হয়ে জ্বলে এবং নিস্তব্ধতার মধ্যে দেয়ালের ওপাশ থেকে এত ঘনঘন পুলিশের পায়ের শব্দ ভেসে আসে যে সিঁড়ি লাগানোর কোন প্রশ্নই উঠতে পারে না।

বলাই বাহুল্য ভাঙা কাচের টুকরোগুলো না থাকলে যে কোন চটপটে লোক সিঁড়ি ছাড়াই প্রাচীর ডিঙোতে পারত। রোজ সকালে শেল্‌গা পর্দার আড়াল থেকে গোটা প্রাচীরটা, প্রাচীরের প্রতিটি ইঁট খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখত। কেবল এই দিক থেকেই বিপদের আশঙ্কা। রোলিং-এর পাঠানো লোক হাসপাতালের ভেতর থেকে ঝুঁকি নেবে বলে মনে হয় না। কিন্তু যে কোন ভাবেই হোক না কেন খুনি যে আসবেই, এ বিষয়ে শেল্‌গার কোন সন্দেহ ছিল না।

এখন সে অপেক্ষা করতে লাগল কবে ডাক্তার তাকে পরীক্ষা করে দেখে হাসপাতাল থেকে ছাড়বে। এ সম্পর্কে না জানার কিছু নেই। ডাক্তার সচরাচর সপ্তাহে পাঁচ বার আসত। কিন্তু এবারে দেখা গেল ডাক্তার অসুস্থ। শেল্‌গাকে বলা হল বড় ডাক্তারের অনুমতি ছাড়া তাকে ছাড়া যাবে না। সে কোন প্রতিবাদ করার চেষ্টা পর্যন্ত করল না। সোভিয়েত দূতাবাসে সে জানিয়ে দিয়েছিল তাকে যেন ওখান থেকে খাবার পাঠানো হয়। হাসপাতালের সুপ সে কলতলায় ঢেলে দিত, রুটি পাখিদের খেতে দিত।

শেল্‌গা জানত যে রোলিংকে একমাত্র সাক্ষীর হাত থেকে রেহাই পেতেই হবে। শেল্‌গার উত্তেজনা এত বেড়ে গেল যে এখন সে প্রায় ঘুমোয়ই না। কার্মেলাইট সিস্টারটি তাকে খবরের কাগজ এনে দিত, সারাদিন সে কাঁচি নিয়ে কাজ করত, খবরের কাগজের কাটিং নিয়ে চর্চা করত। খ্লিনভকে সে হাসপাতালে আসতে মানা করে দিয়েছে। (ভোল্‌ফ জার্মানির রাইনল্যাণ্ডে আছে, সেখানে জার্মান এনিলাইন কোম্পানির সঙ্গে রোলিং-এর লড়াই সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ করছে।)

সকালে রোজকার মতো জানলার কাছে এগিয়ে গিয়ে শেল্‌গা বাগানের ওপর চোখ বুলাল। পরমুহূর্তেই সরে এলো পর্দার

আড়ালে। যা দেখতে পেল তাতে সে বরং খুশিই হল। যাক, শেষকালে এসেছে! বাগানের উত্তর দিকে লাইমগাছে অর্ধেক ঢাকা পড়ে আছে দেয়ালের গায়ে ঠেকানো একটা মই, যেটা বাগানে মালির কাজে লাগে। মইয়ের মাথার দিকটা দেয়ালের ভাঙা কাচের সারির গজখানেক ওপরে উঁচিয়ে আছে।

'হারামজাদারা বেশ ধূর্ত!' শেল্‌গা বলে উঠল।

এখন অপেক্ষা করা ছাড়া আর উপায় নেই। সমস্ত ভেবেচিন্তে ঠিক করে রেখেছে সে। তার ডান হাতটায় অবশ্য আর ব্যাণ্ডেজ নেই, কিন্তু তা হলেও এখন পর্যন্ত দুর্বল। বাঁ হাতটা ভেতরে একটা ফলক দিয়ে প্লাস্টারে মোড়া, সিস্টার তার সঙ্গে একটা ব্যাণ্ডেজ বেঁধে শক্ত করে বুকে এ'টে দিয়েছে। প্লাস্টার করা বাঁ হাতটার ওজন অন্তত পনেরো পাউণ্ড হবে। এটাই ছিল তার একমাত্র অস্ত্র যা দিয়ে সে আত্মরক্ষা করতে পারে।

চতুর্থ রাত্রে সিস্টার যখন আবার জানলার খড়খড়ি বন্ধ করে তুলতে গেল তখন শেল্‌গা আর প্রতিবাদ করল না। নয়টা থেকে সে ঘুমানোর ভান করে পড়ে থাকল। হাসপাতালের দুটো তলারেই জানলার খড়খড়ি বন্ধ হওয়ার আওয়াজ সে শুনতে পেল। কিন্তু এবারেও তার জানলা হাঁ খোলা রয়ে গেল। বাতি নিভে যাওয়ার পর সে এক লাফে বিছানা ছেড়ে উঠে পড়ল, দুর্বল ডান হাত আর দাঁত দিয়ে বাঁ হাত আটকে রাখা ব্যাণ্ডেজের পাক খুলতে লাগল।

মাঝে মাঝে নিঃশ্বাস বন্ধ করে থমকে দাঁড়িয়ে সে কান পেতে শোনার চেষ্টা করল। শেষ পর্যন্ত হাতটা বাঁধন থেকে আলগা হয়ে ঝুলতে লাগল। হাতটা অর্ধেক পর্যন্ত ভাঁজ করা যায়। রাস্তার বাতিতে আলোকিত বাগানের ভেতরে একবার উঁকি মারল — মইটা লাইম গাছের পেছনে, আগের জায়গাতেই দাঁড় করানো আছে। লেপটাকে গুটিয়ে সে বিছানার চাদরের তলায় এমনভাবে গুঁজে রাখল যে আধা অন্ধকারে দেখলে মনে হতে পারে খাটে বুঝি কেউ শুয়ে আছে।

জানলার বাইরে নিস্তব্ধ, কেবল পাতা থেকে জল পড়ার টুপটাপ আওয়াজ শোনা যাচ্ছে। প্যারিসের মাথার ওপরে কালো

মেঘের ভেতরে বেগনী আলোর একটা আভা তিরতির করে কাঁপছে। বুল্ভারের কোলাহল এখানে পেঁছায় না। স্থির হয়ে ঝুলছে পাতাবাহারের কালো ডালপালা।

কোথায় যেন একটা মোটরগাড়ির গরগর আওয়াজ শোনা গেল। শেল্গা কান খাড়া করল — তার মনে হল পাতাবাহারের ডালে ঘুমন্ত পাখির বুকের ধুকপুকোনিও যেন সে শুনতে পাচ্ছে। দেখতে দেখতে সময় কেটে গেল — সম্ভবত বেশ খানিকটা সময়। বাগানের ভেতরে খসখস, ক্যাঁচকোঁচ আওয়াজ উঠল, মনে হল যেন চুনকাম করা দেয়ালের গায়ে কাঠের কিছু একটা ঘসটা খেল।

শেল্গা পর্দার আড়ালে ঘরের দেয়াল ঘেঁসে সরে দাঁড়াল। প্লাস্টার করা হাতটা নামাল। মনে মনে ভাবল, 'কে? কে হতে পারে? এও কি সম্ভব যে রোলিং নিজে?'

পাতা সরসর করে উঠল, গাছের পাখিরা বিব্রত হয়ে পড়ল। জানলা দিয়ে চাঁদের আলো ভেতরে ঢুকে ঘরের মেঝেটাকে অস্পষ্ট আলোকিত করে তুলেছে। লোকটার ছায়া ওই জায়গায় পড়ার কথা। তাই শেল্গা তাকাল সেই দিকে।

'গুলি অবশ্যই করবে না,' সে মনে মনে ভাবল। 'বিষাক্ত গ্যাস ধরনের নোংরা কোন জিনিস আশা করা যাচ্ছে।...' মেঝের ওপর উঠে আসতে লাগল একটা মাথার ছায়া — মাথার টুপিটা অনেকখানি টেনে পরা। আঘাতটা যাতে বেশ জোরাল হয় সেই উদ্দেশ্যে শেল্গা হাতখানা পেছনে সরাতে লাগল। ছায়ামূর্তির কাঁধ পর্যন্ত জেগে উঠল, আঙুল ছড়ানো একটা হাত ওপরে উঠে গেল।...

'শেল্গা, কমরেড শেল্গা,' ছায়ামূর্তি ফিসফিস করে রুশ ভাষায় বলল, 'আমি, ভয় পাবেন না।...'

এই কথাগুলো আর এই কণ্ঠস্বর ছাড়া অন্য সব কিছুই শেল্গার কাছে প্রত্যাশিত ছিল। নিজের অজানতেই সে চিৎকার করে উঠল। ফলে ধরা পড়ে গেল। সেই লোকটিও তৎক্ষণাৎ এক লাফে জানলার ধারি ডিঙিয়ে ভেতরে ঢুকে পড়ল। আত্মরক্ষার

ভঙ্গিতে সে দুটো হাতই সামনে বাড়িয়ে দিল। লোকটা আর কেউ নয়, গারিন।

'আপনি হামলা আশঙ্কা করেছিলেন। আমি তা-ই ভেবেছিলাম,' তড়বড় করে সে বলল। 'আজ রাত্রে আপনাকে খুন করার মতলব ওদের। তাতে আমার ক্ষতি বৈ লাভ নেই। আমি যে কী ঝুঁকি নিচ্ছি তা বলার নয়, কিন্তু আপনাকে আমার বাঁচাতেই হবে। আসুন, আমার গাড়ি আছে।'

শেল্‌গা দেয়াল থেকে সরে এলো।

প্লাস্টার করা হাতটা শেল্‌গা তখনও আঘাত হানার জন্য পেছনে সরিয়ে রেখেছে দেখে গারিনের দন্তপংক্তি খুশিতে ঝলক দিয়ে উঠল।

'শুনুন শেল্‌গা, ভগবানের দিব্যি, আমার কোন দোষ নেই। লেনিনগ্রাদে আমাদের চুক্তির কথা মনে আছে? আমার খেলার মধ্যে কিন্তু কোন কারচুপি নেই। ফ'তেনেব্লুতে বিশ্রী ব্যাপারটার জন্য একান্তভাবে দায়ী ওই হারামজাদা রোলিং। আমাকে বিশ্বাস করতে পারেন আপনি — চলে আসুন, প্রতিটি মুহূর্ত আমাদের কাছে দামী।...'

শেষকালে শেল্‌গা মুখ খুলল।

'বেশ, মানলাম আপনি আমাকে এখান থেকে নিয়ে যাবেন, কিন্তু তারপর?'

'আমি আপনাকে লুকিয়ে রাখব, কিছু কালের জন্য। কোন চিন্তা করবেন না। যতদিন না রোলিং-এর কাছ থেকে প্রাপ্য অর্ধেক পাচ্ছি।... আপনি খবরের কাগজ পড়েন ত? একজন ডুবন্ত লোকের ভাগ্য যতটা ভালো হতে পারে রোলিং-এর ভাগ্যও ততটাই ভালো। কিন্তু কারচুপি ছাড়া সে খেলতে পারে না। আপনার কত দরকার, শেল্‌গা? যে কোন অঙ্ক বলুন। এক, দুই, পাঁচ কোটি... কত? আমি আপনাকে খত লিখে দেব।...'

গারিন অনুচ্চস্বরে দ্রুত বলে গেল কথাগুলো, যেন প্রলাপ বকছে। তার মুখের পেশীগুলো কাঁপতে লাগল।

'বোকামি করবেন না শেল্‌গা। আপনি কি নীতির ধ্বজাধারী নাকি?... আমি রোলিং-এর বিরুদ্ধে একসঙ্গে কাজ করার প্রস্তাব দিচ্ছি।... কী হল?... চলুন।'

শেল্‌গা প্রবলভাবে মাথা নাড়াল।

'অভিরুচি নেই, যাব না।'

'আপনাকে কিন্তু খুন করবেই।'

'দেখা যাবে।'

'নার্স, চৌকিদার, পরিচালন দপ্তরের লোকজন — সব্বাইকে কিনে রেখেছে রোলিং। আপনাকে টুঁটি টিপে মেরে ফেলবে। আমি জানি।... আজ রাতটা আপনাকে আর কাটাতে হচ্ছে না।... আপনি আপনাদের দূতাবাসকে এ ব্যাপারে সতর্ক করে দিয়েছেন, তাই ত? বেশ বেশ।... রাষ্ট্রদূত না হয় কৈফিয়ত দাবি করবেন। না হয় ধরলামই ফরাসী সরকার ক্ষমা চাইলেন।... কিন্তু তাতে আপনার লাভটা কী? রোলিং-এর দরকার সাক্ষী লোপাট করা!... আপনাকে সোভিয়েত দূতাবাসের চৌকাট মারাতে সে দেবে না।...'

'আমি আপনাকে বলেছি যাব না।... সে রকম অভিরুচি নেই আমার।'

গারিন দীর্ঘশ্বাস ফেলল। জানলার দিকে ফিরে তাকাল সে।

'বেশ সেক্ষেত্রে আমি আপনাকে আপনার ইচ্ছার বিরুদ্ধেই নিয়ে যাব,' বলতে বলতে সে ওভারকোটের পকেটে একটা হাত ঢুকিয়ে এক পা পিছিয়ে গেল।

'আমার ইচ্ছার বিরুদ্ধে... মানে... কী করে?'

'এই যে এই করে...'

গারিন ঝট করে পকেট থেকে ছোট্ট সিলিন্ডার লাগানো একটা গ্যাস-মুখোশ বার করল, তাড়াতাড়ি সেটা দিয়ে নিজের মুখ ঢাকল। শেল্‌গা চেঁচানোর কোন অবকাশ পেল না — তার আগেই তৈলাক্ত তরল পদার্থের ধারা তার মুখে এসে লাগল।... চোখের সামনে শুধু এক ঝলক দেখতে পেল গারিনের হাতটা একটা রবারের গোলক চিপছে।... একটা মাতাল করা মিষ্টি সুগন্ধ নাকে মুখে যেতে শেল্‌গা খাবি খেতে লাগল।...

'কোন খবর আছে?'

'আছে। নমস্কার, ভোল্ফ।'

'আমি সরাসরি স্টেশন থেকে আসছি — আঠারো সালের দুর্ভিক্ষগ্রস্তের মতো অবস্থা।'

'আপনাকে খুশি খুশি দেখাচ্ছে, ভোল্ফ। কত দূর কী জানতে পারলেন?'

'কিছু কিছু জেনেছি।... তা কথাবার্তা কি এখানেই হবে?'

'বেশ ত তাই হোক না। তবে যত তাড়াতাড়ি পারেন সারুন।'

চতুর্থ আঁরির* অশ্বারূঢ় মূর্তির পাদদেশে কন্‌সিয়েরজিরির** কালো মিনারগুলোর দিকে ফিরে একটা গ্রানাইট পাথরের বেদির ওপর খ্লিনভের পাশে এসে বসল ভোল্ফ। তাদের পায়ের নীচে সিতে দ্বীপটা সরু অন্তরীপের আকারে এসে শেষ হয়েছে, উইলো গাছের ডাল সেখানে জলের ওপর ঝুঁকে পড়েছে। এই জায়গাটায় একদা বীরধর্মী মন্দিরমার্গীরা*** অগ্নিকুণ্ডে পুড়ে মরেছিল। দূরে গণ্ডায় গণ্ডায় সেতু নদীবক্ষে প্রতিফলিত হচ্ছে, তাদের পেছনে ধূলিকণাচ্ছন্ন কমলা রঙের উদ্ভাসের মধ্যে সূর্য অস্ত যাচ্ছে। ঘাটের রাস্তার ধারে, বালিবোঝাই লোহার বজরার ওপর ছিপ হাতে বসে আছে ফরাসীরা, ভালোমানুষ বুর্জোয়া লোকজন —

---

* চতুর্থ আঁরি (১৫৫৩-১৬১০) — ১৫৯৪-১৬১০ পর্যন্ত ফরাসী দেশে রাজত্ব করেন। ফ্রান্সের বুর্বন রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা। ১৭৮৯ সালে এই রাজবংশের উচ্ছেদ ঘটে। চতুর্থ আঁরি ১৫৯৮ সালে ফরাসী দেশের প্রোটেস্টান্টবাদী হুগেনাইট সম্প্রদায়কে ধর্মপ্রচারের স্বাধীনতা দান করেন।

** কন্‌সিয়েরজিরি — প্যারিসের বৃহত্তম কারাদুর্গগুলির একটি।

*** মন্দিরমার্গী — যেরুসালেমে খ্রীষ্টের সমাধি এবং সেখানে গমনকারী তীর্থযাত্রীদের রক্ষাকল্পে ক্রুসেডের সময়, ১১১৯ খ্রীষ্টাব্দে গঠিত সামরিক ও ধর্মীয় সঙ্ঘবিশেষ। শুধু মারাত্মক সশস্ত্র শক্তিরূপেই নয়, বৃহৎ লেনদেনের কারবারী রূপে পরবর্তীকালে এই সঙ্ঘের আত্মপ্রকাশ ঘটে। ১৩০৭ সালে ফ্রান্সের রাজ্যসীমানায় বসবাসকারী সমস্ত মন্দিরমার্গীকে গ্রেপ্তার করা হয়, নানারকম দৈহিক নির্যাতন চালানোর পর তাদের পুড়িয়ে মারা হয়. তাদের বিপুল সম্পত্তি রাজা বাজেয়াপ্ত করেন।

মুদ্রাস্ফীতি, রোলিং-এর কারসাজী আর বিশ্বযুদ্ধ যাদের সর্বস্বান্ত করে ছেড়ে দিয়েছে। তীরে, উপকূলের গ্রানাইট বাঁধানো আলিসার ওপরে, অনেক দূরে সেই পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের দালান পর্যন্ত সন্ধ্যার পড়ন্ত সূর্যের আলোকে পুরনো বইপুথির সামনে বেজার হয়ে সারি সারি দাঁড়িয়ে আছে দোকানীরা — বই তাদের কাছে আছে, কিন্তু এই শহরের লোকদের তাতে আর কোন দরকার নেই।

এখানে পুরনো প্যারিসের জীর্ণ প্রাণ কোন রকমে ধুঁকছে। ঘাটের রাস্তায় পুরনো বইয়ের দোকানের আশেপাশে, পাখির খাঁচা আর হতাশ মৎস্যশিকারীদের আশেপাশে এখনও ঘোরাফেরা করতে দেখা যায় চক্ষুকাঠিন্যরোগগ্রস্ত এমন সমস্ত প্রৌঢ় ভদ্রমহোদয়দের, গোঁফের জঙ্গলে যাদের মুখ ঢাকা, যাদের গায়ে লম্বা আঙরাখা, মাথায় পুরনো খড়ের টুপি।... কোন এক সময় এই শহরটি তাদের ক্রীড়াভূমি ছিল।... ওই ওখানে, কন্‌সিয়ের্‌জিরির ওই জাহান্নামে দান্তনকে* যখন বধ্যভূমিতে টেনে হিঁচড়ে নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল তখন ঋষভ গর্জন করে উঠেছিলেন তিনি। আর ডান ধারে, ওই ওখানে, লুভ্‌রের পাথরের টালি ছাওয়া ছাদের ওপারে যেখানে আবছা অন্ধকারের মধ্যে মরীচিকার মতো দেখাচ্ছে ত্যুইলিয়েরির বাগিচা সেখানে র‍্যু দ্যে রিভালি বরাবর জেনারেল দ্য গালিফের** ছররা গুলি সাঁই সাঁই শব্দে উড়ে কী তুমুল কাণ্ডই না বাধিয়েছিল একদা! উঃ কত সোনাই না ছিল ফরাসী দেশের! এখানকার প্রতিটি ইঁট পাথর — কারও যদি শোনার ক্ষমতা থাকে — অতীত কীর্তিকাহিনী বলবে। কিন্তু এখন — খোদ শয়তানেরও সাধ্যি নেই যে বুঝতে পারে কোথা থেকে কী হল — এই শহরের প্রভু হয়ে বসেছে রোলিং নামে এক ভিনদেশী দানো, তাই এখন ভালোমানুষ বুর্জোয়াদের সেইন নদীতে ছিপ ফেলে মাথা নীচু

---

* দান্তন (১৭৫৯-১৭৯৪) — ফরাসী বিপ্লবের জনৈক নায়ক। বিপুল শারীরিক শক্তি ও উচ্চকণ্ঠের অধিকারী ছিলেন।

** গালিফে (১৮৩০-১৯০৯) — ১৮৭১ সালে পারী কমিউন ধ্বংসকারী জনৈক জেনারেল।

করে বসে থাকা ছাড়া আর কোন উপায় নেই। ছি ছি, কি ঘেন্নার কথা!

কড়া তামাক ভরে পাইপ ধরাতে ধরাতে ভোল্‌ফ বলল:

'ঘটনাটা কী তাহলে বলি। জার্মান এনিলাইন কোম্পানি হল একমাত্র এনিলাইন কোম্পানি যে আমেরিকানদের সঙ্গে কোন চুক্তির মধ্যে যাচ্ছে না। কোম্পানি সরকারের কাছ থেকে দু কোটি আশি লক্ষ মার্কের ভরতুকি পেয়েছে। এখন জার্মান এনিলাইন কোম্পানিকে কুপোকাত করার জন্য রোলিং তার সর্বশক্তি নিয়োগ করছে।'

'মন্দার ওপর ফাটকা খেলছে বুঝি?' খ্লিনভ জিজ্ঞেস করল।

'এই মাসের আঠাশ তারিখে বিরাট অঙ্কের এনিলাইন শেয়ার বিক্রি করছে।'

'এটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ খবর বটে, ভোল্‌ফ।'

'হ্যাঁ, আমরা তার আভাস পেয়েছি। দেখেশুনে মনে হচ্ছে এই ফাটকায় জেতার ব্যাপারে রোলিং সুনিশ্চিত, যদিও আজ মাসের বিশ তারিখ হয়ে গেল, কিন্তু এখন পর্যন্ত শেয়ারের দাম এক ফেনিংও নামে নি।... আপনি বুঝতে পারছেন একমাত্র যে জিনিসের ওপর সে ভরসা করতে পারে সেটা কী?'

'তার মানে বলতে চান ওদের সব তৈরি?'

'আমার মনে হয় যন্ত্র ইতিমধ্যে লাগানো হয়ে গেছে।'

'এনিলাইন কোম্পানির কারখানাটা কোথায়?'

'রাইনে, 'ক'-র কাছে। রোলিং যদি এনিলাইন কোম্পানিকে কাত করতে পারে, তাহলে সে সমস্ত ইউরোপের কেমিক্যাল শিল্পের মালিক হয়ে বসবে। এই সর্বনাশ আমরা ঘটতে দিতে পারি না। আমাদের কর্তব্য জার্মান এনিলাইনকে বাঁচানো। (খ্লিনভ কাঁধ ঝাঁকাল, কিন্তু মুখে কিছু বলল না।) আমি বুঝতে পারছি, যা ঘটার তা ঘটবেই। আমেরিকার ভীষণ চাপ ঠেকানো আপনার আমার — আমাদের দু'জনের কম্ম নয়। কিন্তু তা-ই বা কে বলতে পারে? — ইতিহাসে অনেক সময় অপ্রত্যাশিত ভোজবাজীও ত ঘটতে দেখা যায়।'

'এই যেমন বিপ্লব, কী বলেন?'

'হয়ত বা তাই।'

খ্লিনভ খানিকটা যেন অবাক হয়েই তাকাল তার দিকে। ভোল্‌ফের চোখদ‍ুটো গোলগোল, হলদেটে, বিদ্বেষ ঝরে পড়ছে তার দ‍ৃষ্টিতে।

'ব‍ুর্জোয়ারা ইউরোপকে রক্ষা করতে এগিয়ে আসবে না, ভোল্‌ফ।'

'তা আমি জানি।'

'তাই নাকি?'

'এই যাত্রার সময় আমি অনেক কিছ‍ুই দেখলাম। ব‍ুর্জোয়া — তা সে ফরাসী, জার্মান, ইংরেজ বা ইতালীয় — যে-ই হোক না কেন, লাজলজ্জার মাথা খেয়ে, অন্ধ হয়ে দ‍ুষ্কর্ম করতে নেমেছে — ইউরোপকে বিকিয়ে দিচ্ছে। এই হল আমাদের সংস্কৃতির পরিণতি — নিলামে... হাতুড়ির বাড়িতে!'

ভোল্‌ফের চোখ ম‍ুখ লাল হয়ে উঠল:

'যারা শাসনক্ষমতায় আছে তাদের কাছে আমি আবেদন জানালাম, বিপদের ইঙ্গিত দিলাম, গ্যারিনকে খ‍ুঁজে বার করার জন্য সাহায্য করতে বললাম।... আমি ভয়ঙ্কর সমস্ত কথা তাদের বললাম।... তারা আমাকে হেসে উড়িয়ে দিল।... মর‍ুক গে!... আমিও পিছ‍ু হটার পাত্র নই।'

'রাইনে আপনি কী জানতে পেরেছেন, ভোল্‌ফ?'

'আমি জানতে পেরেছি... এনিলাইন কোম্পানি জার্মান সরকারের কাছ থেকে বিপ‍ুল পরিমাণ সামরিক অর্ডার পেয়েছে। এনিলাইন কোম্পানির কারখানাগ‍ুলোতে উৎপাদনের প্রক্রিয়া এখন একটা ভীষণ বিপজ্জনক পর্যায়ে পেণছেছে। সেগ‍ুলোতে প্রায় পাঁচশ' টন টেট্রিল প্রসেস করা হচ্ছে।'

খ্লিনভ উত্তেজনায় জায়গা ছেড়ে লাফিয়ে উঠল, হাতের ছড়িটার ওপর এত জোরে ভর দিয়ে দাঁড়াল যে সেটা বেঁকে গেল। ফের বসে পড়ল সে।

'খবরের কাগজে এমন একটা লেখাও বেরিয়েছিল যাতে বলা হয় যে শ্রমিকদের মহল্লাগ‍ুলোকে এই সব দ‍ূষিত কারখানা থেকে দ‍ূরে সরানো একান্ত দরকার। পঞ্চাশ হাজারেরও বেশি লোক

এনিলাইন কোম্প্যানিতে কাজ করছে। যে খবরের কাগজে এই প্রবন্ধ বেরোয় তার জরিমানা হয়।... রোলিং-এর কারসাজি।...'

'আমাদের এক দিনও সময় নষ্ট করার উপায় নেই, ভোল্‌ফ।...'

'আমি আজকের এগারোটার ট্রেনের টিকিট বুক করেছি।'

'আমরা কি 'ক'তে যাচ্ছি?'

'আমার ত মনে হয় একমাত্র সেখানেই গারিনের টিকির সন্ধান মিলতে পারে।'

'এবারে দেখুন কী আমার হাতে এসেছে।' পকেট থেকে খবরের কাগজের কতকগুলো কাটিং বার করল খ্লিনভ। 'দু'দিন আগে আমি শেল্‌গার কাছে গিয়েছিলাম।... চিন্তাভাবনা করে যে সিদ্ধান্তে সে এসেছে তা আমাকে বলল। তার ধারণা রোলিং আর গারিন নিজেদের মধ্যে নির্ঘাত যোগাযোগ রেখে চলছে।...'

'বলাই বাহুল্য। রোজই যোগাযোগ রাখার কথা।'

'কিন্তু কী ভাবে? ডাকে? টেলিগ্রাফে? আপনার কী মনে হয়, ভোল্‌ফ?'

'কোন পরিস্থিতিতেই নয়। লেখালেখির কোন প্রশ্নই ওঠে না।'

'তাহলে কি বেতার মারফত?'

'যাতে সারা ইউরোপ শুনতে পায়?... না, তা হতে পারে না।'

'তৃতীয় কারও মারফত?'

'না।... এবারে আমি বুঝতে পেরেছি,' ভোল্‌ফ বলল। 'আপনাদের শেল্‌গার বুদ্ধির তারিফ না করে পারা যায় না। দেখি কাটিংগুলো।'

সেগুলো সে কোলের ওপর ছড়িয়ে রাখল, লাল পেন্সিলে দাগ দেওয়া অংশগুলো পড়তে লাগল মনোযোগ দিয়ে:

'এনিলাইনের উপর বিশেষভাবে মনোনিবেশ করুন।' 'শুরু করিলাম।' 'স্থানের সন্ধান মিলিয়াছে।'

''স্থানের সন্ধান মিলিয়াছে',' ভোল্‌ফ ফিসফিস করে পড়ল, 'এই খবরের কাগজটা বেরোয় 'ই' থেকে — 'ক'-এর কাছাকাছি একটা ছোট্ট শহর এই 'ই'। 'উদ্বেগের মধ্যে রহিয়াছি, নির্দিষ্ট

দিনের উল্লেখ করুন।' চুক্তিপত্র স্বাক্ষরিত হইবার পর পঁয়ত্রিশ দিন গণনা করুন।...' ওরা ছাড়া আর কেউ হতে পারে না। ফঁতেনেব্ল্-তে যে রাত্রে ওরা চুক্তিপত্র সই করে সেটা ছিল গত মাসের তেইশ তারিখ। তার সঙ্গে আরও পঁয়ত্রিশ যোগ করুন — হবে আঠাশ — এনিলাইনের শেয়ার বিক্রি করার দিন।...'

'তারপর, আরও পড়ুন ভোল্‌ফ।... 'কী কী ব্যবস্থা, আপনি অবলম্বন করিয়াছেন?' — 'ক' থেকে গারিনের প্রশ্ন। পরের দিন প্যারিসের খবরের কাগজে রোলিং-এর উত্তর: 'বোট প্রস্তুত। তৃতীয় দিনে আগমন। বেতারে ঘোষিত হইবে।' কিন্তু চারদিন আগে এই যে রোলিং কী জিজ্ঞেস করছে — 'আলোক দৃষ্টিগোচর হইবে কি?' গারিনের উত্তর: 'চতুর্দিক জনমানবশূন্য। তিন মাইলের দূরত্ব।' '

'অর্থাৎ কিনা যন্ত্রটা বসানো হয়েছে পাহাড়ী জায়গায় — তিন মাইল দূরত্ব জুড়ে আলোকরশ্মির আঘাত হানা একমাত্র কোন উঁচু জায়গা থেকেই সম্ভব। শুনুন খিুনভ, আমাদের হাতে সময় ভীষণ কম। কারখানাগুলোকে মাঝখানে ধরে তিন মাইলের ব্যাসার্ধ টানতে গেলে অন্তত আশেপাশের কুড়ি মাইল পরিধি আমাদের চষে বেড়াতে হয়। আর কিছু বলার আছে আপনার?'

'না। আমি শুধু শেল্‌গাকে একবার টেলিফোন করতে যাচ্ছিলাম। গতকাল আর আজকের খবরের কাগজের কাটিং ওর কাছে থাকার কথা।'

ভোল্‌ফ উঠে দাঁড়াল। জামাকাপড় ভেদ করে তার শরীরের মাংসপেশী যেমন ফুটে বেরোল তা চোখে পড়ার মতো। বাঁ তীরের কোন এক কাছাকাছি কাফে থেকে টেলিফোন করার প্রস্তাব দিল খিুনভ। ভোল্‌ফ সেতুর ওপর দিয়ে ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটল। মুরগীর ছানার মতো লিকলিকে ঘাড় ছোটখাটো চেহারার এক বৃদ্ধ — তেলচিটে কোটটা দেখলে মনে হয় যুদ্ধে যারা প্রাণ বলি দিয়েছে তাদের জন্য একা একা চোখের জল ফেলে বুঝি সেটা ভিজিয়েছে — ধূসর রঙের টুপির আড়াল থেকে অনেকক্ষণ ধরে তাকিয়ে তাকিয়ে দুই বিদেশীকে দৌড়াতে দেখে মাথা ঝাঁকিয়ে বলল:

'হুঃ! বিদেশীগুলোর কাণ্ড!... পকেটে টাকা থাকলে মাথার

আর ঠিক থাকে না — যাকে খুশি গুঁতো মারছে, যেমন খুশি ছুটছে, যেন নিজেদের ঘরবাড়ি পেয়েছে।... জংলীভূত আর কাকে বলে!'

কাফেতে দস্তার পাতে মোড়া কাউন্টারের সামনে দাঁড়িয়ে ভোল্‌ফ সোডা ওয়াটার পান করতে লাগল। টেলিফোন বুথের কাচের ভেতর দিয়ে সে দেখতে পাচ্ছিল খিস্নভের পিঠ — টেলিফোনে কথা বলছে খিস্নভ। ভোল্‌ফ দেখতে পেল খিস্নভের দুটো কাঁধ উঁচু হয়ে গেল, তার গোটা শরীরটা রিসিভারের ওপর ঝুঁকে পড়ল, তারপর সোজা হয়ে উঠে টেলিফোন বুথ ছেড়ে সে বেরিয়ে এলো। তার মুখ শান্ত, কিন্তু ফেকাসে — যেন মুখোস এঁটেছে মুখে।

'হাসপাতাল থেকে উত্তর দিল, আজ রাতে শেল্‌গা উধাও হয়ে গেছে। তাকে খুঁজে বার করার সমস্ত রকম ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে।... আমার মনে হয় ওকে খুন করা হয়েছে।'

ছাপাম

দুই শতাব্দীর ধোঁয়ার ঝুলকালি পড়া একটা চুল্লির ভেতরে পট্‌পট্‌ শব্দে শুকনো ডালপালা জ্বলছে। চুল্লির মাথার ওপরে ঝুলছে সসেজ আর হ্যাম ঝুলিয়ে ঝলসানোর জন্য কতকগুলো বিশাল বিশাল মরচে ধরা আঙটা, তার দু'পাশে পাথরের দুই সন্তমূর্তি — একজনের ওপরে ঝুলছে গ্যারিনের হাল্‌কা রঙের টুপিটা, আরেকজনের ওপরে — কোন এক অফিসারের এক তেলচিটে টুপি। টেবিলের ধারে বসে আছে চারজন লোক — শুধু চুল্লির আলোয় আলোকিত। তাদের সামনে বেতের বোনা ঢাকনায় মোড়া একটা বোতল, টইটম্বুর মদের গেলাস।

দু'জন পুরুষের বেশভুষা শহুরে লোকের মতো — তাদের একজনের গালের হাড় উঁচু, মজবুত গড়ন, মাথার চুল খাড়াখাড়া, ছোট করে ছাঁটা; অন্যজনের মুখটা লম্বাটে, কুচুটে ধরনের। তৃতীয়জন, খামারবাড়ির মালিক জেনারেল সুব্বোতিন —

যার বাড়ির রান্নাঘরে এই মন্ত্রণাসভা চলছিল -- সে বসে ছিল একটা নোংরা লিনেন শার্ট গায়ে, শার্টের হাতা গুটানো। তার নিখুঁত কামানো চাঁছাছোলা মাথার চামড়া মাঝে মাঝে কুঁচকে উঠছে, আলুথালু গোঁফসুদ্ধ ভারী মুখখানা মদের প্রভাবে লাল টকটক করছে।

চতুর্থ জন গারিন। সফরি পোশাক তার পরনে। গেলাসের গায়ে অবহেলার ভঙ্গিতে আঙুল বুলোতে বুলোতে সে কথা বলছিল:

'এ সবই খুব ভালো।... কিন্তু আমার একান্ত দাবি আমার বন্দীর এতটুকু ক্ষতি করা চলবে না — এমনকি সে একজন বলশেভিক হলেও। খাবার দিতে হবে দিনে তিনবার — মদ, তরিতরকারী, ফলমূল।... এক সপ্তাহ পরে আমি তাকে আপনাদের কাছ থেকে নিয়ে যাব।... বেলজিয়ামের সীমান্ত কত দূর এখান থেকে?'

'মোটরগাড়িতে মিনিট পঁয়তাল্লিশের পথ,' যে লোকটার লম্বাটে মুখ, সামনে ঝুঁকে পড়ে সে চটপট বলল।

'সমস্ত ব্যাপারটা গোপন থাকবে।... জেনারেল এবং অফিসার মহোদয়রা, আমি বুঝতে পারছি (গারিন মৃদু হাসল), অভিজাত সমাজের লোক হিশেবে, শহিদত্ববরণকারী সম্রাটের স্মৃতির প্রতি নিঃস্বার্থ আনুগত্যের নিদর্শনস্বরূপ আপনারা এখন এক উন্নত আদর্শের বিশুদ্ধ প্রেরণায় চালিত হয়ে কাজ করছেন। তা না হলে আমি আপনাদের সাহায্যপ্রার্থী হতাম না।...'

'আমরা এখানে যারা যারা আছি তারা সকলেই সমাজের বিশিষ্ট লোকজন — এতে আর বলার কী আছে?' কর্কশস্বরে জেনারেল বলল। তার করোটির চামড়ায় ভাঁজ ফুটে উঠল।

'আমার শর্ত আমি আবার বলছি আপনাদের — আমার বন্দীর পুরো থাকা খাওয়ার খরচ বাবদ আমি আপনাদের দিনে হাজার ফ্রাঙ্ক করে দেব। রাজী?'

জেনারেল তার রক্তচক্ষু ঘুরিয়ে সঙ্গীদের দিকে তাকাল। গালের হাড় বার করা লোকটা সাদা দাঁত বার করল, লম্বাটে মুখ লোকটা চোখ নামাল।

'হ্যাঁ, ভালো কথা,' গ্যারিন বলল, 'অপরাধ মার্জনা করবেন... ভুলেই গিয়েছিলাম... আগামটা...'

সে তার রিভল্‌ভার-পকেট থেকে এক হাজার ফ্রাঁকের নোটের একটা তাড়া বার করে টেবিলের ওপরে যেখানে মদ চলকে পড়ে জমে ছিল তারই মাঝখানে ছুঁড়ে ফেলে দিল।

'এই যে ধরুন।...'

জেনারেল সন্তুষ্ট হয়ে ঘোঁৎ করে আওয়াজ তুলে নোটের তাড়াটা সামনে টেনে নিল, নেড়েচেড়ে ভালো করে দেখে পেটে ঘসে মুছল, তারপর লোমশ নাসারন্ধ্র ফুলিয়ে ফোঁস ফোঁস আওয়াজ করতে করতে গুনতে শুরু করল। তার সঙ্গীরা একটু একটু করে তার কাছে ঘেঁসে আসতে লাগল, তাদের চোখ চকচক করে উঠল।

গ্যারিন উঠতে উঠতে বলল:

'বন্দীকে নিয়ে আসুন।'

সাতান্ন

শেল্‌গার চোখ রুমাল দিয়ে বাঁধা। হাতা না গলিয়ে একটা চামড়ার ওভারকোট তার কাঁধের ওপর ঝোলানো। চুল্লি থেকে যে উষ্ণতা আসছিল তা সে টের পেল, তার দু পা ঠকঠক করে কাঁপতে লাগল। গ্যারিন একটা টুল এগিয়ে দিল। শেল্‌গা তৎক্ষণাৎ বসে পড়ল, প্লাস্টার করা হাতটা এলিয়ে পড়ল কোলের ওপর।

জেনারেল আর অফিসার দু'জন তার দিকে এমনভাবে তাকাতে লাগল যে একবার চোখ টিপে একটু ইঙ্গিতের অপেক্ষামাত্র — লোকটার হাড়গোড় ছাড়া আর কিছু অবশিষ্ট থাকবে না। কিন্তু গ্যারিন সে রকম কোন ইঙ্গিত দিল না। শেল্‌গার হাঁটুতে মৃদু চাপড় মেরে উৎফুল্ল কণ্ঠে সে বলল:

'এখানে আপনার কোন কিছুর অভাব হবে না। আপনি ভদ্র লোকজনের হাতে পড়েছেন — তাদের ভালোমতো টাকাকড়ি দেওয়া হয়েছে। কয়েকদিন বাদে আমি আপনাকে মুক্ত করে দেব। কমরেড শেল্‌গা, সত্যি করে বলুন, কথা দিন যে এখান

থেকে পালিয়ে যাবেন না, কোন রকম গোলমাল করবেন না অথবা পুলিশের মনোযোগ আকর্ষণ করার চেষ্টা করবেন না।'

শেল্‌গা মাথা নীচু করে ছিল, মাথা নেড়ে অস্বীকৃতি জানাল সে। গারিন তার ওপর ঝুঁকে পড়ল।

'আপনি রাজী না হলে এখানে আপনার স্বচ্ছন্দে কাটানোর গ্যারাণ্টি আমার পক্ষে দেওয়া মুশকিল হবে।... কী হল, কথা দিচ্ছেন?'

ধীরে ধীরে অনুচ্চস্বরে শেল্‌গা কথা বলল:

'একজন কমিউনিস্ট হিশেবে আমি আপনাকে কথা দিচ্ছি... (সঙ্গে সঙ্গে জেনারেলের করোটির কামানো চামড়ায় কুঞ্চনরেখা ফুটে উঠল, আকর্ণ বিস্তৃত হয়ে ছড়িয়ে পড়ল, অফিসার দু'জন মুখ চাওয়াচাউয়ি করল, বিশ্রী ধরনের বাঁকা হাসি হাসল।) কমিউনিস্ট হিশেবে আমি কথা দিচ্ছি, প্রথম সুযোগেই আপনাকে খুন করব, গারিন।... আমি কথা দিচ্ছি, আপনার কাছ থেকে যন্ত্রটা ছিনিয়ে নেব, মস্কোয় নিয়ে যাব।... কথা দিচ্ছি, আঠাশ তারিখে...'

গারিন তার মুখের কথা শেষ করতে দিল না, গলা চেপে ধরল।...

'চোপ্ রও! ইডিয়ট!... বদ্ধ পাগল!...'

লোকগুলোর দিকে ঘুরে দাঁড়িয়ে প্রভুত্বব্যঞ্জক সুরে সে বলল:

'অফিসার মহোদয়রা, আপনাদের সাবধান করে দিচ্ছি, এই লোকটা সাংঘাতিক বিপজ্জনক, একটা ধারণা ওর মনের মধ্যে বদ্ধমূল হয়ে বসে গেছে — তাইতে ভুগছে।'

'সেই জন্যেই ত আমি বলছিলাম, সবচেয়ে ভালো হয় মাটির তলায় মদের ভাঁড়ারে রেখে দিলে,' জলদগম্ভীর কণ্ঠে জেনারেল বলল। 'বন্দীকে এখান থেকে সরিয়ে নিয়ে যান।...'

গারিন দাড়ি নাড়ল। অফিসার দু'জন শেল্‌গাকে ধরে পাশের দরজার দিকে ঠেলে দিল তারপর হিড়হিড় করে টানতে টানতে নিয়ে চলল মাটির তলার ঘরে। গ্যারিন গাড়িচালকের দস্তানা পরতে লাগল।

'আঠাশ তারিখ রাতে আমি এখানে আসব। মহামান্যের মর্জি হলে তিরিশ তারিখে খরগোসপ্রজননের ওপর পরীক্ষা-নিরীক্ষা বন্ধ করে ট্রান্স-আটলাণ্টিক লাইনারে ফার্স্ট ক্লাস কেবিন বুক করতে পারেন, চাই কি নিউ-ইয়র্কের ফিফ্থ এভিনিউতে রাজার হালে থাকতে পারেন।'

'এই শুয়োরের বাচ্চাটাকে শনাক্ত করার মতো কিছু কাগজপত্র অন্তত রেখে যাওয়া দরকার,' জেনারেল বলল।

'আপনার যেমন অভিরুচি, যে কোন একটা পাসপোর্ট বেছে নিতে পারেন।'

গারিন দড়ি দিয়ে বাঁধা একটা পুলিন্দা পকেট থেকে বার করল। ফ'তেনেব্লুতে শেল্গার কাছ থেকে এই কাগজগুলো সে চুরি করেছিল, কিন্তু এখনও চোখ বুলিয়ে দেখার অবকাশ পায় নি।

'হুম্, এগুলো যেন আমারই জন্যে তৈরি পাসপোর্ট। বিচক্ষণতার কাজ বলতে হয়।... এই যে ধরুন, হুজুর।...'

গারিন টেবিলের ওপর একটা পাসপোর্ট ছুড়ে দিল, তারপর আবার পকেটব্যাগের জিনিসপত্রগুলো নিয়ে ঘাঁটাঘাঁটি করতে লাগল — হঠাৎ একটা জিনিসের ওপর নজর পড়তে সে কৌতূহল বোধ করল, আলোর কাছে সরে এলো। গারিনের চোখ কপালে উঠে গেল।

'সর্বনাশ!' বলে সে ছুটল পাশের দরজার দিকে, যার ভেতর দিয়ে অফিসার দু'জন শেল্গাকে টানতে টানতে নিয়ে গিয়েছিল।

আটাশ

পাথরের মেঝেতে একটা মাদুরের ওপর শেল্গা শুয়ে ছিল। কেরোসিনের একটা কুপি শিষ তুলছে, তার শিখায় খিলানাকার পাতালকুঠুরি, খালি পিপে আর মাকড়সার জালের ঘন আচ্ছাদন আলোকিত হয়ে উঠছে। গারিন ভেতরে ঢুকে কিছুক্ষণ দু চোখে

খ্ুজে বেড়াল শেল্গাকে। তার সামনে এসে দাঁড়াল, দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ঠোঁট কামড়াতে লাগল।

'আমি একটু উত্তেজিত হয়ে পড়েছিলাম, রাগ করবেন না শেল্গা। আমার কিন্তু মনে হয় আমরা এখনও একটা বোঝাপড়ায় আসতে পারি। চান ত চেষ্টা করে দেখতে পারি, কী বলেন?'

'দেখ্ন চেষ্টা করে।'

গারিন কথা বলতে লাগল তোষামোদের স্বরে। দশ মিনিট আগে যে ভাবে কথা বলছিল তার সেই স্বর এখন সম্পূর্ণ পালটে গেছে। শেল্গা সতর্ক হয়ে পড়ল। কিন্তু সেই রাতে যে উত্তেজনাকর অভিজ্ঞতা তার হয়েছিল, গ্যাসের প্রতিক্রিয়ায় কানের মধ্যে তখনও যে ঝিঁঝিঁ আওয়াজ বেজে চলছিল এবং আহত হাতটা যেমন টনটন করছিল তার ফলে মনোযোগ খানিকটা বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ল। গারিন মাদুরে এসে বসে একটা সিগারেট ধরাল। তাকে চিন্তাচ্ছন্ন দেখাচ্ছিল। এখন তার গোটা চেহারার মধ্যে যেন একটা বদান্যতা ও মার্জিত ভাব ফুটে উঠেছে।

'হারামজাদাটার মতলব কী? কী মতলব হতে পারে?' শেল্গা মনে মনে ভাবল। ভাবতে ভাবতে মাথার যন্ত্রণায় তার চোখমুখ কুঁচকে উঠল।

গারিন হাঁটু জড়িয়ে ধরে বসে বসে সিগারেট টানতে লাগল, পাতালঘরের খিলানের দিকে চোখ তুলে তাকাল।

'দেখুন শেল্গা, প্রথমেই আপনার বিশ্বাস করা দরকার যে আমি কখনও মিথ্যে বলি না।... তার কারণ হয়ত লোকের প্রতি আমার অবজ্ঞা, কিন্তু সেটা বড় কথা নয়। তাই বলছিলাম কি রোলিং আর তার কোটি কোটি টাকা আমার দরকার মাত্র কিছু দিনের জন্য।... ঠিক যেমন রোলিং-এর দরকার আমাকে।... স্থূলবুদ্ধি হলেও আমার মনে হয় এটা অন্তত সে বুঝতে পেরেছে।... রোলিং এখানে এসেছে ইউরোপকে উপনিবেশ করে তোলার উদ্দেশ্যে। তা না করতে পারলে সে তার কোটি কোটি টাকাসমেত তার নিজের দেশ আমেরিকায় ভরাডুবি হবে। রোলিং একটা জন্তুর মতো — তার একমাত্র ধ্যানজ্ঞান ঠেলেঠুলে সামনে এগিয়ে যাওয়া, ঢুঁ মারা, সব কিছু পায়ের তলে পিষে ফেলা।

কল্পনার এতটুকু ধার সে ধারে না। একমাত্র যে দেয়ালের গায়ে ঠোকর খেলে তার মাথার খুলি চৌচির হওয়ার সম্ভাবনা তা হল সোভিয়েত রাশিয়া। এটা সে জানে, তাই তার সমস্ত রাগ আপনাদের প্রিয় স্বদেশের ওপর। আমি নিজেকে রুশী মনে করি না,' সে তাড়াতাড়ি যোগ করল, 'আমি একজন বিশ্ব-নাগরিক।'

'বুঝতেই পারছি,' অবজ্ঞার হাসি হেসে শেল্‌গা বলল।

'আমাদের পারস্পরিক সম্পর্কটা এই রকম: কিছু সময় পর্যন্ত আমরা এক সঙ্গে কাজ করছি।...'

'আঠাশ তারিখ পর্যন্ত।...'

গারিনের চোখদুটো চকচক করে উঠল, সে কৌতুক ভরে দ্রুত দৃষ্টি নিক্ষেপ করল শেল্‌গার দিকে।

'আপনি তাহলে ঠিক বার করে ফেলেছেন? খবরের কাগজ থেকে?'

'হয়ত বা।'

'বেশ।... ধরুন না হয় আঠাশে তারিখ পর্যন্তই। এরপর আমরা একে অন্যের টুঁটি টিপে মারার আপ্রাণ চেষ্টা করব।... রোলিং জিতলে সোভিয়েত রাশিয়ার পক্ষে বিপদ হবে দ্বিগুণ: আমার যন্ত্র তার হাতে পড়লে তার সঙ্গে আপনাদের লড়াই করা দারুণ কঠিন হবে।... ঠিক এই কারণেই, বলছিলাম কী কমরেড শেল্‌গা, আপনি যদি এখানে মাকড়সাদের সাহচর্যে হপ্তাখানেক কাটান তাহলে আমার বিজয়ের সম্ভাবনা অপরিসীমভাবে বৃদ্ধি পেতে পারে।'

শেল্‌গা চোখ বুজল। গারিন তার পায়ের কাছে বসে ছিল, সিগারেটে ঘন ঘন টান দিতে লাগল সে।

'আমার সম্মতি চাওয়ার কোন্ ঠেকাটা আপনার পড়েছে?' শেল্‌গা জিজ্ঞেস করল। 'আমার সম্মতি ছাড়াই ত আপনি যতদিন খুশি আমাকে ধরে রাখতে পারেন এখানে। আপনি কী চান সরাসরি বললেই ত পারেন।'

'অনেক আগেই এখান থেকে শুরু করা উচিত ছিল।... তা নয়, খালি বলে যাচ্ছেন একজন কমিউনিস্ট হিশেবে কথা দিচ্ছি... মাইরি বলছি, আমার মনে যা দাগাটা দিয়েছেন আপনি!

ওঃ কী দাগাটাই না দিয়েছেন!... যাই হোক, আমার মনে হয় আপনি এখন ব্যাপারটা বুঝতে শুরু করেছেন। এটা ঠিক যে আমরা দু'জনে একে অন্যের শত্রু। কিন্তু আমাদের দু'জনকে একসঙ্গে কাজ করতে হবে।... আপনার দৃষ্টিতে আমি একটা অধঃপতিত লোক, চূড়ান্ত রকমের ব্যক্তিসর্বস্ববাদী।... আমি পিওত্র পেত্রোভিচ গারিন, যিনি আমাকে সৃষ্টি করেছেন সেই শক্তিদেবীর কৃপায়, আমার বুদ্ধিবলে... হাসবেন না শেল্‌গা,... প্রতিভাবলে... হ্যাঁ হ্যাঁ... আমার নিজেরই কাছে যা পাথরের মতো ভারী, ভয়ংকর বলে মনে হয় সেই অসাধারণ ঐকান্তিক ইচ্ছা নিয়ে, আমার লোভ, আমার আদর্শহীনতা নিয়ে নিজেকে দাঁড় করাচ্ছি — আক্ষরিক অর্থে নিজেকে দাঁড় করাচ্ছি সমস্ত মানবজাতির বিরুদ্ধে।'

'বাপ্‌স রে!' শেল্‌গা বলল। 'কী ইতর!'

'যা বলেছেন: 'বাপ্‌স রে, কী ইতর!' আপনি তাহলে আমাকে বুঝতে পেরেছেন। আমি ইন্দ্রিয়পরায়ণ লোক, আমার জীবনের প্রতিটি মুহূর্ত আমি উপভোগ করতে চাই। রোলিংকে খতম করার জন্য আমার ভীষণ তাড়া, কেননা আমার বহুমূল্যবান মুহূর্তগুলো নষ্ট হচ্ছে। আপনারা যারা ওখানে, রাশিয়াতে আছেন, তারা আদর্শ বাস্তবায়নের জন্য লড়ে যাচ্ছেন। আমার কোন আদর্শের বালাই নেই। জ্ঞানত, ধর্মত আদর্শমাত্রকে আমি ঘৃণা করি। আমার সামনে একটাই লক্ষ্য — বিশদ আপনাকে বলব না, তাতে আপনি ক্লান্তি বোধ করবেন — এমন একটা অবস্থার সৃষ্টি করা, এমন প্রাচুর্য দিয়ে নিজেকে ঘিরে রাখা যাতে ব্যাবিলনের শূন্যোদ্যান আর প্রাচ্যের যত বিস্ময় আমার স্বর্গোদ্যানের সামনে নেহাৎই ছেলেমানুষী আবোলতাবোল মনে হবে। আমি সমস্ত জ্ঞানবিজ্ঞানকে, সমস্ত কলকারখানা আর শিল্পকলাকে আমার সেবায় নিয়োগ করব। শেল্‌গা, আপনি বুঝতে পারছেন, আপনাদের কাছে আমি উদ্ভট খামখেয়ালি প্রকৃতির দূরাগত বিপদ। কিন্তু রোলিং আসন্ন, সুনির্দিষ্ট বিপদ, ভয়ংকর বিপদ। তাই কোন একটা বিন্দু পর্যন্ত আমাদের — আপনার আর আমার একসঙ্গে কাজ করতে হবে, অর্থাৎ রোলিং

যতদিন না চূর্ণবিচূর্ণ হচ্ছে ততদিন পর্যন্ত। এর বেশি আর কিছু আপনার কাছ থেকে চাই নে।'

'কী ধরনের সাহায্য আমার কাছ থেকে চান আপনি?' দাঁতে দাঁত চেপে শেল্গা বলল।

'যেটা চাই তা হল এই যে আপনাকে সামান্য কয়েক দিনের জন্য সমুদ্রে ঘুরে বেড়াতে হবে।'

'সোজা কথায়, আপনি আমাকে বন্দী করে ধরে রাখতে চান?'

'তাই বটে।'

'আপনি যখন আমাকে সমুদ্রের ধারে নিয়ে যাবেন তখন প্রথম যে পুলিশের লোক চোখে পড়বে তাকে যাতে সাহায্যের জন্য না ডাকি তার বদলে আপনি কী দেবেন?'

'যে কোন পরিমাণ অর্থ।'

'কোন অর্থ চাই না।'

'চালাক আছেন আপনি,' মাদুরে বসে অস্বস্তিভরে ছটফট করতে করতে গারিন বলল। 'আচ্ছা, আমার যন্ত্রের একটা মডেলের বদলে রাজী হবেন ত? (শেল্গা নাক টানল।) আপনার বিশ্বাস হচ্ছে না, তাই না? আপনি ভাবছেন আমি ঠকাব, শেষকালে দেব না? একবার ভেবে দেখুন, আমি আপনাকে ঠকাতে পারি কি না। (শেল্গা না বোঝার ভঙ্গিতে কাঁধ ঝাঁকাল।) আমি কিন্তু ঠিকই বলছি।... যন্ত্রের আইডিয়াটা এতই সহজ যে হাস্যকর মনে হবে। তৈরির রহস্য আমি কোন মতেই বেশি দিন ধরে রাখতে পারছি না। যে কোন বড় আবিষ্কারের ভাগ্যে এরকমই ঘটে থাকে। আঠাশ তারিখের পর পর অবলোহিত রশ্মির প্রভাব সম্পর্কে সমস্ত পত্রপত্রিকায় লেখা হবে, আর জার্মানেরা, হ্যাঁ জার্মানেরাই ঠিক ছয় মাসের মধ্যে হুবহু এরকম একটা যন্ত্র বানিয়ে ফেলবে। আমি কোন ঝুঁকি নিচ্ছি না। আপনি মডেলটা সোভিয়েত রাশিয়ায় নিয়ে যেতে পারেন। হ্যাঁ ভালো কথা, আপনার পাসপোর্ট এবং অন্য সব কাগজপত্র আমার কাছে আছে।... নিতে পারেন, আমার আর কোন দরকার নেই ওগুলো দিয়ে।... ওগুলো ঘাঁটাঘাঁটি করেছিলাম,

তাই মাফ চাইছি। আমার কৌতূহলটা বড় বেশি কিনা।... আচ্ছা উল্‌কি করা একটা ছেলের ছবি আপনার কাছে কেন? কী ব্যাপার?'

'অমনি একটা হা-ঘরে ছেলের ছবি,' এতটুকু ইতস্তত না করে শেল্‌গা জবাব দিল, কিন্তু মাথার প্রচন্ড যন্ত্রণার মধ্যেও সে বেশ বুঝতে পারছিল প্রধানত যেই কারণে এই পাতালকুঠুরিতে গারিনের আসা সেই দিকে সে শনৈঃ শনৈঃ এগোচ্ছে।

'ছবিটার পেছনে তারিখ লেখা আছে গত মাসের বারোই, তার মানে দেশ ছাড়ার আগের দিন আপনি ছেলেটার ছবি তুলেছিলেন, তাই না?... ছবিটা সঙ্গে নিয়েছিলেন কি আমাকেই দেখানোর উদ্দেশ্যে? লেনিনগ্রাদে কাউকে দেখিয়েছিলেন কি?'

'না, দেখাই নি,' বিড়বিড় করে শেল্‌গা বলল।

'আর ছেলেটাকে নিয়ে কী করলেন? আচ্ছা, আচ্ছা, আগে আমার ঠিক নজরে পড়ে নি — এখানে দেখছি নামও আছে — ইভান গুসেভ। রোয়িং ক্লাবের বারান্দায় ছবিটা তুলেছিলেন, তাই না? চিনতে পেরেছি, চেনা জায়গা।... ছেলেটা কী বলল আপনাকে? মান্‌ৎসেভ বেঁচে আছে?'

'বেঁচে আছে।'

'যা খুঁজছিল তা পেয়েছে কি সে?'

'মনে হয় পেয়েছে।'

'দেখলেন ত, মান্‌ৎসেভের ওপর আমার বরাবরই আস্থা ছিল।'

গারিনের হিসাবে কোন ভুল ছিল না। শেল্‌গার মনের গঠনটাই এরকম যে মিথ্যা বলা তার কোনমতে আসে না — প্রথম কারণ মিথ্যার প্রতি তার প্রবল বিতৃষ্ণা, দ্বিতীয়ত তার মনে হত যে-কোন খেলায় এবং লড়াইয়ে মিথ্যার আশ্রয় নেওয়াটা একটা শস্তা কৌশল মাত্র। এক মিনিটের মধ্যেই রোয়িং ক্লাবে ইভানের আবির্ভাবের সমস্ত ইতিহাস এবং মান্‌ৎসেভের কাজ সম্পর্কে সে যা যা বলেছিল সব গারিনের জানা হয়ে গেল।

'আচ্ছা,' উঠে দাঁড়িয়ে খুশিতে হাতে হাত ঘসতে ঘসতে গারিন বলল, 'আঠাশে তারিখ রাতের বেলায় আমরা যখন

মোটরগাড়ি চড়ে যাব তখন যন্ত্রের মডেল আমাদের সঙ্গে থাকবে, আপনি যেখানে বলেন যন্ত্রটা কিছু সময়ের জন্য সেখানে লুকিয়ে রাখব।... তাহলেই দেখুন, আপনার যথেষ্ট গ্যারাণ্টি থাকছে ত? আপনি রাজী?'

'রাজী।'

'আমাকে মারার চেষ্টা করবেন না ত?'

'নিকট ভবিষ্যতে সে রকম কোন অভিপ্রায় নেই।'

'আমি বলে যাচ্ছি আপনাকে ওরা যেন ওপরতলায় রাখে। এ জায়গাটা বড্ড বেশি স্যাঁতসেঁতে। সুস্থ হয়ে উঠুন, খুশিমতো খাওয়া দাওয়া করুন, পান করুন।'

গারিন তার দিকে চোখ টিপে বেরিয়ে গেল।

উনষাট

'আপনার নাম, পদবী?'

'কুলনেভ্স্কি রেজিমেণ্টের কোম্পানি-ক্যাপ্টেন আলেক্সান্দর ইভানভিচ ভোল্শিন,' যে-অফিসারটির গালের হাড় চওড়া গারিনের সামনে টান টান হয়ে সে উত্তর দিল।

'কিসের আয়ে আপনার চলে?'

'দৈনিক বেতনে জেনারেল সুব্বোতিনের খরগোসের ফার্মে কাজ করি — দিনে বিশ সু, খাবার উনি দেন। এককালে ট্যাক্সি ড্রাইভারের কাজ করেছি, পয়সাকড়ি মন্দ পেতাম না, কিন্তু আমার সঙ্গের অন্য অফিসাররা আমাকে ভজিয়ে-ভুজিয়ে রাজতন্ত্রীদের কংগ্রেসে প্রতিনিধি করে পাঠাল। কংগ্রেসের প্রথম অধিবেশনেই রেগেমেগে কর্ণেল শের্স্তোবিতভকে দিলাম ঝেড়ে একটা বিরাশি সিক্কা। ফলে আমি আমার সমস্ত অধিকার হারালাম, চাকরিটাও গেল।'

'আমি আপনাকে একটা বিপজ্জনক কাজের ভার দিচ্ছি। মোটা পারিশ্রমিক পাবেন। রাজী?'

'জে আজ্ঞে।'

‘আপনি প্যারিসে চলে যান। সেখানে সুপারিশপত্র পাবেন। চাকরিতে তালিকাভুক্ত হবেন। কাগজপত্র আর অন্যান্য প্রমাণপত্র নিয়ে লেনিনগ্রাদ যাবেন।... সেখানে এই ছবিটা দেখে খুঁজে বার করতে হবে একটা বাচ্চা ছেলেকে।...’

আট

পাঁচদিন কেটে গেল। এনিলাইন কোম্পানির বিখ্যাত কারখানাগুলোর কাছে শ্যামল ও আর্দ্র উপত্যকার মধ্যে রাইন তীরের ছোট্ট শহর ‘ক’-এর নিরুপদ্রব জীবনযাত্রায় বিঘ্ন ঘটার কোন কারণ দেখা দেয় নি।

সকাল থেকে স্কুলের ছেলেমেয়েদের কাঠের তলি লাগানো জুতোর খট্‌খট্‌ শহরের আঁকাবাঁকা রাস্তার সংকীর্ণ ফুটপাতগুলোতে খুশির আওয়াজ তুলছে, প্রতিধ্বনি তুলছে মজুরদের ভারী পায়ের শব্দ; মহিলারা নদীর দিককার রাস্তা ধরে লাইম গাছের ছায়ায় বাচ্চাদের পেরাম্বুলেটর ঠেলতে ঠেলতে চলেছে।... মোটা কাপড়ের ওয়েস্টকোট গায়ে এক নাপিত সেলুন থেকে বেরিয়ে এসে ফুটপাতের ওপর একটা মই খাড়া করে রাখল। দোকানের সাইনবোর্ড বলতে বারের গায়ে ঝোলানো একটা কাঁসার গামলা আর সাদা ঘোড়ার লেজ — অমনিতেই ঝকঝক করছিল। সে সত্ত্বেও নাপিতের সাকরেদ ছোকরা মই বয়ে ওপরে উঠে সেটা সাফ করতে লাগল। কফিখানার জানলায় আরশি-কাঁচগুলো মোছা হচ্ছে। বীয়ারের খালি পিপে বোঝাই উঁচু চাকাওয়ালা একটা মালটানা-ঘোড়ার গাড়ি দুমদাম আওয়াজ করতে করতে রাস্তা দিয়ে চলেছে।

পরিষ্কার ধোয়ামোছা একটা পরিপাটী ছোট্ট পুরনো শহর। শান্ত দিনের বেলায় — পাথর বাঁধানো কুঁজ ওঠা সদর রাস্তাটা সূর্যের আলোয় তেতে ওঠে, সূর্যাস্তের সময় যখন কলকারখানা থেকে মজুর আর কামিনরা বাড়ি ফিরতে থাকে তখন প্রাণবন্ত হয়ে ওঠে তাদের আলস্যজড়িত কণ্ঠস্বরে, কফিখানায় আলো

জ্বলে ওঠে, আর খাটো বর্ষাতি গায়ে রাস্তার বুড়ো বাতিওয়ালাটা — ভগবান জানেন কোন্ মান্ধাতার আমলের লোক — কাঠের তলিওয়ালা জুতো ঘসটে ঘসটে রাস্তা দিয়ে চলে বাতি জ্বালাতে।

বাজারের ফটক থেকে ঝুড়ি হাতে বেরিয়ে আসে মজুর আর শহুরে বাবুদের ঘরের বধূরা। আগেকার দিনে ঝুড়িতে থাকত ফ্রান্ৎস স্নাইডারসের* মতো শিল্পীদের আঁকা স্টীল লাইফের উপযুক্ত হাঁসমুরগী, শাকসবজি আর ফলফলাড়ি। এখন কয়েকটা আলু, এক আঁটি পেঁয়াজকলি, কিছু কন্দমূল আর খানিকটা রাইয়ের রুটি ছাড়া আর কিছু থাকে না।

অবাক লাগে কিন্তু। গত চার শতাব্দীর মধ্যে জার্মানি যে কী পরিমাণ ঐশ্বর্যশালী হয়ে উঠেছে তা বলার নয়। কী গৌরবেরই না অধিকারী হয়েছে জার্মানির সন্তানবর্গ! কত আশার আলোই না ঝলকাত জার্মানদের নীল চোখের তারায়! তাদের ঊর্ধ্বোত্থিত তাম্রশ্মশ্রু চুঁইয়ে পড়েছে কতই না বীয়ার! কত কোটি কোটি কিলোওয়াট মানবশক্তির মুক্তি ঘটেছে!...

এ সবই বৃথা। গৃহস্থের রান্নাঘরে কুটনো কাটার তক্তার ওপর এক আঁটি পেঁয়াজের কলি, ঘরণীর চোখে বহুকালের ক্লান্তি আর ক্ষুধার ছাপ।

ভোল্ফ আর খিন্নভের পায়ের জুতো ধূলিধূসরিত, গায়ের কোর্তা খুলে তারা হাতে ঝুলিয়ে নিয়েছে, তাদের কপালে ঘাম ফুটে উঠেছে। কুঁজ ওঠা ছোট্ট সেতুটা পার হয়ে লাইমের ছায়াঘেরা বড় রাস্তা ধরে তারা এগোতে লাগল 'ক'-এর দিকে।

সূর্য তখন অনুচ্চ টিলার ওপারে অস্ত যাচ্ছে। সন্ধ্যার সোনালি আলোয় এনিলাইন কারখানার চিমনিগুলো তখনও ধূম উদ্গীরণ করে চলেছে। কারখানার দালানকোঠা, চিমনি, রেল লাইন, গুদামঘরের খোলার চাল টিলার ঢাল ধরে সোজা চলে গেছে শহরের দিকে।

---

* ফ্রান্ৎস স্নাইডারস্ (১৫৭৯-১৬৫৭) — বিখ্যাত ডাচ শিল্পী, রুবেন্সের বন্ধু ও তাঁর ধারানুসারী। শাকসবজি, ফলফলাড়ি, মাছ ও শিকার করা পশুপাখির স্টীল লাইফ আঁকার জন্য তাঁর বিশেষ খ্যাতি।

'ওই যে ওখানে, আমি ঠিক বলতে পারি,' অস্তগামী সূর্যের আলোর লাল ছোঁয়া লাগা শৈলচূড়ার দিকে হাত দিয়ে দেখিয়ে ভোল্‌ফ বলল। 'কোন জায়গা থেকে যদি কলকারখানার ওপর গুলি ছুঁড়তে হয় তাহলে একমাত্র এখান থেকে — আমি হলে অন্তত এই জায়গাটাই বেছে নিতাম।'

'বেশ, বেশ, ভোল্‌ফ, কিন্তু আর যে মাত্র তিনদিন বাকি আছে।...'

'তাতে কী আছে? দক্ষিণ দিক থেকে বিপদের কোন প্রশ্ন আসতে পারে না — বড় বেশি দূরে পড়ে যাচ্ছে। উত্তর আর পূবের অংশও আমরা তন্ন তন্ন করে দেখেছি — কোথাও এতটুকু কিছু বাকি রাখি নি। তিন দিন আমাদের পক্ষে যথেষ্ট।'

উত্তরে বনভূমিতে ঢাকা টিলাগুলোর ওপরে নীল রঙ ধরেছে, তাদের মাঝখানে পড়েছে গভীর ছায়া। খিয়নভ সে দিকে ফিরে তাকাল। কোথাও এমন কোন ঘরবাড়ি — কোন কুঁড়েঘর বা বাগানবাড়ি আছে কিনা যার জানলাগুলো কারখানার দিকে মুখ করা, তার খোঁজে ভোল্‌ফ আর খিয়নভ গত পাঁচদিন পাঁচরাত ধরে ওপাশে পাহাড়ের প্রতিটি গহ্বর চষে বেরিয়েছে।

ওই পাঁচদিন পাঁচরাত তারা জামাকাপড় ছাড়ার কোন অবকাশ পায় নি, রাতের অন্ধকার যখন গভীর হয়ে নেমেছে তখন যেখানে পেরেছে সেখানে পড়ে ঘুমিয়েছে। তাদের পা এমনই অসাড় হয়ে পড়েছে যে ব্যথার অনুভূতি পর্যন্ত লোপ পেয়েছে। পাথুরে রাস্তা, পায়ে-চলা-পথ আর পাহাড়ের খাত ধরে, বেড়া ডিঙিয়ে সোজা পথে তারা শহরের চারপাশের পাহাড়-পর্বতে প'য়ষট্টি মাইল মতো ঘোরাঘুরি করেছে। কিন্তু কোথাও গারিনের অস্তিত্বের এতটুকু চিহ্ন চোখে পড়ে নি। চাষী, খামারজীবী, বাগানবাড়ির চাকরবাকর, বনরক্ষী, চৌকিদার — যাদের সঙ্গেই পথে দেখা হয়েছে জিজ্ঞেস করলে তারা কেউ কিছু বলতে পারে না — শুধুই কাঁধ ঝাঁকায়।

'গোটা তল্লাটে বাইরের কোন লোক আসে নি। এখানকার সবাইকে আমরা চিনি।'

বাদ রয়ে গেছে পশ্চিমের অংশটা — এটাই সবচেয়ে জটিল অংশ। ম্যাপে দেখা যাচ্ছে সেখানে লোক চলাচলের একটা রাস্তা আছে, রাস্তাটা চলে গেছে একটা পর্বতবহুল মালভূমির দিকে। সেখানে আছে বিখ্যাত 'শৃঙ্খলিত কঙ্কাল' দুর্গের ধ্বংসাবশেষ: তার পাশে, এসব ক্ষেত্রে সচরাচর যে রকম হয়ে থাকে, আছে 'শৃঙ্খলিত কঙ্কাল' নামে একটা বীয়ার গার্ডেন।

বিধ্বস্ত দুর্গটির মধ্যে দর্শকদের বাস্তবিকই দেখানো হত পাতালকুঠুরির ধ্বংসাবশেষ আর লোহার গরাদের পেছনে মরচে ধরা শেকলে বাঁধা বিপুলকায় এক উপবিষ্ট কঙ্কাল। এই একই কঙ্কালের প্রতিকৃতি চিহ্নিত হয়ে ছবির পোস্টকার্ড, কাগজ কাটার ছুরি আর বীয়ার-মগ সর্বত্র বিক্রি হত। দর্শকেরা ইচ্ছে করলে কুড়ি ফেনিং দক্ষিণা দিয়ে এখানে কঙ্কালের পাশে ছবি তুলতে পারত, পরিচিত লোকজন বা প্রেয়সীর কাছে ছবি পাঠাতে পারত। রবিবারের দিনগুলোতে বিশ্রামভোগী যত সব শহরবাসী কূপমন্ডূকদের ভিড়ে ধ্বংসস্তূপটি ছেয়ে থাকত, বীয়ার গার্ডেনের ফলাও ব্যবসা চলত। বিদেশীরাও আসত।

কিন্তু যুদ্ধের পর বিখ্যাত কঙ্কালের প্রতি লোকের আকর্ষণে ভাটা পড়ে গেল। শহরবাসীরা এখন পুষ্টির অভাবে ভুগছে, ছুটিছাটার দিনে খাড়া পাহাড়ে ওঠার আর উৎসাহ নেই তাদের, কোন নদীর ধারে লাইমগাছের তলায় ঐতিহাসিক স্মৃতি নিয়ে নাড়াচাড়া করার চেয়ে আধ বোতল বীয়ার আর স্যান্ডউইচ নিয়ে সময় কাটানো তাদের বেশি পছন্দ। বীয়ার গার্ডেনের মালিক তার শত চেষ্টা সত্ত্বেও ধ্বংসস্তূপ আর আগেকার মতো ভালো অবস্থায় রাখতে পারছে না। অনেক সময় সপ্তাহের পর সপ্তাহ ধরে কোন দর্শকের আগমন না ঘটায় মধ্যযুগীয় কঙ্কালটি নিশ্চিন্তমনে বসে বসে করোটির শূন্য কোটরের ভেতর থেকে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখত শ্যামল উপত্যকাভূমি, যেখানে কোন এক সর্বনাশা দিনে দুর্গের অধিপতি তাকে ঘোড়ার জিনের ওপর থেকে ঠেলে ফেলে দিয়েছিল; সে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখত গির্জা,

গির্জার চুড়ো আর মাথার ওপরকার হাওয়া-মোরগ, দেখত সেই সব কলকারখানার চিমনি, যেখানে সারা দুনিয়ার জন্য বিপুল পরিমাণে তৈরি হচ্ছে বিষাক্ত গ্যাস, টৌট্রিল এবং আরও সব ভয়ঙ্কর ভয়ঙ্কর জিনিস; আর তারই ফলে ঐতিহাসিক স্মৃতিচারণ, কঙ্কালের ছবিসমেত পোস্টকার্ড এবং সম্ভবত জীবনের প্রতিও স্থানীয় অধিবাসীদের সমস্ত স্পৃহা তিরোহিত হয়েছে।

ভোল্‌ফ আর খ্যিনভ এখন চলেছে ওই জায়গারই উদ্দেশ্যে। পথে তারা কিঞ্চিৎ জলযোগ সারার উদ্দেশ্যে শহরের চকের ওপর একটা কফিখানায় ঢুকল, সেখানে বসে বসে অনেকক্ষণ ধরে জায়গাটার ম্যাপটা খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখল, ওয়েটারকে নানা রকম জিজ্ঞেসবাদ করল। জানা গেল উপত্যকার পশ্চিমের অংশে ধ্বংসস্তূপ ও বীয়ার গার্ডেন ছাড়াও দর্শনীয় স্থান বলতে আছে কোন এক টাইপরাইটার কারখানার মালিকের একটা ভিলা। কারখানার মালিক ভদ্রলোক সম্প্রতি নাকি সর্বস্বান্ত হয়ে পড়েছেন। ভিলাটা পশ্চিমের ঢালের ওপরে, তাই শহরের দিক থেকে চোখে পড়ে না। কারখানার মালিক ভিলায় একা থাকেন, কখনও বাইরে কোথাও যান না।

রাবট্রি

ভোরের আগে আগে পূর্ণিমার চাঁদের উদয় হল। এতক্ষণ যা অস্পষ্ট আকারের শিলা আর পাহাড়ের বিশৃঙ্খল স্তূপ বলে মনে হচ্ছিল এবারে চাঁদের আলোয় তা স্পষ্ট রূপ নিয়ে প্রকাশ পেল। যে-সমস্ত খিলান তখনও আস্ত রয়ে গেছে সেগুলো থেকে মখমল-মসৃণ ছায়া এসে পড়েছে, চলে গেছে নীচে খাতের ভেতরে; দুর্গপ্রাকারের ধ্বংসাবশেষ আঁকাবাঁকা গাছপালা আর বিশৃঙ্খল বৈঁচির ঝাড়ে ছেয়ে গেছে, একটা চৌকোনা মিনার জেগে উঠেছে — এটা দুর্গের প্রাচীনতম অংশ, নর্ম্যানদের*

* নর্ম্যান — জার্মানির এক সমরলিপ্সু গোষ্ঠী, মধ্যযুগে স্ক্যান্ডিনেভিয়ায় বসতি স্থাপন করে। নর্ম্যানরা তাদের জাহাজে চড়ে ইউরোপের উপকূলবর্তী অঞ্চলগুলিতে হানা দিয়ে লুটতরাজ করে বেড়াত।

তৈরি — ছবির কার্ডে 'নির্যাতন মিনার' নামে এর উল্লেখ পাওয়া যায়।

পূব দিক থেকে তার সঙ্গে এসে যুক্ত হয়েছে ইঁটের কতকগুলো খিলান। এখানে সম্ভবত এক সময় কেল্লার বাসস্থান আর প্রাচীন মিনারের মধ্যে সংযোগরক্ষাকারী কোন এক অলিন্দ ছিল। এখন থাকার মধ্যে আছে তার ভিত, ভাঙা পাথরের স্তূপ আর বেলেপাথরের ইতস্তত বিক্ষিপ্ত স্তম্ভশীর্ষ। মিনারের ভিতের কাছে, ঝিনুকাকার গর্ভগৃহের খিলানের নীচে বসে আছে 'শৃঙ্খলিত কঙ্কাল'।

গরাদের গায়ে কনুই ভর দিয়ে ভোল্‌ফ অনেকক্ষণ ধরে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখল কঙ্কালটা, তারপর খিন্নভের দিকে ফিরে বলল:

'এবার এদিকে চেয়ে দেখুন।'

অনেক নীচে চাঁদের আলোয় পড়ে আছে কুহেলী ঢাকা উপত্যকা। নদীর বুকে যেখানে যেখানে ঘন গাছপালার ফাঁক দিয়ে জলস্রোত ছুটে চলেছে সেখানে আঁশের মতো চকচক করছে তরঙ্গরাশি। শহরটা দেখাচ্ছে একটা খেলনার মতো। একটা জানলায়ও আলো চোখে পড়ে না। তার ওপারে বাঁ দিকে এনিলাইন কারখানার আলো জ্বলছে। গলগল করে সাদা ধোঁয়ার কুণ্ডলী উঠছে, চিমনি থেকে ঝলকে ঝলকে উঠছে গোলাপী আগুনের শিখা। ইঞ্জিনের হিসহিস আর কিসের যেন একটা ঘর্ঘর আওয়াজ ভেসে আসছে।

'আমি ঠিকই বলেছি,' ভোল্‌ফ বলল, 'একমাত্র এই সমভূমিটা থেকেই রশ্মি দিয়ে আঘাত হানা সম্ভব। তাকিয়ে দেখুন একবার— ওই যে ওখানে কাঁচামালের গুদাম, মাটির ওই উঁচু বাঁধটার পেছনে আধা তৈরি মাল রাখার জায়গা — একেবারে খোলা; আর ওখানে লম্বা লম্বা দালানগুলোতে রুশী পদ্ধতিতে সালফিউরিক পাইরাইটিজ থেকে সালফিউরিক এসিড তৈরি হয়। আর ওই একপাশে গোল গোল ছাদগুলোর নীচে তৈরি হয় এনিলাইন এবং বিভীষিকাময় সেই সমস্ত পদার্থ যেগুলো কখন কখন আপন খেয়ালখুশিমতো বিস্ফোরণ ঘটায়।'

'বেশ ভোল্‌ফ, যদি ধরেই নি যে গারিন তার যন্ত্র আঠাশ তারিখ রাতের আগে বসাবে না, তবু বসানোর আগে তাকে নিশ্চয়ই কিছু প্রস্তুতি নিতে হবে, কিন্তু তার কোন লক্ষণ থাকবে ত।'

'ধ্বংসস্তূপটা ভালো করে দেখতে হবে। আমি মিনারটার ওপর উঠে দেখি। আপনি প্রাচীর আর খিলানগুলো দেখুন।... সত্যি কথা বলতে গেলে কি, কঙ্কালটা যেখানে বসে আছে তার চেয়ে ভালো জায়গার কথা ভাবাই যায় না।'

'সাতটার সময় বীয়ার গার্ডেনে আমাদের দেখা হবে।'

'বেশ।'

তেষট্টি

সকাল সাতটার পর ভোল্‌ফ ও খ্লিনভকে 'শৃঙ্খলিত কঙ্কাল' বীয়ার গার্ডেনের কাঠের বারান্দায় দুধ পান করতে দেখা গেল। তাদের নৈশ অনুসন্ধান ব্যর্থ হয়েছে। দু'হাতের পুটে মাথার ভর দিয়ে তারা চুপচাপ বসে রইল। এই কয়েকদিনে তারা একে অন্যকে এতদূর চিনে ফেলেছে যে একজনের ভাবনাচিন্তা অন্যজনের বুঝতে বাকি থাকে না। খ্লিনভ একটু বেশি অনুভূতিপ্রবণ, নিজের ওপর অতটা আস্থাস্থাপনের প্রবণতা তার নেই — যে সমস্ত যুক্তিতর্কের পর ভোল্‌ফ আর সে প্যারিস থেকে আপাতনির্দোষ এই জায়গায় এসেছে, মনে মনে বেশ কয়েকবার তার পুরো ধারাটা পর্যালোচনা করতে লাগল সে। তাদের এই দৃঢ় বিশ্বাসের ভিত্তি কী ছিল? খবরের কাগজের গোটা দুই তিন ছত্র।

'আমরা কি বোকা বনে যাচ্ছি না ভোল্‌ফ? আপনার কী মনে হয়?'

'মানুষের বুদ্ধিবৃত্তি সীমিত,' ভোল্‌ফ তার উত্তরে বলল। 'তা সত্ত্বেও তার ওপর সন্দেহ পোষণ করার চেয়ে কাজের খাতিরে তার ওপর ভরসা রাখা সব সময় বুদ্ধিমানের কাজ। পরন্তু আমরা

যদি কিছু খুঁজে না পাই আর গারিনের নারকীয় পরিকল্পনা যদি আমাদের কল্পনা বলে প্রতিপন্ন হয়, তার চেয়ে ভালো আর কী হতে পারে? আমরা আমাদের কর্তব্য পালন করেছি।'

ওয়েটার ওমলেট আর দু মগ বীয়ার এনে দিল। মালিকের আবির্ভাব ঘটল। মোটাসোটা লোক, লাল টকটক করছে গালদুটো।

'নমস্কার মশাইরা!' ঘন ঘন ফোঁস ফোঁস নিঃশ্বাস ফেলতে ফেলতে সে অতিথিদের ক্ষুন্নিবৃত্তির অপেক্ষা করতে লাগল। উপত্যকাটা তখনও নীল নীল দেখাচ্ছে, ভিজে শিশির পড়ে চকচক করছে — হাত তুলে সেই দিকে দেখিয়ে সে বলল, 'বিশ বছর ধরে আমি দেখে আসছি। আমি যা বলে রাখছি আপনারা শুনে রাখুন মশাই, মনে হচ্ছে খেল খতম হয়ে আসছে।... সৈন্য জড়ো হতে দেখলাম। ওই যে ওই রাস্তার ওপর দিয়ে যাচ্ছিল সৈন্যদল। চমৎকার সারবন্দী জার্মান সৈন্যদল।' মালিক তার মেদপুষ্ট তর্জনীটা স্প্রিংয়ের মতো তড়িৎগতিতে মাথার ওপর তুলল। 'ওরা ছিল জিগ্‌ফ্রিড*, সেই যে যাদের সম্পর্কে ট্যাসিটাস** লিখেছিলেন — প্রচণ্ড শক্তিমান, সন্ত্রাসসৃষ্টিকারী, মাথার হেলমেটে ডানা লাগানো।... ওরে ছোকরা, বাবুদের আরও দু মগ বীয়ার দিয়ে যা!... চোদ্দ সালে জিগ্‌ফ্রিড বাহিনী বিশ্ববিজয়ে বেরিয়েছিল। তাদের অভাব ছিল শুধু ঢালের — আপনাদের মনে আছে গলার স্বরকে আরও ভয়ঙ্কর করে তোলার জন্য মুখের সামনে ঢাল তুলে ধরে রণহুঙ্কার ছাড়ার সেই পুরনো জার্মান প্রথা?... হ্যাঁ আমি দেখলাম ঘোড়সওয়ার সৈন্যদের... পেছন থেকে... জাঁকিয়ে বসে আছে ঘোড়ার পিঠে।... আমি জানতে চাই, ঘটল কী? রক্তক্ষয়ী যুদ্ধে কী করে মরতে হয় আমরা কি ভুলে গেলাম? সৈন্যদল কী ভাবে এই পথে

---

* জিগ্‌ফ্রিড — জার্মান পৌরাণিক চরিত্র, মহাবীর, জার্মান জাতি ও তার দেবদেবীদের উদ্ধারকর্তা।

** ট্যাসিটাস — (খ্রীঃ পূঃ ৫৫-১২০ অব্দ) — প্রাচীন রোমের বিখ্যাত ঐতিহাসিক এবং বিশ্বসাহিত্যের অন্যতম প্রতিনিধিস্থানীয় লেখক।

ফিরে গেল তাও আমি দেখলাম। দেখলাম, ঘোড়সওয়ার সৈন্যগুলো, চুলোয় যাক ব্যাটারা, সেই আগের মতোই জাঁকিয়ে বসে আছে জিনের ওপর।... জার্মানরা লড়াইয়ের ময়দানে চুরমার হয় নি। তারা তাদের নিজেদের বাড়ির গরম চুল্লীর কাছে, বিছানায় শুয়ে শুয়ে তলোয়ারের খোঁচা খেয়ে মরেছে।...'

মালিক ড্যাবডেবে চোখ মেলে অতিথিদের ওপর দৃষ্টি বুলিয়ে নিল, তারপর ফিরে তাকাল ধ্বংসস্তূপের দিকে, তার মুখ ইটের মতো পাটকিলে রং ধারণ করল। ধীরে ধীরে পকেট থেকে ছবির পোস্টকার্ডের একটা প্যাকেট টেনে বার করল সে, হাতের তালুর ওপর আছড়াল।

'আপনারা ত শহর থেকে আসছেন, আমি জিজ্ঞেস করি: সাড়ে পাঁচ ফুটের ওপর লম্বা অন্তত একটা জার্মানকেও কি আপনারা দেখেছেন? আর ওই প্রলেটারীয়গুলো, ওরা যখন কলকারখানা থেকে বাড়ি ফেরে তখন কি শুনেছেন অন্তত তাদের একজনও সাহস করে মুখ ফুটে উচ্চারণ করতে পেরেছে 'ডয়েশল্যান্ড' শব্দটা? অথচ দেখুন, এই প্রলেটারীয়গুলোই বীয়ারমগ হাতে নিয়ে সমাজতন্ত্র সমাজতন্ত্র করে চেঁচিয়ে গলা ফাটাবে।'

মালিক কায়দা করে ছবির পোস্টকার্ডের প্যাকেটটা হাতপাখার মতো করে টেবিলের ওপর খুলে ছড়িয়ে দিল।... সেই কঙ্কালের ছবি — কঙ্কাল আর ডানাওয়ালা হেলমেট মাথায় জার্মান, কঙ্কাল আর ১৯১৪ সালের যুদ্ধের এক সৈনিক — পুরোদস্তুর সাজসরঞ্জামসহ।

'একটার দাম পঁচিশ ফেনিং, এক ডজনের দাম দু মার্ক পঞ্চাশ ফেনিং, অবহেলামিশ্রিত গর্বের সুরে মালিক বলল। 'এর চেয়ে শস্তায় কেউ দেবে না। যুদ্ধের আগেকার কাজ, চমৎকার কাজ — রঙিন ছবি, চোখে রাংতা লাগানো — মনের ওপর গভীর ছাপ ফেলে।... আপনারা ভাবছেন ওই ভীতুর ডিম বুর্জোয়ারা কিংবা সাড়ে পাঁচফুট লম্বা প্রলেটারীয়রা আমার ছবির

পোস্টকার্ড কেনে? আরে ছোঃ!... আমি কঙ্কালের পাশে কার্ল লিব্‌কনেখ্‌টের* ছবি তুলি — এই হল ওদের মতলব।...'

আবার তার চোখে মুখে খেলে গেল রক্তোচ্ছ্বাস, তারপর হঠাৎ সে ফেটে পড়ল হাসিতে।

'সেই আশায়ই থাকুক!... ওরে ছোঁড়া, আমাদের নিজেদের যে খাম আছে সেগুলোর ভেতরে ভরে এক ডজন করে ছবির পোস্টকার্ড বাবুদের জন্য আলাদা ক'রে দে।... হ্যাঁ যা বলছিলাম, রুজি রোজগারের ফিকিরে থাকতে হয়।... দাঁড়ান, আমি আমার পেটেন্ট দেখাই আপনাদের। আমাদের 'শৃঙ্খলিত কঙ্কাল' হোটেল শয়ে শয়ে এ জিনিস বিক্রি করবে।... এক্ষেত্রে আমি আমাদের সময়ের সঙ্গে তাল রেখে চলি, আমি আমার নীতি থেকেও কখনও ভ্রষ্ট হই না।'

মালিক বাড়ির ভেতরে চলে গেল, পরক্ষণেই ফিরে এলো সিগারের বাক্সের মতো ছোট্ট একটা বাক্স নিয়ে। বাক্সের ডালার ওপর আগুন দিয়ে পুড়িয়ে কাঠে খোদাই করা আছে সেই একই কঙ্কাল।

'একবার পরখ করেই দেখুন না। ক্যাথড বাল্‌ব লাগানো সত্যিকারের রিসিভারের চেয়ে কোন অংশে খারাপ কাজ করে না।' চটপট তার আর ইয়ারফোন ঠিকঠাক করে নিয়ে সে টেবিলের নীচে লাগানো একটা প্লাগপয়েন্টে রিসিভারের প্লাগ লাগাল। 'এর দাম তিন মার্ক পঁচাত্তর ফেনিং — অবশ্য ইয়ারফোন ছাড়া।' খ্লিনভের দিকে হেডফোন বাড়িয়ে দিল সে। 'ইচ্ছে করলে বার্লিন, হামবুর্গ, প্যারিস — আপনার যেমন খুশি শুনতে পারেন। আমি কোলনের ক্যাথিড্রাল ধরিয়ে দিচ্ছি আপনাকে, যতদূর মনে হয় সেখানে এখন সকালের উপাসনা চলছে। আপনি অর্গানের বাজনা শুনতে পারেন। দারুণ!... এই যে হাতলটা একটু বাঁ দিকে ঘোরান। কী হল? মনে হচ্ছে আবার যেন হারামজাদা স্টাফারটা ঝামেলা করছে? তাই না?'

---

* কার্ল লিব্‌কনেখ্‌ট — (১৮৭১-১৯১৯) — জার্মান ও আন্তর্জাতিক কমিউনিস্ট আন্দোলনের নেতা, জার্মানির কমিউনিস্ট পার্টির (১৯১৮) অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা।

'কে ঝামেলা করছে বললেন?' যন্ত্রটার দিকে ঝুঁকে পড়ে ভোল্ফ জিজ্ঞেস করল।

'আরে সে এক টাইপ রাইটার কারখানার দেউলিয়া মালিক। স্টাফার। বদ্ধ মাতাল, বেহেড।... দু বছর আগে লোকটা তার ভিলায় রেডিওস্টেশন গোছের কী একটা বানিয়েছিল। তারপর দেউলিয়া হয়ে গেল। এখন এই কিছু দিন আগে থেকে স্টেশনটা ফের কাজ করতে শুরু করে দিয়েছে।...'

খিন্নভের চোখদুটো অদ্ভুত রকম চকচক করে উঠল, হেডফোন নামিয়ে রাখল সে।

'বিল চুকিয়ে দিন ভোল্ফ, আমাদের যেতে হয়।'

কয়েক মিনিট বাদে বাচাল হোটেল-মালিকের হাত থেকে ছাড়া পাওয়ার পর তারা যখন বীয়ার গার্ডেনের ফটকের বাইরে চলে এলো তখন খিন্নভ সর্বশক্তিতে ভোল্ফের হাত চেপে ধরে বলল:

'আমি শুনতে পেয়েছি, চিনতে পেরেছি গারিনের গলা।...'

চৌষট্টি

ওই দিন সকালে, এক ঘণ্টা আগে, ওই টিলাগুলোরই পশ্চিম দিককার ঢালে হের স্টাফার তার ভিলার আধা অন্ধকারাচ্ছন্ন খাবার ঘরে টেবিলের ধারে বসে এক অদৃশ্য সঙ্গীর সঙ্গে কথাবার্তা চালাচ্ছিল। আরও স্পষ্ট করে বলতে গেলে, কথাবার্তা ত নয় কতকগুলো ভাঙা ভাঙা কথার টুকরো আর শাপ-শাপান্ত। টেবিলময় সিগারেটের ছাই ছড়ানো, স্টাফারের জামার আলগা কলার, টাই, খালি বোতল আর সিগারেটের পোড়া টুকরো গড়াগড়ি যাচ্ছে টেবিলের ওপর। স্টাফারের পরনে শুধু অন্তর্বাস, সে বসে বসে তার তুলতুলে বুক চুলকোচ্ছে। ঘরের মধ্যে লোহার বিশাল বাতির ঝাড়ে বাতি বলতে টিমটিম করে জ্বলছে একটিমাত্র ইলেক্‌ট্রিক ল্যাম্প। চোখ বড় বড় করে এক দৃষ্টিতে সেই দিকে তাকিয়ে তার নেশাগ্রস্ত মাথায় যত রকম মানুষের ছবি ভেসে

আসছে তাদের সবাইকে ধরে ধরে সে চাপা গলায় সমানে খিস্তিখেউড় করে যাচ্ছে।

খাবার ঘরের ঘড়িতে মিনারের ঘণ্টার মতো সাড়ম্বরে সাতটার ঘণ্টা বাজল। প্রায় সঙ্গে সঙ্গে বাইরে একটা মোটরগাড়ি থামার আওয়াজ হল। খাবার ঘরে এসে ঢুকল গারিন। সকালের ঠাণ্ডা বাতাসে তার সর্বাঙ্গ শিহরিত, মুখে বিদ্রূপের হাসি, দাঁত বার করা, চামড়ার টুপিটা মাথার পেছন দিকে সরানো।

'ফের সারা রাত মদ খাওয়া হয়েছে?'

স্টাফার রক্তচক্ষু মেলে টেরিয়ে তাকাল গারিনের দিকে। গারিনকে তার বেশ লাগে। যে-কোন কাজের জন্য সে দরাজ হাতে পারিশ্রমিক দেয়। কোন রকম দরদস্তুর না করে গারিন গরমের কয়েক মাসের জন্য মদের ভাঁড়ার সমেত স্টাফারের ভিলা ভাড়া নিয়েছে, তবে পাতালকুঠুরির পুরনো রাইন মদ, শ্যাম্পেন ও লিকার যদৃচ্ছা ব্যবহারের সুযোগ থেকে স্টাফারকে বঞ্চিত করে নি। লোকটা কী কাজ করে কে জানে। সম্ভবত চোরাকারবারী। কিন্তু স্টাফারকে যারা দু'বছর আগে পথে বসিয়ে ছেড়েছে সেই আমেরিকানদের সে জোর গালাগাল করে, সরকারকে তুচ্ছতাচ্ছিল্য করে, লোকজনকে মোটের ওপর শালা শুয়োরের বাচ্চা বলে উল্লেখ করে — এটাও তার একটা গুণ বলতে হবে।

'আপনি যেন সারা রাত ভগবানের নাম করেছেন,' কর্কশ গলায় স্টাফার বলল।

গারিন হো হো করে সংক্ষেপে হাসল। স্টাফারের মেদবহুল পিঠে মৃদু চাপড় মারল।

'আমরা প্রত্যেকে যে যার মতো আমোদফুর্তি করি। হ্যাঁ, ভালো কথা, আমার অনুপস্থিতিতে দু'জন লোক এখানে এসেছিল কি? এসে আমার কথা জিজ্ঞেস করেছিল?'

'না।...'

'চমৎকার। এবারে চালাঘরের চাবিটা দিন ত।...'

চাবির চেইনটা ঘোরাতে ঘোরাতে গারিন বাগানে বেরিয়ে এলো। বাগানের মধ্যে চারদিক কাচে ঘেরা একটা চালাঘর, মাথার ওপর এরিয়ালের কতকগুলো মাস্তুল। অবহেলিত ফুলের বাগানের

কেয়ারির মাঝখানে এখানে সেখানে দাঁড়িয়ে আছে পোড়ামাটির কতকগুলো বামনমূর্তি — পাখিদের বিষ্ঠায় কলঙ্কিত। কাচের দরজার তালা খুলে গারিন ঘরের ভেতরে ঢুকল, জানলাগুলো হাঁ করে খুলে দিল। জানলার ধারিতে কনুই ঠেকিয়ে খানিকক্ষণ দাঁড়িয়ে রইল, দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে বুক ভরে ভোরের স্নিগ্ধ বাতাস টানতে লাগল। ব্যাঙ্ক আর কলকারখানার সঙ্গে কারবার সারতে গিয়ে তাকে প্রায় কুড়ি ঘণ্টা মোটরগাড়িতে কাটাতে হয়েছে। এখন আঠাশ তারিখের আগে যা যা করা দরকার ছিল সব তৈরি।

ঠিক কতক্ষণ এই ভাবে জানলার ধারে দাঁড়িয়ে ছিল তার মনে নেই। আড়িমুড়ি ভেঙে সে একটা সিগার ধরাল, ডায়নামো চালু করল, বেতার যন্ত্রটা ভালো করে দেখে নিয়ে জায়গামতো চাবি ঘুরাল। তারপর মাইক্রোফোনের সামনে দাঁড়িয়ে প্রতিটি শব্দ আলাদা আলাদা উচ্চারণ করে জোরে বলতে লাগল:

'জোইয়া, জোইয়া, জোইয়া, জোইয়া... শুনতে পাচ্ছ? শুনতে পাচ্ছ আমার কথা?... তুমি যা চাও তা-ই হবে। শুধু ইচ্ছেটা করতে জানা চাই। তোমাকে আমার দরকার। তোমাকে ছাড়া আমার কাজের কোন অর্থই হয় না। দু এক দিনের মধ্যেই নেয়াপল্‌সে যাব। সঠিক খবর কাল জানাব। কোন চিন্তা নেই। সব ভালোমতো চলছে।...'

কিছুক্ষণের জন্য সে থামল, চুরুটে টান দিল, তারপর আবার শুরু করল। 'জোইয়া, জোইয়া...' চোখ বন্ধ করল। ডাইনামোর মৃদু গুঞ্জন উঠছে, একটার পর একটা অদৃশ্য তরঙ্গ এরিয়াল থেকে খসে পড়ছে।

এই মুহূর্তে কামানের কোন ভারী গাড়ি যদি পাশ দিয়ে চলে যেত তাহলেও সম্ভবত তার আওয়াজ গারিনের কানে ঢুকত না। সে শুনতে পেল না কখন ঢাল বয়ে তৃণভূমির প্রান্তে নুড়িপাথর গড়িয়ে পড়ল। তারপর মণ্ডপটা থেকে হাত পাঁচেক দূরে গাছপালার ঝোপ দু ফাঁক হয়ে গেল, তার ভেতরে মানুষের চোখের সমান উঁচুতে উঠল কোল্‌ট রিভল্‌ভারের কালো নল।

পঁয়ষট্টি

রোলিং টেলিফোনের রিসিভার তুলল।

'বলুন।'

'আমি সেমিওনভ বলছি। এইমাত্র গারিনের একটা বেতার বার্তা ধরা পড়েছে। পড়ে শোনাব কি?'

'হ্যাঁ, পড়ুন।'

'তুমি যা চাও তা-ই হবে। শুধু ইচ্ছেটা করতে জানা চাই...' কঁকিয়ে কুঁথিয়ে রুশ থেকে ফরাসী ভাষায় অনুবাদ করে পড়তে শুরু করল সেমিওনভ।

রোলিং এতটুকু আওয়াজ না করে শুনতে লাগল।

'এই সব?'

'হ্যাঁ স্যার।'

'তাহলে লিখুন,' রোলিং বলে যেতে লাগল, 'এক্ষুনি চারশ' একুশ মিটার ওয়েভ লেন্থে ট্র্যান্সমিটার বাঁধুন। আজ যে সময়ে আপনি তারবার্তাটা ধরেছেন, কাল তার দশ মিনিট আগে বেতারে পাঠাতে শুরু করবেন এই বার্তা: 'জোইয়া, জোইয়া, জোইয়া... একটা আকস্মিক দুর্ঘটনা ঘটে গেছে। এখুনি কিছু একটা করা একান্ত দরকার। আপনার বন্ধুর জীবনের যদি কোন দাম থাকে আপনার কাছে তাহলে শুক্রবার নেয়াপল্সে নেমে পড়ুন, 'স্প্লেন্ডিড' হোটেলে গিয়ে উঠুন। শনিবার দুপুরের সংবাদের জন্য অপেক্ষা করুন।' এটা আপনি বারবার সমানে বলে যাবেন, শুনতে পাচ্ছেন, সমানে বলে যাবেন, উঁচু গলায় আর বেশ জোর দিয়ে। ব্যস্।'

রোলিং বেল বাজাল।

'এক্ষুনি তিক্লিন্স্কিকে খুঁজে বার করে আমার কাছে নিয়ে আসুন,' সেক্রেটারী এক ছুটে রোলিং-এর কাজের ঘরে এসে ঢুকলে তাকে সে বলল। 'এই মুহূর্তে এরোড্রোমে চলে যান। যে করেই হোক একটা ঢাকা প্যাসেঞ্জার প্লেন যোগাড় করুন — ভাড়া করুন, অথবা কিনুন — কিছু আসে যায় না।

একজন পাইলট আর একজন প্লেনের কারিগরও ভাড়া করুন। আঠাশ তারিখে ছাড়ার জন্য যেন সব তৈরি থাকে।’

ছেষট্টি

ভোল্‌ফ আর খিৎনভ বাকি দিনটা ‘ক’-তে কাটিয়ে দিল। তারা রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে বেড়াল, পর্যটক বলে নিজেদের জাহির করার উদ্দেশ্যে স্থানীয় অধিবাসীদের সঙ্গে তারা নানা আজেবাজে বিষয় নিয়ে বকবক করল। শহরের কোলাহল যখন শান্ত হয়ে এলো তখন ভোল্‌ফ আর খিৎনভ পাহাড়ের দিকে যাত্রা করল। তারা যখন চড়াই বয়ে স্টাফারের বাগানের দিকে উঠতে লাগল ততক্ষণে প্রায় মাঝরাত হয়ে এসেছে। তারা নিজেদের মধ্যে ঠিক করে নিয়েছিল, যদি পুলিশের নজরে পড়ে যায় তাহলে বলবে যে তারা পর্যটক, পথ গুলিয়ে ফেলেছে। পুলিশ যদি তাদের আটকেও রাখে, তাদের গ্রেপ্তার তেমন বিপজ্জনক হবে না — শহরের যে-কেউ তাদের ওজরের পক্ষে সাক্ষ্য দেবে। ঝোপঝাড়ের ভেতর থেকে গুলি ছোড়ার পর যখন গারিনের মাথার খুলি চূর্ণবিচূর্ণ হয়ে পরিষ্কার উড়ে যেতে দেখা গেল তার চল্লিশ মিনিটেরও কম সময়ের মধ্যে ভোল্‌ফ আর খিৎনভ আবার ফিরে এলো শহরে।

এবারে তারা নিচু বেড়া ডিঙিয়ে সন্তর্পণে ঝোপঝাড়ের পেছনের ফাঁকা জায়গাটা ঘুরে গিয়ে স্টাফারের বাড়ির সামনের দিকে চলে এলো। তারা থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল, কিছু বুঝতে না পেরে মুখ চাওয়াচাউয়ি করতে লাগল। বাগান আর বাড়ির ভেতরটা শান্ত, নিস্তব্ধ। কয়েকটা জানলায় আলো জ্বলছে। বড় দরজাটা — যেটা সোজা বাগানের দিকে চলে গেছে — হাঁ করে খোলা। ঘন ঘাসের ভেতরকার বামনমূর্তিগুলো আর সিঁড়ির পাথুরে ধাপগুলোর ওপর শান্ত আলো ঝরে পড়ছে। দেউড়িতে, ওপরের ধাপে বসে মোটাসোটা চেহারার একটা লোক মৃদুস্বরে বাঁশি বাজাচ্ছে। তার পাশে বেতের বোনা ঢাকনায় মোড়া একটা বোতল। এ হল সেই লোক যে সকালবেলা অপ্রত্যাশিত ভাবে

মণ্ডপের কাছের পায়ে-চলা-পথে এসে পড়েছিল এবং গুলির আওয়াজ শুনে উলটো দিকে ফিরে টলতে টলতে ঊর্ধ্বশ্বাসে বাড়ির দিকে ছুটেছিল। এখন সে দিব্যি খোশ মেজাজে বাড়ির দাওয়ায় বসে বাঁশি বাজাচ্ছে — ভাবটা এমন যেন কিছুই ঘটে নি।

'চলে আসুন,' ফিসফিস করে খ্রিনভ বলল। 'জানা দরকার।'

ভোল্‌ফ বিড়বিড় করে বলল:

'আমি গুলি ফসকেছি এ হতে পারে না।'

তারা দু'জনে দেউড়ির দিকে এগোতে থাকল। অর্ধেক পথ এগোনোর পর খ্রিনভ অনুচ্চস্বরে বলল:

'আপনার শান্তির ব্যাঘাত ঘটানোর জন্য মাফ করবেন।... এখানে কুকুর আছে নাকি?'

স্টাফার বাঁশিটা নামিয়ে রাখল, ধাপের দিকে ঘাড় ফেরাল, ঘাড় বাড়িয়ে দিয়ে দুটো অস্পষ্ট মূর্তি নিরীক্ষণ করে দেখতে লাগল।

'আছে,' টেনে টেনে সে বলল, 'হিংস্র কুকুর আছে।'

খ্রিনভ এবারে তাদের পরিস্থিতিটা খুলে বলল:

'আমরা পথ হারিয়ে ফেলেছি। এসেছিলাম 'শৃঙ্খলিত কঙ্কাল' দুর্গের ধ্বংসাবশেষ দেখতে।... আমরা কি এখানে একটু বিশ্রাম নিতে পারি?'

স্টাফার মিনমিন করে কী বলল সঠিক বোঝা গেল না। ভোল্‌ফ আর খ্রিনভ তাকে নমস্কার জানিয়ে নীচের ধাপে বসল। তারা দু'জনেই সতর্ক, উত্তেজিত। স্টাফার ওপরের ধাপ থেকে তাদের দেখতে লাগল।

লোকটা বলতে শুরু করল, 'প্রসঙ্গত বলি, আমি যখন বড়লোক ছিলাম তখন শেকল খুলে কুকুর ছেড়ে দিতাম বাগানে। বেহায়া নির্লজ্জ লোকজন আর মাঝরাতের আগন্তুকরা আমার দুচক্ষের বিষ। (খ্রিনভ তাড়াতাড়ি ভোল্‌ফের হাত চেপে ধরল — ইশারায় বলতে চাইল যেন চুপ করে থাকে।) আমেরিকানরা আমাকে সর্বস্বান্ত করেছে, এখন আমার বাগান যত নিষ্কর্মা লোকজনের চলাচলের রাস্তা হয়েছে, যদিও সর্বত্র হাজার মার্ক

জরিমানা হবে বলে সতর্ক করে দিয়ে বোর্ড ঝুলছে। কিন্তু জার্মানি এখন আর সে দেশ নেই — আজকাল লোকজনের সম্পত্তি আর আইনকানুনের ওপর জার্মানদের কোন ভক্তিশ্রদ্ধা নেই। যে লোকটা আমার এই ভিলা ভাড়া নিয়েছে তাকে কত করে বাগানের চারদিকে কাঁটাতারের বেড়া লাগাতে এবং একজন চৌকিদার রাখতে বললাম! কিন্তু আমার কথা তার কানে ঢুকলে ত! এখন দোষ তার নিজের।...'

মাটি থেকে একটা নুড়িপাথর তুলে অন্ধকারের মধ্যে ছুঁড়ে দিল ভোল্‌ফ।

'এই ধরনের আগন্তুকদের নিয়ে কখনও কোন হাঙ্গামায় পড়তে হয়েছে কি আপনাকে!' সে জিজ্ঞেস করল।

''হাঙ্গামা' ? না। তাহলে বাড়িয়ে বলা হবে। বরং বলা যেতে পারে মজার ঘটনা ঘটেছে। এই ত আজ সকালেই। সে যাই হোক না কেন, আমার আর্থিক স্বার্থ তাতে ক্ষুণ্ণ হয় নি, তাই আমি আমার আমোদে মন দেব।'

বাঁশিটা ঠোঁটে ঠেকিয়ে সে কয়েকটা তীক্ষ্ম আওয়াজ তুলল।

'মোট কথা, লোকটা এখানে থাকে না কোলনে মাতলামি করে বেড়ায় তাতে আমার কী? শেষ ফেনিং পর্যন্ত সে আমাকে শোধ করে দিয়েছে।... কার সাধ্যি তাকে নিন্দা করে? কিন্তু কথাটা কী জানেন, লোকটা আসলে একটু নার্ভাস ধরনের। যুদ্ধবিগ্রহের কালে গোলাগুলিতে অভ্যস্ত হয়ে ওঠাটাই ত বাপু স্বাভাবিক ছিল। তা নয় ত হুট্ করে পাততাড়ি গুটিয়ে সটকে পড়ল।... তা যাক গে, যাত্রাপথ নিষ্কণ্টক হোক।'

'একেবারে চলে গেল নাকি?' হঠাৎ খিন্নভ গলা চড়িয়ে জিজ্ঞেস করল।

স্টাফার জায়গা ছেড়ে ওঠার চেষ্টা করল, কিন্তু আবার ধপ করে বসে পড়ল। ঘরের ভেতর থেকে আলো এসে পড়ছিল তার একটা গালে, তাইতে উদ্ভাসিত হয়ে উঠল তার তেল চকচকে গালটা — সেখানে ফুটে উঠেছে বিদ্রূপের হাসি। তার ভুঁড়ো পেটটা দুলতে লাগল।

'ঠিকই বলেছিল তাহলে, আমাকে এই বলে সাবধান করে

দিয়েছিল যে দু'জন ভদ্রলোক এসে অবশ্যই তার চলে যাওয়ার ব্যাপারে আমাকে প্রশ্ন করবে। চলে গেছে, চলে গেছে, ভদ্রমহোদয়রা। যদি বিশ্বাস না হয় দেখাতে পারি তার ঘরগুলো। যদি আপনারা তার বন্ধু হন তাহলে আসুন, দয়া করে ভেতরে এসে নিজের চোখে দেখুন।... সে অধিকার আপনাদের আছে— ঘরের ভাড়া পুরোপুরি চুকিয়ে দিয়েছে।...'

স্টাফার ফের ওঠার চেষ্টা করল, কিন্তু পা কিছুতেই তার বশ মানল না। তার কাছ থেকে আর কোন মূল্যবান তথ্য বার করা গেল না। ভোল্‌ফ আর খ্লিনভ শহরে ফিরে গেল। সারা রাস্তায় তাদের দু'জনের মধ্যে একটি কথাও হল না। সেতুর নীচে কালো জলরাশির বুকে রাস্তার বাতি প্রতিফলিত হচ্ছিল। শুধু এই সেতুটার ওপর আসার পরই ভোল্‌ফ হঠাৎ থমকে দাঁড়াল, দু'হাত মুষ্টিবদ্ধ করে সে বলল:

'কী যাচ্ছেতাই ব্যাপার! আমি যে স্বচক্ষে দেখলাম মাথার খুলি চুরমার হয়ে উড়ে যেতে!...'

সাতষট্টি

মাঝারি আকারের ভারী চেহারার একজন লোক। মাথার চুল কাঁচাপাকা, সুন্দর পাট করে আঁচড়ানো, নীল রঙের চশমায় তার অসুস্থ চোখদুটো ঢাকা পড়ে আছে। টালি দেওয়া ফায়ার-প্লেসের সামনে দাঁড়িয়ে মাথা নীচু করে সে শুনে যাচ্ছিল খ্লিনভের কাহিনী।

সোভিয়েত দূতাবাসের ছোট অভ্যর্থনাকক্ষের ভেতরে খ্লিনভ প্রথমে সোফায় বসে ছিল, পরে সে জানলার ধারিতে এসে বসল, তারপর দ্রুত পায়চারি শুরু করে দিল।

সে বলছিল গারিন ও রোলিং-এর কাহিনী। তার বলার মধ্যে স্পষ্টতা ও আনুপূর্বিক সঙ্গতির কোন অভাব ছিল না। কিন্তু এই রাশীকৃত ঘটনার স্তূপ যে কতখানি অবিশ্বাস্য খ্লিনভ নিজেই তা উপলব্ধি করতে পারছিল।

'ধরলাম ভোল্‌ফ আর আমি ভুল করছি।... তাহলে ত

ভালোই বলতে হবে — আমাদের সিদ্ধান্ত ভুল হয়ে থাকলে আমরা খুশিই হব। কিন্তু দুর্ঘটনা ঘটার শতকরা পঞ্চাশ ভাগ সম্ভাবনা থেকে যাচ্ছে। কেবল এই শতকরা পঞ্চাশ ভাগই আমাদের বিবেচনা করা উচিত। রাষ্ট্রদূত হিশেবে আপনার উচিত হবে লোকজনকে বুঝিয়ে বলা, তাদের ওপর প্রভাব খাটানো, তাদের চোখ খুলে দেওয়া।... সমস্ত জিনিসটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। যন্ত্রের অস্তিত্ব অস্বীকার করা যায় না। শেল্‌গা হাত দিয়ে স্পর্শ করে দেখেছে। অবিলম্বে, এই মুহূর্তে কাজে নামা উচিত। আমাদের হাতে চব্বিশ ঘণ্টার বেশি সময় নেই। যা ঘটার, আগামীকাল রাত্রে ঘটে যাবে। ভোল্‌ফ 'ক'-তে রয়ে গেছে। মজুর, ট্রেড ইউনিয়ন, শহরের লোকজন এবং কলকারখানার কর্তৃপক্ষকে সাবধান করে দেওয়ার জন্য যা যা প্রয়োজন সব সে করছে। বলাই বাহুল্য, হ্যাঁ, বলাই বাহুল্য, কেউ বিশ্বাস করছে না তার কথায়। ... এই ত, এমনকি আপনিও...'

রাষ্ট্রদূত কিছু বললেন না, চোখও উঠালেন না।

'স্থানীয় খবরের কাগজের অফিসের লোকেরা আমাদের কথা শুনে হাসতে হাসতে মরে আর কি! লোকে অন্তত পক্ষে ধরে নিয়েছে যে আমরা পাগল।'

খিলুনভ মাথা চেপে ধরল। তার মাথার চুলে চিরুনি পড়ে নি, নোংরা আঙুলের ফাঁকে ফাঁকে বেরিয়ে পড়েছে আলুথালু চুলের গোছা। তার মুখ চোপসানো, ধুলোবালিতে ছেয়ে গেছে। চোখের রং ফেকাসে, স্থির দৃষ্টিতে সে এমন ভাবে তাকাল যেন তার সামনে কোন আতঙ্ক দেখা দিয়েছে। রাষ্ট্রদূত চশমার কোনা দিয়ে সন্তর্পণে তার দিকে তাকাল।

'আগে কেন আমার কাছে এলেন না?'

'আমাদের কাছে যথেষ্ট তথ্য ছিল না।... অনুমান, সিদ্ধান্ত— সবই ছিল উদ্ভট কল্পনার সীমায়, পাগলামির সীমায়।... এমনকি আমার এখনও কোন কোন মুহূর্তে মনে হয় এই বুঝি জেগে উঠে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলব।... কিন্তু বিশ্বাস করুন, আমার মাথা ঠিক আছে। আমি আর ভোল্‌ফ আট দিন জামাকাপড় ছাড়ার, বিছানায় শোবার ফুরসৎ পাই নি।'

খানিকক্ষণ চুপ থাকার পর রাষ্ট্রদূত গম্ভীরভাবে বললেন:

'আপনি যে রহস্য করছেন না এ ব্যাপারে আমার কোন সন্দেহ নেই কমরেড খ্রিনভ। সম্ভবত কোন একটা বিশেষ ধারণা আপনার মনের ভেতরে বদ্ধমূল হয়ে বসেছে।' খ্রিনভের ভঙ্গিতে হতাশার ভাব লক্ষ করে দ্রুত হাত তুলে তাকে থামিয়ে দিয়ে তিনি বললেন, 'তবে ওই যে শতকরা পঞ্চাশ ভাগের কথা বললেন সেটা আমার কাছে বেশ বিশ্বাসযোগ্য ঠেকছে। আমি যাব, আমার যতদূর সাধ্য করার চেষ্টা করব।'

আটষট্টি

আঠাশ তারিখে সকাল থেকে 'ক' শহরের চকে শহরবাসীরা দলে দলে ভিড় করে এসে জুটছে। কেউ কেউ হতভম্ব, কেউ কেউ কিঞ্চিৎ ভীতসন্ত্রস্ত, চৌরাস্তার মোড়ে ঘরবাড়ির দেয়ালের গায়ে চর্বিত রুটির লেই দিয়ে যে অদ্ভুত ইস্তাহারগুলো সাঁটা ছিল তাই নিয়ে তারা আলোচনা করছিল।

> 'শাসনকর্তৃপক্ষ, কারখানার কর্তৃপক্ষ, ট্রেড ইউনিয়ন সংস্থা — কেউই আমাদের মরিয়া আবেদনে কর্ণপাত করা বিবেচনা বোধ করেন নি। আজ আমাদের কোন সন্দেহ নেই যে কারখানা, শহর এবং সমস্ত নগরবাসী ধ্বংসের মুখোমুখি এসে দাঁড়িয়েছে। আমরা তা নিবারণ করার চেষ্টা করেছিলাম, কিন্তু মার্কিন ব্যাংক মালিকদের উৎকোচের বশীভূত দুরাত্মারা আমাদের ধরা ছোঁয়ার বাইরে রয়ে গেল। যদি প্রাণে বাঁচতে চান শহর ছেড়ে সমভূমিতে চলে যান। আপনাদের প্রাণের খাতিরে, আপনাদের সন্তান-সন্ততিদের স্বার্থে আমাদের বিশ্বাস করুন।'

পুলিশ আন্দাজ করেছিল কে এই ইস্তাহার লিখতে পারে, তারা ভোল্‌ফকে খুঁজে বেড়াতে লাগল। কিন্তু ভোল্‌ফ অদৃশ্য

হয়ে গেছে। দুপুরের কাছাকাছি সময়ে পুর শাসনকর্তৃপক্ষ লোকজনকে এই মর্মে সতর্ক করে দিয়ে একটা পোস্টার জারী করল যে কোন পরিস্থিতিতেই তারা যেন শহর ছেড়ে না যায়, আতঙ্ক না ছড়ায়, কেননা দেখেশুনে মনে হচ্ছে কোন দুর্বৃত্তদল এই সুযোগে আজ রাতের বেলায় ছেড়ে যাওয়া ঘরবাড়িগুলোতে নিজেদের কর্তৃত্ব ফলানোর তালে আছে।

> 'নগরবাসীরা, আপনারা বোকা বনতে যাচ্ছেন। আপনাদের সুস্থ বুদ্ধি জাগ্রত হোক। দুর্বৃত্তরা আজই ধরা পড়বে, তাদের গ্রেপ্তার করা হবে, তাদের বিরুদ্ধে আইনমোতাবেক ব্যবস্থা নেওয়া হবে।'

কর্তৃপক্ষ যথাস্থানে ঘা মারতে সফল হয়েছে: যে রহস্য শহরবাসীদের মনে ভয় ধরিয়ে দিয়েছিল এখন দেখা যাচ্ছে সেটা জলের মতো পরিষ্কার। তারা সঙ্গে সঙ্গে শান্ত হয়ে এলো, এমনকি এই বলে হাসাহাসি করতে লাগল: 'বেশ মাথা খাটিয়ে ফন্দিটা বার করেছিল বটে, অ্যাঁ — ব্যাটারা ঘরবাড়ি, দোকানপাট সব হাত করে নিত! হা-হা! এদিকে আমরা বোকার মতো মাঠে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সারা রাত ভয়ে ঠকঠক করে কাঁপতে থাকতাম।'

আরও হাজার হাজার সন্ধ্যার মতন সেদিনও সূর্যাস্তের আলোয় শহরের বাড়িঘরের জানলা উদ্ভাসিত করে সন্ধ্যা নামল। গাছে গাছে পাখিরা তাদের কুলায়ে শান্ত হয়ে এলো। নদীর বুকে, আর্দ্র উপকূলভাগে ব্যাঙের দল গ্যাঙর গ্যাঙর ডাকতে শুরু করে দিয়েছে। ইটের গির্জাঘরের ঘড়িতে আটটার ঘণ্টা পড়ল। শুঁড়িখানাগুলোর জানলা দিয়ে ঝরে পড়ছে শান্ত আলোর ধারা, নিত্যকার খদ্দেররা সেখানে বীয়ারের ফেনায় ধীরেসুস্থে গোঁফ ভেজাচ্ছে। শহরের উপকণ্ঠবর্তী 'শৃঙ্খলিত কঙ্কাল' বীয়ার গার্ডেনের মালিকও শান্ত হয়ে এসেছে — সে তার রেস্তোরাঁর খালি বারান্দায় খানিকক্ষণ পায়চারি করল, সরকার, সমাজতন্ত্রী আর ইহুদীদের উদ্দেশে কষে গালিগালাজ করল, তারপর কর্মচারীদের ঝাঁপ বন্ধ করে দেওয়ার হুকুম দিয়ে সাইকেল চড়ে শহরের দিকে রওনা দিল।

ঠিক এই মুহূর্তে পশ্চিমের ঢালের যে রাস্তাটায় ক্বচিৎ গাড়িঘোড়া চলাচল করে তার ওপর দিয়ে প্রায় নিঃশব্দে, হেডলাইট না জ্বালিয়ে দ্রুত ছুটে চলেছে একটা মোটরগাড়ি। গোধূলির আলো ইতিমধ্যে নিভে এসেছে, আকাশে তারা দেখা যাচ্ছে, তবে এখনও তেমন উজ্জ্বল নয়, পাহাড়ের ওপার থেকে ভেসে আসছে একটা ঠাণ্ডা নীলচে আলোর দীপ্তি — চাঁদ উঠছে। সমভূমিতে এখানে সেখানে হলদে আলো জ্বলে উঠেছে। শুধু কারখানার দিকে প্রাণচাঞ্চল্যের কোন কমতি নেই।

দুর্গের ধ্বংসস্তূপ যেখানে শেষ হয়েছে সেখানে একটা শৈলখণ্ডের প্রান্তে বসে ছিল ভোল্‌ফ আর খ্লিনভ। তারা আরও একবার প্রতিটি গলিঘুঁজি তন্ন তন্ন করে খুঁজে দেখেছে, চৌকোনা মিনারে উঠে দেখেছে — কোথাও গারিনের প্রস্তুতির এতটুকু চিহ্ন নেই। একবার তাদের মনে হল দূরে কোথায় যেন একটা মোটরগাড়ি ছুটে গেল। তারা কান পেতে শোনার চেষ্টা করল, অন্ধকারের মধ্যে নিরীক্ষণ করার চেষ্টা করল। শান্ত সন্ধ্যা, সর্বত্র ধরণীর আদিম প্রশান্তির ঘ্রাণ। থেকে থেকে বায়ুপ্রবাহে নীচ থেকে ভেসে আসছে ফুলের আর্দ্রতা।

'ম্যাপে দেখলাম,' খ্লিনভ বলল, 'দেখা যাচ্ছে পশ্চিম দিকে যদি আমরা নামি তাহলে একটা ছোট স্টেশনের রেললাইন আমাদের পার হতে হবে, পাঁচটা তিরিশে একটা মেইল ট্রেন সেখানে থামে। সেখানেও পুলিশ আমাদের জন্য ওত পেতে বসে আছে এমন ত মনে হয় না।'

'সব কিছুর পরিণতি হাস্যকর, বোকার মতন,' ভোল্‌ফ উত্তর দিল। 'মানুষ এত কাল চার হাত পায়ে হামাগুড়ি দেওয়ার পর এই সেদিন পেছনের দু'পায়ে ভর দিয়ে হাঁটতে শিখল, এখনও কোটি কোটি বছরের তামসিক পশুস্বভাব তার ওপর রীতিমতো চেপে বসে আছে। বিপুল জনসমষ্টিকে পরিচালনা করার মতো কোন মহৎ ভাবাদর্শ যখন না থাকে সে বড় মারাত্মক জিনিস! নেতা ছাড়া মানুষকে ফেলে রাখা ঠিক নয়। চারপেয়ে হয়ে ওঠার বাসনা তাদের মধ্যে বড় প্রবল।'

'এসব আপনি কী বলছেন ভোল্‌ফ?...'

'আমি ক্লান্ত,' ভোল্‌ফ বলল। দু'হাত মুঠো করে তার ওপর কঠিন চিবুকটা ভর দিয়ে নুড়ি পাথরের একটা স্তূপের ওপর সে বসে ছিল। 'মুহূর্তের জন্যও কি আপনি ভাবতে পেরেছিলেন যে আঠাশ তারিখে চোর বাটপার ও দুর্বৃত্ত বলে আমাদের ধরার চেষ্টা করা হবে? শুধুই কি তাই? শাসনকর্তৃপক্ষের লোকজনকে আমি যখন অত করে বোঝানোর চেষ্টা করি তখন তারা যে ভাবে মুখ চাওয়া-চাউয়ি করতে লাগল, একবার যদি আপনি দেখতেন!... ওঃ কী মূর্খ আমি! আর ওরা? ওরা ঠিক পথে আছে। এখানেই ত যত মুশকিল। কোন্ দিক থেকে বিপদ আসছে তারা কক্ষণও জানতে পারবে না!...'

'আমরা যদি গুলিটা না করতাম ভোল্‌ফ...'

'চুলোয় যাক!... আমি যদি না ফস্‌কাতাম! এই ইডিয়টগুলোর কাছে সত্যি প্রমাণ করার খাতিরে আমি দশ বছর ঘানি টানতেও রাজী আছি।...'

ভোল্‌ফের কণ্ঠস্বর এখন ধ্বংসস্তূপের মাঝখানে চাপা প্রতিধ্বনি তুলতে লাগল। এই দুই কথোপকথনকারীর হাত তিরিশেক দূরে শিকারের অনুসরণকারী ব্যাধের মতো বিধ্বস্তপ্রায় প্রাচীরের ছায়ায় ছায়ায় গুঁড়ি মেরে এগিয়ে আসছে গারিন। খাড়া পারের ওপর দু'টি মূর্তির দেহরেখা সে স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছিল, শুনতে পাচ্ছিল তাদের প্রতিটি কথা। প্রাচীরের শেষপ্রান্ত আর মিনারের মাঝখানের খোলা জায়গাটা সে হামাগুড়ি দিয়ে পার হল। মিনারের পাদদেশের সঙ্গে যেখানে 'শৃঙ্খলিত কঙ্কালের' গুহার খিলান এসে মিলেছে সেখানে বালিপাথরের থামের একটা ভাঙা টুকরো পড়ে ছিল। গারিন তার পেছনে গা ঢাকা দিল। পাথরের মচমচ আর মরচে ধরা লোহার ক্যাঁচকোঁচ আওয়াজ উঠল। ভোল্‌ফ লাফিয়ে উঠল।

'শুনছেন?'

যে পাথরের স্তূপটার পেছনে গারিন মাটির নীচে অদৃশ্য হয়ে গেল, খ্লিনভ সেদিকে তাকাল। তারা সেখানে দৌড়ে গেল, মিনারটা চারদিক ঘুরে দেখল।

'এখানে শেয়ালের ডেরা আছে,' ভোল্‌ফ বলল।

'না, আমার মনে হয় কোন রাতজাগা পাখির ডাক।'

'সরে পড়া দরকার। আমার মনে হয় আমরা ভূত দেখতে শুরু করে দিয়েছি।'

যে খাড়া পায়ে-চলা-পথটা ধ্বংসাবশেষের কাছ থেকে পাহাড়ের বড় রাস্তার দিকে চলে গেছে সেখানে পেঁাছানোর পর তারা দ্বিতীয়বারে একটা আওয়াজ শুনতে পেল — মনে হল ধপ করে কী একটা পড়ে মাটির ওপর দিয়ে গড়িয়ে চলে গেল। ভোল্‌ফের সর্বাঙ্গ থরথর করে কাঁপতে লাগল। তারা দু'জনে নিঃশ্বাস বন্ধ করে অনেকক্ষণ ধরে শুনতে লাগল। মনে হল নিস্তব্ধতাই যেন কানে ঝিঁঝিঁ ধরিয়ে দিল। একটা অদৃশ্য রাতজাগা পাখি নীচু হয়ে মাথার ওপর দিয়ে উড়তে উড়তে সংক্ষিপ্ত কোমল সুরে কখনও এখানে কখনও বা ওখানে ডেকে চলেছে 'নিদ্‌ নিদ্‌ নিদ্‌!'

'চলুন।'

'হ্যাঁ, এখানে থাকার কোন মানে হয় না।'

এবারে তারা একবারও পেছন ফিরে না তাকিয়ে দৃঢ় পায়ে নীচের দিকে এগিয়ে চলল। এর ফলে দু'জনের একজনের জীবন অন্তত রক্ষা পেল।

উনসত্তর

ভোল্‌ফ যে অত জোর দিয়ে বলছিল গারিনের মাথার খুলি চুরমার হয়ে ছিটকে পড়ে যেতে দেখেছে, কথাটার মধ্যে কিন্তু পুরোপুরি ভুল ছিল এমন বলা চলে না। মাইক্রোফোনের সামনে এক মুহূর্ত চুপ করে থাকার পর গারিন যখন টেবিলের প্রান্তে রাখা ধূমায়মান চুরুটটা হাত বাড়িয়ে নিতে গেল, এমন সময় বার্তা প্রেরণের সময় নিজের কণ্ঠস্বর যাচাই করার জন্য এবোনাইটের যে ইয়ারফোনটা সে কানে চেপে রেখেছিল সেটা খানখান হয়ে ভেঙে ছিটকে চারদিকে পড়ে গেল। একই সঙ্গে সে শুনতে পেল গুলি ছোড়ার একটা তীক্ষ্ম আওয়াজ, মাথার বাঁ

পাশে অনুভব করল একটা মৃদু আঘাত। তৎক্ষণাৎ সে কাত হয়ে পড়ে গেল, মাটিতে উপুড় হয়ে শুয়ে রইল মড়ার মতো। স্টাফারের আর্ত চিৎকার, ছুটে পালানো কিছু লোকের পায়ের শব্দ সে শুনতে পেয়েছিল।

'কে হতে পারে? — রোলিং না শেল্গা?' ঘটনার ঘণ্টা দুয়েক পরে কোলনের দিকে মোটরগাড়ি ছুটিয়ে চলতে চলতে এই রহস্য সমাধানের জন্য সে অনেক মাথা ঘামিয়েছিল। কিন্তু এই এখনই খাড়া পারের প্রান্তে দু'জন লোকের কথাবার্তা শোনার পর রহস্যের সমাধান সে খুঁজে পেল। চালু বটে শেল্গা!... কিন্তু যা-ই বল না বাপু, ঠিক নিয়ম মেনে খেলছে না। ...

থামের যে ভাঙা টুকরোটা মরচে ধরা চোরা-দরজা ঢেকে রেখেছিল সেটা ঠেলে সরিয়ে দিয়ে দরজা খুলে গর্ভগৃহের ভেতরে ঢুকে পড়ল সে, তারপর ইলেক্ট্রিক টর্চ লাইটের আলোয় পথ দেখে বিধ্বস্ত সিঁড়ি বয়ে নর্ম্যান মিনারের দেয়ালের গভীরে 'পাথরের কুলুঙ্গি' নামে নিঃসঙ্গবাসের উপযোগী এক কুঠুরিতে এসে উঠল। আড়াই বর্গ হাত পরিমাণ জানলাহীন একটা বদ্ধ কুঠুরি এটা। দেয়ালে এখনও ব্রোঞ্জের শেকল আর বেড়ি গাঁথা আছে। উলটো দিকের দেয়ালের ধারে কোন রকমে একটা মাচা খাড়া করা হয়েছে, তার ওপরে রাখা আছে গারিনের যন্ত্র। নীচে চারটে টিনের বাক্স, ভেতরে ডিনামাইট। যন্ত্রের নলের মুখোমুখি দেয়াল ভেঙে একটা ফোকর করা হয়েছে, তার বাইরের দিকটা 'শৃঙ্খলিত কঙ্কালের' হাড়গোড়ে আড়াল করা।

গারিন হাতের বাতি নেভাল, যন্ত্রের নল একপাশে ঠেলে দিল, দেয়ালের ফোকরের ভেতরে হাত গলিয়ে হাড়গোড়গুলো ছুঁড়ে ফেলে দিল। মাথার খুলিটা কঙ্কালের ওপর থেকে খুলে মাটিতে গড়িয়ে পড়ল। ফোকরের ভেতর দিয়ে কারখানার আলো চোখে পড়ে। গারিনের দৃষ্টিশক্তি খুবই তীক্ষ্ম, কারখানার দালানকোঠার মাঝখানে খুব ছোট ছোট যে-সমস্ত মানুষের মূর্তি নড়াচড়া করছে, সেগুলো পর্যন্ত তার নজরে এড়াল না। তার সর্বাঙ্গ থরথর করে কাঁপতে লাগল। দাঁতে দাঁত চাপল সে। এই মুহূর্তটির দিকে এগোন যে এত কঠিন হবে, আগে সে তা

বুঝতে পারে নি। আবার সে যন্ত্রের নল ফোকরের ভেতরে গলিয়ে দিল, লক্ষ্য ঠিক করল। পেছনের ডালা তুলে পিরামিডগুলো ঠিক আছে কিনা দেখে নিল। এক সপ্তাহ আগেই সব তৈরি হয়ে গিয়েছিল। দ্বিতীয় যন্ত্রটা আর পুরনো মডেলটা নীচে কুঞ্জবনের ভেতরে তার গাড়িতে পড়ে আছে।

ডালাটা ঝপ্ করে বন্ধ করে দিল সে, মেশিনের পিরামিডগুলোতে স্বয়ংক্রিয় পদ্ধতিতে আগুন ধরানোর উদ্দেশ্যে ম্যাগ্নেটোর হাতলের ওপর হাত রাখল। গারিনের আপাদমস্তক কাঁপতে লাগল। একটা শীত-শীত জ্বর-জ্বর ভাব তাকে আচ্ছন্ন করে ফেলল। তার কারণ বিবেকের দংশন নয় (মহাযুদ্ধের পর বিবেক বলে আর কীই বা থাকতে পারে!), আতঙ্ক নয় (বড় বেশি লঘুচিত্তের লোক সে), যারা ধ্বংস হতে চলেছে তাদের প্রতি করুণাও নয় (তারা অনেক দূরে আছে)। সে স্পষ্ট এই উপলব্ধি করে বিভীষিকাগ্রস্ত হয়ে পড়ল যে এই হাতলটা একবার ঘোরালেই সে মানবসমাজের শত্রুতে পরিণত হচ্ছে।

এমনকি হাতল থেকে হাত প্রায় তুলেই নিয়েছিল, সিগারেটের জন্য পকেটে হাত ঢোকাল সে। কিন্তু তখন তার উত্তেজিত মস্তিষ্ক হাতের গতি নিয়ন্ত্রণ করে দিয়ে বলল, 'তুমি ইতস্তত করছ, সুখভোগের জন্য অযথা সময় নষ্ট করছ, এটা পাগলামি।...'

গারিন হাতল ঘুরিয়ে দিল। যন্ত্রের ভেতরে দপ্ করে আগুন জ্বলে উঠল, ফুঁসতে লাগল আগুনের শিখা। সে ধীরে ধীরে মাইক্রোমিটারের স্ক্রু ঘুরিয়ে চলল।

সত্তর

ঊর্ধ্ব আকাশে অদ্ভুত আলোর গোলাটার দিকে খ্লিনভেরই প্রথম দৃষ্টি পড়ল।

'এই যে আরও একটা,' মৃদুস্বরে সে বলল।

খাড়া পারের ওপরে অর্ধেক পথে তারা থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল, মাথা উঁচু করে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখতে লাগল। প্রথমটার

আরেকটু নীচে গাছপালার দৃশ্যরেখাগুলোর মাথার ওপরে দেখা দিল দ্বিতীয় আরেকটা আগুনের গোলা, গোলাটা নিভন্ত হাউয়ের মতো ফুলকি ঠিকরোতে ঠিকরোতে মাটিতে পড়তে লাগল।...

'পাখিরা পুড়ে মরছে,' ফিসফিস করে ভোল্‌ফ বলল, 'দেখুন দেখুন।'

বনের মাথার ওপর, আকাশের উজ্জ্বল অংশে তাড়াতাড়ি, কেমন যেন ইতস্তত ভঙ্গিতে উড়ছে একটা পাখি — সম্ভবত কোন এক রাতজাগা পাখি; পাখিটা উড়তে উড়তে এই মাত্র চেঁচাচ্ছিল 'নিদ্‌ নিদ্‌ নিদ্‌...' হঠাৎ ফস করে জ্বলে উঠে শূন্যে ডিগবাজী খেয়ে মাটিতে পড়ে গেল।

'কোন একটা তারে বাধা পেয়ে ওদের এই অবস্থা হচ্ছে।'

'কিসের তার?'

'আপনি কি দেখতে পাচ্ছেন না ভোল্‌ফ?'

ধ্বংসস্তূপ থেকে এনিলাইন কোম্পানির কারখানাগুলোর দিকে মাথার ওপর দিয়ে জ্বলজ্বল করতে করতে ছুঁচের মতো সোজা চলে গেছে একটা সরু সুতো। খ্লুনভ আঙুল দিয়ে সেইটা দেখাল। রেখাটা যে পথে গেছে সেখানকার গাছপালার পাতা দাউ দাউ করে জ্বলছে, পাখিরা জ্বলেপুড়ে ডেলা পাকিয়ে মাটিতে পড়ে যাচ্ছে। এখন সেটা আরও স্পষ্ট হয়ে জ্বলছে — তার একটা বড় অংশ পাইন বনের ঘন কালো প্রাচীরটা কচুকাটা করে দিচ্ছে।

'ওটা নামছে!' ভোল্‌ফ চিৎকার করে উঠল। কিন্তু মুখের কথা সে শেষ করতে পারল না। সুতোটা যে কিসের, তাদের দু'জনের কারোরই বুঝতে বাকি রইল না। মূর্তির মতো ঠায়ে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে তার গতিবিধি লক্ষ করা ছাড়া ওদের আর কোন উপায় রইল না। আলোর রশ্মির প্রথম আঘাতটা এসে পড়ল কারখানার চিমনির ওপর — চিমনিটা টলমল করে উঠল, মাঝখান থেকে ভেঙে পড়ে গেল। কিন্তু দূরত্ব অনেকখানি হওয়ায় পড়ার আওয়াজ শোনা গেল না।

প্রায় সঙ্গে সঙ্গে চিমনির বাঁ পাশে লম্বা দালানের ছাদের ওপর কুন্ডলী পাকিয়ে ভাপ উঠতে লাগল, দেখতে দেখতে কুন্ডলীটা গোলাপী বর্ণ ধারণ করল, কালো ধোঁয়া এসে মিশে

গেল তার সঙ্গে। আরও খানিকটা বাঁয়ে ছিল একটা পাঁচতলা ব্লক। তার সবগুলো জানলার আলো অকস্মাৎ নিভে গেল। ওপর থেকে নীচ পর্যন্ত দালানের সামনের সমস্ত গা বয়ে চলে গেল আঁকাবাঁকা আলোর রেখা, তারপর আরও... আরও...

খিল্‌নভ আহত খরগোসের মতো আর্তনাদ করে উঠল।... দালানটা বসে গেল, ধসে পড়ল, ধোঁয়ার মেঘে ঢাকা পড়ে গেল তার হাড়গোড় বার করা কাঠামোটা।

একমাত্র এই ঘটনার পরই ভোল্‌ফ আর খিল্‌নভ ফের ছুটল পাহাড়ের দিকে, দুর্গের ধ্বংসস্তূপ লক্ষ্য করে। আঁকাবাঁকা পথ পেরিয়ে কঠিন চড়াই বয়ে বাদাম গাছের ঝোপঝাড় আর ছোটখাটো গাছপালার ভেতর দিয়ে তারা চলতে লাগল, সময় সময় আছাড় খেতে লাগল, পিছলে নীচে গড়িয়ে পড়ে যেতে লাগল। তারা গর্জাতে লাগল, শাপ-শাপান্ত করল — একজন রুশীতে, অন্যজন জার্মানে। শেষকালে ধুপধাপ আওয়াজ তাদের কানে এসে পৌঁছুল — শুনে মনে হল যেন ধরিত্রী দীর্ঘশ্বাস ফেলছে।

ওরা ফিরে তাকাল। এখন চোখে পড়ছে বহু কিলোমিটার এলাকা জুড়ে কারখানার দালানকোঠাগুলো। সেগুলোর অর্ধেকই দাউ দাউ করে জ্বলছে কাগজের বাড়ির মতো। নীচে, শহরের এক প্রান্তে ছত্রাকের আকারে উঠেছে ধূসর হলুদ বর্ণের ধোঁয়ার একটা কুন্ডলী। এই ধ্বংসলীলার মাঝখানে কারখানার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ জায়গাটার সন্ধানে — বিস্ফোরণধর্মী আধা তৈয়ারি মালের গাদার খোঁজে পাগলের মতো হাতড়াতে হাতড়াতে তান্ডব করে বেড়াচ্ছে প্রাণঘাতী রশ্মি। অর্ধেক আকাশ আলোর উদ্ভাসে ভেসে যাচ্ছে। ধোঁয়ার কালো মেঘ, হলুদ, বাদামী, সাদা-রুপোলি রঙের স্ফুলিঙ্গরাশি পাহাড়-পর্বতের মাথা ছাড়িয়ে উঠেছে।

'ইশ, দেরি হয়ে গেছে!' ভোল্‌ফ চিৎকার করে উঠল।

তারা দেখতে পেল সাদা খড়িরঙের ফিতের মতো রাস্তাঘাটের ওপর দিয়ে শহর থেকে একটা জীবন্ত স্রোত গড়িয়ে আসছে। নদীর অনেক বিস্তীর্ণ অঞ্চল অগ্নিকান্ডের প্রতিফলনে উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে, শহরবাসীরা প্রাণভরে ছুটছে, তাইতে জায়গায়

জায়গায় কালো কালো ফুটকির মতো দেখাচ্ছে — লোকজন পালাচ্ছে সমভূমির দিকে।

'দেরি হয়ে গেছে দেরি হয়ে গেছে!' ভোল্‌ফ চেঁচাতে লাগল। ফেনা আর রক্ত গড়িয়ে পড়তে লাগল তার থুতনি বয়ে।

পালিয়ে বাঁচার আর উপায় নেই — বাস্তবিকই দেরি হয়ে গেছে। শহর ও কারখানার মাঝখানের ঘাসজমি আর তার ওপর খোলার চালে ছাওয়া লম্বা লম্বা সারবাঁধা ঘরবাড়িগুলো হঠাৎ স্তূপাকার হয়ে উঠে গেল। মাটি ফুলে উঠল। এটাই ছিল প্রথম চোখে পড়ার মতো। পরক্ষণেই মাটির ফাটল ভেদ করে তলা থেকে ফুঁসে বেরিয়ে এলো ক্ষিপ্ত আগুনের লকলকে শিখা। তারপর সেই অগ্নিশিখা থেকে এমনই চোখ ধাঁধানো উজ্জ্বল আগুন আর গ্যাসের কুন্ডলী গলগল করে ঊর্ধ্বে উৎক্ষিপ্ত হল যে সে রূপ কেউ কখনও চোখে দেখে নি। প্রান্তরের মাথার ওপরকার আকাশটা যেন লাফিয়ে অনেকখানি ওপরে উঠে গেল। জায়গাটা সবজেটে গোলাপী আলোয় ছেয়ে গেল। সূর্যগ্রহণের সময় যেমন হয়ে থাকে ঠিক সেই রকম প্রতিটি গাছের শাখা, প্রতিটি ঘাসের গোছা, পাথর এবং সেই সঙ্গে পাথরের মূর্তির মতো সাদা দুটি মানুষের মুখ প্রকৃতির সেই পটভূমিতে স্পষ্ট হয়ে ফুটে উঠল।

আঘাত এসে লাগল। গুরু গুরু আওয়াজ উঠল। ধরণী দীর্ণবিদীর্ণ হয়ে প্রবল গর্জন তুলল। পাহাড়-পর্বত টলে উঠল। ঝড়ে গাছপালা কাঁপতে লাগল, মাটিতে নুইয়ে পড়ল। বাতাসে উড়তে লাগলে পোড়া গাছপালার অঙ্গার আর ইটপাথর। সমভূমির ওপর ধোঁয়ার মেঘের আস্তরণ পড়ল।

অন্ধকার ঘনিয়ে এলো। অন্ধকারের মধ্যে ঘটল দ্বিতীয় বিস্ফোরণ — আরও ভয়ঙ্কর বিস্ফোরণ। ধোঁয়াচ্ছন্ন আকাশটা বীভৎস লালচে ঘেয়ো রঙের আলোয় আগাগোড়া পরিপূরিত হয়ে উঠল।

পাথর আর ডালপালার ভাঙা টুকরোর ধাক্কা খেয়ে, হাওয়ার ঠেলায় খ্লিনভ আর ভোল্‌ফ উলটে পড়ে গেল, খাড়া পাহাড়ের গা বয়ে গড়িয়ে পড়তে লাগল।

'ক্যাপ্টেন জান্‌সেন, আমি পারে নামতে চাই।'

'জো হুকুম।'

'আমি চাই আপনি আমার সঙ্গে চলুন।'

আনন্দের আতিশয্যে জান্‌সেনের গাল আরক্তিম হয়ে উঠল। মিনিটখানেক পরেই 'আরিজোনার' ডেক থেকে একটা ঝকঝকে পালিশ করা তিন জোড়া দাঁড়ের নৌকো হাল্‌কাভাবে স্বচ্ছ জলে এসে পড়ল। রোদেপোড়া তামাটে লাল তিনজন জাহাজী কাছি বয়ে সরসর করে নৌকোয় তাদের জায়গায় নেমে গেল। তারা দাঁড় তুলে স্থির হয়ে অপেক্ষা করতে লাগল।

জান্‌সেন সিঁড়ির সামনে অপেক্ষা করতে লাগল। জোইয়া কোন ব্যস্ততার লক্ষণ দেখাল না — তখনও সে অন্যমনস্কভাবে তাকিয়ে আছে প্রখর রোদের তাপে ঝলসানো নেয়াপল্‌সের ধিকিধিকি দৃশ্যরেখার দিকে — সমুদ্র থেকে ধাপে ধাপে ওপরে উঠে গেছে, শহরের মাথার ওপর প্রাচীন দুর্গের পোড়ামাটির দেয়াল আর মিনার, অলস ভঙ্গিতে ধূম উদ্‌গীরণ করে চলেছে ভিসুভিয়াসের চূড়া। এক ফোঁটা হাওয়া নেই, সমুদ্র দর্পণের মতো স্থির, স্বচ্ছ।

উপসাগরের বুকে অসংখ্য নৌকো অলসভাবে নড়েচড়ে বেড়াচ্ছে। এই রকমই একটা নৌকোয় দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে পেছনের দাঁড় ঠেলে নৌকো চালাচ্ছে এক বুড়ো — মিকেলাঞ্জেলোর ছবির মতো তার চেহারা। গায়ের তালিমারা কালো শতচ্ছিন্ন আলখিল্লার ওপরে এসে পড়েছে তার সাদা দাড়ি, আলুথালু সাদা কোঁকড়া চুলের রাশি তার মাথায় মুকুটের মতো দেখাচ্ছে। কাঁধে ঝুলছে একটা তেরপল কাপড়ের থলে।

লোকটা পেপো — একজন ভিখিরি। দুনিয়ার সবাই তাকে চেনে।

সে তার নিজের নৌকো চালিয়ে বেরিয়েছে ভিক্ষে করতে। গতকাল জোইয়া বোটের ডেক থেকে একশ' ডলারের একটা কাগজের নোট তাকে ছুঁড়ে দিয়েছে। আজ আবার সে নৌকো

চালিয়েছে 'আরিজোনার' দিকে। দেবদেবী ও কাব্যের অধিষ্ঠাত্রীদের প্রীতিভাজন পেপো ছিল প্রাচীন ইতালির শেষ রোমাণ্টিক। সে সব দিন চলে গেছে, আর কখনও ফিরবে না। ওই পুরনো পাথরগুলোর দিকে সানন্দ দৃষ্টিতে তাকিয়ে আজ আর কেউ অশ্রু বিসর্জন করে না। এক সময় যে-সমস্ত শিল্পী পম্পেইতে সিসিলিয়াস জুকাণ্ডুসের বাড়ির ধ্বংসাবশেষের মাঝখানে পেপোকে আঁকার সুযোগ পেয়ে ঝনাৎ করে সোনার মোহর দক্ষিণা দিত, তারা সকলে লড়াইয়ের ময়দানে পচে মরেছে। দুনিয়াটা একঘেয়ে হয়ে পড়েছে।

জলরাশির বিচ্ছুরণে 'আরিজোনার' গায়ে সবুজ আভা ধরেছে। পেপো তার পাশ দিয়ে নৌকো চালিয়ে নিয়ে গেল, খোদাই করা মুখের মতো বলিরেখাঙ্কিত জমকাল মুখ আর লোমশ ভুরুজোড়া তুলে ওপরের দিকে তাকিয়ে হাত বাড়াল। সে পুজোর দান দাবি করল। জোইয়া রেলিং-এর ওপর ঝুঁকে পড়ে ইতালীয় ভাষায় তাকে জিজ্ঞেস করল:

'আচ্ছা পেপো, বল দেখি জোড় না বিজোড়?'

'জোড়, সিনিয়োরা!'

জোইয়া কড়কড়ে নতুন নোটের একটা তাড়া তার নৌকোর ভেতরে ছুঁড়ে দিল।

'ধন্যবাদ, সুন্দরী সিনিয়োরা,' গম্ভীরভাবে পেপো বলল।

এরপর দেরি করার আর কোন মানে হয় না। জোইয়া ঠিক করেছিল পেপোকে তার মনের সন্দেহ নিরসনের জন্য ব্যবহার করবে: বুড়ো ভিখিরি বোটের দিকে যখন এগিয়ে আসবে তখন যদি জোইয়ার প্রশ্নের উত্তরে সে 'জোড়' বলে তাহলে বুঝতে হবে সব ঠিক আছে।

তা সত্ত্বেও আগে থেকে একটা বিশ্রী চিন্তা তাকে উতলা করে তুলছিল: আচ্ছা হঠাৎ যদি দেখা যায় 'স্প্লেন্ডিড' হোটেলে পুলিশ ওত পেতে আছে? কিন্তু তার কানের মধ্যে বাজতে লাগল সেই প্রভুত্বব্যঞ্জক কণ্ঠস্বর: 'আপনার বন্ধুর জীবনের যদি কোন দাম থাকে আপনার কাছে...' অন্য কোন উপায় তার ছিল না।

জোইয়া নেমে জালিবোটে উঠে বসল। জান্‌সেন বসে হাল ধরল, ঝপাঝপ দাঁড় পড়তে লাগল, সান্তা লুচিয়ার ঘাটের পথ, বাড়িঘর, বাড়ির বাইরের খোলা সিঁড়ি, দড়িতে ঝোলানো রাজ্যের কাপড়চোপড় ও ঝুলিকাঁথা, পাহাড়ের গায়ে ধাপে ধাপে উঠে যাওয়া সরু সরু অলিগলি, উলঙ্গপ্রায় ছেলেপুলের দল, দোরগোড়ায় দাঁড়িয়ে থাকা স্ত্রীলোকে, লালচে বাদামী রঙের ছাগল, জলের ধার ঘেঁসে ঝিনুকের দোকান আর গ্রানাইট পাথরের তীরভূমিতে জেলেদের বিছানো জাল — দ্রুত এগিয়ে আসতে লাগল তাদের দিকে।

তাদের নৌকোটা ঘাটের সবুজ ভিত্তিস্তম্ভগুলো স্পর্শ করতে না করতে জীর্ণবেশধারী লোকজনের একটা দঙ্গল — প্রবাল ও ব্রোচের ফিরিওয়ালা আর হোটেলের দালালরা ধাপ বয়ে হুড়মুড় করে ছুটে এলো। জুড়িগাড়ির গাড়োয়ানরা হাতের চাবুক নাড়াতে নাড়াতে গলা ফাটাতে লাগল, অর্ধ উলঙ্গ ছেলের দল পায়ের কাছে ডিগবাজী খাওয়া শুরু করে দিল, চিৎকার চেঁচামেচি করে তারা সুন্দরী বিদেশিনীর কাছে তামার পয়সা চাইতে লাগল।

'স্‌প্লেন্‌ডিড,' জান্‌সেনের সঙ্গে একটা গাড়িতে উঠে বসতে বসতে জোইয়া বলল।

বাহাত্তর

হোটেলের দ্বাররক্ষীর কাছে জোইয়া জিজ্ঞেস করল মাদাম লামোলের নামে কোন চিঠি আছে কিনা। সেখানে হোটেল কর্তৃপক্ষ তাকে একটা রেডিওটেলিফোনবার্তা ধরিয়ে দিল। তাতে লেখা আছে: 'শনিবার সন্ধ্যা পর্যন্ত অপেক্ষা করুন।' কিন্তু বার্তার নীচে কোন নাম লেখা নেই। কিছু বুঝতে না পেরে জোইয়া কাঁধ ঝাঁকাল। যা হোক, সে ঘর বুক করল, তারপর জান্‌সেনের সঙ্গে শহর দেখতে বেরিয়ে পড়ল। তারা এ দোকান সে দোকান ঘুরে বেড়াল। কথার জাহাজ দোকান কর্মচারীরা যা

যা তার দিকে এগিয়ে দিল সবই সে কিনল। শেষকালে এ সমস্তুতেও তার বিরক্তি ধরে গেল।

'চলুন পম্পেইতে যাওয়া যাক,' জোইয়া বলল।

মোটরগাড়িতে চড়ে তারা ছুটল ভিসুভিয়াসের পাদদেশের দিকে। প্রাচীন শহরের ধূলিমুক্ত রাস্তায় অনেকক্ষণ ঘুরে বেড়াল দু'জনে।

দু হাজার বছর আগেকার পরিত্যক্ত বাসগৃহগুলোর দোরগোড়ায় সবুজ রঙের গিরগিটিদের ঝিমোতে দেখে জোইয়া তার ছাতার প্রান্ত দিয়ে তাদের খুঁচিয়ে ভয় পাইয়ে দিতে লাগল।

'নাঃ, ভালো লাগছে না, ফেরা যাক,' জোইয়া বলল। 'যা কোন এক কালে ছিল সেই জিনিস আমার পছন্দ নয়, পুরনো দিনের কথা মনে করতে আমার ভালো লাগে না।...'

রাতের খাবার তারা খেতে বসল সমুদ্রতীরের একটা রেস্তোরাঁতে। এক পদ থেকে আরেক পদের ফাঁকে ফাঁকে জোইয়া জায়গা ছেড়ে উঠে পড়তে লাগল, নগ্ন বাহু দিয়ে জান্‌সেনের গলা জড়িয়ে ধরে মুখে এতটুকু ভাব প্রকাশ না করে অর্ধনিমীলিত চোখে তার সঙ্গে নাচতে লাগল। লোকে 'লোলুপ দৃষ্টিতে' তার দিকে তাকাতে লাগল। নাচের ফলে পানভোজনের ইচ্ছা বেড়ে গেল।

রেস্তোরাঁ থেকে বেরোবার সময় জান্‌সেন জিজ্ঞেস করল:

'কোথায় আমাকে আজ রাত কাটাতে বলেন — আমাদের মোটর-বোটে না হোটেলে?'

জোইয়া তার দিকে দ্রুত দৃষ্টি নিক্ষেপ করল, পরক্ষণেই মুখ ঘুরিয়ে নিল, কোন জবাব দিল না। হোটেলের প্রবেশপথে ঢোকার সময় সে জান্‌সেনের প্রস্তরকঠিন বাহুর ওপর ভর দিল। চাবি দেওয়ার সময় হোটেল-কর্মচারীটির নিখুঁত দাড়িগোঁফ কামানো কালো পোড়া মুখে কেমন যেন একটা বিদঘুটে হাসি খেলে গেল। জোইয়া সঙ্গে সঙ্গে সতর্ক হয়ে পড়ল।

'কোন খবর আছে?'

'না, মাদাম।'

জান্‌সেনকে জোইয়া বলল:

'স্মোকিং-রুমে যান, একটা সিগারেট টানুন গে। আমার সঙ্গে বকবক করে করে আপনার যদি বিরক্তি না ধরে থাকে, আমি আপনাকে রিং করব।'

লঘু পায়ে স্বচ্ছন্দে লাল গালিচা পাতা সিঁড়ি দিয়ে সে ওপরে উঠে গেল। জান্‌সেন নীচে দাঁড়িয়ে রইল। সিঁড়িতে বাঁক নেওয়ার সময় সে ফিরে তাকাল, মৃদু হাসল। জান্‌সেন স্মোকিং-রুমে গিয়ে টেলিফোনের কাছে বসল। একটা সিগারেট ধরাল — কর্ত্রীর হুকুম। সীটে হেলান দিয়ে সে টেলিফোনের অপেক্ষা করতে লাগল। মনে মনে কল্পনা করল...

টেলিফোন কিন্তু বাজল না। বিশ্রী যন্ত্রটা যাতে আর চোখে দেখতে না হয় সেই জন্য জান্‌সেন চোখ বুজল।... মনে মনে ভাবল, আরে ধুৎ, অমন ছেলেমানুষের মতো প্রেমে পড়তে আছে!... এমন সময় কে যেন তার চেয়ারের পিঠের পেছনে এসে দাঁড়াল। জান্‌সেন চোখ খুলল। লাফিয়ে উঠল সে। তার সামনে দাঁড়িয়ে আছে রোলিং। ক্যাপ্টেনের চোখে মুখে রক্তোচ্ছ্বাস খেলে গেল।

'ক্যাপ্টেন জান্‌সেন,' কর্কশ ভাঙা ভাঙা গলায় রোলিং বলল, 'মাদাম লামোল্‌কে দেখাশোনা করার জন্য আপনাকে ধন্যবাদ। আজ আর আপনাকে তার কোন প্রয়োজন নেই। আপনাকে তাই আপনার ডিউটিতে ফিরে যেতে বলা হচ্ছে।...'

'জে আজ্ঞে,' কোন রকমে ঠোঁটদুটো খুলে বিড়বিড় করে বলল জান্‌সেন।

এই এক মাসে রোলিং অনেক পাল্‌টে গেছে — তার মুখে কালো পোঁচ পড়েছে, চোখ বসে গেছে, সারা গাল ছেয়ে গেছে কালচে বাদামী রঙের খোঁচা খোঁচা দাড়িতে। তার গায়ে গরম কোট, ব্যাঙ্কনোট আর চেক বইয়ে ঠাসা বুক-পকেটদুটো ফুলে আছে।... 'বাঁ হাতের একটা ঘুসি রগ ঘেঁষে, ডানা হাতটা সোজা টেনে চোয়ালের হাড়ের ওপর ঝেড়ে দিলে আর দেখতে হবে না — সঙ্গে সঙ্গে ব্যাটার প্রাণপাখি খাঁচাছাড়া হয়ে যাবে।...' ভাবতে ভাবতে ক্যাপ্টেনের লৌহমুষ্টি রাগে উস্‌খুস করতে লাগল। জোইয়া যদি এই মুহূর্তে এখানে থাকত, ক্যাপ্টেনের দিকে

তাকিয়ে যদি একবার চোখের ইশারা করত, তাহলে হাড়গোড়ের স্তূপ ছাড়া রোলিং-এর আর কিছু অবশিষ্ট থাকত না।

'এক ঘণ্টা পরে আমি 'আরিজোনাতে' যাচ্ছি,' ভুরু কুঁচকে কর্তৃত্বের সুরে রোলিং বলল।

জান্‌সেন টেবিল থেকে টুপি তুলে নিল, টুপিটা থেবড়ে মাথায় দিয়ে চোখের ওপর অনেকখানি টেনে দিল, তারপর ঘর ছেড়ে বেরিয়ে গেল।

রাস্তা পার হয়ে জান্‌সেন জলের দিকে নেমে গেল, হেঁকে বলল:

'নৌকো লাগাও!'

'আরিজোনার' জালিবোটে একলাফে উঠে বসল, হাল ধরল।

'ওরে শুয়োরের বাচ্চারা, জোরে চালা!'

সিঁড়ি বয়ে তরতর করে সে মোটর-বোটের ডেক-এ উঠে পড়ল, বড় খালাসীর ওপর খেঁকিয়ে উঠল, 'ডেক ত নয়, শুয়োরের খোঁয়াড়!' তারপর নিজের কেবিনে ঢুকে ভেতর থেকে তালাচাবি বন্ধ করে দিল, মাথার টুপি খুলে ধপ করে খাটের ওপর শুয়ে পড়ল। মুখ গুঁজে মৃদু গর্জন করতে লাগল সে।

ঠিক এক ঘণ্টা পরে নজর রাখার লোকের গলার আওয়াজ পাওয়া গেল, তার উত্তরে জলের ওপর থেকে শোনা গেল একটা মৃদু কণ্ঠস্বর। সিঁড়ি ক্যাঁচকোঁচ করে উঠল। সারেঙ ফূর্তিতে উঁচু গলায় হাঁক দিয়ে বলল, 'সবাইকে ডেক-এ চলে আসতে বল!'

কর্তার আগমন ঘটেছে। আত্মমর্যাদার যতটুকু অবশিষ্ট আছে এখন তা বাঁচানোর একমাত্র উপায় হল রোলিং-এর সঙ্গে সাক্ষাতে এমন ভাব করা যেন তীরে কোন ঘটনাই ঘটে নি। জান্‌সেন মর্যাদাব্যঞ্জক ভঙ্গিতে শান্তভাবে ক্যাপ্টেনের মঞ্চে এসে দাঁড়াল। রোলিং উঠে এলো তার কাছে, ক্যাপ্টেন তাদের জলযানের অবস্থা চমৎকার বলে রিপোর্ট করল, করমর্দন করল। আনুষ্ঠানিক পর্ব সমাপ্ত হল। রোলিং একটা সিগার ধরাল — তাকে বড়ই ছোটখাটো আর স্থলচর-স্থলচর দেখাচ্ছিল, কালো রঙের গরম স্যুটে মনে

হচ্ছিল সে যেন 'আরিজোনার' লালিত্য আর নেয়াপল্‌সের মাথার ওপরকার আকাশের মূর্তিমান অবমাননা।

ততক্ষণে মাঝরাত হয়ে এসেছে। মাস্তুল আর দাঁড়দড়ার মাঝখানে জ্বলজ্বল করছে নক্ষত্রমণ্ডলী। উপসাগরের নিকষ কালো জলের বুকে শহর আর জলযানের আলো এসে পড়ছে। একটা গাধাবোটের সাইরেন তীক্ষ্ন আওয়াজ তুলে পর মুহূর্তেই স্তব্ধ হয়ে গেল। দূরে কতকগুলো তেলকালিমাখা বাতির খুঁটি দুলছে।

রোলিংকে দেখে মনে হচ্ছিল বুঝি সিগারে বুঁদ হয়ে আছে — সিগারের গন্ধ শুঁকতে শুঁকতে ক্যাপ্টেনের দিকে ধোঁয়ায় কুণ্ডলী ছাড়ছিল সে। জান্‌সেন আনুষ্ঠানিক ভঙ্গিতে দু'হাত পাশে ঝুলিয়ে তার সামনে দাঁড়িয়ে ছিল।

'মাদাম লামোল পারে থেকে যাওয়া মনস্থ করেছেন,' বাঁ হাতটা ঠোঁটের কাছে এনে হাতের তালুর উলটো দিককার চামড়া চুষতে চুষতে রোলিং বলল। 'আমি সকাল অবধি বোটেই থাকব, হয়ত আগামীকাল সারা দিনও থাকতে পারি।... আমার এখানে উপস্থিতির যাতে কোন বাঁকা অর্থ না হয়... (জায়গাটা চোষার পর কেবিনের খোলা দরজা দিয়ে হাতটা বাইরে আলোর দিকে তুলে ধরে দেখল সে।) হ্যাঁ যা বলছিলাম, যাতে কোন বাঁকা অর্থ না হয়... (জান্‌সেন এবারে রোলিং-এর হাতের দিকে তাকাল, সেখানে নখের আঁচড়ের দাগ দেখতে পেল।) আপনার কৌতূহল আমি চরিতার্থ করছি — আমি এখানে একজনের অপেক্ষায় আছি। কিন্তু সে লোক এখানে আমাকে প্রত্যাশা করে না। যে-কোন মুহূর্তে তার আবির্ভাব ঘটতে পারে। যে মুহূর্তে সে ডেক-এ উঠে আসবে সঙ্গে সঙ্গে আমাকে খবর দেবেন। গুড নাইট।'

জান্‌সেনের মাথায় আগুন জ্বলে উঠল। ব্যাপারটার অর্থোদ্ধারের প্রাণপণ চেষ্টা করতে লাগল সে। মাদাম লামোল তীরে রয়ে গেল। কেন? খামখেয়াল?... নাকি তার অপেক্ষায় আছে? না — কিন্তু রোলিং-এর হাতে ওই যে সদ্য আঁচড়গুলো... নাঃ কিছু একটা ঘটেছে।... আচ্ছা, এমনও ত হতে পারে যে মাদাম গলাকাটা অবস্থায় বিছানায় পড়ে আছে? কিংবা উপসাগরের

তলায় পড়ে আছে বস্তাবন্দী হয়ে? যারা কোটি কোটি টাকার মালিক তাদের আবার লাজলজ্জার বালাই আছে নাকি?

মেস্-ঘরে রাতের খাবার সময় মাথাটা খানিকটা সাফ করার জন্য জান্‌সেন সোডা ছাড়া এক গেলাস হুইস্কি চেয়ে নিল। সারেঙ খবরের কাগজের চাঞ্চল্যকর সংবাদ বলল তাকে — জার্মানির এনিলাইন কোম্পানির কারখানায় ভয়াবহ বিস্ফোরণ ঘটেছে, তার ফলে কাছের একটি ছোট শহর ধ্বংস হয়ে গেছে, দু হাজারেরও বেশি লোক মারা গেছে।

'আমাদের মালিকের কিন্তু জোর কপাল,' সারেঙ বলল। 'এনিলাইন কোম্পানির কারখানা ধ্বংস হওয়ার ফলে তিনি এত মুনাফা লুটবেন যে তা দিয়ে গোটা জার্মানিকে তার নাড়িভুঁড়ি সমেত কিনে হজম করে ফেলতে পারেন — হোহেন্‌ৎসোলার্ণবংশ* আর সোশ্যাল ডেমোক্রাটরাও বাদ যাবে না। কর্তার জন্য পান করছি।'

জান্‌সেন খবরের কাগজগুলো তার নিজের কেবিনে নিয়ে গেল। বেশ মনোযোগ দিয়ে বিস্ফোরণের বিবরণ পড়ল, তার কারণ সম্পর্কে যে-সমস্ত জল্পনাকল্পনা সে পড়ল সেগুলোর একটা আরেকটার চেয়ে আরও বেশি উদ্ভট। সবগুলো কাগজের নানা কলামে রোলিং-এর নাম শোভা পাচ্ছে। ফ্যাশন বিভাগে বলা হয়েছে আগামী মরশুম থেকে গালপাট্টা দাড়ি রাখাটা ফ্যাশন হবে এবং নরম টুপির বদলে উঁচু ধুচনি টুপি পরা সমীচীন হবে। 'এক্সেল্‌সিওর' পত্রিকার প্রথম পৃষ্ঠায় 'আরিজোনার' একটা ছবি ছাপা হয়েছে — ছবির ভেতরে একপাশে একটা আলাদা ডিম্বাকৃতি জায়গায় — মাদাম লামোলের সুন্দর মুখাবয়ব।

---

* হোহেন্‌ৎসোলার্ণবংশ — প্রুশিয়ার রাজা (১৭০১-১৯১৮) ও জার্মান সম্রাটদের (১৮৭১-১৯১৮) বংশ। এই বংশের সবচেয়ে বিখ্যাত সম্রাটরা হলেন দ্বিতীয় ফ্রিড্‌রিখ ও দ্বিতীয় ভিল্‌হেল্‌ম। দ্বিতীয় ফ্রিড্‌রিখ ১৭৬০ সালে রুশ সেনাবাহিনীর কাছে পরাস্ত হন; ১৯১৪-১৯১৮ সালের প্রথম মহাযুদ্ধে যোগদানকারী দ্বিতীয় ভিল্‌হেল্‌মকে জার্মান জনগণ ১৯১৮ সালে উৎখাত করে।

সেদিকে তাকাতেই জান্‌সেন মনোবল হারিয়ে ফেলল। তার মনের অস্থিরতা বাড়তে লাগল।

রাত দুটোর সময় সে যখন তার কেবিন থেকে বেরোল তখন দেখতে পেল রোলিং ওপরের ডেক-এ একটা আরাম-চেয়ারে বসে আছে। জান্‌সেন তার কেবিনে ফিরে এলো। গায়ের জামাকাপড় সে খুলে ফেলল, খালি গায়ের ওপরে খুব মিহি পশমের একটা হাল্‌কা পোশাক পরল, টুপি, জুতো পরল, টাকার ব্যাগটা একটা রবারের থলির মধ্যে পুরে ভালো করে বাঁধল। মোটর-বোটের বালিঘড়িতে টুংটাং আওয়াজ হল — তিনটে বাজল। রোলিং তখনও চেয়ারে বসে আছে। চারটে বাজল — তখনও সে চেয়ারে বসে, তবে তার মাথাটা দু কাঁধের মাঝখানে ঝুঁকে পড়েছে, পাশ থেকে তার ছায়া ছায়া মূর্তিটার মধ্যে প্রাণের কোন লক্ষণ দেখা যাচ্ছে না — সে ঘুমোচ্ছে। এক মিনিটের মধ্যেই জান্‌সেন নিঃশব্দে নোঙরের শেকল বয়ে জলে নেমে গেল, সাঁতার কেটে ঘাটে গিয়ে উঠল।

তেয়াত্তর

'অযথা নিজেকে ব্যতিব্যস্ত করে তুলবেন না, মাদাম জোইয়া: টেলিফোন লাইন আর বেল-এর তার কেটে ফেলা হয়েছে।'

জোইয়া আবার তার বিছানার প্রান্তে বসে পড়ল। একটা ক্রুদ্ধ চাপা হাসিতে কেঁপে উঠল তার ঠোঁটদুটো। ঘরের মাঝখানে একটা আরাম চেয়ারে গা এলিয়ে দিয়ে বসে আছে স্তাস্‌ তিক্‌লিন্‌স্কি, বসে বসে গোঁফে তা দিচ্ছে, নিজের পায়ের পেটেন্ট লেদারের জুতোজোড়া খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখছে। ধূমপান করার স্পর্ধা অবশ্য তার হল না— জোইয়া কঠোরভাবে নিষেধ করে দিয়েছে, তাছাড়া রোলিং-এর কড়া হুকুম ছিল মহিলার সঙ্গে যেন ভদ্র ব্যবহার করা হয়। এখন প্রায় সকাল পাঁচটা। নিজেকে মুক্ত করার বা লোকটাকে ফাঁকি দেওয়ার সমস্ত রকম চেষ্টা করেও জোইয়া ব্যর্থ হয়েছে।

'যা-ই হোক না কেন, যেভাবেই হোক আমি পুলিশকে জানাব,' জোইয়া বলল।

'হোটেল-কর্মচারীদের আমরা কিনে রেখেছি, বিপুল পরিমাণ টাকা দেওয়া হয়েছে তাদের।'

'রাস্তায় যখন লোকের ভিড় বাড়বে তখন আমি জানলা ভেঙে বাইরে চিৎকার করে লোকজন ডাকব।'

'সে সম্ভাবনার কথা ভেবে তারও ব্যবস্থা আমরা নিয়ে রেখেছি। এমনকি একজন ডাক্তারকেও আমরা ভাড়া করেছি — সে সাক্ষ্য দেবে যে আপনার ফিটের ব্যামো আছে। আপনাকে কেউ সাহায্য করতে আসবে না, কেউ বিশ্বাস করবে না আপনার কথা। শান্ত হয়ে বসে থাকুন।'

জোইয়া আঙুল মটকাল, রুশীতে বলল:

'বদমাশ, পা-চাটা কুকুর, পাজি!'

তিক্লিন্স্কি রাগে ফুলতে লাগল, তার গোঁফজোড়া খাড়া হয়ে উঠল। কিন্তু পাল্টা খিস্তি-খেউড় করতেও তাকে মানা করে দেওয়া হয়েছে।

'মেয়েরা কী রকম গালাগাল করতে পারে সে আমাদের জানা আছে,' তিক্লিন্স্কি গজরাতে গজরাতে বলল। 'আপনার জন্য আমার দুঃখু হয় মাদাম। কিন্তু কী করা যাবে বলুন? — পুরো চব্বিশ ঘণ্টা, এমনকি হয়ত বা দুটো দিনই আমাদের দু'জনকে এরকম গোপনে মুখোমুখি বসে থাকতে হবে। বরং শুয়ে পড়ুন, আপনার স্নায়ুগুলোকে শান্ত করুন।... বাই বাই, মাদাম।'

তিক্লিন্স্কি অবাক হয়ে দেখল জোইয়া এবারে তার কথা শুনল। পায়ের জুতো খুলে ফেলে বালিশ ঠিকঠাক করে শুয়ে পড়ল, চোখ বুজল।

চোখের পল্লবের ফাঁক দিয়ে জোইয়া দেখতে পেল তিক্লিন্স্কির মোটা থলথলে রাগী মুখটা — বেশ মনোযোগ দিয়ে লক্ষ করছে তার গতিবিধি। জোইয়া দু একবার হাই তুলল, তারপর গালের নীচে হাত রাখল।

'হয়রান হয়ে গেছি, যা হবার তাই হবে — আর পারি নে,' মৃদুস্বরে বিড়বিড় করে ফের হাই তুলল সে।

তিক্‌লিন্‌স্কি নড়েচড়ে আরও আরাম করে চেয়ারে বসল। সমানে তালে জোইয়ার নিঃশ্বাসপ্রশ্বাস পড়ছে। কিছুক্ষণ বাদে তিক্‌লিন্‌স্কি চোখ রগড়াতে শুরু করল। উঠে দাঁড়িয়ে ঘরের মধ্যে খানিকটা পায়চারি করল, তারপর দরজার চৌকাটে হেলান দিয়ে দাঁড়াল। দেখে মনে হল সে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে চাঙ্গা হওয়ার চেষ্টা করছে।

তিক্‌লিন্‌স্কি লোকটা বোকা। জোইয়া তার কাছ থেকে যা যা জানার সব জেনে নিয়েছে, এখন সে অপেক্ষা করছিল কখন তিক্‌লিন্‌স্কি ঘুমিয়ে পড়ে। দরজার সামনে অমন করে ঠায় দাঁড়িয়ে থাকা কঠিন। তিক্‌লিন্‌স্কি আরও একবার তালার দিকে তাকাল, তারপর ফিরে এলো চেয়ারের কাছে।

এক মিনিট পরেই তার মেদবহুল চোয়ালটা ঝুলে পড়ল। জোইয়াও সঙ্গে সঙ্গে বিছানা ছেড়ে নেমে এলো। দ্রুত হাতে তার ওয়েস্টকোটের পকেট থেকে চাবিখানা বার করল, জুতোজোড়া হাতে তুলে নিল। চাবিটা তালায় লাগাতেই আঁটো তালাটা হঠাৎ ক্যাঁচক্যাঁচ আর্তনাদ করে উঠল।

'কে? কে ওখানে? কী?' তিক্‌লিন্‌স্কি এমনভাবে চিৎকার করে উঠল যেন কোন দুঃস্বপ্ন দেখেছে। ধড়মড় করে সে চেয়ার ছেড়ে উঠে পড়ল। জোইয়া ততক্ষণে দরজা হাট করে খুলে ফেলেছে। কিন্তু তিক্‌লিন্‌স্কি খপ্ করে তার কাঁধ ধরে ফেলল। এক ধাক্কায় তাকে মাটিতে ফেলে লাথি মেরে ঘরের অনেকখানি ভেতরে ঠেলে দিল, তারপর দরজা বন্ধ করার চেষ্টা করল। কিন্তু কিসের যেন একটা বাধা এসে উপস্থিত হল। জোইয়া দেখতে পেল অতিরিক্ত চাপ পড়ায় তিক্‌লিন্‌স্কির ঘাড়টা রক্তের চাপে লাল টকটকে হয়ে উঠেছে।

'কে ওখানে?' কাঁধ দিয়ে ঠেলে দরজা বন্ধ করার চেষ্টা করতে করতে ভাঙা গলায় সে জিজ্ঞেস করল।

কিন্তু ওই অবস্থায় তিক্‌লিন্‌স্কির পা পালিশ-করা-মেঝের কাঠের ওপর হড়কাতে লাগল, দরজা ধীরে ধীরে খুলে গেল। সে তাড়াতাড়ি পেছনের পকেট থেকে রিভল্‌ভার বার করল,

কিন্তু রিভল্‌ভার ব্যবহার করার আগেই হঠাৎ ছিটকে ঘরের মাঝখানে এসে পড়ল।

দেখা গেল দরজা জুড়ে দাঁড়িয়ে আছে ক্যাপ্টেন জান্‌সেন। ভিজে জামাকাপড় লেপ্‌টে আছে তার পেশীবহুল শরীরে। ক্ষনিকের জন্য তার চোখাচোখি হল তিক্‌লিন্‌স্কির সঙ্গে। হঠাৎ এত জোরে সে সামনে ধেয়ে এলো যে মনে হল বুঝি হুমড়ি খেয়ে পড়ল। যে আঘাত রোলিংকে করবে বলে সে ঠিক করে রেখেছিল, সেটা এসে পড়ল এই পোল্‌টার ওপর — দ্বিগুণ আঘাত — সমস্ত শরীরের ভারে সামনে ঝুঁকে পড়া বাঁ হাতের মুষ্ট্যাঘাত সোজা পড়ল নাকের খাঁজের ওপর, আর কাঁধের ঠেলায় ডান হাতের মুষ্ট্যাঘাত সপাটে এসে লাগল চোয়ালের নীচে। তিক্‌লিন্‌স্কি টুঁ শব্দটি না করে গালিচার ওপর উপুড় হয়ে পড়ে গেল। তার মুখ ভেঙে চুরমার হয়ে গেছে।

জান্‌সেন তৃতীয়বার দেহ নাড়া দিয়ে মাদাম লামোলের দিকে ঘুরে দাঁড়াল। তার সবগুলো মাংসপেশী তখন নাচছে।

'কী আজ্ঞা হয় বলুন মাদাম লামোল?'

'জান্‌সেন, যত তাড়াতাড়ি সম্ভব বোটে যেতে হয়।'

'জ্যে হুকুম মাদাম।'

রেস্তোরাঁয় আগে সে যেমন করেছিল এখনও তেমনি করে জান্‌সেনের কাঁধে হাত রেখে তার গলা জড়িয়ে ধরল, মুখ বাড়িয়ে দিল তার দিকে।

'লড়াই সবে শুরু হল জান্‌সেন। সবচেয়ে বড় বিপদ এখনও সামনে আছে।'

'যে আজ্ঞে, মাদাম।'

চুয়াত্তর

'গাড়ি হাঁকাও কোচোয়ান, যত জোরে পার হাঁকাও।... হ্যাঁ, আমি আপনার কথা শুনছি মাদাম লামোল।... তারপর যা বলছিলেন... আমি যতক্ষণ স্মোকিং-রুমে অপেক্ষা করছিলাম...'

'আমি ওপরে উঠে নিজের ঘরে এলাম। মাথার টুপি আর ক্লোক খুললাম।... আমি খেয়াল করি নি যে-আলমারি দিয়ে পাশের কামরার দরজা বন্ধ করা ছিল, সেটা সরানো। আমি আয়নার দিকে এগোতে না এগোতে দরজাটা খুলে গেল — দেখলাম আমার সামনে রোলিং দাঁড়িয়ে আছে।... আমি অবশ্য জানতাম যে রোলিং গতকালও প্যারিসে ছিল। আমি এও জানতাম যে বিমানযাত্রায় তার দারুণ ভয়।... বুঝলাম, সে যখন এখানে, সমস্যাটা তার কাছে বাস্তবিকই জীবন-মরণ পর্যায়ের।... এখন আমি বুঝতে পেরেছি তার আসল মতলব, কিন্তু সেই সময় আমি স্রেফ ক্ষিপ্ত হয়ে উঠেছিলাম।... আমাকে প্রলুব্ধ করে ফাঁদে ফেলা! আমি তাকে যা মুখে এলো তা-ই বললাম।... সে দুই কানে আঙুল চেপে ঘর থেকে ছুটে বেরিয়ে গেল।'

'এরপর সে স্মোকিং-রুমে নেমে এসে আমাকে বোটে পাঠিয়ে দিল।...'

'ওখানেই ত যত গণ্ডগোল!... কী বোকামিই না আমি করেছি!... ওঃ, নাচগান, মদ আর সেই সঙ্গে চূড়ান্ত আহাম্মকি।... হ্যাঁ বন্ধু, ঠিকই বলছি, লড়াই করার ইচ্ছে যদি থাকে তাহলে ওসব মূর্খামি ছাড়তে হবে।... মিনিট দু-তিন পরে সে আবার ফিরে এলো। আমি বললাম ব্যাপারটা খোলসা করা যাক।... উত্তরে সে বলল, 'খোলসা করার কিছু নেই। আমি যতক্ষণ না আপনাকে মুক্তি দিচ্ছি ততক্ষণ আপনাকে এই কামরার মধ্যে থাকতে হবে।...' অমন নির্লজ্জের মতো আমার সঙ্গে কথা বলার স্পর্ধা এর আগে তার কখনও হয় নি। তখন আমি তার গালে এক চড় কষিয়ে দিলাম।'

'ওঃ, আপনার হিম্মৎ আছে বলতে হবে!' মুগ্ধ হয়ে জান্‌সেন বলল।

'কিন্তু বন্ধু, ওই হল আমার দ্বিতীয় আহাম্মকি। তবে কী ভীতুই না লোকটা!... চার চারটে চড় চাপ্‌টা খেয়ে দিব্যি হজম করে ফেলল।... ঠায় দাঁড়িয়ে রইল, থরথর করে তার ঠোঁট কাঁপতে লাগল। আমার হাত অবশ্য ঠেলে আটকানোর চেষ্টা করেছিল কিন্তু

তার জন্যও বেশ মূল্য দিতে হয়। শেষকালে আমি তৃতীয় ভুল করে বসলাম — কেঁদে ফেললাম।'...

'ওঃ কী পাজী, কী পাজী!...'

'দাঁড়ান জান্‌সেন, এটাই সব নয়।... চোখের জল রোলিং-এর একেবারে সয় না, চোখের জল দেখলে সে যন্ত্রণায় কাতর হয়ে পড়ে। তার বদলে সে বরং আরও চল্লিশটা চড়চাপড় খেতে রাজী।... তাই সে ডাকল ওই পোল্‌টাকে — লোকটা দরজার সামনেই দাঁড়িয়ে ছিল। ওদের মধ্যে আগে থাকতেই সাঁট করে সব স্থির করা ছিল। পোল্‌টা আরাম-চেয়ারে এসে বসল। রোলিং আমাকে বলল, 'চরম ব্যবস্থা হিশেবে গুলি করার হুকুম দেওয়া আছে ওকে।' এই বলে সে চলে গেল। আমি পোল্‌টাকে নিয়ে পড়লাম। এক ঘণ্টার মধ্যে রোলিং-এর বিশ্বাসঘাতক পরিকল্পনার বিশদ পরিচয় আমি পেয়ে গেলাম। বন্ধু জান্‌সেন, আমার ভাগ্যের প্রশ্ন এর সঙ্গে জড়িত।... আপনি যদি আমাকে সাহায্য না করেন তাহলে সব গেল।... কোচোয়ান, জোরে চালাও, হাঁকাও!...'

ঘাটের রাস্তা ভোরের আগের এই সময়টাতে জনশূন্য। গাড়ি ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটতে ছুটতে এসে দাঁড়াল ঘাটের গ্রানাইট বাঁধানো সিঁড়ির সামনে। নীচে তেল চকচকে কালো জলরাশির বুকে কয়েকটা ছোট ছোট বাঁধা ডিঙি নড়াচড়ার মৃদু আওয়াজ উঠছে।

কিছুক্ষণের মধ্যে মাদাম লামোলকে পাঁজাকোলা করে তুলে নিয়ে জান্‌সেন 'আরিজোনার' পেছন থেকে ফেলা দড়ির মই বয়ে নিঃশব্দে ডেক-এ গিয়ে উঠল।

পঁচাত্তর

ভোরের ঠাণ্ডা সিরসিরে হাওয়ায় রোলিং-এর ঘুম ভেঙে গেল। ডেক ভিজে। মাস্তুলের বাতির আলো ম্লান হয়ে এসেছে। উপসাগর আর শহর এখনও ছায়াচ্ছন্ন, কিন্তু ভিসুভিয়াসের মাথার ওপর এখনই গোলাপী আভা ফুটে উঠেছে।

রোলিং চৌকির আলো আর তরীগুলোর কালো রেখার ওপর দৃষ্টি বুলাল। বোটের পাহারাদারের কাছে এগিয়ে এসে দাঁড়াল। নাক দিয়ে একটা ঘোঁৎ করে আওয়াজ করল সে, তারপর ক্যাপ্টেনের মঞ্চে উঠে গেল। জান্‌সেনও সেই মুহূর্তে তার কেবিন থেকে বেরিয়ে এসেছে, সতেজ, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন ফিটফাট দেখাচ্ছে তাকে। রোলিংকে সে সুপ্রভাত জানাল। উত্তরে রোলিং ঘোঁৎ করে নাক টানল — তবে পাহারাদারের বেলায় যেমন করেছিল তার চেয়ে খানিকটা ভদ্রভাবে।

তারপর অনেকক্ষণ চুপচাপ দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সে কোটের একটা বোতাম মোচড়াতে লাগল। এটা তার একটা বদ অভ্যাস — এক সময় জোইয়া তার এই অভ্যাস ছাড়ানোর চেষ্টা করেছিল। কিন্তু এখন তাতে কিছু আসে যায় না। তাছাড়া কে বলতে পারে বোতাম মোচড়ানো আগামী মরশুমে প্যারিসের ফ্যাশন হয়ে দাঁড়াবে না? হয়ত দরজিরা মোচড়ানোর উপযোগী বিশেষ ধরনের বোতামও বার করে ফেলবে।

সে আচমকা জিজ্ঞেস করল:

'আচ্ছা মানুষ জলে ডুবে গেলে কি ভেসে উঠতে পারে?'

'কোন ভার বাঁধা না থাকলে ভেসে উঠবে,' শান্তস্বরে জান্‌সেন উত্তর দিল।

'আমি তা বলছি না, জিজ্ঞেস করছি: কোন লোক যদি সমুদ্রে ডুবে যায় তার মানে কি চিরকালের জন্য তার সলিলসমাধি হয়ে গেল?'

'হ্যাঁ, হয়ত কেউ অসতর্ক হয়ে ডেক থেকে পড়ে গেল, বা সমুদ্রের ঢেউ তাকে ভাসিয়ে নিয়ে গেল, কিংবা আরও কোন দৈব দুর্ঘটনা — এ সবই 'জনল ডুবিয়া মৃত্যুর' পর্যায়ে পড়ে। শাসনকর্তৃপক্ষ সচরাচর এ ব্যাপারে নাক গলায় না।'

রোলিং কাঁধ ঝাঁকাল।

'যাক গে, জলে ডুবে মৃত্যু সম্পর্কে আর কিছু জানার নেই আমার। আমি এখন আমার কেবিনে চললাম। কোন নৌকো যদি আসে তাহলে, আবার বলছি, বলবেন না যে আমি এখানে আছি। আগন্তুককে উঠে আসতে দিন, তারপর আমাকে জানাবেন।'

রোলিং চলে গেল। জান্‌সেন ফিরে গেল তার কেবিনে, যেখানে টেনে দেওয়া নীল পর্দার আড়ালে ক্যাপ্টেনের খাটে জোইয়া ঘুমোচ্ছে।

ছিয়াত্তর

আটটার একটু পরে একটা ডিঙি নৌকো এগিয়ে এলো 'আরিজোনার' দিকে। ছেঁড়াখোঁড়া জামাকাপড় গায়ে কোন এক ফুর্তিবাজ লোক দাঁড় বাইছিল। সামনে আসার পর দাঁড় তুলে সে চেঁচিয়ে জিজ্ঞেস করল:

'আচ্ছা, এটা কি 'আরিজোনা' বোট?'

'ধরুন তা-ই,' ডেক-এর প্রান্তে ঝুঁকে পড়ে দিনেমার নাবিকটি বলল।

'আপনাদের নৌকোয় কি রোলিং নামে কেউ আছে?'

'ধরুন আছে।'

ছিন্নবেশ লোকটি জমকাল দাঁত বার করে হাসল।

'ধর।'

কায়দা করে সে ডেক-এর ওপর একটা চিঠি ছুঁড়ে দিল, নাবিক সেটা লুফে নিল। ছিন্নবেশধারী টাকরায় জিভ ঠেকিয়ে আওয়াজ করল।

'ওহে নুন-পোড়া-চোখ জাহাজী, একটা চুরুট ছাড় না।'

ডেক থেকে লোকটার ওপর কিছু একটা ছেড়ে দেওয়া যায় কিনা এই নিয়ে দিনেমার নাবিকটা যতক্ষণ ভাবছে সেই অবসরে সে নৌকো চালিয়ে দূরে সরে গেছে; দেখা গেল সে নৌকোয় নাচছে আর এমন এক গরমের সকালে জীবনের আনন্দে একেবারে আত্মহারা হয়ে দাঁতমুখ খিঁচিয়ে গলা ছেড়ে গান গাইছে।

নাবিক ক্যাপ্টেনের কাছে চিঠিটা নিয়ে গেল (এরকমই নির্দেশ ছিল তার এবারে)। জান্‌সেন পর্দা ঠেলে দিয়ে ঘুমন্ত জোইয়ার ওপর ঝুঁকে পড়ল। জোইয়া চোখ খুলল, কিন্তু তার চোখ তখনও ঘুমে ভারী হয়ে আছে।

'এসে গেছে?'

জান্‌সেন চিঠিটা দিল। জোইয়া পড়ে দেখল:

'আমি মারাত্মক আহত। আমাকে দয়া করুন। আপনার স্বার্থ রক্ষা করতে গিয়ে আমি সিংহের মতো লড়াই করেছি, কিন্তু যা অসম্ভব তা-ই ঘটে গেল: মাদাম জোইয়া এখন মুক্ত। আপনি আমাকে...'

শেষ পর্যন্ত না পড়েই জোইয়া চিঠিটা কুটি কুটি করে ছিঁড়ে ফেলে দিল।

'এখন আমরা নিশ্চিন্ত মনে তার জন্য অপেক্ষা করতে পারি। (জান্‌সেনের দিকে তাকিয়ে জোইয়া তার দিকে হাতখানা বাড়িয়ে দিল।) জান্‌সেন, আপনার বোঝা উচিত: আমি হয় মারা যাব, নয়ত পৃথিবীর অধীশ্বরী হব। (জোইয়ার কথায় জান্‌সেন ঠোঁট কোঁচকাল — তার এই ভঙ্গিটা জোইয়ার ভালো লাগল।) আপনি হবেন আমার ইচ্ছা কাজে লাগানোর হাতিয়ার। আমি যে একজন মেয়েমানুষ, সে কথা এখনকার মতো ভুলে যান। লোকে যাকে বলে খেয়ালি কল্পনা, আমি তাই। দুঃসাহসের নেশা আমার রক্তে রক্তে — বুঝলেন? আমি চাই সব কিছু আমার হোক। (সে হাত ঘুরিয়ে ইঙ্গিতে বৃত্ত এঁকে দেখাল।) আর যে লোক, একমাত্র যে লোক আমাকে তা দিতে পারে শিগ্‌গিরই তার আসার কথা এখানে, এই 'আরিজোনায়'। আমি তার পথ চেয়ে বসে আছি, রোলিংও।...'

জান্‌সেন আঙুল তুলে ইঙ্গিত করল, পিছন ফিরে তাকাল। জোইয়া পর্দা ফেলে দিল। জান্‌সেন কেবিন ছেড়ে ক্যাপ্টেনের মঞ্চে বেরিয়ে এলো। রেলিং আঁকড়ে ধরে সেখানে দাঁড়িয়ে আছে রোলিং। তার বাঁকা আর ভারী গড়নের মুখটা ক্রোধে বিকৃত হয়ে উঠেছে। উপসাগরের বিপুল বিস্তার তখনও কুয়াশাচ্ছন্ন — সেই দিকে সে চেয়ে আছে একদৃষ্টে।

'ওই যে,' হাতটা সামনে বাড়িয়ে দিয়ে অনেক কষ্টে রোলিং উচ্চারণ করল। তার হাতের আঙুলটা একটা আঁকশির মতো ঝুলে রইল উপসাগরের সুনীল বুকের ওপর। সে আবার বলল, 'ওই যে ওই নৌকোটায়।'

সঙ্গে সঙ্গে বোটের মাঝিমাল্লাদের সচকিত করে বাঁকা পায়ে একটা কাঁকড়ার মতো তড়তড় করে ক্যাপ্টেনের মঞ্চ থেকে সিঁড়ি বয়ে নীচে নিজের কেবিনে নেমে অদৃশ্য হয়ে গেল রোলিং। সেখান থেকে জান্‌সেনকে টেলিফোন করে সে তার আগেকার নির্দেশের সমর্থন জানাল — তিনজোড়া দাঁড়ের নৌকোয় যে লোকটি আসছে তাকে যেন 'আরিজোনার' ডেক-এ তুলে নেওয়া হয়।

সাতাত্তর

রোলিং তার কোটের বোতাম ছিঁড়ে ফেলেছে এমন ঘটনা কখনও ঘটে নি। আজ সে মোচড়াতে মোচড়াতে তিনটে বোতামই ছিঁড়ে ফেলল। মূল্যবান কাঠের প্যানেল দেওয়া, শিরাজী গালিচায় বিছানো জমকাল কেবিনের মাঝখানে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সে ঘন ঘন দেয়ালঘড়ির দিকে তাকাচ্ছে।

বোতামগুলো সব ছেঁড়া হয়ে গেলে সে দাঁত দিয়ে নখ কাটার কাজে মনোনিবেশ করল। অদ্ভুত দ্রুত গতিতে আদিম বন্য অবস্থায় তার প্রত্যাবর্তন ঘটতে লাগল। বোটের পাহারাদারের হাঁক এবং নীচের ডিঙি থেকে গারিনের উত্তর রোলিং শুনতে পেল। সে কণ্ঠস্বর কানে যেতে তার হাতের তালু ঘেমে উঠল।

ভারী নৌকোটা 'আরিজোনার' গায়ে ধাক্কা খেল। মাঝিমাল্লাদের সমস্বরে উল্লসিত গালিগালাজ শোনা গেল। মই নামিয়ে দেওয়ার ক্যাঁচকোঁচ আওয়াজ হল, পায়ের আওয়াজ উঠল। 'ধর, এই যে... সাবধান... ব্যস... কোথায় নিয়ে যেতে হবে?...' তার মানে গারিনের যন্ত্রপাতির বাক্সগুলো তোলা হচ্ছে। তারপর সব চুপচাপ।

গারিন তাহলে ফাঁদে পড়েছে। শেষকালে পড়ল! রোলিং তার ঠান্ডা স্যাঁতসেঁতে দু আঙুলের মাঝখানে নাকটা ধরে খিক খিক করে কাশার মতো একটা আওয়াজ বার করল। রোলিংকে যারা জানে তারা জোর দিয়ে বলে সে নাকি জীবনে কখনও হাসে

নি। কথাটা সত্যি নয়! রোলিং হাসতে ভালোবাসত — তবে কোন সাক্ষীসাবুদ ছাড়া, একান্তে, কোন সাফল্যের পরে — ঠিক এখন যেমন হাসছে — নিঃশব্দে।

তারপর সে টেলিফোনে জান্‌সেনকে ডাকল:

'ডেক-এ তুলেছেন ত?'

'হ্যাঁ।'

'এবারে নীচের ডেক-এ নিয়ে যান, তালাচাবি দিয়ে বন্ধ করে রাখুন। কাজটা যাতে বিনা হৈ চৈতে নিখুঁত ভাবে হয় সেদিকে খেয়াল রাখবেন।'

'যে আজ্ঞে!' চটপট উত্তর দিল জান্‌সেন। তার উত্তরটা এত বেশি চটপট হল যে রোলিং-এর কেমন যেন পছন্দ হল না।

'হ্যালো, জান্‌সেন।'

'হ্যাঁ, বলুন।'

'এক ঘণ্টার মধ্যে বোট যেন খোলা সমুদ্রে গিয়ে পড়ে।'

'যে আজ্ঞে।'

বোটে ছুটোছুটি লেগে গেল। নোঙরের শেকল বার করার ঘরঘর আওয়াজ হল। ইঞ্জিনের গুঞ্জন উঠল। সব্‌জে জলের স্রোত কলকল করে ছুটে চলল পোর্টহোলের বাইরে দিয়ে। তীরভূমি ঘুরে যেতে লাগল। কেবিনের ভেতরে আর্দ্র বায়ুর ঝাপ্‌টা এসে লাগল। 'আরিজোনার' ছিমছাম কাঠামোর সর্বত্র জুড়ে বয়ে চলল গতির উল্লাস।

বলাই বাহুল্য রোলিং বুঝতে পারছিল যে সে একটা বড় রকমের মূর্খামি করতে চলেছে। কিন্তু আগেকার সেই রোলিং আর নেই — সুস্থমস্তিষ্কের সেই জুয়ারী, সেই দুর্ধর্ষ মহিষাসুর, যে প্রত্যেক রবিবার নিয়ম করে গির্জায় ধর্মোপদেশ শুনতে যেত, সে আর নেই। সে এখন যা-ই করুক না কেন, তা লাভের জন্য করছে না — রাতের পর রাত জেগে কাটানোর যন্ত্রণা, গারিনের প্রতি ঘৃণা, তার ঈর্ষা যেন কুয়াশার মতো আচ্ছন্ন করে দিয়েছিল তার মস্তিষ্ক। এখন একটাই মাত্র ইচ্ছা তার মনকে অধিকার করে আছে — তা হল গারিনকে ধ্বংস করা জোইয়াকে ফিরিয়ে আনা।

এমনকি সেই অবিশ্বাস্য সাফল্য — এনিলাইন কোম্পানির কারখানা ধ্বংস হওয়ার ঘটনা — তাও যেন একটা স্বপ্নের মতো। এমনকি ঊনত্রিশ তারিখে সারা দুনিয়ার তাবৎ স্টক এক্সচেঞ্জ তাকে কত কোটি মুদ্রা দিল তাতেও যেন রোলিং তেমন আগ্রহ বোধ করল না।

সেই দিন সে তাদের কথামতো প্যারিসে অপেক্ষা করছিল গারিনের। কিন্তু গারিন আসে নি। রোলিং এটাই আশঙ্কা করেছিল। তিরিশ তারিখে তাই সে বিমানযোগেই নেয়াপল্‌সে এসে হাজির হল।

এখন জোইয়াকে এই খেলার আসর থেকে সরানো গেছে। তার আর গারিনের মাঝখানে অন্য কেউ নেই। কী ধরনের শাস্তিবিধান হবে তার খুঁটিনাটি পর্যন্ত ভেবে রাখা হয়েছে। রোলিং সিগার ধরাল। ইচ্ছে করেই সে খানিকটা দেরি করছিল। শেষকালে কেবিন ছেড়ে করিডরে বেরিয়ে এলো। নীচের ডেক-এর একটা দরজা খুলল — সেখানে গারিনের যন্ত্রপাতি ভরা বাক্সগুলো ছিল। দু'জন নাবিক সেগুলোর ওপর বসে ছিল। রোলিংকে দেখে তারা চটপট উঠে দাঁড়াল। সে তাদের খালাসীদের ঘরে পাঠিয়ে দিল।

নীচের ডেক-এর দরজা দড়াম করে বন্ধ করে দিয়ে সে ধীরেসুস্থে বিপরীতমুখী আরেকটা দরজার দিকে এগিয়ে গেল। সেটা ছিল ওপরের ডেক-এর অফিস-ঘরের দরজা। দরজার হাতলটা ধরার সঙ্গে সঙ্গে সে লক্ষ করল তার সিগারের ছাই ভেঙে পড়ে গেল। রোলিং মনে মনে আত্মপ্রসাদ অনুভব করে হাসল। তার ভাবনাচিন্তা পরিষ্কার। এরকম তৃপ্তি সে বহুকাল পায় নি।

সে সটান দরজা খুলে ফেলল। ছাদের কাচে ঢাকা জানলা দিয়ে অফিস-ঘরে আলো এসে পড়ছে, সেই আলোর নীচে বসে আছে জোইয়া, গারিন আর শেল্‌গা। রোলিং ঢুকতে তিনজনেই তার দিকে তাকাল। রোলিং তাই দেখে করিডরে পিছিয়ে গেল। তার নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে আসছিল, মাথার ঘিলু যেন কেউ চোখের পলকে হাতা দিয়ে ঘেঁটে দিল। নাক ঘেমে উঠল। আর সবচেয়ে

বিদ্ঘুটে ব্যাপার হল এই যে একটা বোকা বোকা করুণ হাসি ফুটে উঠল তার মুখে — ঠিক যেন কোন এক কেরানি হিসাবের খাতায় কারসাজি করতে গিয়ে হাতেনাতে ধরা পড়ে গেছে (পঁচিশ বছর আগে এরকম ঘটনা তার জীবনে ঘটেছিল)।

'নমস্কার রোলিং,' গারিন উঠে দাঁড়িয়ে বলল। 'এই যে দোস্ত, আমি।'

আটাত্তর

এর চেয়ে সাংঘাতিক আর কী হতে পারে! রোলিং একটা হাস্যকর পরিস্থিতির মধ্যে পড়ে গেল।

কী সে করতে পারে? দাঁত কড়মড় করবে, ক্ষিপ্ত হয়ে তুলকালাম কাণ্ড বাধিয়ে তুলবে, গুলি করবে? — আরও খারাপ হবে, আরও বোকামি হবে সেটা।... ক্যাপ্টেন জান্‌সেন তার সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করেছে, এটা স্পষ্ট। মাঝিমাল্লাদের ওপর ভরসা করাটা ঠিক হয় নি, এদিকে বোট খোলা সমুদ্রে এসে পড়েছে। প্রবল ইচ্ছাশক্তি প্রয়োগ করে (এই সময় তার ভেতরে কী যেন একটা মটমট পর্যন্ত করে উঠল) রোলিং তার মুখ থেকে সেই বিশ্রী হাসিটা ঝেড়ে ফেলে দিল।

'আচ্ছা!' রোলিং হাত তুলে অভিনন্দনের ভঙ্গিতে নাড়ল। 'আচ্ছা, গারিন যে! তা কী মনে করে? সমুদ্রভ্রমণের সাধ হয়েছে বুঝি? বেশ বেশ, খুশি হলাম।... আনন্দেই কাটানো যাবে সময়টা।...'

জোইয়া কর্কশ স্বরে বলল:

'আপনি একটা রদ্দী ধরনের অভিনেতা, রোলিং। লোক হাসানো বন্ধ করুন। ভেতরে এসে বসুন। এখানে সবাই আপন জন - সবাই মারাত্মক শত্রু। ভূমধ্যসাগরে ভ্রমণের সঙ্গী হিশেবে এমন আমুদে লোকজনের দল জোটানোর জন্য আপনিই দায়ী।'

রোলিং সীসের মতো চোখ মেলে তার দিকে তাকাল।

'জেনে রাখবেন মাদাম ল্যামোল, বড় কারবারে ব্যক্তিগত শত্রুতা বা বন্ধুত্ব বলে কিছু নেই।'

কথাগুলো বলতে বলতে টেবিলের ধারে জোইয়া আর গারিনের মাঝখানে সে এমন ভাবে বসল যেন রাজসিংহাসনে আসন গ্রহণ করছে। বসে সে টেবিলের ওপর দু হাত রাখল। এক মুহূর্তের নীরবতা নেমে এলো। তারপর সে বলল:

'বেশ, খেলায় আমার হার হয়েছে। এর জন্যে আমাকে কত মাসুল দিতে হবে?'

গারিনের চোখজোড়া চকচক করে উঠল, তার মুখে হাসি ফুটে উঠল — দেখে মনে হল যে-কোন মুহূর্তে উদার হাসির প্লাবন খেলে যাবে তার চোখে মুখে।

'ঠিক অর্ধেক, পুরনো দোস্ত, অর্ধেক — যেমন কথা হয়েছিল ফ'তেনেব্লু-তে,' সে উত্তর দিল। 'এই যে সাক্ষীও আছে এখানে,' শেল্‌গা বিষণ্ণভাবে বসে বসে নখ দিয়ে টেবিলের ওপর তাল ঠুকছিল — দাড়ির আন্দোলনে তার দিকে ইঙ্গিত করে সে বলল। 'আমি আপনার হিসাবের খাতাপত্র দেখতে যাচ্ছি না। তবে অনুমান করি, একশ' কোটি ডলার মতন হবে — এটা অবশ্য চূড়ান্ত বন্দোবস্ত। আপনার কাছে এই অপারেশন বিশেষ বেদনাদায়ক হবে না। ইউরোপে যে আপনি কত টাকা লুটেছেন তার কোন লেখাজোখা নেই।'

'একশ' কোটি সঙ্গে সঙ্গে বার করা কঠিন হবে,' রোলিং উত্তর দিল। 'আমাকে একটু ভেবে দেখতে হবে। বেশ। আজই আমি প্যারিস যাচ্ছি। আশা করি শুক্রবার নাগাদ এই টাকার বেশির ভাগটা মার্সেইলেসে দিয়ে দিতে পারব।'

'হুঁ-হুঁ-হুঁ,' গারিন বলল, 'আপনি কিন্তু বুড়ো দাদু একমাত্র ওই টাকা শোধ করার পরই ছাড়া পাবেন।'

শেল্‌গা তার মুখের ওপর দ্রুত দৃষ্টি বুলাল, কিন্তু মুখ খুলল না। রোলিং এমন ভাবে ভুরু কোঁচকাল যেন অন্য পক্ষ বোকার মতো বেফাঁস কোন মন্তব্য করে বসেছে।

'আমি জানতে চাই আমাকে কি এই বোটে আটকে রাখতে চান আপনারা?'

'হ্যাঁ, ঠিকই ধরেছেন।'

'আপনাদের স্মরণ করিয়ে দিতে চাই, আমি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নাগরিক — কূটনৈতিক অলঙ্ঘনীয়তার অধিকারী আমি। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পুরো নৌবহর আমার স্বাধীনতা, আমার স্বার্থ রক্ষা করবে।'

'তাহলে ত আরও ভালো!' প্রবল উৎসাহভরে সরোষে চেঁচিয়ে বলল জোইয়া। 'যত তাড়াতাড়ি হয় ততই ভালো!...'

সে উঠে দাঁড়িয়ে দুটো হাত সামনে বাড়িয়ে ধরল, এত শক্ত করে হাতের মুঠো পাকিয়ে ধরল যে গাঁটের হাড়গুলো সাদা সাদা হয়ে ফুটে উঠল।

'আসুক আপনাদের গোটা নৌবহর — দাঁড়াক আমাদের বিরুদ্ধে, সারা দুনিয়া দাঁড়াক আমাদের বিরুদ্ধে। তাহলে আরও ভালো!'

দ্রুত অঙ্গ সঞ্চালনের ফলে তার খাটো স্কার্টটা চার দিকে উড়তে লাগল। সোনার বোতাম লাগানো সাদা জাহাজী কোর্তা, জোইয়ার ছোট্ট মাথাটা, অল্পবয়সী ছেলেদের মতো ছোট করে ছাঁটা চুল এবং মুঠিবদ্ধ হাত — যার ভেতরে সারা দুনিয়ার ভাগ্যকে সে চেপে ধরতে চায়, উত্তেজনায় কালো ছাপ ধরা তার ধূসর চোখের দৃষ্টি, তার উত্তেজিত মুখ — এ সবই দেখতে ছিল যেমন মজার তেমনি ভয়াবহ।

'মাফ করবেন মহাশয়া, আমার মনে হয় আপনার কথাগুলো আমি ভুল শুনেছি।' রোলিং তার সমস্ত শরীর নিয়ে ঘুরে দাঁড়াল জোইয়ার দিকে। 'আপনি কি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নৌবহরের বিরুদ্ধে লড়াই করতে চান? এই কথাই কি আপনি বলতে চান?'

শেল্‌গা টেবিলে নখ বাজিয়ে তাল ঠোকা বন্ধ করল। গত এক মাসের মধ্যে এই প্রথম সে আমোদ বোধ করল। এমনকি সে চেয়ারে গা এলিয়ে দুই পা ছড়িয়ে এমন ভাবে বসল যে মনে হল বুঝি থিয়েটার-হলে বসে আছে।

জোইয়া গ্যারিনের দিকে তাকাল, তার চোখের দৃষ্টিতে আরও গাঢ় হয়ে কালো ছাপ পড়ল।

'আমি যা বলার বলেছি, এবারে আপনার বলার পালা, পিওত্‌র পেত্রোভিচ।'

গারিন পকেটে হাত দিয়ে জুতোর হিলের ওপর ভর দিয়ে উঠে দাঁড়াল, এদিক ওদিক দুলতে লাগল। তার মুখবিবর যেন লাল রঙ করা। লাল টকটকে মুখবিবর হাসিতে বিকশিত হয়ে উঠল। তাকে দেখে একেবারেই ফতো বলে মনে হচ্ছিল, ভাবভঙ্গির মধ্যে এতটুকু গুরুত্বের চিহ্ন ছিল না। একমাত্র জোইয়াই অনুমান করতে পারছিল, গারিনের সমস্ত কিছুর পেছনে ইস্পাত-কঠিন, প্রাচুর্যপূর্ণ এমন এক অপরাধপ্রবণ ইচ্ছাশক্তি খেলা করছে যা বিস্ফোরিত হওয়ার জন্য উন্মুখ।

পায়ের বুড়ো আঙুলে ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে গারিন দলল, 'প্রথমত, আমেরিকার কথা যদি বলেন, তার বিরুদ্ধে আমরা বিশেষ শত্রুভাব পোষণ করি না। যে-কোন নৌবহর আমাদের বিরুদ্ধে আগ্রাসনমূলক কাজে নামার উদ্যোগ করলে তাকে আমরা ধ্বংস করার চেণ্টা করব। দ্বিতীয়ত...' বুড়ো আঙুলের ডগা থেকে গোড়ালির ওপর দেহের ভার রাখতে রাখতে সে বলল, 'আমরা আদৌ লড়াই বাধানোর পক্ষপাতী নেই। আমাদের দরকারমতো যে-কোন ভূখণ্ড দখল করার যে পবিত্র অধিকার আমরা অর্জন করেছি ইউরোপ ও আমেরিকার সামরিক কর্তৃপক্ষ যদি তা স্বীকার করে নেয়, যদি তারা আমাদের সার্বভৌম অধিকার ইত্যাদি ইত্যাদি স্বীকার করে নেয় — তাহলে আমরা তাদের ঘাঁটাব না — অন্তত্পক্ষে সামরিক অর্থে ত বটেই। আর যদি তা না করে, তাহলে ইউরোপ ও আমেরিকার নৌশক্তি ও স্থল-বাহিনীর শক্তির সঙ্গে, তাদের যত দুর্গ, ঘাঁটি, অস্ত্রশস্ত্রের ভাণ্ডার, সামরিক সদর দপ্তর এবং আরও যা যা আছে — সব কিছুর সঙ্গে কঠোর হস্তে মোকাবেলা করা হবে। এনিলাইন কারখানাগুলোর দশা দেখে আশা করি আপনার বুঝতে বাকি নেই যে আমি বাজে কথা বলছি না।'

রোলিং-এর কাঁধে সে চাপড় মারল।

'একবার ভেবে দেখুন বুড়ো দাদু, এমন এক সময় গেছে যখন আমি আপনাকে আমার উদ্যোগের সহযোগী হওয়ার প্রস্তাব

দিয়েছিলাম।... কিন্তু কল্পনাশক্তি অভাব... আর এ সবেরই মূল কারণ এই যে আপনি যথেষ্ট সংস্কৃতিবান মানুষ নন। শেয়ার বাজারের দালালদের সর্বস্বান্ত করে কলকারখানা কিনে নেওয়া — আরে ছোঃ। এ হল মান্ধাতার আমলের কায়দা। কিন্তু একজন খাঁটি লোক, আপনার ওই বস্তাপচা কয়েক শ' কোটির সত্যিকারের সংগঠক যে হতে পারত, সে কিনা আপনার নজর এড়িয়ে গেল!'

রোলিং-এর চেহারা পাল্টে এবারে গলিত শবদেহের মতো আকার ধারণ করতে লাগল। অতি কষ্টে কুঁতে কুঁতে কথা বার করে হিসহিসিয়ে সে বলল:

'আপনি নৈরাজ্যবাদী।'

রোলিং-এর এই কথায় শেল্গা তার অক্ষত হাতটা দিয়ে মাথার চুল চেপে ধরে এমন অট্টহাসিতে ফেটে পড়ল যে তাদের মাথার ওপরকার কাঁচের জানলায় ক্যাপ্টেন জান্সেনের ভীতসন্ত্রস্ত মুখের আবির্ভাব ঘটল। গারিন গোড়ালিতে ভর দিয়ে ঘুরে দাঁড়িয়ে আবার রোলিংকে বলল:

'না, বুড়ো দাদু, আপনার মাথার কোন স্ক্রু আসলে ঢিলে হয়ে গেছে। আমি নৈরাজ্যবাদী নই।... আমিই হলাম সেই বিরাট সংগঠক, যাকে এই কিছুদিন পরেই আপনারা হন্যে হয়ে খুঁজতে থাকবেন।... যাক গে, এ ব্যাপারে অবসর সময়ে কথা বলা যাবে। এখন একটা চেক লিখুন দেখি।... বোট পুরোদমে চলবে মার্সেই-লেসের দিকে।'

ঊনআশি

অল্প কয়েক দিনের মধ্যেই যা ঘটল তা এই রকম: 'আরিজোনা' মার্সেইলেসে বাইরের পোতাশ্রয়ে নোঙর করল। গারিন লিওনের ক্রেডিট ব্যাঙ্কে রোলিং-এর দু কোটি পাউণ্ড স্টার্লিং মুদ্রার চেক উপস্থিত করল। ব্যাঙ্কের ডিরেক্টর আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে সঙ্গে সঙ্গে প্যারিসে চলে গেল।

'আরিজোনাতে' ঘোষণা করে দেওয়া হল যে রোলিং অসুস্থ। তাকে তার নিজের কেবিনে তালাচাবি দিয়ে বন্দী করে রাখা হল, তার সঙ্গে বাইরের কারও যাতে কোন যোগাযোগ না ঘটে সেদিকে জোইয়ার নজরের এতটুকু ত্রুটি রইল না। তিন দিন ধরে 'আরিজোনায়' তরল জ্বালানি, জল, টিনের খাবার-দাবার, মদ ইত্যাদি বোঝাই করা হতে লাগল। বালির বস্তা বোঝাই একটা হাল্‌কা ডিঙি নৌকোকে প্রমোদতরীটার দিকে এগোতে দেখে ঘাটের নিষ্কর্মা লোকজন আর মাঝিমাল্লারা কম অবাক হল না। লোকে বলাবলি করতে লাগল যে 'আরিজোনা' সলোমোন দ্বীপপুঞ্জে যাচ্ছে — সেখানে গিজগিজ করছে নরখাদক লোক-জন। ক্যাপ্টেন জান্‌সেন অস্ত্রশস্ত্র কিনেছে — কুড়িটা কার্বাইন, কিছু রিভল্‌ভার আর গ্যাস-মুখোস।

নির্দিষ্ট দিনে গারিন আর জান্‌সেন ফের ব্যাঙ্কে হাজির হল। সহকারী অর্থমন্ত্রী বিশেষ করে এই উদ্দেশ্যে প্যারিস থেকে এসেছেন। তিনি তাদের সঙ্গে দেখা করলেন। ভদ্রলোক বিনয়ে গদগদ হয়ে পড়লেন, চেকটা যে খাঁটি সে বিষয়ে কোন সন্দেহ প্রকাশ করলেন না; কিন্তু তা সত্ত্বেও তিনি স্বয়ং রোলিংকে দেখার ইচ্ছা প্রকাশ করলেন। তাঁকে 'আরিজোনায়' নিয়ে যাওয়া হল।

রোলিংকে তিনি সম্পূর্ণ অসুস্থ অবস্থায় দেখতে পেলেন — তার চোখমুখ বসে গেছে। আরাম চেয়ার ছেড়ে সে উঠতে পারে না বললেই হয়। সে স্বীকার করল যে চেকটা তারই দেওয়া, বলল যে বোটে করে অনেক দূর যাত্রায় সে বেরোচ্ছে, তাই তার একান্ত অনুরোধ যত তাড়াতাড়ি সম্ভব সমস্ত আনুষ্ঠানিক ব্যাপার যেন মিটিয়ে ফেলা হয়।

সহকারী অর্থমন্ত্রী একটা চেয়ারের পিঠ ধরে কামিল দেমুলেনের* মতো অঙ্গভঙ্গি করে জাতিতে জাতিতে মহান

---

* কামিল দেমুলেন (১৭৬০-১৭৯৪) — ফরাসী বুর্জোয়া বিপ্লবের জনৈক নায়ক, সাংবাদিক, ইস্তেহার রচয়িতা। বিপ্লবের বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে তিনি প্রতিক্রিয়ার দিকে ঝুঁকে পড়তে থাকেন, শেষকালে দান্তনের দলে যোগ দেন। ১৭৯৪ সালের মার্চ মাসে একই সঙ্গে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত হন।

সৌভ্রাত্র এবং ফ্রান্সের সাংস্কৃতিক সম্পদ সম্পর্কে একটা বক্তৃতা দিলেন, তারপর অর্থপরিশোধের মেয়াদ বৃদ্ধির প্রার্থনা জানালেন।

রোলিং ক্লান্তভাবে চোখ বন্ধ করে মাথা নাড়ল। শেষকালে ঠিক হল এই যে লিওনের ক্রেডিট ব্যাঙ্ক মোট অর্থের এক-তৃতীয়াংশ পাউণ্ডে পরিশোধ করবে আর বাকিটা করবে ফ্রাঙ্কে — বিনিময়ের চলতি হারে।

সন্ধ্যার দিকে একটা সামরিক লঞ্চে করে টাকা নিয়ে আসা হল। পরে বাইরের লোকজন চলে গেলে ক্যাপ্টেনের মঞ্চে গারিন ও জান্সেনের আবির্ভাব ঘটল।

'হুইস্ল বাজিয়ে সকলকে ওপরে ডেকে পাঠান!'

মাঝিমাল্লারা ওপরের ডেক-এ জমায়েতের জায়গায় সারবন্দী হয়ে দাঁড়াল। কঠিন, দৃঢ় কণ্ঠে জান্সেন বলল:

'জাহাজীরা, 'আরিজোনা' নামে আমাদের এই বোট বড় রকমের ঝুঁকি নিয়ে অত্যন্ত বিপজ্জনক এক সমুদ্রযাত্রায় নামছে। আমি যদি বলি আমি কারও প্রাণের দায়িত্ব গ্রহণ করছি, মালিকদের প্রাণের জন্য কিংবা আমাদের এই তরীরই পূর্ণ নিরাপত্তার জন্য দায়ী থাকছি তাহলে ডাহা মিথ্যে কথা বলা হবে। তোমরা যারা জলের পোকা, তারা আমাকে জান।... মাইনে আমি দ্বিগুণ করে দিচ্ছি, নিয়মিত যে বোনাস তাও দ্বিগুণ হয়ে যাচ্ছে। যারা নিরাপদে দেশে ফিরে আসবে তারা সকলে সারা জীবন পেনশন ভোগ করবে। ভাবনার জন্য সূর্যাস্ত পর্যন্ত সময় দিচ্ছি। যারা ঝুঁকি নিতে চায় না তারা ইচ্ছে করলে সরে পড়তে পারে।'

সন্ধ্যাবেলায় মাঝিমাল্লাদের মধ্যে আটজন তীরে নেমে গেল। সেই রাতেই ক্যাপ্টেন জান্সেন নিজে বন্দরের শুঁড়িখানাগুলোতে ঘুরে ঘুরে আটজন বেপরোয়া বদমাশ গোছের লোক খুঁজে বার করল, তাদের দিয়ে দল পূর্ণ করা হল।

পাঁচদিন পরে সাদাম্প্টন বন্দরের পোতাশ্রয়ে বোট এসে ভিড়ল। গারিন আর জান্সেন ইংলণ্ডের রয়েল ব্যাঙ্কে রোলিং-এর দুই কোটি পাউণ্ডের চেক দেখাল। (হাউস অফ কমন্সে এই

নিয়ে লেবর পার্টির জনৈক নেতা মোলায়েমভাবে প্রধানমন্ত্রীকে প্রশ্ন করেন।) অর্থ দেওয়া হল। খবরের কাগজগুলো চিৎকার-চেঁচামেচি শুরু করে দিল। বহু শহরে শ্রমিক বিক্ষোভ দেখা দিল। সাংবাদিকরা ছুটে এলো সাদাম্পটনে। রোলিং কারও সঙ্গে দেখা করল না। 'আরিজোনা' তরল জ্বালানির মজুত নিয়ে মহাসাগরের বুক ভেদ করে এগিয়ে চলল।

বারো দিন পরে বোট নোঙর করল পানামা খালে। সেখান থেকে বেতারবার্তা পাঠিয়ে 'রোলিং এনিলাইনের' জেনারেল ডিরেক্টর ম্যাক লিনেইকে রেডিও টেলিফোনে ডাকা হল। নির্দিষ্ট সময়ে রোলিংকে বেতার-ঘরে বসে থাকতে দেখা গেল। তার মাথায় রিভল্ভারের নল ঠেকানো। এই অবস্থায় সে চেকের বাহক মিস্টার গারিনকে দশ কোটি ডলার প্রদানের নির্দেশ দিল ম্যাক লিনেইকে। গারিন নু্য-ইয়র্কে চলে গেল, ফিরে এলো টাকা নিয়ে, সেই সঙ্গে স্বয়ং ম্যাক লিনেইকেও। এখানেই গারিন ভুল করে বসল। জোইয়া, গারিন আর জান্সেনের উপস্থিতিতে ডিরেক্টরের সঙ্গে রোলিং-এর কথা হল ঠিক পাঁচ মিনিট। যাবার সময় ম্যাক লিনেইয়ের মনে এই গভীর প্রত্যয় জন্মাল যে কোথাও কোন গণ্ডগোল আছে।

এরপর 'আরিজোনা' নির্জন ক্যারিবিয়ান সাগর দিয়ে চলতে লাগল। গারিন আমেরিকার বিভিন্ন প্রান্ত ঘুরে ঘুরে কলকারখানা দেখল, মালবাহী স্টীমার ভাড়া নিল, নানা রকম সরঞ্জাম, যন্ত্রপাতি, মেশিন, ইস্পাত, সিমেন্ট, কাচ ইত্যাদি কিনল। সান-ফ্রান্সিস্কোতে ভাড়া করা স্টীমারে মাল বোঝাই শুরু হল। গারিনের সলিসিটর ইঞ্জিনীয়র, প্রযুক্তিবিদ ও শ্রমিকদের সঙ্গে চুক্তিপত্র সই করল। গারিনের আরেকজন আমমোক্তার ইউরোপে গিয়ে রুশ প্রতিবিপ্লবী সেনাবাহিনীর অবশিষ্টাংশের ভেতর থেকে পুলিশের কাজ করার জন্য পাঁচশ' লোক রিক্রুট করল।

এই ভাবে মাসখানেক কেটে গেল। রোলিং রোজ নু্য-ইয়র্ক, প্যারিস ও বার্লিনের সঙ্গে কথা বলতে লাগল। তার নির্দেশগুলো হত কঠিন, নিষ্করুণ। এনিলাইন কারখানাগুলো ধ্বংস হওয়ার পর ইউরোপের রসায়ন শিল্পের দিক থেকে 'রোলিং

এনিলাইন'-এর আর কোন বাধা রইল না। এখন থেকে ফ্যাক্টরীর সমস্ত তৈরী মাল নতুন ট্রেড মার্ক ছাপ নিয়ে বেরোতে লাগল — একটা হলুদ বৃত্ত, তার ওপর তিনটে কালো ডোরা, ওপরে লেখা 'জগৎজোড়া', নীচে 'রোলিং এনিলাইন'। দেখেশুনে মনে হতে লাগল বুঝি যে-কোন ইউরোপীয়কেই এই হলুদ বৃত্তের ছাপে চিহ্নিত হতে হবে। এই ভাবে জার্মানির এনিলাইন কোম্পানির কারখানাগুলো ধূমায়মান ধ্বংসাবশেষ ভেদ করে 'রোলিং এনিলাইন' প্রবল আক্রমণে নেমে পড়ল।

সারা ইউরোপ জুড়ে উপনিবেশবাদের বিশ্রী পচা গন্ধ ছড়াচ্ছে। আশাভরসা নির্বাপিত হতে চলেছে, সুখ আর আনন্দ বুঝি চিরতরে তিরোহিত। মানুষের অসংখ্য অধ্যাত্মসম্পদ গ্রন্থাগারের ধূলিরাশির মধ্যে পচে নষ্ট হচ্ছে। তিনটে কালো ডোরা দেওয়া হলুদ সূর্য বিশাল বিশাল শহর, কলকারখানার চিমনি আর ধোঁয়ার মেঘকে নিষ্প্রাণ আলোয় আলোকিত করে তুলছে — বিজ্ঞাপন বিজ্ঞাপন আর বিজ্ঞাপন, মানুষের রক্ত শুষে খাচ্ছে; এদিকে খোয়া বাঁধানো থুতু ছিটানো রাস্তাঘাট আর গলিঘুঁজিতে, দোকানপাটের শো-কেস আর বিজ্ঞাপনের মাঝখানে, ছোট বড় নানা রকম হলুদ বৃত্তের মাঝখানে উঁকি মারছে লোকজনের মুখ — বুভুক্ষা, হতাশা আর ক্লান্তিকর একঘেয়েমিতে বিকৃত মানুষের মুখ।

মুদ্রার দাম পড়তে থাকে। করের বোঝা বেড়ে চলে। ঋণ বাড়তে থাকে। আর যে পবিত্র বিধিতে মানুষের অধিকার ও কর্তব্যের প্রতি সম্মান প্রদর্শনের নির্দেশ আছে, তার ললাটদেশে এসে পড়ল হলুদ ট্রেড মার্কের কঠিন আঘাত। পরিশোধ কর!

স্রোতস্বিনী, নির্ঝরিনী আর নদ-নদীর মতো শতধারায় টাকাপয়সা প্রবাহিত হয়ে জমা পড়তে লাগল 'রোলিং এনিলাই-নের' সিন্দুকে। 'রোলিং এনিলাইনের' পরিচালকবর্গ বিভিন্ন দেশের অভ্যন্তরীণ ব্যাপারে এবং আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে মাথা গলাতে শুরু করল। তারা এক ধরনের গোপন শাসকচক্রের সংবিধান গড়ে তুলল।

দু'জন সেক্রেটারী, বেশ কিছু সংখ্যক ইঞ্জিনীয়র, টাইপিস্ট

মেয়ে আর এক দঙ্গল বার্তাবহ সঙ্গে নিয়ে গ্যারিন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের এক প্রান্ত থেকে আরেক প্রান্তে ছুটোছুটি করে বেড়াতে লাগল। দিনে রাত্রে কুড়ি ঘণ্টা সে কাজ করে চলল। কোনও দাম নিয়ে কখনও সে প্রশ্ন করে না, দর কষাকষি করে না।

ম্যাক লিনেই আশ্চর্য হয়ে উদ্বেগের সঙ্গে তার গতিবিধি লক্ষ করতে লাগল। এসব জিনিস কী উদ্দেশ্যে কেনা হচ্ছে, জাহাজে বোঝাই করা হচ্ছে এবং কেনই বা রোলিং-এর লক্ষ লক্ষ টাকা নিয়ে এমন অবিবেচকের মতো ছিনিমিনি খেলা হচ্ছে — সে ভেবে কূলকিনারা পায় না। গ্যারিনের সেক্রেটারী, তার একজন টাইপিস্ট মেয়ে আর দু'জন বার্তাবহ ছিল ম্যাক লিনেইর চর। তারা রোজ নু্য-ইয়র্কে তাকে বিশদ বিবরণ পাঠাত। কিন্তু তা সত্ত্বেও এই কেনাকাটা, নানা ফরমাস আর চুক্তির ঘূর্ণিবায়ুর ভেতর থেকে কিছু বুঝে ওঠা দুষ্কর।

সেপ্টেম্বরের গোড়ায় 'আরিজোনাকে' আবার দেখা গেল পানামা খালে, সেখান থেকে গারিনকে তুলে নিয়ে প্রশান্ত মহাসাগরে গিয়ে পড়ল, তারপর দক্ষিণ-পশ্চিম দিক ধরে চলতে চলতে অদৃশ্য হয়ে গেল।

দু'সপ্তাহ পরে ওই একই দিক লক্ষ্য করে সীল-করা ফরমায়েসী মালে বোঝাই হয়ে দশটি জাহাজ যাত্রা করল।

আশি

মহাসাগর বিক্ষুব্ধ। 'আরিজোনা' পাল তুলে চলেছে — একমাত্র ওপরের পালগুলো ছাড়া তার আর সব পাল খোলা। হাওয়ায় পালগুলো ফুলে উঠেছে, মাস্তুলের সঙ্গের দড়িদড়া ও অন্যান্য সরঞ্জাম ঝন্ঝন্ গুন্গুন্ আওয়াজ তুলছে, বোটের সংকীর্ণ কাঠামোটা একটা ভঙ্গুর ডিমের খোলার মতন — কখনও ঢেউয়ের মাঝখানে পড়ে মাস্তুলের মাথা পর্যন্ত লুকিয়ে পড়ছে, কখনও বা ঢেউয়ের চূড়ায় জেগে উঠে গা থেকে ফেনা ঝাড়ছে।

শামিয়ানা উঠিয়ে নেওয়া হয়েছে। ডেক-এর মেঝের দরজাগুলো

ভালো করে এ'টে দেওয়া হয়েছে। জালিবোট ডেক-এ তুলে ঠিক করে রাখা হয়েছে। ডেক-এর দু'ধারে সার করে রাখা বালির বস্তাগুলো কাঁটাতার দিয়ে বাঁধা। সামনের গলুইয়ে এবং পেছনের অংশের ছাউনির ওপরে বসানো হয়েছে দুটো থাম — সারা গায়ে ঝাঁঝরির মতো ফুটো, মাথার ওপর ডেকচির মতো গোল গোল দুটো গম্বুজ। তেরপলে ঢাকা এই থামদুটো অদ্ভুত আধা সামরিক তরীর চেহারা এনে দিয়েছে 'আরিজোনার'।

ক্যাপ্টেনের মঞ্চে দাঁড়িয়ে আছে গারিন আর শেল্‌গা। ঢেউয়ের ছাট শুধু উড়ে আসছে সেখানে। দু'জনেরই গায়ে চামড়ার বর্ষাতি, মাথায় টুপি। শেল্‌গার হাতে এখন আর প্লাস্টার নেই, কিন্তু এখনও সে-হাতে দেশলাইয়ের বাক্স আর খাবার সময় কাঁটা ছাড়া আর কিছু তোলার ক্ষমতা তার নেই।

'এই হল মহাসাগর,' গারিন বলল, 'আর নগণ্য একটা ভঙ্গুর তরণী... মানুষের প্রতিভা ও ইচ্ছাশক্তির একটা স্ফটিকদানা... আমরা উড়ে চলেছি কমরেড শেল্‌গা, কিছুতেই আজ আর আমাদের থামাতে পারবে না।... আমরা লড়াই করছি।... ওঃ কী ঢেউ! তাকিয়ে দেখুন, ঠিক যেন পাহাড়।'

ডান পাশ থেকে একটা বিশাল ঢেউ এগিয়ে আসছিল। তার চূড়াটা ফু'সতে ফু'সতে বেড়ে উঠছে, ফেনা তুলছে। চূড়ার নীচে আরও তীব্র হয়ে বে'কে যাচ্ছে ফেনরাশির রজ্জুবন্ধনের পাকে পাকে বাঁধা ধনুকের মতো বাঁকা জলের পিঠ। চূড়াটা পাক খেতে শুরু করেছে। 'আরিজোনা' বাঁ পাশে কাত হল। পালগুলোর মাঝখানে বন্য বাতাস গুঞ্জন তুলে ক্ষুদ্র তরণীটাকে অতল গর্ভ থেকে উদ্ধার করে আনছে। বোটটা একেবারে কাত হয়ে যেতে তার লাল তলদেশ এবং সেখানকার লম্বা বীমটা বেরিয়ে পড়ল, তারপর ধনুকের মতো বাঁকা ঢেউয়ের ওপর দিয়ে কোনাকুনিভাবে উড়ে গিয়ে পড়ল তার চূড়ায়, অদৃশ্য হয়ে গেল কল্লোলিত ফেনার আড়ালে। ডেক, জালিবোট, 'আরিজোনার' ডেক-এর সামনের অংশ, সেখানে বসানো থামদুটো, থামের ওপরকার গোল গম্বুজ পর্যন্ত—সব ডুবে গেল। ক্যাপ্টেনের মঞ্চের চারধারে সর্বত্র জল ফু'সতে লাগল।

'কী দারুণ!' গারিন চিৎকার করে উঠল।

'আরিজোনা' ভারসাম্য ফিরে পেয়ে সোজা হয়ে দাঁড়াল, ডেক থেকে গড়িয়ে পড়ল প্রবল জলের ধারা, তেকোনা পালগুলো ঝটপট করে উঠল, বোট আবার ঢেউয়ের গা বয়ে নীচের দিকে ছুটে চলল।

'মানুষও এই রকম, কমরেড শেল্‌গা। মানুষের মহাসমুদ্রে একজন মানুষের অবস্থাটাও এই রকম।... এই ছোট্ট বোটটা আমার ভীষণ ভালো লেগে গেছে।... আমাদের মধ্যে কি মিল নেই বলতে চান?... আমরা বুক ভরে বাতাস নিচ্ছি।... তাই না?'

শেল্‌গা কোন উত্তর দিল না, কাঁধ ঝাঁকাল। যে লোক নিজেকে নিয়েই মজে আছে, যার আত্মাদর পাগলামির পর্যায়ে পৌঁছেছে তার সঙ্গে কী আর তর্ক করা চলে?... মশগুল হয়ে থাকতে চায় থাক গে — সাধারণের ঊর্ধ্বে — তা বৈ কি! পৃথিবীতে সে আর রোলিং যে একে অন্যকে খুঁজে বার করেছে সেটা অনর্থক নয়। মারাত্মক শত্রু, অথচ দু'জন দু'জনকে ছেড়ে বাঁচতে পারে না। রসায়ন শিল্পের রাজা জন্ম দিয়েছে অপরাধপ্রবণ ধ্যানধারণায় বিকারগ্রস্ত এই মানুষটিকে, যে আবার তার দানবীয় কল্পনাশক্তি দিয়ে রোলিং-এর ধূসর মরুকে উর্বর করে তোলে। দুটোকে একই সঙ্গে খতম করতে হয়!

সত্যিই বোঝা মুশ্‌কিল, এখনও রোলিং কেন হাঙরের খাদ্য হচ্ছে না। তার কাছ থেকে যা যা দরকার ছিল সবই সে করেছে — একশ' কোটি না হলেও তিরিশ কোটি টাকা গারিন পেয়েছে। এখন বোঝা ঝেড়ে ফেলে দিলেই ত হয়। কিন্তু না, আরও মজবুত একটা কোন বাঁধন এদের দু'জনকে বেঁধে রেখেছে।

বোট থেকে প্রশান্ত মহাসাগরের জলে তাকেই বা ঠেলে ফেলে দিচ্ছে না কেন এটাও শেল্‌গার কাছে দুর্বোধ্য। সেই সময়, নেয়াপল্‌সে তাকে না হয় তৃতীয় একজন লোক এবং সাক্ষী হিশেবে গারিনের দরকার ছিল। নেয়াপল্‌সে গারিন যদি একা 'আরিজোনায়' এসে হাজির হত তাহলে অপ্রত্যাশিত কোন অসুবিধা দেখা দিতে পারত। কিন্তু একই সঙ্গে দু'জনকে সরিয়ে দেওয়া রোলিং-এর পক্ষে অনেক

বেশি কঠিন হত। সবই পরিষ্কার। গারিন খেলায় জিতেছে।

এখন তাহলে শেল্গাকে দিয়ে তার কী দরকার? ক্যারিবিয়ান সাগরে তারা যখন ভ্রমণ করছিল তখন বিধিনিষেধ আরও কড়া ছিল। কিন্তু এখন, খোলা সমুদ্রে আসার পর শেল্গার গতিবিধির ওপর কেউই নজর রাখছে না, সে যা খুশি তাই করতে পারছে। সেই বরং ওদের গতিবিধি লক্ষ করছে, ওদের কথাবার্তা শুনছে। ইতিমধ্যে এই বিশ্রী পরিস্থিতি থেকে উদ্ধারলাভের কিছু উপায়ও অস্পষ্টভাবে তার মাথার ভেতরে ঘোরাঘুরি শুরু করে দিয়েছে।

মহাসাগরের বুকে প্রচণ্ড গতিতে যাত্রা অনেকটা যেন প্রমোদভ্রমণের মতো। সকাল, দুপুর আর সন্ধ্যায় — এলাহি খাবার দাবার। খাবার টেবিলে বসে গারিন, মাদাম লামোল, রোলিং, ক্যাপ্টেন জান্সেন, সারেঙ, শেল্গা, গারিনের সহকারী এক চেক ইঞ্জিনীয়র — চের্মাক — লোকটা একেবারেই ক্ষীণকায়, রুগ্ণ চেহারা, নির্নিমেষ ম্লান দুটি চোখ, পাতলা দাড়ি; সেই সঙ্গে থাকে তার দ্বিতীয় আরেকজন সহকারী শেফের নামে এক জার্মান রসায়নবিদ — বয়সে তরুণ, হাড়গোড় বার করা, লাজুক স্বভাবের, এই কিছু দিন আগেও সান-ফ্রান্সিস্কোতে না খেয়ে ধুঁকে মরছিল।

পুরোপুরি সান্ধ্য পোশাকে সজ্জিত মারাত্মক শত্রু, খুনি, লুটেরা, হঠকারী লোকজন আর বুভুক্ষু বিজ্ঞানীদের এই অদ্ভুত দলের মধ্যে শেল্গাও আর সকলেরই মতো সান্ধ্য পোশাকে সেজেগুজে এসে বসে, নিশ্চিন্তে খাওয়াদাওয়া করে, তৃপ্তিভরে পানভোজন করে।

তার ডান দিকে যে বসে সে এক সময় তার ওপর চারটে গুলি ঝেড়েছিল, বাঁ দিকের লোকটা হাজার তিনেক লোককে খুন করেছে, আর মুখোমুখি — একজন মহিলা, যার মতো বিপজ্জনক মহিলা জগতে আর দুটি নেই।

নৈশভোজের পর শেফের পিয়ানো বাজাতে বসে, মাদাম লামোল জান্সেনের সঙ্গে নাচে, রোলিং সচরাচর টেবিলের ধারেই বসে থাকে, বসে বসে তাদের নাচ দেখে। অন্যেরা ওপরে স্মোকিং-রুমে চলে যায়। শেল্গা পাইপ খাওয়ার জন্য ডেক-এ চলে যায়।

তাকে কেউ বাধা দেয় না, কেউ লক্ষ করে না তাকে। বৈচিত্র্যহীন একঘেয়ে দিনগুলো কাটতে থাকে। অকরুণ মহাসাগরের কোন কূল কিনারা নেই। লক্ষ লক্ষ বছর আগেকার মতো আজও সেই একই ভাবে ঢেউয়ের পর ঢেউ গড়িয়ে পড়ছে।

আজ গারিন তার রোজকার রীতি ভেঙে শেল্গার পেছন পেছন ক্যাপ্টেনের মঞ্চে এসেছে, সে তার সঙ্গে এমন বন্ধুভাবে কথা বলতে শুরু করল যেন লেনিনগ্রাদে ট্রেড ইউনিয়ন বুল্ভারের সেই বেঞ্চে তাদের পাশাপাশি বসার পর বিশেষ কোন ঘটনাই ঘটে নি। শেল্গা সতর্ক হয়ে পড়ল। গারিন বোট নিয়ে, নিজেকে নিয়ে এবং মহাসাগর নিয়ে উচ্ছ্বাস প্রকাশ করছিল বটে, কিন্তু মনে হচ্ছিল অন্য কোন একটা উদ্দেশ্য তার আছে।

দাড়ি থেকে জলের ছিটে ঝাড়া দিয়ে ফেলে হাসতে হাসতে সে বলল:

'আপনার কাছে আমার একটা প্রস্তাব আছে শেল্গা।'

'বলুন।'

'আপনার কি মনে আছে, আমাদের শর্ত হয়েছিল যে এ খেলায় আমরা কেউ অন্যায়ের আশ্রয় গ্রহণ করব না?'

'হ্যাঁ, মনে আছে।'

'কিন্তু... ছি ছি!... আপনার লোকেই কি ঝোপের আড়াল থেকে আমাকে গুলি দিয়ে আপ্যায়ন করেছিল? মাত্র এক চুলের জন্যে মাথার খুলি চুরমার হতে হতে বেঁচে গেছি।'

'আমি কিছুই জানি না।'

গারিন তখন স্টাফারের বাগানবাড়িতে গুলি করার ঘটনা বলল। শেল্গা মাথা ঝাঁকাল।

'আমার কোন হাত ছিল না এতে। তবে গুলি ফসকেছে শুনে বড়ই আফশোস হচ্ছে।...'

'এটাকে তাহলে ভাগ্য বলতে হয়, তাই না?'

'হ্যাঁ, ভাগ্যই বলতে হয়।'

'শেল্গা, আমি আপনাকে দুটোর একটা পথ বেছে নেওয়ার সুযোগ দিচ্ছি,' গারিনের কাঁটার মতো খোঁচা খোঁচা নিষ্করুণ চোখদুটো কাছাকাছি এগিয়ে এলো, তার মুখে সঙ্গে সঙ্গে ফুটে

উঠল হিংস্রভাব। 'হয় নিজেকে একজন নীতিবাগীশ লোক বলে জাহির করার চেষ্টা ছাড়ুন, নয়ত আমি আপনাকে ডেক থেকে ছুঁড়ে ফেলে দেব। বুঝেছেন?'

'বুঝেছি।'

'আপনাকে আমার দরকার আছে। বড় কাজের জন্য আপনাকে আমার দরকার। আমরা একটা বোঝাপড়ায় আসতে পারি।... আপনিই একমাত্র মানুষ যাকে আমি বিশ্বাস করি।'

সে তার কথা শেষ করতে পারল না — আগের ঢেউগুলোর চেয়েও বড় একটা ঢেউয়ের চূড়া বোটের ওপর আছড়ে পড়ল। পুঞ্জ পুঞ্জ ফেনা ফুঁসতে ফুঁসতে ক্যাপ্টেনের মঞ্চ ঢেকে দিল, শেল্‌গাকে ছুঁড়ে দিল রেলিং-এর গায়ে। তার বিস্ফারিত চোখ, হাঁ করা মুখ, একটা হাত আর ছড়ানো আঙুলগুলো একবার দেখা দিয়েই জলের তলায় অদৃশ্য হয়ে গেল।... গারিন ঝাঁপিয়ে পড়ল জলের ঘূর্ণির মধ্যে।

একাশি

পরে শেল্‌গা একাধিকবার এই ঘটনা স্মরণ করেছে। ঢেউ যতক্ষণ না বোটের ওপর তাণ্ডব চালিয়ে সরে গেল ততক্ষণ গারিন তার নিজের জীবন বিপন্ন করে শেল্‌গার বর্ষাতির প্রান্ত চেপে ধরে ঢেউয়ের বিরুদ্ধে যুঝতে লাগল। শেল্‌গা ক্যাপ্টেনের মঞ্চের রেলিং-এর ওপাশে ঝুলছিল। তার ফুসফুস জলে ভরে উঠেছে। সে ধপাস করে ডেক-এর ওপর এসে পড়ল। নাবিকেরা অনেক কষ্টে তার ফুসফুস থেকে জল বার করে তাকে কেবিনে নিয়ে গেল।

খানিকক্ষণ পরে গারিনও সেখানে এসে উপস্থিত হল। ইতিমধ্যে সে তার জামাকাপড় পাল্‌টেছে, তাকে খোশমেজাজে দেখা যাচ্ছে। দু গেলাস গরম মদের ফরমাস দিল সে, পাইপ ধরিয়ে তাদের কথাবার্তার ছিন্নসূত্রের জের টানল।

শেল্‌গা তাকিয়ে তাকিয়ে দেখতে লাগল তাকে — মুখে বিদ্রূপের হাসি, তার চটপটে শরীরটা সে এলিয়ে দিয়েছে চামড়ার গদি আঁটা চেয়ারে। এক অদ্ভুত, পরস্পরবিরোধী প্রকৃ-

তির লোক। ডাকাত, বদমাশ, চূড়ান্ত হঠকারি।... কিন্তু গরম মদের প্রভাবেই হোক কিংবা যে ঝাঁকুনি সে খেয়েছে তার ফলেই হোক, শেল্‌গার দেখে বেশ ভালো লাগছে যে গারিন এই ভাবে পায়ের ওপর পা তুলে তার সামনে বসে আছে, পাইপ টানতে টানতে নানা বিষয়ের ওপর এমন নির্বিকার ভাবে আলোচনা করছে যেন ঢেউয়ের ধাক্কায় 'আরিজোনার' পাশগুলোতে ক্যাঁচকোঁচ আওয়াজ হচ্ছে না, পোর্টহোলের কাচের ওপাশে জলের ধারা ফুঁসতে ফুঁসতে ছুটছে না, এই মুহূর্তে শেল্‌গাকে তার খাটে এবং পর মুহূর্তেই গারিনকে তার আরাম-চেয়ারে দোলনার মতো ওপরে-নীচে দোল খাওয়াচ্ছে না।...

লেনিনগ্রাদের সেই দিনগুলোর পর গারিন অনেক পাল্‌টে গেছে — তার মধ্যে আগাগোড়া ফুটে উঠেছে দৃঢ় বিশ্বাসের চিহ্ন, তার মুখে হাসি, সে যেন সহৃদয়তা ও সৌহার্দের অবতার — যেমনটি দেখা যায় একমাত্র সুচতুর, দৃঢ়বিশ্বাসী স্বার্থপর কোন লোকের বেলায়।

'আপনি কেন এমন একটা সুবর্ণ সুযোগ হাতছাড়া করলেন?' শেল্‌গা তাকে জিজ্ঞেস করল। 'নাকি আমার জীবন আপনার এতই দরকার? আমি বুঝতে পারছি না।'

গারিন মাথা পেছন দিকে হেলাল, ফুর্তিতে হেসে উঠল।

'আপনি আজব লোক শেল্‌গা।... যুক্তিবাদীর মতো কাজ আমি করতে যাব কেন?... আমি অংকের মাস্টারমশাই নই।... কালে কালে হল কী, অ্যাঁ? মনুষ্যত্বের এক সাধারণ প্রকাশ — অথচ দুর্বোধ্য।'

'আপনি যখন এনিলাইন কারখানা উড়িয়ে দিয়েছিলেন তখন সম্ভবত মনুষ্যত্বের কথা ভাবেন নি।'

'না!' গারিন চিৎকার করে উঠল। 'না! আপনি এখনও আপনার ওই বস্তাপচা নীতিবোধের নীচে চাপা পড়ে আছেন — কিছুতেই বেরিয়ে আসতে পারছেন না।... মনুষ্যত্ব! কী কথাই না শোনালেন! ওঃ শেল্‌গা, শেল্‌গা... এই তাকে ভালো, ওই তাকে মন্দ — এসব কী ভাগ করে রাখা? যে লোক চেখে পরীক্ষা করতে ওস্তাদ, তার কাজ আমি বুঝি — চেখে দেখে, বাকিটা

থ্তু করে ফেলে দেয়, তারপর র্টির একটা ছোট্ট পিঠ চিবোয় — বলে এই মদটা ভালো, ওটা খারাপ। কিন্তু তাকে পরিচালনা করে তার ম্খের স্বাদ, তার জিভের কতকগ্লো ফুসকুড়ি। এটা বাস্তব। কিন্তু আপনাদের নৈতিক মান চেখে দেখবে সে লোক কোথায়? কোথায় তার সেই ফুসকুড়ি যা দিয়ে সে পরখ করে দেখে?'

'যা কিছ্ দ্নিয়া জ্ড়ে সোভিয়েত শাসনক্ষমতা প্রতিষ্ঠার দিকে আমাদের ঠেলে দিচ্ছে সে সবই ভালো,' শেল্‌গা বলল। 'যা তার প্রতিবন্ধক তা-ই মন্দ।'

'আহা কী শ্নলাম! চমৎকার! ও আমার জানা আছে।... কিন্তু আপনার তাতে কী? সোভিয়েত প্রজাতন্ত্রের সঙ্গে আপনার বন্ধনটা কিসের? অর্থনৈতিক? ননসেন্স!... আমি আপনাকে বছরে পঞ্চাশ হাজার ডলার মাইনের অফার দিচ্ছি?... আমি কিন্তু সম্প্র্ণ গ্র্ত্ব দিয়েই বলছি। চলবে?'

'না,' শান্তস্বরে শেল্‌গা বলল।

'তাহলেই দেখ্ন, না।... তার মানে, আপনার বন্ধন অর্থনৈতিক নয় — মতাদর্শের বন্ধন, সততার বন্ধন — এক কথায়, উচ্চ মাত্রার কোন বস্তুর বন্ধন। আপনি একজন কট্টর নীতিবাগীশ — এটাই আমি আপনাকে প্রমাণ করতে চেয়েছিলাম।... প্থিবীকে ওলট পালট করে দিতে চান।... হাজার হাজার বছরের অর্থনৈতিক নিয়মে যে আবর্জনাস্ত্প জমে উঠেছে তা সাফ করতে চান, সাম্রাজ্যবাদের কেল্লা উড়িয়ে দিতে চান। বেশ। আমিও প্থিবী ওলট পালট করে দিতে চাই, তবে নিজের মতো করে। আমি ওলট পালট করব একমাত্র আমার নিজের প্রতিভাবলে।'

'বটে!'

'সে যা-ই বল্ন না কেন, একটা জিনিস লক্ষ করন শেল্‌গা। আমার কথা শ্ন্ন, আচ্ছা, মোটের ওপর মান্ষ কী, বল্ন ত? মান্ষ হল অতি নগণ্য এক ক্ষ্দ্র জীব — ম্ত্যুর অবর্ণনীয় বিভীষিকাগ্রস্ত হয়ে সে প্থিবী নামে মাটির এই গোলকটাকে আঁকড়ে ধরে আছে এবং তারই সঙ্গে সঙ্গে হিমশীতল অন্ধকারের মধ্য দিয়ে উড়ছে — এই ত? নাকি সে হল মস্তিষ্ক — চিন্তা

নামে বিশেষ ধরনের এমন এক রহস্যজনক বস্তু উৎপাদনের ঐশীশক্তিসম্পন্ন এক যন্ত্র, যার এক মাইক্রোনে সারা বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের ঠাঁই হতে পারে? কী বলেন?.. এখন কী বলবেন, অ্যাঁ?'

গারিন দুই পা গুটিয়ে আরাম-চেয়ারে আরও ভালো করে গা ডুবিয়ে জাঁকিয়ে বসল। তার সাদা পাণ্ডুরবর্ণের গালে ফুটে উঠল গোলাপী আভা।

'আমি অন্য প্রস্তাব দিচ্ছি। শুনুন, আপনি আমার শত্রু, শুনে রাখুন।... আমি পৃথিবীতে একচ্ছত্র ক্ষমতার অধিকারী। আমার হুকুম ছাড়া কোন কারখানার কোন চিমনিতে ধোঁয়া উঠবে না, বন্দর থেকে একটা জাহাজও ছাড়বে না, একটা হাতুড়িরও ঘা পড়বে না। সব, সমস্ত কিছু — নিঃশ্বাসপ্রশ্বাসের অধিকার পর্যন্ত হবে এক কেন্দ্রের অধীন। সে কেন্দ্রে থাকব আমি। সব আমার। আমি সোনার চাকতিতে নিজের মুখের ছাপ তুলব: থাকবে আমার দাড়ি, মাথার মুকুট, আরেক পিঠে, মাদাম লামোলের মুখের ছাপ। তারপর আমি আলাদা করব 'প্রথম হাজারের' একটা দল — অবশ্য সেটা হবে স্ত্রী-পুরুষের কুড়ি থেকে তিরিশ লক্ষ জোড়ার একটা বাছাই দল। এরা হবে প্যাট্রিশিয়ান — অভিজাতসম্প্রদায়। এরা উঁচু ধরনের ভোগবিলাসে এবং সৃষ্টির কাজে আত্মসমর্পণ করবে। তাদের যাতে অধঃপতন না ঘটে সেজন্য স্পার্টার আদর্শে তাদের জন্য বিশেষ বিধিব্যবস্থার প্রচলন হবে। তারপর আমরা ঠিক করব সংস্কৃতির পরিপূর্ণ সেবাকর্মের জন্য কত সংখ্যক লোকের দরকার হবে। এক্ষেত্রেও আমরা নির্বাচনের আশ্রয় নেব। এই লোকগুলোকে, ভদ্রতার খাতিরে, আমরা নাম দেব শ্রমজীবী।...'

'হুঁ, বোঝাই যাচ্ছে।'

'আমার কথাগুলো শেষ করতে দিন বন্ধু, তার পরে হাসার অবকাশ পাবেন।... তারা বিদ্রোহ করবে না, না কমরেড, সে ক্ষমতা তাদের থাকবে না। বিপ্লবের সম্ভাবনা অঙ্কুরেই বিনষ্ট করে দেওয়া হবে। প্রতিটি শ্রমজীবীর শ্রেণী বিভাগের পর এবং তার হাতে কাজের অধিকারের বই ধরিয়ে দেওয়ার আগে একটা

ছোটখাটো অপারেশন করা হবে তার ওপর। উপস্থিতমতো অ্যানস্থেসিয়া দিয়ে এমন ভাবে এই অপারেশন করা হবে যে এতটুকু টের যাওয়া যাবে না।... খুলি ভেদ করে সামান্য একটা ছে'দা মাত্র। মাথাটা একটু ঘুরে যাবে, তারপর জ্ঞান ফিরে পেতেই দেখবে সে গোলাম হয়ে গেছে। তারপর বিশেষ একটা দলকে আমার সকলের থেকে আলাদা করে বংশবৃদ্ধির জন্য রেখে দেব একটা সুন্দর দ্বীপে। ঝড়তি-পড়তি আর যারা থাকবে তাদের ভুষোমাল বলে বাতিল করে দিতে হবে। এই হল আপনার পিওত্র গারিনের রীতিতে ভবিষ্যৎ মানবজাতির গঠনপ্রকৃতি। এই শ্রমজীবীরা খাবারের বদলে মুখ বুজে ঘোড়ার মতো কাজ করে যাবে। তারা আর মানুষের পর্যায়ে থাকবে না, ক্ষুধাতৃষ্ণা ছাড়া আর কোন বোধ তাদের থাকবে না। খাবার হজমের মধ্যেই তারা সুখের সন্ধান পাবে। যারা আলোকপ্রাপ্ত, প্যাট্রিশিয়ান যারা, তারা হবে আধা ভগবান। যদিও সাধারণভাবে বলতে গেলে লোকজনকে আমি ঘৃণাই করি, তবু উন্নত ধরনের লোকসমাজে মেলামেশা করা সব সময়ই প্রীতিকর। আপনাকে জোর দিয়ে বলতে পারি দোস্ত্, এ হবে সেই সত্যিকারের স্বর্ণযুগ, যা ছিল কবিদের স্বপ্ন। বাড়তি জনসংখ্যার আবর্জনা সাফ করার ফলে পৃথিবীর বুকে বিভীষিকা সৃষ্টি হবে, কিন্তু অচিরেই সে অভিজ্ঞতা মানুষের স্মৃতি থেকে মুছে যাবে।'

'নাৎসী ইউটোপিয়াবাদ। বেশ কৌতূহলজনক বটে,' শেল্‌গা বলল। 'রোলিংকে আপনি বলেছেন এ সম্পর্কে?'

'না, ইউটোপিয়া নয় — এখানেই ত মজা। আমি যা বলছি সম্পূর্ণ যুক্তিগ্রাহ্য।... বলাই বাহুল্য, রোলিংকে আমি কিছু বলি নি, তার কারণ এই যে লোকটা স্রেফ জৈব প্রকৃতির।... যদিও আমি একটা সুস্পষ্ট নিয়মবদ্ধ পরিকল্পনার মধ্যে যার বিকাশ ঘটাতে যাচ্ছি, রোলিং এবং পৃথিবীতে তার ধরনের যত লোক আছে তারাও, অন্ধভাবে তা-ই করছে। তবে তারা কাজটা করে বর্বরোচিত উপায়ে, স্থূলভাবে এবং ধীরে ধীরে। আশা করি আগামী কাল আমরা দ্বীপে পৌঁছুব, তখনই দেখতে পাবেন আমি ঠাট্টা করছি না।...'

'কী দিয়ে আরম্ভ করছেন? মোহরে দাড়িওয়ালা মুখের ছাপ উঠিয়ে নাকি?'

'ওঃ দাড়িটা আপনাকে বেশ পীড়া দিচ্ছে দেখি! না, আমি শুরু করব প্রতিরক্ষা দিয়ে। দ্বীপটাকে সুরক্ষিত করব। সেই সঙ্গে ভয়ঙ্কর দ্রুত গতিতে বৈদ্যুর্য বলয় খুঁড়ে ভেদ করার চেষ্টা করব। পৃথিবীর প্রথম বিপদ দেখা দেবে যখন আমি স্বর্ণমানের বিপর্যয় ঘটাব।* আমি যে কোন পরিমাণ সোনা বার করতে পারব। তারপর আমি নামব আক্রমণে। যুদ্ধ বাধবে — সে যুদ্ধ চৌদ্দ সালের যুদ্ধের চেয়েও ভয়ংকর হবে। আমার জয় সুনিশ্চিত। তারপর, যুদ্ধের শেষে এবং আমার জয়ের পর জনসংখ্যার যতটুকু অবশিষ্ট থাকবে তার ভেতর থেকে বাছাই, অপ্রয়োজনীয় লোকজন ধ্বংস — তখন আমার নির্বাচিত জাতি পৃথিবীর বুকে ঈশ্বরের মতো দাপটে বসবাস করতে থাকবে, আর শ্রমজীবীরা ভয়ের তাড়নায় কাজ না করে কাজ করতে থাকবে বিবেকের বশে, তারা স্বর্গরাজ্যের প্রথম মানুষের মতো সুখী ও তৃপ্ত হবে। কেমন বুদ্ধি খাটিয়ে বার করা, বলুন? আপনার পছন্দ হচ্ছে না?'

গারিন আবার হাসতে হাসতে ফেটে পড়ল। গারিনের ওই মুখ যাতে দেখতে না হয় সেই জন্য শেল্‌গা চোখ বুজল। ট্রেড ইউনিয়ন বুল্‌ভারে যে খেলা শুরু হয়েছিল তা এখন গুরুত্বপূর্ণ মোড় নিতে শুরু করেছে। শেল্‌গা শুয়ে শুয়ে ভাবতে লাগল। যাতে জয়লাভ হলেও হতে পারে এমন একটা, একমাত্র একটা চালই হাতে আছে — তবে সেটা বিপজ্জনকও বটে। সে যা-ই হোক না কেন এই মুহূর্তে গারিনকে সরাসরি হাঁকিয়ে দেওয়াটা ঠিক হবে না।

শেল্‌গা সিগারেট নেওয়ার জন্য হাত বাড়াল। গারিন বাঁকা হেসে তার গতিবিধি লক্ষ করতে লাগল।

---

* সারা দুনিয়ার সোনার স্থায়ী দর। গারিনের কাজ হল সোনার দরের হ্রাস ঘটিয়ে বুর্জোয়া জগতের বিপুল বিত্তশালীদের মাঝখানে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করা এবং সেই সুযোগে ক্ষমতা দখল করা। — (টীকা লেখকের।)

'কী হল, মনস্থির করেছেন?'

'হ্যাঁ, করেছি।'

'অতি উত্তম। আমি তাহলে আমার হাতের তাস খুলছি। আগুন জ্বালানোর জন্য যেমন চকমকি পাথরের দরকার আপনাকেও আমার তেমনি দরকার। যত রাজ্যের মূর্খ, বন্য জন্তু আমাকে ঘিরে রেখেছে, শেল্‌গা — মাথায় তাদের কল্পনা বলতে কিছু নেই। আপনার সঙ্গে আমার অনেক কথা কাটাকাটি হবে, কিন্তু আপনি যাতে আমার সঙ্গে কাজ করেন সে চেষ্টা আমি করে যাব। অন্ততপক্ষে খেলার প্রথমার্ধে, যখন রোলিং-এর ওপর ঘা মারতে থাকব, তখন আপনাকে চাই-ই।... হ্যাঁ, একটা কথা বলে রাখি, রোলিং সম্পর্কে খুব সাবধান — সে যদি ঠিক করে থাকে যে আপনাকে খুন করবে, তাহলে খুন করবেই।'

'আপনি ওকে হাঙরের খোরাক করেন নি কেন এই ভেবে আমি অনেক দিন হলই আশ্চর্য বোধ করছি।'

'একজন কাউকে জামিন রাখতে হয় যে।... তবে এটা ঠিক যে আমার 'প্রথম হাজারের' তালিকায় ও পড়ছে না।... এবারে জামাকাপড় পরে নিন। খাবার খেতে যাব আমরা।'

বিরাশি

ঝড়ের কালো মেঘ উত্তর-পূর্ব দিকের কোথাও ডুবে গেল। অসীম অনন্ত স্নেহে ভরে উঠেছে নীল মহাসাগরের বুক। মৃদু তরঙ্গমালার চূড়াগুলো কাচের মতো চকমক করছে। বোটের পেছন পেছন যে জলের রেখা ফুটে উঠছে শুশুকেরা তার পেছনে ধাওয়া করছে, একে অন্যের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে ছুটছে, ফুর্তিতে ডিগবাজী খাচ্ছে, জলের ওপরে ভেসে উঠছে তাদের তেল-চকচকে শরীর। বিশাল বিশাল গাংচিলের দল বোটের পালের ওপর উড়তে উড়তে গলা ফুলিয়ে ডাক ছাড়ছে। দূরে শিলাময় দ্বীপের মরীচিকার মতো নীলচে দেহরেখা মহাসাগর ভেদ করে মাথা উঁচিয়ে আছে।

ওপরে, মাস্তুলের মাচার ঘর থেকে পাহারাদার মাল্লা চেঁচিয়ে

উঠল, 'ডাঙা! ডাঙা দেখা যাচ্ছে!' যারা ডেক-এ দাঁড়িয়ে ছিল তারা চমকে উঠল। এই সেই অজানা ভবিষ্যতের দেশ — দিগন্তের বুকে শায়িত, লম্বা মেঘখণ্ডের মতো দেখাচ্ছে তাকে। বাতাসে পাল ফুলিয়ে তারই দিকে ধেয়ে চলেছে 'আরিজোনা'।

মাঝিমাল্লারা খালি পায়ে ডেক ধুয়ে পরিষ্কার করছে। আকাশ আর মহাসাগরের অতলস্পর্শী বিস্তারের মধ্যে আলুথালু সূর্যটা জ্বলজ্বলে করছে। ভবিষ্যৎ ঘটনার যে আবরণে দ্বীপটা ঢাকা পড়ে আছে গ্যারিন দাড়ি খুঁটতে খুঁটতে তা ভেদ করার চেষ্টা করতে লাগল। একবার সে যদি জানতে পারত ভবিষ্যতে কী আছে!..

তিরাশি

ভাসিলিয়েভ্স্কি দ্বীপের* দূর দৃশ্যপটের ওপাড়ে জ্বলজ্বল করছে শরতের অস্তগামী সূর্যের আলো। জ্বালানি কাঠ বোঝাই বিশাল বিশাল নৌকো, গাধাবোট, জেলে নৌকো, জাহাজ তৈরির ডকের ভারী ভারী ক্রেইনের জটাজালের মাঝখানে বিজড়িত ধোঁয়ার কুণ্ডলী বিষণ্ণ রক্তিম আভায় উল্লাসিত হয়ে উঠেছে। জনশূন্য প্রাসাদগুলোর জানলার শার্সি অগ্নিদাহে জ্বলছে।

পশ্চিম দিক থেকে ধোঁয়ার আড়াল ভেদ করে নেভা নদীর বেগনী-কালো জলের ওপর দিয়ে একটা স্টীমার এগিয়ে আসছে। স্টীমারের সাইরেন ঘন গর্জনে লেনিনগ্রাদকে অভিনন্দন জানাচ্ছে, তার পথযাত্রার অন্ত ঘোষণা করছে। পোর্টহোলের আলোয় মাইনিং ইনস্টিটিউট ও নৌবিদ্যা শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের দালানের থাম আর ঘাটের রাস্তায় ভ্রমণরত লোকজনের মুখ উদ্ভাসিত করে তুলছে। ভাসমান জেটির ওপর দাঁড়িয়ে আছে শুল্ক বিভাগের লাল দালানটা, দালানের থামগুলো সাদা। স্টীমার তার সামনে নোঙর ফেলার তোড়জোড় করল। শুরু হয়ে গেল

---

* ভাসিলিয়েভ্স্কি দ্বীপ — লেনিনগ্রাদের একটি অঞ্চল।

ব্যস্ততা — শুল্ক বিভাগের পরীক্ষার সময় সচরাচর যেমন দেখা যায়।

স্টীমারের ডেক-এ রেলিং-এর ধারে দাঁড়িয়ে ছিল প্রথম শ্রেণীর একজন যাত্রী — রোদে পোড়া তামাটে গায়ের রং, চওড়া গালের হাড়। পাসপোর্ট অনুযায়ী সে ফরাসী দেশের ভূগোল-সমিতির জনৈক বিজ্ঞান কর্মী। সন্ধ্যার কুয়াশায় ঢাকা শহরটার দিকে সে তাকিয়ে ছিল। সেণ্ট ইসাকের গম্বুজ, প্রধান নৌসেনাপতিভবনের মাথার ওপরকার সোনালি সূচীমুখ ফলা আর পিটার-পল ভজনালয়ের চূড়ায় এখনও আলোর চিহ্ন রয়ে গেছে। আকাশের বুকে এসে বিঁধেছে সূচীমুখ ফলাটা — দেখে মনে হয় রাশিয়ার সমুদ্রপথের দ্বারপ্রান্তে ভীতিপ্রদর্শনের জন্য জার পিওতরের পরিকল্পিত এক উদ্যত তরবারি।

গালের চওড়া হাড় ওঠা লোকটা ভজনালয়ের সূচীমুখ ফলাটা দেখার জন্য সামনের দিকে গলা বাড়াল। তাকে দেখে মনে হচ্ছিল যেন কোন ভ্রমণকারী দীর্ঘ বিচ্ছেদের পর নিজের বাড়ির ছাদের দর্শন পেয়ে বিচলিত ও উত্তেজিত হয়ে পড়েছে। দুর্গ থেকে নেভা নদীর কালো জলরাশির ওপর উড়ে এলো সমারোহপূর্ণ ঘণ্টাধ্বনি: অস্তগামী সূর্য পিটার-পল ভজনালয়ের সরু তরবারির ডগায় জ্বলতে জ্বলতে নিঃশেষিত হয়ে যাচ্ছে, আর তার ঘড়ির সুরেলা ঘণ্টাধ্বনি রাশিয়ার বিগত সম্রাটদের সমাধির ওপর বাজিয়ে চলেছে 'ইণ্টারন্যাশনাল' সঙ্গীত।

লোকটা শক্ত করে রেলিং চেপে ধরল, তার গলা থেকে গর্জনের মতো কেমন একটা গরগর আওয়াজ বেরিয়ে এলো, সে দুর্গের দিকে পিঠ ঘুরিয়ে দাঁড়াল।

শুল্ক দফতরে সে আর্থার লেভির নামে পাসপোর্ট দেখাল। ক্রূর চোখের ঝলক যাতে ধরা না পড়ে সেই জন্য মালপত্র পরীক্ষা চলার সময় সর্বক্ষণ গোমড়া মুখে মাথা নীচু করে সে দাঁড়িয়ে রইল।

তারপর চৌখুপীকাটা একটা কম্বল কাঁধে চাপিয়ে, ছোট্ট একটা স্যুটকেস হাতে নিয়ে সে ভাসিলিয়েভ্স্কি দ্বীপের ঘাটের রাস্তায় নেমে এলো। আকাশে শরতের তারাদল দীপ্তি পাচ্ছে।

আগন্তুক অনেকক্ষণ নিঃশ্বাস চেপে রাখার পর নিঃশ্বাস ছেড়ে সোজা হয়ে দাঁড়াল। তাকিয়ে তাকিয়ে দেখল ঘুমন্ত বাড়িঘর, স্টীমারটা, স্টীমারের মাস্তুলের ওপরকার বাতিদুটো — সেখানে মৃদু গুঞ্জন তুলছে ডায়নামোর ইঞ্জিন। তারপর সে পা বাড়াল সেতুর দিকে।

মোটা ক্যাম্বিস কাপড়ের ঢিলে কামিজ গায়ে ঢ্যাঙামতন একজন লোক ধীরে ধীরে মুখোমুখি এগিয়ে আসছিল। পাশ দিয়ে যেতে যেতে একবার সে তার মুখের দিকে তাকিয়ে ফিসফিস করে বলল, 'হা ভগবান!' তারপর হঠাৎ পেছন থেকে চিৎকার করে ডেকে উঠল:

'ভোল্‌শিন? আলেক্সান্দর ইভানভিচ ভোল্‌শিন?'

যে লোকটা শুল্ক বিভাগে আর্থার লেভি বলে নিজের পরিচয় দিয়েছিল সে হোঁচট খেল, কিন্তু মাথা না ঘুরিয়ে আরও দ্রুত পদক্ষেপে সেতুর দিকে পা বাড়াল।

চুরাশি

তারাশ্‌কিনের কাছে রয়ে গেল ইভান গুসেভ। সে এখন তারাশ্‌কিনের ছেলে আর ছোট ভাইয়ের মাঝামাঝি গোছের হয়ে উঠেছে। তারাশ্‌কিন তাকে লিখতে পড়তে এবং অন্যান্য বিদ্যা শেখাতে লাগল।

ছেলেটার এত মেধা আর অধ্যবসায় দেখে তারাশ্‌কিনের মনে আনন্দ আর ধরে না। চা বাদামী রুটি আর সসেজ দিয়ে সন্ধ্যার খাওয়া দাওয়া সারা হওয়ার পর তারাশ্‌কিন সিগারেটের জন্য পকেট হাতড়ায়, পরক্ষণেই তার মনে পড়ে যায় ক্লাবে প্রতিজ্ঞা করেছে যে ধূমপান করবে না — সঙ্গে সঙ্গে অস্ফুট আর্তনাদ করে চুলের ভেতরে হাত চালিয়ে দেয়, তারপর শুরু করে দেয় এই ধরনের কথাবার্তা:

'পুঁজিবাদ কাকে বলে জানিস?'

'না ভাসিলি ইভানভিচ, জানি না।'

'খুব সাদাসিধে ভাবে তাহলে তোকে বোঝাই, শোন। নয়জন লোক কাজ করে, তারা যা তৈরি করে একজনে সব নিয়ে নেয়। লোকগুলো উপোস করে মরে, এদিকে এই একজন লোক চর্বিতে ফেটে পড়ে। একেই বলে পুঁজিবাদ — বুঝলি?'

'না ভাসিলি ইভানভিচ, বুঝলাম না।'

'না বোঝার কী আছে রে?'

'ওরা যা তৈরি করছে দিয়ে দিচ্ছে কেন?'

'লোকটা বাধ্য করছে, সে একজন শোষক।...'

'বাধ্য করছে কী রকম? সে একা, আর ওরা নয়জন।'

'সে সশস্ত্র, ওরা নিরস্ত্র।...'

'অস্ত্র যে কোন সময় ছিনিয়ে নেওয়া যায় ভাসিলি ইভানভিচ। তার মানে আপনার ওই লোকগুলো জরদ্‌গব।...'

তারাশ্‌কিন অবাক হয়ে মুগ্ধ দৃষ্টিতে হাঁ করে তাকিয়ে রইল ইভানের দিকে।

'ঠিক বলেছিস ভাই।... একজন বলশেভিকের মতো বিচার-ভাবনা তোর।... আমরা সোভিয়েত রাশিয়ায় এটাই করেছি — অস্ত্র ছিনিয়ে নিয়েছি, শোষণকারীদের তাড়িয়ে দিয়েছি, এখন আমাদের দশজন লোকই কাজ করে, দশজনেরই পেট ভরা।'

'সবাই চর্বিতে ফেটে পড়ছে।'

'না ভাই, চর্বিতে ফেটে পড়াটা ঠিক নয়। আমরা ত আর শুয়োর নই — আমরা মানুষ। আমাদের উচিত চর্বিকে মানসিক শক্তিতে পরিণত করা।'

'তার মানে?'

'মানে এই যে যত দূর সম্ভব কম সময়ের মধ্যে আমাদের হয়ে উঠতে হবে পৃথিবীর সবচেয়ে বুদ্ধিমান, সবচেয়ে শিক্ষিত মানুষ। বুঝলি? আচ্ছা, এবারে অঙ্ক দেখি।'

'এই যে অঙ্ক,' খাতা আর পেন্সিল বার করতে করতে ইভান বলল।

'কীপং পেন্সিল চোষা ঠিক নয় — এটা একটা বদ অভ্যাস।... বুঝলি?'

এই ভাবে রোজ সন্ধ্যাবেলা তাদের পড়াশুনা চলত — চলত সন্ধে থেকে মাঝরাত পর্যন্ত, যতক্ষণ না দু'জনেরই চোখ ঘুমে ঢুলে পড়ে।

পঁচাশি

রোয়িং ক্লাবের বাড়ির গেটের সামনে দাঁড়িয়ে আছে সেই লোকটা যার গালের হাড় চওড়া। দিব্যি ফিটফাট পোশাক পরা এক ভদ্রলোক। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে হাতের ছড়ি দিয়ে মাটি খুঁটছে। সে মাথা তুলল, তারাশ্‌কিন ও ইভানকে কাছে এগিয়ে আসতে দেখে এমন অদ্ভুত ভাবে তাদের দিকে তাকাল যে তারাশ্‌কিনের গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠল। ইভান দাঁড়িয়ে রইল তারাশ্‌কিনের গা ঘেঁসে।

'আমি এখানে সকাল থেকে অপেক্ষা করছি। এই ছেলেটাই কি ইভান গুসেভ?' আগন্তুক জিজ্ঞেস করল।

'আপনার তাতে কি?' ফোঁসফোঁস করতে করতে তারাশ্‌কিন পাল্‌টা প্রশ্ন করল।

'মাফ করবেন, সর্বোপরি যেটা দরকার তা হল ভদ্রতা, কমরেড। আমার নাম আর্থার লেভি।'

সে একটা কার্ড বার করে তারাশ্‌কিনের কাছে খুলে ধরল।

'আমি প্যারিসের সোভিয়েত দূতাবাসের একজন কর্মী। আশা করি এটা আপনার পক্ষে যথেষ্ট, কমরেড?'

তারাশ্‌কিন বিড়বিড় করে কী বলল বোঝা গেল না। আর্থার লেভি তার পকেটের ব্যাগ খুলে শেল্‌গার কাছ থেকে গারিনের নেওয়া ফোটোটা বার করে দেখাল।

'ছবিটা যে এই ছেলেটিরই এটা আপনি জোর দিয়ে বলতে পারেন?'

তারাশ্‌কিনের স্বীকার করতে হল যে ছবিটা ইভানেরই বটে। ইভান সটকে পড়ার তাল করছিল, কিন্তু আর্থার লেভি দৃঢ় হাতে তার কাঁধ চেপে ধরল।

'ছবিটা আমাকে দিয়েছেন শেল্গা। ছেলেটাকে নির্দিষ্ট একটা ঠিকানায় নিয়ে যাবার গোপন নির্দেশ আছে আমার ওপরে। বাধা দিতে গেলে গ্রেপ্তার করা হবে কিন্তু। আশা করি আমার অধিকার মেনে নিচ্ছেন?'

'পরওয়ানা?' তারাশ্কিন জিজ্ঞেস করল।

আর্থার লেভি প্যারিসের সোভিয়েত দূতাবাসের ছাপা কাগজের ওপর লেখা পরওয়ানা দেখাল — তাতে যা যা সই ছাপ থাকার কথা সবই যথাযথ আছে। তারাশ্কিন অনেকক্ষণ ধরে সেটা পড়ল, দীর্ঘশ্বাস ফেলে কাগজটা চার ভাঁজ করল।

'কে জানে বাপু! সবই ত ঠিক আছে মনে হচ্ছে। ওর বদলে অন্য কারও গেলে চলবে না? ছেলেটার যে পড়াশুনো আছে।...'

আর্থার লেভি দাঁত বার করে মৃদু হাসল।

'কিচ্ছু ভাববেন না। আমার হাতে ছেলেটার খারাপ কিছু হবে না।...'

ছিয়াশি

ইভানকে পথ থেকে সংবাদ পাঠানোর নির্দেশ দিয়েছিল তারাশ্কিন। চেলিয়াবিন্স্ক থেকে একটা পোস্টকার্ড পেয়ে তার দুশ্চিন্তার খানিকটা উপশম ঘটল। তাতে লেখা ছিল:

> 'প্রিয় কমরেড তারাশ্কিন, আমরা চলেছি মন্দ নয় — ফার্স্ট ক্লাসে যাচ্ছি। খাবার দাবার ভালোই, ব্যবহারও ভালো। মস্কোয় আর্থার লেভি আমার একটা টুপি, ভেতরে তুলো দেওয়া একটা নতুন কোর্তা আর একজোড়া টপবুট কিনে দিয়েছেন। একমাত্র অসুবিধা — বড় একঘেয়ে আর একা একা লাগছে। আর্থার লেভি সারা দিন ধরে একটা কথাও বলেন না। হ্যাঁ, ভালো কথা, সামারায় স্টেশনে এক কালের জানাশোনা এক ঘরবাড়ি-ছাড়া ছেলের সঙ্গে আমার দেখা হয়ে গেল। আপনি কিছু মনে করবেন না, তাকে আমি আপনার ঠিকানা দিয়েছি। আপনার কাছে আসতে পারে, অপেক্ষা করবেন।'

সাতাশ

আলেক্সান্দর ইভানভিচ ভোল্‌শিন আর্থার লেভির নামে পাসপোর্ট এবং ফরাসী দেশের ভূগোল সমিতির কাগজপত্র নিয়ে সোভিয়েত ইউনিয়নে এসেছে। তার দলিলপত্রে কোন খুঁত ছিল না (এটা করতে গিয়ে অবশ্য গারিনকে কম ঝামেলা পোহাতে হয় নি), শুধু দূতাবাসের পরওয়ানা আর পরিচয়পত্রটা জাল ছিল। তবে এই কাগজগুলো ভোল্‌শিন একমাত্র তারাশ্‌কিনকেই দেখিয়েছিল। স্থানীয় ভাষায় সোপ্‌কি নামে পরিচিত, কামচাত্‌কার বিশাল বিশাল আগ্নেয়গিরির কার্যকলাপ পর্যবেক্ষণ করা — সরকারীভাবে আর্থার লেভি কিন্তু এসেছে এই কাজে।

সেপ্টেম্বরের মাঝামাঝি ইভানকে নিয়ে সে চলে গেল ভ্লাদিভস্তোকে। অভিযানের জন্য প্রয়োজনীয় যাবতীয় যন্ত্রপাতি ও জিনিসপত্রসমেত বাক্স এর আগেই সমুদ্রপথে সান-ফ্রান্সিস্‌কো থেকে ভ্লাদিভস্তোকে চলে এসেছে। আর্থার লেভির তাড়া ছিল। কয়েক দিনের মধ্যে সে দলবল যোগাড় করে ফেলল, সেপ্টেম্বরের আঠাশ তারিখে অভিযাত্রিদলটি ভ্লাদিভস্তোক থেকে সোভিয়েত স্টীমারে চেপে পেত্রোপাভ্লভ্‌স্ক যাত্রা করল। পার হওয়ার পথটা বেশ কঠিন। উত্তরের বাতাস কালো মেঘ উড়িয়ে নিয়ে চলেছে, অখোত্‌স্ক সাগরের সীসের মতো ভারী ঢেউয়ের বুকে সেই মেঘ থেকে ঝুরঝুর করে তুষারদানা ঝরে পড়ছে। ধূ ধূ জলরাশির ভয়ঙ্কর বিস্তারের মধ্যে ডুবু ডুবু হয়ে ভারী ক্যাঁচকোঁচ আওয়াজ তুলতে তুলতে শেষকালে এগারো দিনের দিন স্টীমার এসে পেঁছুল পেত্রোপাভ্লভ্‌স্কে। স্টীমার থেকে বাক্সপেঁটরা আর ঘোড়াগুলোকে নামানো হল, পরের দিনই বনবাদাড়, পাহাড়পর্বত, আঁকাবাঁকা পায়ে-চলা-পথ, নদীর খাত জলা আর ঘন জঙ্গলের ভেতর দিয়ে অভিযাত্রিদল এগিয়ে চলল।

দলটাকে পথ দেখিয়ে নিয়ে যাচ্ছে ইভান — ছেলেটার অদ্ভুত স্মৃতিশক্তি আর শিকারী কুকুরের মতো সজাগ বোধ। আর্থার লেভির বড় তাড়া — ভোরের আলো ফুটতে না ফুটতে তাদের

যাত্রা শুরু হল, একবারও বিরতি না দিয়ে সন্ধ্যার অন্ধকার পর্যন্ত তারা চলল। ঘোড়াগুলো অবসন্ন হয়ে পড়ল, লোকজন অসন্তোষ প্রকাশ করতে লাগল; কিন্তু আর্থার লেভি নিষ্করুণ — কারও ওপর সে কোন মায়ামমতা দেখালে না, তবে মজুরী সে ভালো দিত।

আবহাওয়া খারাপ হতে শুরু করল। দেবদারু গাছের চূড়াগুলো বিষণ্ণ আওয়াজ তুলতে লাগল। মাঝে মাঝে একশ' বছরের মহীরুহ পতনের ভারী আওয়াজ কিংবা পাহাড়ের গা বয়ে গন্ডশৈল গড়িয়ে পড়ার গুম গুম শব্দ কানে আসতে লাগল। পাথরের ঘায়ে দুটো ঘোড়া মারা গেল, আরও দুটো জলার চোরা কাদার ভেতরে পড়ে বোঝাসুদ্ধ অতলে তলিয়ে গেল।

পথের চিহ্নগুলো একা ইভানেরই জানা, তাই সে পাহাড়ের চড়াই আর গাছপালা বয়ে ওপরে উঠে সেগুলো নিরীক্ষণ করতে করতে সকলের আগে আগে চলল। একদিন একটা দেবদারু গাছের মগডালে উঠে দোল খেতে খেতে সে চেঁচিয়ে উঠল:

'ওই যে! ওই দেখা যাচ্ছে।...'

ছোট্ট পাহাড়ী নদীর মাথার ওপর খাড়া হয়ে ঝুলছে একটা শৈলচূড়া — তার গায়ে খোদাই করা এক যোদ্ধার প্রাচীন মূর্তি — মাথায় মোচাকৃতি টুপি, হাতে তীরধনুক — কালের প্রভাবে খানিকটা ঘসে উঠে গেছে।...

'এখান থেকে সোজা তীরের মতো পুব দিকে গেলে আমরা শয়তান শিলায় পৌঁছুব — ক্যাম্প সেখান থেকে দূরে নয়!' ইভান চেঁচিয়ে বলল।

এই জায়গায় আসার পর বিরতি ঘটল। বোঝাগুলো নতুন করে বাঁধাছাঁদা করা হল। একটা বড় ধুনি জ্বালানো হল। শ্রান্ত লোকজন ঘুমিয়ে পড়ল। অন্ধকারের মধ্যে দেবদারু গাছের শন্‌শন্‌ আওয়াজ ভেদ করে দূর থেকে বিস্ফোরণের চাপা আওয়াজ ভেসে আসতে লাগল, মাটি কেঁপে কেঁপে উঠতে লাগল। ধুনির আগুন যখন নিভে আসতে শুরু করল তখন পুব আকাশে মেঘের নীচে রক্তিমাভা প্রকাশ পেল — যেন

পাহাড়পর্বতের মাঝখানে কোন এক দৈত্য কয়লার আঁচে ফঃ দিচ্ছে আর তারই ক্ষীণ আলোর বিচ্ছুরণ মেঘের নীচে মিটমিট করছে।...

ভোরের আলো দেখা দিতে না দিতে আর্থার লেভি মাউজার রিভল্‌ভারের খাপে হাত ঠেকিয়ে লোকজনকে লাথি মেরে জাগাতে লাগল। চা তৈরির জন্য আগুন জ্বালানোর অবকাশ পর্যন্ত দিল না তাদের। 'এগিয়ে চল, এগিয়ে চল!' দুর্গম বন, ভাঙা পাথরের স্তূপ পথের বাধা হয়ে আছে — তারই মাঝখান দিয়ে অবসন্ন লোকেরা অনেক কষ্টে পা ফেলে ফেলে এগিয়ে চলল। এখানকার গাছপালা ভয়ঙ্কর উঁচু। বড় বড় ফার্ণ গাছের ভেতরে ঘোড়াগুলোর মাথা পর্যন্ত ডুবে যায়। সকলের পা ছড়ে রক্ত ঝরছে। আরও দুটো ঘোড়া গেল। আর্থার লেভি মাউজারে হাত ঠেকিয়ে পেছন পেছন চলতে লাগল। দেখে মনে হচ্ছিল আর কয়েক পা — তারপর মেরে ফেল কেটে ফেল কেউ আর এক পাও এগোবে না।...

বাতাসে ভেসে আসছিল ইভানের কিনকিনে গলা:

'এই যে এই এখানে শয়তান-শিলা।'

শিলা বলতে বাষ্পের কুণ্ডলীতে জড়ানো মানুষের মাথার আকারের এক বিশাল পাথরের চাঁই। তার পাদদেশে মাটি ভেদ করে ফিনকি দিয়ে ছুটে বেরোচ্ছে টগবগে গরম জলের ধারা। স্মরণাতীতকাল থেকে ভ্রমণকারীরা এই উষ্ণ প্রস্রবণের জলে স্নান করে তাদের জীবনীশক্তি উদ্ধার করেছে, যাবার আগে শিলার গায়ে তাদের চিহ্ন রেখে গেছে। এ হল রূপকথার দাঁড়কাকের আনা সেই 'জীয়ন বারি' — তেজস্ক্রিয় লবণে সমৃদ্ধ জল।

অষ্টাশি

সারা দিন ধরে উত্তুরে বাতাস বইছে, বনের মাথার ওপর নীচু হয়ে ঘন মেঘের রাশি গড়িয়ে চলেছে। উঁচু পাইন গাছগুলো করুণ সুরে বিলাপ করছে, দেবদারু গাছের কালো

কালো মাথা নুইয়ে পড়ছে, লার্চের ছুঁচের মতো ঝিরিঝিরি পাতা ঝরে পড়ছে। কালো মেঘের পুঞ্জ থেকে ঝুরঝুর করে পড়ছে বরফের দানা, চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ছে বরফবৃষ্টি। জলাভূমির জঙ্গলে জনপ্রাণীর চিহ্ন নেই। শত শত মাইল জুড়ে পাইন-ফার জাতীয় গাছপালা জলকাদা আর শিলাময় পাহাড়ের মাথার ওপর আওয়াজ তুলে যাচ্ছে। দিনের পর দিন অন্ধকার মেঘলা আকাশের নীচে উত্তরের ভূখন্ড আরও কনকনে, আরও ভয়ঙ্কর নিঃশ্বাস ছাড়ছে।

মনে হচ্ছিল এই নির্জনতার মধ্যে বাতাসের শিস আর গাছপালার মাথার গম্ভীর আওয়াজ ছাড়া আর কিছুই বুঝি শোনার উপায় নেই। পাখিরা উড়ে চলে গেছে, জন্তুজানোয়ারেরা উধাও হয়েছে, লুকিয়ে পড়েছে। মানুষ শুধু মরণের সাধ হলেই এমন জায়গায় আসতে পারে।

কিন্তু একজন মানুষের আবির্ভাব ঘটল। লোকটার গায়ে বাদামী রঙের ছেঁড়াখোঁড়া পশুলোমের কোট — কোমরের অনেকখানি নীচে দড়ি দিয়ে বাঁধা; তার পায়ের উঁচু পশমী জুতো বৃষ্টিতে ফুলে ঢোল হয়ে গেছে। বেশ কয়েক বছর তার দাড়িগোঁফে চিরুনী পড়ে নি, জটপড়া দাড়িগোঁফের জঙ্গলের আড়ালে ঢাকা পড়ে গেছে তার চোখমুখ, কাঁধে এসে পড়েছে সাদা চুলের গোছা। বন্দুকের ওপর ভর দিয়ে অনেক কষ্টে সে চলাফেরা করছে, গাছের গোড়ার পেছনে মাঝে মাঝে আড়াল দিয়ে পাহাড়ের ঢাল ঘুরে যাচ্ছে। চলতে চলতে কুঁজো হয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল সে, তারপর শিস দিয়ে ডাকতে শুরু করল:

'চু চু, মাশ্‌কা... মাশ্‌কা...'

লম্বা লম্বা আগাছার জঙ্গলের ভেতর থেকে বেরিয়ে এলো একটা বুনো ছাগলের মাথা — ঘাড়ের লোম উঠে গেছে, সেখান থেকে ঝুলছে একটা দড়ির ছেঁড়া টুকরো। লোকটা বন্দুক তুলল, কিন্তু ছাগলটা আবার লম্বা আগাছার ভেতরে অদৃশ্য হয়ে গেল। লোকটা গর্জন করে উঠল, ধপ করে বসে পড়ল পাথরের ওপরে। তার দুই হাঁটুর মাঝখানে বন্দুকটা কাঁপতে লাগল, মাথা ঝুলে

পড়ল। এই ভাবে বেশ কিছুক্ষণ চুপচাপ বসে থাকার পর সে আবার ডাকতে শুরু করল:

'মাশ্‌কা, মাশ্‌কা...'

ঘোলাটে চোখের উদ্‌ভ্রান্ত দৃষ্টিতে সে আগাছার মধ্যে খুঁজে বেড়াতে লাগল তার একমাত্র আশাভরসাস্থল — পোষা ছাগলটাকে। বন্দুকের অবশিষ্ট যে গুলি আছে তা দিয়ে ওটাকে মেরে সে তার মাংস শুকিয়ে রাখবে, তাই দিয়ে আরও কয়েক মাস চালাবে — পারলে বসন্তকাল পর্যন্ত।

ক্ষুরধার প্রতিভা ছিল তার। সাত বছর আগে সে তার অভিনব সংকল্পগুলোর উপযুক্ত প্রয়োগের পথ খুঁজে বেড়াচ্ছিল। তখন তার বয়স অল্প ছিল, তার শক্তি ছিল, স্বাস্থ্য ছিল, সে ছিল গরিব। এমন সময় কোন এক কুক্ষণে তার দেখা হয়ে গেল গারিনের সঙ্গে। গারিন তার সামনে এমন সমস্ত সুবিশাল পরিকল্পনা তুলে ধরল যে সব কিছু ছেড়েছুড়ে দিয়ে সে এসে পড়ল এখানে, আগ্নেয়গিরির পাদদেশে। সাত বছর আগে এখানে বন কেটে শীতের আবাস গড়ে উঠল — সেই সঙ্গে একটা ল্যাবরেটরি বসানো হল, ছোটখাটো একটা জলবিদ্যুৎকেন্দ্র তৈরি হল, তা থেকে হল বেতার যোগাযোগের কেন্দ্র। জাহাজ বানানোর কাঠের অরণ্যের মাথাগুলো যেখানে আওয়াজ তুলছে সেখানে, গহন প্রাচীরের কাছে, যেখানে কোন এককালে আগ্নেয়গিরির বিশাল বিশাল অগ্নিশিলা উৎক্ষিপ্ত হয়ে পড়েছিল, তারই মাঝখানে এখন চোখে পড়ে সেই জীর্ণ বসতির বিধ্বস্ত মাটির ছাদ।

যারা তার সঙ্গে এখানে কাজ করতে এসেছিল তাদের কেউ কেউ মারা গেছে, কেউ বা পালিয়ে গেছে। তৈরি দালানকোঠাগুলো বসবাস ও কাজের অনুপযোগী হয়ে পড়ল। ছোট জলবিদ্যুৎকেন্দ্রের বাঁধটা বসন্তকালে জলের তোড়ে ভেসে গেল। সাত বছরের সমস্ত পরিশ্রম, তার যত বিস্ময়কর সিদ্ধান্ত, ভূস্তরের গভীরে বৈদূর্য বলয় নিয়ে তার গবেষণা — এ সবই আজ তার সঙ্গে সঙ্গে ধ্বংস হতে চলেছে স্রেফ একটা বোকামির জন্য —

হতচ্ছাড়া বোকা ছাগল মাশ্‌কাটা এত ডাকাডাকি সত্ত্বেও কিছুতেই বন্দুকের গুলির আওতায় আসতে রাজী হচ্ছে না।

আগেকার দিনে হল জলাভূমিময় পাইনের বনের ভেতর দিয়ে শ' তিনেক কিলোমিটার পায়ে হেঁটে জনবসতিতে পৌঁছানো নেহাৎই ছেলেখেলা বলে মনে হত। এখন হাতপা বাতের ব্যথায় জর্জরিত, স্কার্ভি রোগে দাঁত পড়ে গেছে। শেষ আশাভরসাস্থল ছিল পোষা ছাগলটা — শীতকালের জন্য বুড়ো ওটাকে ঠিক করে রাখছিল। হতভাগা জন্তুটা গলার দড়ি ঘসে ঘসে ছিঁড়ে ফেলেছে, খাঁচা থেকে পালিয়েছে। বুড়ো তার বন্দুকে শেষ গুলি ভরে ঘুরে ঘুরে মাশ্‌কাকে ডাকাডাকি করতে লাগল। সন্ধ্যা হয়ে আসছে, ঘন কালো হয়ে আসছে স্তূপীকৃত মেঘের রাশি, বাতাস আরও ক্রুদ্ধ আওয়াজ তুলে বিশাল বিশাল পাইন গাছকে ঝাঁকুনি দিচ্ছে। শীত এগিয়ে আসছে — এগিয়ে আসছে মৃত্যু। বুকটা ব্যথায় টনটন করে উঠল।... তাহলে কি জীবনে আর কখনও সে মানুষের মুখ দেখতে পাবে না, বাড়িতে আগুনের ধারে বসে বসে বুক ভরে সেঁকা রুটির গন্ধ, জীবনের ঘ্রাণ নিতে পারবে না? বুড়ো নিঃশব্দে কাঁদতে লাগল।

অনেকক্ষণ পরে আবার সে ডাকল:

'মাশ্‌কা, মাশ্‌কা...'

না, আজ ওটাকে মারা যাবে না।... বুড়ো কঁকাতে কঁকাতে উঠে দাঁড়াল, পায়ে পায়ে এগিয়ে চলল শীতের আস্তানার দিকে। চলতে চলতে থমকে দাঁড়াল। মাথা তুলতে দানা দানা বরফ মুখে ঝাপটা মারল, হাওয়ায় এলোমেলো হয়ে গেল দাড়ি।... তার মনে হল যেন... না, না, এ নিশ্চয়ই হাওয়া — হাওয়ায় পাইনের গাছে গাছে ধাক্কা লেগে আওয়াজ উঠছে।... তাসত্ত্বেও বুড়ো হৃৎপিণ্ডের উন্মত্ত স্পন্দনকে শান্ত করার চেষ্টায় অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে রইল।

'এই-এই-এই...' শয়তান-শিলার দিক থেকে ভেসে এলো মানুষের কণ্ঠস্বর।

বুড়ো চমকে উঠল। চোখ জলে ভরে এলো। হাঁ করা মুখের

ভেতরে বরফের দানা ঝাপটা মারতে লাগল। ঘনায়মান আবছায়ার মধ্যে বনের ভেতরকার ফাঁকা জায়গাটাতে কিছুই চোখে পড়ে না, আলাদা করে চেনা যায় না।

'এই... মান্‌ৎসেভ,' আবার বাতাসের ধাক্কায় খসে উড়ে এলো একটা বাচ্চা ছেলের কচি সুরেলা গলা। লম্বা লম্বা আগাছার জঙ্গলের আড়াল থেকে ছাগলটা মাথা উঁচাল — মাশ্‌কা বুড়োর কাছে এগিয়ে এলো, সেও কান খাড়া করে শুনতে লাগল সেই অদ্ভুত কণ্ঠস্বর। প্রতিধ্বনিতে খানখান হয়ে ভেঙে পড়ল অরণ্যের নির্জনতা।... ডান দিক থেকে বাঁ দিক থেকে এগিয়ে আসতে লাগল, তার নাম ধরে ডাকতে ডাকতে।

'এই... এই, মান্‌ৎসেভ... কোথায় আছেন? বেঁচে আছেন?'

বুড়োর দাড়ি কেঁপে উঠল, কেঁপে উঠল তার ঠোঁট, কিছু বুঝতে না পেরে সে দু'হাত ছড়াল, অস্ফুটস্বরে কয়েকবার আওড়াল:

'আছি, বেঁচে আছি।... এই যে আমি, মান্‌ৎসেভ।'

শীতের আস্তানার ঝুলকালি মাখা কাঠের গুঁড়িগুলো আর কখনও এরকম অসামান্য দৃশ্য প্রত্যক্ষ করে নি। আগ্নেয়গিরির শিলা দিয়ে তৈরি একটা চুল্লিতে দাউ দাউ করে আগুন জ্বলছে, জলের পাত্রে জল ফুটছে। মান্‌ৎসেভ নাসারন্ধ্র ফুলিয়ে নিঃশ্বাসের সঙ্গে টানছে বহুকালের বিস্মৃত চা রুটি আর বেকনের গন্ধ।

দলে দলে গলাবাজ লোকজন ভেতরে ঢুকছে, বাইরে বেরোচ্ছে, মালপত্র বয়ে নিয়ে আসছে, তল্পিতল্পা খুলছে। একটা লোক — গালের হাড়গুলো তার উঁচু উঁচু — তাকে এক মগ ধূমায়মান চা আর এক টুকরো রুটি দিল।... রুটি! মান্‌ৎসেভ কাঁপতে কাঁপতে ব্যস্তসমস্ত হয়ে মাড়ী দিয়ে রুটি চিবুতে লাগল। একটা বাচ্চা ছেলে উবু হয়ে বসে বসে সহানুভূতির দৃষ্টিতে লক্ষ করতে লাগল — মান্‌ৎসেভ একটু করে রুটিতে কামড় দিচ্ছে, আবার রুটির টুকরোটা দাড়ির সঙ্গে চেপে ধরছে — দেখে মনে হচ্ছিল যেন তার ভয় বিধ্বস্তপ্রায় এই ক্যাম্পে আজ জীবনের এই যে কলরোল উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠেছে তা পাছে স্বপ্ন বলে প্রতিপন্ন হয়।

'নিকোলাই খ্রিস্তোফোরভিচ, আপনি আমাকে চিনতে পারছেন না?'

'না, লোকের সঙ্গে মেলামেশার অভ্যেস আমার চলে গেছে,' বিড়বিড় করে মান্‌ৎসেভ বলল, 'কতকাল যে রুটি খাই নি।'

'আরে আমি ইভান গুসেভ।... নিকোলাই খ্রিস্তোফোরভিচ, আপনি আমায় যা করতে বলেছিলেন সব করেছি। মনে আছে, আপনি আমাকে এই বলে শাসিয়েছিলেন যে মাথা কেটে ফেলবেন?'

মান্‌ৎসেভ কিছুই মনে করতে পারল না, সে শুধু আগুনের শিখায় আলোকিত অজানা মুখগুলোর দিকে চোখ বড় বড় করে তাকাল। ইভান তখন তাকে বলতে শুরু করল তার নিজের কাহিনী। সে বলল, জলাভূমি আর পাইনের বনের ভেতর দিয়ে সেই সময় সে চলতে থাকে পেত্রোপাভ্লভ্‌স্কের দিকে, ভালুকের কবল থেকে পালিয়ে পালিয়ে তাকে প্রাণ রক্ষা করতে হয়; একবার বাছুরের সমান এক কটা রঙের বন বেড়াল দেখতে পেয়ে সে ভীষণ ভয় পেয়ে যায় — কিন্তু বেড়ালটা এবং তার পেছন পেছন ওই রকম আরও তিনটে বেড়াল তাকে স্পর্শ না করে পাশ দিয়ে চলে গেল; পথে সে কাঠবিড়ালীর খোঁড়ল হাতড়ে বাদাম বার করে তাই খেয়ে প্রাণধারণ করে; পেত্রোপাভ্লভ্‌স্কে সে স্টীমারে আলুর খোসা ছাড়ানোর কাজ নেয়; জাহাজে ভ্লাদিভস্তোক পৌঁছায়, তারপর রেলগাড়ির কামরার নীচে কয়লার বাক্সের ভেতরে লুকিয়ে লুকিয়ে আরও সাত হাজার কিলোমিটার পথ পাড়ি দেয়।

...

'আমি আমার কথা রেখেছি, নিকোলাই খ্রিস্তোফোরভিচ — আপনার কাছে লোকজন নিয়ে এসেছি। আপনি কিন্তু তখন কপিং পেন্সিলে আমার পিঠে না লিখলেও পারতেন। শুধু আমাকে জিজ্ঞেস করলেই পারতেন, আমি আপনাকে কথা দিতাম — তাহলেই ফুরিয়ে যেত। তা নয় ত আমার পিঠে লিখে দিলেন — সোভিয়েত সরকার বিরোধী কোন লেখা কিনা কে জানে? এটা কি ভালো হল? এখন আর আমার ওপর ভরসা করবেন না — আমি এখন একজন পাইওনীয়র।'

মান্‌ৎসেভ তার দিকে ঝুঁকে ঠোঁট বাঁকিয়ে ভাঙা গলায় ফিসফিস করে জিজ্ঞেস করল:

'এরা কারা?'

'ফরাসী বিজ্ঞান অভিযাত্রিদল, বুঝলেন? বিশেষ করে আমাকে খুঁজে খুঁজে লেনিনগ্রাদে বার করেছে, যাতে আমি ওদের এখানে, আপনার কাছে নিয়ে আসি।'

মান্‌ৎসেভ তার কাঁধ চেপে ধরল — এত জোরে চেপে ধরল যে ব্যথা করে উঠল।

'গারিনকে দেখেছিস তুই?'

'আমাকে ভয় দেখানোর চেষ্টা করবেন না, নিকোলাই খ্রিস্তোফোরভিচ — আমার পেছনে এখন সোভিয়েত সরকার আছে।... আমার পিঠে আপনি যে লেখা লিখে দিয়েছিলেন সেটা ভালো হাতেই গিয়ে পড়েছে।... গারিনকে দিয়ে আমার কী হবে?'

'এই লোকগুলো এখানে কেন? আমার কাছ থেকে কী চায় এরা? আমি ওদের কিছুই বলব না। কিছুই দেখাব না ওদের।'

মান্‌ৎসেভের মুখ লাল টকটকে হয়ে উঠল, সে উত্তেজিত হয়ে চার দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করল। তার পাশে শোবার মাচার ওপর উঠে বসল আর্থার লেভি।

'শান্ত হোন নিকোলাই খ্রিস্তোফোরভিচ। খাওয়া দাওয়া করুন, বিশ্রাম করুন।... কথা বলার এখনও অনেক সময় পাব আমরা — নভেম্বরের আগে আপনাকে এখান থেকে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে না।'

মান্‌ৎসেভ শোবার মাচা থেকে নীচে নেমে এলো। তার হাত থরথর করে কাঁপতে লাগল।

'আমি আপনার সঙ্গে একান্তে কথা বলতে চাই।'

বলতে বলতে সে খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে দরজার দিকে এগোল। অর্ধেক পচা, আছোলা, পিঠ বাঁকা কতকগুলো কাঠের তক্তা জুড়ে দরজাটা তৈরি। মান্‌ৎসেভ দরজায় ঠেলা মারল — সঙ্গে সঙ্গে রাতের বাতাস তার উস্‌কো খুস্‌কো দাড়িতে এসে লাগল।

অন্ধকারের মধ্যে যেখানে ভিজে তুষারকণা পাক খাচ্ছিল সেখানে মান্‌ৎসেভের পিছন পিছন পা বাড়াল আর্থার লেভি।

'আমার বন্দুকে আর একটা মাত্রই গুলি আছে।... আমি আপনাকে খুন করব। আপনি আমার ওপর বাটপাড়ি করতে এসেছেন!' রাগে কাঁপতে কাঁপতে মান্‌ৎসেভ চিৎকার করে উঠল।

'চলুন, চলুন বাতাস থেকে আড়ালে গিয়ে দাঁড়াই।' আর্থার লেভি তাকে টানতে টানতে কাঠের গুঁড়ির দেয়ালে পিঠ ঠেকিয়ে দাঁড় করিয়ে দিল। 'অমন পাগলামি করবেন না। আপনাকে নিয়ে আসার জন্য আমাকে পাঠিয়েছেন পিওত্‌র পেত্রোভিচ গারিন।'

মান্‌ৎসেভ উত্তেজিত হয়ে কাঁপতে কাঁপতে লেভির হাত চেপে ধরল। তার ফোলা মুখ আর চোখের ওল্‌টানো পাতা কাঁপতে লাগল, দন্তহীন মুখ ভেদ করে ফোঁপানির আওয়াজ বেরিয়ে এলো।

'গারিন তাহলে বেঁচে আছে? আমাকে ভুলে যায় নি? আমরা দিনের পর দিন একসঙ্গে না খেয়ে কাটিয়েছি, একসঙ্গে বড় বড় পরিকল্পনা করেছি।... কিন্তু সে সবই বাজে, পাগলের প্রলাপে।... এখানে আমি কী আবিষ্কার করেছি?... আমি মাটির ত্বক খুঁড়ে তার ভেতরের সব হাতড়ে দেখেছি।... আমার যে সমস্ত তাত্ত্বিক অনুমান ছিল সেগুলো সত্য বলে প্রতিপন্ন হয়েছে।... এত অপূর্ব ফল আমি আশাই করতে পারি নি। অলিভাইন এই এখানে।' মান্‌ৎসেভ ভিজে বুট পরা পা ঠুকল মাটিতে। 'পারা আর সোনার কোন সীমাপরিসীমা নেই — যত খুশি নেওয়া যেতে পারে।... শুনুন, শর্ট ওয়েভ দিয়ে আমি পৃথিবীর কোষকেন্দ্র হাতড়ে দেখেছি।... সেখানে যে কী হচ্ছে শয়তানই জানে!... আমি বিশ্বের বিজ্ঞানচিন্তাকে ওলট পালট করে দিয়েছি।... গারিন যদি লাখ খানেক ডলার যোগাড় করতে পারত তাহলে আমরা কীই না করতে পারতাম!...

'গারিনের হাতের মুঠোয় এখন কোটি কোটি ডলার! তাকে নিয়ে দুনিয়ার সমস্ত পত্রপত্রিকায় হৈ চৈ পড়ে গেছে,' লেভি বলল। 'সে পরাবৃত্ত-যন্ত্র তৈরি করে ফেলেছে, প্রশান্ত মহাসাগরের একটা দ্বীপ অধিকার করেছে, এখন সে বিরাট কর্মকাণ্ডে নামার

জন্য প্রস্তুত হচ্ছে। ভূত্বকের ওপর আপনার যে গবেষণা শুধু এইটুকুর জন্যই এখন তার যা অপেক্ষা। আপনার জন্য ডিরিজাব্‌ল-বেলুন পাঠানো হবে। আবহাওয়া যদি বিঘ্ন না ঘটায় এক মাসের মধ্যে আমরা বেলুন ভেড়ানোর মাচা বানিয়ে ফেলতে পারব।'

মান্‌ৎসেভ দেয়ালে ঠেস দিয়ে মাথা হেঁট করে অনেকক্ষণ চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইল।

'গারিন, গারিন,' সে কয়েকবার উচ্চারণ করল। নিদারুণ মনোবেদনা ঝরে পড়ল তার তিক্ত ভর্ৎসনাপূর্ণ কণ্ঠস্বরে। 'পরাবৃত্ত-যন্ত্রের আইডিয়া আমিই তাকে দিয়েছিলাম। আমিই তার মাথায় বৈদূর্য বলয়ের চিন্তা ঢুকিয়েছিলাম। প্রশান্ত মহাসাগরের দ্বীপের কথাও আমিই তাকে বলেছিলাম। আমার মগজের চিন্তা চুরি করে সে আমাকে পচে মরার জন্য ফেলে রেখে গেল এই অভিশপ্ত বনবাদাড়ে।... আমার জীবনে আর এখন কী রইল? — শয্যা, ডাক্তার আর রুগীর পথ্য।... গারিন, গারিন।... জোচ্চোর! অন্যের আইডিয়া আত্মসাৎ করেছে...'

বাইরে দুর্যোগ। ঝড়ঝঞ্ঝা ফুঁসছে। সেই দিকে মুখ তুলে তাকাল সে।

'স্কার্ভি রোগে আমার দাঁতগুলো গেছে, দাদে গায়ের চামড়া খুবলে খেয়ে ফেলেছে, আমি প্রায় অন্ধ, আমার মগজ ভোঁতা হয়ে গেছে। গারিন দেরি করে ফেলেছে, বড় দেরিতে আমাকে স্মরণ করেছে।...'

উননব্বই

গারিন বেতার মাধ্যমে ইউরোপ ও আমেরিকার পত্রপত্রিকায় এই মর্মে সংবাদ পাঠাল যে সে, পিয়ের হ্যারি, প্রশান্ত মহাসাগরের একশ' তিরিশ ডিগ্রী পশ্চিম দ্রাঘিমাংশে এবং চব্বিশ ডিগ্রী দক্ষিণ অক্ষাংশে পঞ্চান্ন বর্গ কিলোমিটার আয়তনের একটি দ্বীপ ও তৎসংলগ্ন ছোটখাটো সমস্ত দ্বীপ ও চড়া অধিকার

করেছে ; এই দ্বীপটাকে সে তার নিজের রাজত্ব বলে গণ্য করে, দরকার হলে সে তার শেষ রক্তবিন্দু দিয়ে নিজের সার্বভৌম অধিকার রক্ষা করবে।

বিজ্ঞপ্তিটা সাধারণভাবে হাসির উদ্রেক করল। প্রশান্ত মহাসাগরের দক্ষিণ অক্ষাংশের এই ছোট দ্বীপটা ছিল জনবসতিশূন্য, প্রাকৃতিক দৃশ্য ছাড়া লক্ষণীয় কোন বৈশিষ্ট্যই তার ছিল না। এমনকি — আমেরিকা, হল্যান্ড না স্পেন — কে তার আসল মালিক এই ব্যাপারেও গোলমাল দেখা দিল। কিন্তু আমেরিকানদের সঙ্গে দীর্ঘকাল তর্কবিতর্ক চলল না, তাই অন্যেরা একটু আধটু অসন্তোষ প্রকাশ করে শেষকালে পৃষ্ঠপ্রদর্শন করল।

দ্বীপটা এমনই যে সেখানে যেতে গেলে যতটা কয়লা পোড়ে তার পেছনে ততটা খরচ করাও পোষায় না। কিন্তু নীতি বলে কথা! তাই ওই পিয়ের হ্যারি নামে লোকটাকে গ্রেপ্তার করা এবং দ্বীপে একটা স্থায়ী লৌহস্তম্ভ বসিয়ে তাতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের তারকাখচিত পতাকা উত্তোলনের উদ্দেশ্যে সান-ফ্রান্সিস্‌কো থেকে একটা হাল্‌কা ক্রুজার বেরিয়ে পড়ল।

ক্রুজার বেরিয়ে পড়ল। এদিকে গারিনসংক্রান্ত হাস্যকর ঘটনার ওপর 'বেচারি হ্যারি' নাম দিয়ে 'ফক্সট্রট' নাচের একটা গানও বাঁধা হয়ে গেল। গানটার বক্তব্য বিষয় ছিল এই যে হ্যারি নামে এক নগণ্য বেচারি কোন এক দো আঁশলা সুন্দরীর প্রেমে পড়েছিল — মেয়েটাকে সে এত ভালো বেসেছিল যে তাকে রাজরানী করার সাধ হল তার। সে তাকে একটা ছোট দ্বীপে নিয়ে গেল, সেখানে তারা দু'জনায়, দ্বীপের রাজা আর রানী মিলে ফক্সট্রট নাচল। রানী বলল, 'হ্যারি আমার বড্ড খিদে পেয়েছে, খেতে দাও।' উত্তরে বেচারি হ্যারি শুধু দীর্ঘশ্বাস ফেলল, আগের মতোই নেচে চলল। হায়, সমুদ্রের শামুক-ঝিনুক আর ফুল ছাড়া রানীকে দেবার মতো তার যে কিছুই নেই! অবশেষে এলো একটা জাহাজ। জাহাজের সুপুরুষ ক্যাপ্টেনটি রানীর দিকে একটা হাত বাড়িয়ে দিল, তাকে নিয়ে গেল অপূর্ব ভোজের টেবিলে। রানীর মুখে হাসি ফুটল, হাসতে হাসতে খেতে লাগল সে। এদিকে বেচারি হ্যারির একা একা নাচা ছাড়া আর কিছু

করার রইল না।... এই ধরনের আরও সব কথা ছিল সেই গানে।... এক কথায়, সবটাই ছিল ঠাট্টা।

দিন দশেক পরে ক্রুজার থেকে এক বেতার বার্তা পাওয়া গেল :

'দ্বীপ দেখা যাচ্ছে, তার সামনেই নোঙ্গর ফেলা হয়েছে। নামার চেষ্টা এখনও করি নি, যেহেতু এই মর্মে সতর্কবাণী পাওয়া গেছে যে দ্বীপ সুরক্ষিত। দ্বীপের শাসনকর্তা নামে আত্মপরিচয় প্রদানকারী পিয়ের হ্যারিকে চরমপত্র পাঠানো হয়েছে। মেয়াদ আগামীকাল সকাল সাতটা পর্যন্ত। এর পর অবতরণ বাহিনী পাঠাচ্ছি।'

খবরটা বেশ মজারই বটে — বেচারি হ্যারি তার ছোট্ট হাতের মুঠো পাকিয়ে কিনা ছয় ইঞ্চি ব্যাসের কামানকে শাসাচ্ছে!... কিন্তু না পরের দিন, না এর আরও কয়েক দিনের মধ্যে ক্রুজার থেকে আর কোন সংবাদই পাওয়া গেল না।

শেষবার যে প্রশ্ন তাকে করা হল, তার কোন উত্তর মিলল না। কী কাণ্ড! সমরমন্ত্রণালয়ের কেউ কেউ চিন্তিত ভাবে ভুরু কোঁচকাল।

এরপর খবরের কাগজে ম্যাক লিনেইর এক চাঞ্চল্যকর সাক্ষাৎকার বের হল। ম্যাক লিনেই জোর দিয়ে বলল যে পিয়ের হ্যারিই হল সেই কুখ্যাত রুশ হঠকারী ইঞ্জিনীয়র গারিন, প্যারিসের সন্নিহিত ভিল্ দ'আভ্রের রহস্যজনক হত্যাকাণ্ড থেকে শুরু করে বহুসংখ্যক অপরাধ যার নামের সঙ্গে জড়িয়ে শুনতে পাওয়া যায়। দ্বীপ অধিকারের ঘটনায় ম্যাক লিনেই আরও আশ্চর্য হয়ে যাচ্ছে এই কারণে যে গারিন যে-বোটে করে দ্বীপে গেছে তার ডেক-এ যাকে দেখা গেছে সে হল রোলিং এনিলাইন ট্রাস্টের প্রধান ও সর্বময় কর্তা খোদ রোলিং। তারই অর্থানুকূল্যে ইউরোপ ও আমেরিকায় প্রচুর জিনিস কেনা হয়েছে এবং সেগুলো দ্বীপে চালান করার জন্য চুক্তিবদ্ধভাবে জাহাজ ভাড়া করা হয়েছে। সমস্ত ব্যাপারটা যতক্ষণ পর্যন্ত আইন মাফিক চলছিল ততক্ষণ ম্যাক লিনেই মুখ খোলে নি, কিন্তু এখন সে জোর দিয়ে বলছে যে কেমিক্যালের রাজা রোলিং-এর সবচেয়ে বড় চরিত্র বৈশিষ্ট্যই

হল আইনের প্রতি তার অসাধারণ শ্রদ্ধা। তাই এবিষয়ে কোন সন্দেহ নেই যে দ্বীপ দখলের নির্লজ্জ ঘটনাটা রোলিং-এর ইচ্ছার বিরুদ্ধে ঘটেছে; আর তা থেকে শুধু এটাই প্রমাণিত হয় যে রোলিং দ্বীপে বন্দী হয়ে আছে, ধনকুবেরকে অভূতপূর্ব কৌশলে ব্ল্যাকমেল করে গারিন কোন কাজ হাসিল করতে চায়।

এখানেই হাসিঠাট্টার পরিসমাপ্তি। পরম পবিত্র অধিকার পদদলিত হল। পুলিশের চরেরা আগস্ট মাসে গারিনের মালপত্র কেনার ওপর তথ্য সংগ্রহ করল। সংখ্যাগত যে তথ্য পাওয়া গেল তা পিলে চমকানোর মতো। একই সঙ্গে সমরমন্ত্রণালয় বৃথাই ক্রুজারের সন্ধান করতে লাগল — তার কোন চিহ্নই পাওয়া গেল না। এ সবের সঙ্গে বিভিন্ন পত্রপত্রিকায় এনিলাইন কারখানার বিস্ফোরণ সম্পর্কে দুর্ঘটনার প্রত্যক্ষদর্শী খ্লিনভ নামে জনৈক রুশ বিজ্ঞানীর কথিত এক বিবরণ প্রকাশিত হল।

ঘটনা কেলেঙ্কারির পর্যায়ে চলে গেল। দেখা গেল বাস্তবিকই কোথাকার কোন্ এক হঠকারি সরকারের নাকের ডগায় বিপুল পরিমাণ সামরিক সরঞ্জাম কিনেছে, একটা দ্বীপ দখল করেছে এবং মার্কিন নাগরিকদের পরম মূল্যবান বস্তু স্বাধীনতা হরণ করেছে; আর সবচেয়ে বড় কথা, লোকটা একটা নীতিজ্ঞানহীন দুর্বৃত্ত, বহু লোকের হত্যাকারী, একটা পাষণ্ড বিশেষ।

টেলিগ্রাফ নিয়ে এলো আরও একটা পিলে চমকানো খবর — আধুনিকতম ধরনে তৈরি একটা রহস্যজনক ডিরিজাব্‌ল-বেলুন হাওয়াই দ্বীপপুঞ্জের ওপর দিয়ে উড়তে দেখা গেছে। বেলুনটা হিলো বন্দরে নেমে পেট্রোল আর জল নিয়ে কুরিল দ্বীপপুঞ্জের মাথার ওপর দিয়ে উড়তে উড়তে সাখালিন দ্বীপের আলেক্সান্দ্রভ্‌স্ক বন্দরে আবার নেমে পেট্রোল ও জল নিয়েছে। এরপর উত্তর-পশ্চিম দিকে যেতে যেতে অদৃশ্য হয়ে গেছে। এই বিচিত্র হাওয়াই জাহাজের ধাতুর চাদরের গায়ে 'প' ও 'হ' এই দুটি আদ্যাক্ষর দেখা গেছে।

এর পর কারও আর বুঝতে বাকি রইল না — গারিন হল মস্কোর চর। একেই কিনা লোকে বলছিল 'বেচারি হ্যারি'! কংগ্রেস চূড়ান্ত ব্যবস্থা অবলম্বনের পক্ষে ভোট দিল। আটটি

লাইনার ক্রুজারের একটা নৌবহর 'বদের বাসা' নামে দ্বীপের উদ্দেশ্যে যাত্রা করল। মার্কিন পত্রপত্রিকায় দ্বীপটা এখন ওই নামেই অভিহিত হয়ে থাকে।

ওই দিনই পৃথিবীর সমস্ত বেতারকেন্দ্রে ধরা পড়ল একটা শর্ট ওয়েভ বেতারবার্তা — সেটার বয়ান বিশ্রী রকমের উদ্ধত আর ছাঁদও অত্যন্ত অমার্জিত।

'হ্যালো! হ্যালো! অজ্ঞতাবশত আপনারা যাকে 'বদের বাসা' নাম দিয়েছেন সেই 'সুবর্ণ দ্বীপ' বেতারের খবর! হ্যালো! পিয়ের হ্যারি আন্তরিক ভাবে সকল দেশের সরকারকে পরামর্শ দিচ্ছেন তাঁরা যেন তাঁর ব্যক্তিগত ব্যাপারে নাক গলাতে না আসেন। পিয়ের হ্যারি আত্মরক্ষা করবেন। যে-কোন যুদ্ধ জাহাজ অথবা সামরিক নৌবহর সুবর্ণ দ্বীপের জলের এলাকায় প্রবেশ করলে তার দশা হবে সেই মার্কিন হাল্‌কা ক্রুজারের মতো — পনেরো সেকেণ্ডেরও কম সময়ের মধ্যে অতলে তলিয়ে যাবে। পৃথিবীর সমস্ত অধিবাসীর প্রতি পিয়ের হ্যারির আন্তরিক পরামর্শ — রাজনীতি ছেড়ে দিয়ে নিশ্চিন্তমনে তাঁর সম্মানে রচিত ফক্সট্রট নৃত্য করুন।'

নব্বই

শীতের বসতির কাছাকাছি খাতের বাঁধটা নতুন করে তৈরি হল। দ্যুৎকেন্দ্র কাজ শুরু করে দিল। প্রতিদিন সুবর্ণ দ্বীপ থেকে আর্থার লেভির কাছে অসহিষ্ণু প্রশ্ন আসতে থাকে: বেলুন ভিড়ানোর মাচা প্রস্তুত কি না।

মহাজাগতিক প্রশান্তি থেকে তাদের জাগিয়ে তোলার কারণ সম্পর্কে সম্পূর্ণ উদাসীন তড়িৎ চুম্বক তরঙ্গমালা বেতারগ্রাহক যন্ত্রে ঢুকে পড়ার উদ্দেশ্যে দ্রুত ধেয়ে চলল ইথারের বুকে, হেডফোনে শোনা গেল ক্ষিপ্ত গারিনের কর্কশ কণ্ঠস্বর:

'এক সপ্তাহের মধ্যে মাচা যদি তৈরি না হয় আমি আপনাকে

গ্ৰুলি করে মারার হ্ৰুকুম দিয়ে ডিরিজাব্‌ল-বেল্ৰুন পাঠাব। আপনি শ্ৰুনতে পাচ্ছেন ভোল্‌শিন?' কর্কশ কণ্ঠের এই কথাগ্ৰুলো ছেড়ে দিয়ে তড়িৎ চুম্বক তরঙ্গ ভূসংযোগকারী তারের মাধ্যমে তাদের সেই আদি প্রশান্ত অবস্থায় ফিরে যায়।

আগ্নেয়গিরির পাদদেশে শীতের বসতিতে দ্রুত কাজ চলতে থাকে: গাছপালা কেটে অনেকখানি জায়গা সাফ করা হয়েছে, লম্বা লম্বা পাইন গাছ কেটে মাটিতে ফেলা হয়েছে, আশি ফুট উঁচু একটা মিনার বসানো হয়েছে — তার ওপরের দিকটা সর্ৰু হয়ে উঠে গেছে, তিনটে পায়া মাটির অনেকখানি ভেতরে গাঁথা।

সকলেই সমস্ত শক্তি ব্যয় করে অবিরাম কাজ করে চলছে, কিন্তু সকলের চেয়ে বেশি ব্যস্ত ও উত্তেজিত দেখাচ্ছে মান্‌ৎসেভকে। ইতিমধ্যে খাওয়া দাওয়া করে সে খানিকটা বল ফিরে পেয়েছে, কিন্তু যে উন্মত্ততা তার স্বাভাবিক ব্ৰুদ্ধিব্‌ত্তিকে আচ্ছন্ন করে রেখেছে সেটা সম্ভবত যাবার নয়। কোন কোন সময় সারা দিন সব কিছ্ৰু ভুলে ঝাঁকড়া মাথাটা দ্ৰু'হাতে চেপে ধরে উদাসীনভাবে সে তার শোবার মাচায় বসে থাকত কিংবা পোষা ছাগল মাশ্‌কার বাঁধন খ্ৰুলে দিয়ে ইভানকে বলত:

'তুই যদি চাস, তোকে এমন জিনিস দেখাতে পারি যা কোন মান্ৰুষ কোন দিন দেখে নি।'

মাশ্‌কার গলায় বাঁধা দড়ি ধরে (ছাগলটা তাকে খাড়া পাহাড়ের ওপর উঠতে সাহায্য করত) মান্‌ৎসেভ এবং তার পেছন পেছন ইভান আগ্নেয়গিরির জ্বালাম্ৰুখের দিকে উঠতে থাকে।

লম্বা লম্বা পাইনের বন এখানে শেষ হয়ে গেছে, আরও উঁচুতে — বড় বড় পাথরের চাঁইয়ের মাঝখানে অবাড়ন্ত গাছের ঝোপঝাড়, তারও ওপরে — ছাতলা ধরা কালো কালো শিলাখণ্ড, কোথাও কোথাও তুষারে ঢাকা।

জ্বালাম্ৰুখের ধারগ্ৰুলো সার্কাসের বিশাল গ্যালারির বিধ্বস্তপ্রায় দেয়ালের মতো খাঁজে খাঁজে খাড়া ওপরে উঠে গেছে। কিন্তু এখানকার প্রতিটি ফাঁকফোকড় মান্‌ৎসেভের জানা — ক'কাতে ক'কাতে, মাঝে মাঝে বসে বিশ্রাম নিয়ে আঁকাবাঁকা পথ

বয়ে খাঁজে খাঁজে পা রেখে সে ওপরে উঠতে থাকে। কিন্তু মাত্র একবারই — এক শান্ত রোদ ঝলমলে দিনে তারা জ্বালামুখের শীর্ষে উঠতে সমর্থ হয়। অপূর্ব খাঁজগুলোকে ঘিরে আছে বাদামী-তামাটে রং মেশানো গলিত লাভার জমাট সরোবর। সূর্য নীচু হয়ে কিরণ দিচ্ছে, তার ফলে খাঁজের স্পষ্ট লম্বা লম্বা ছায়া এসে পড়েছে লাভার ধাতব পিণ্ডের ওপর। জ্বালামুখের পশ্চিম দিকের কাছাকাছি লাভাস্রোতের পিঠের একটা জায়গা মোচার আকারে উঁচু হয়ে আছে, তার চূড়া থেকে সাদা রঙের ধোঁয়া উঠছে।

'ওই ওখানে...' অষ্টাবক্র আঙুল বাড়িয়ে ধূমায়মান মোচাকৃতি জায়গাটা দেখিয়ে মান্‌ৎসেভ বলল, 'ওখানে আছে একটা কোটর — বলতে পারিস পৃথিবীর অতল গহ্বর, যার ভেতরে কোন মানুষের কখনও উঁকি মেরে দেখার সাধ্য হয় নি।... ওর ভেতরে আমি নাইট্রিক আর সালফিউরিক এসিডে ভেজানো তুলোর কিছু বিস্ফোরক ফেলেছিলাম — তলায় গিয়ে দপ্ করে জ্বলে যখন তা ফেটে পড়ল তক্ষুনি আমি একটা স্টপ ওয়াচ খুলে শব্দটা আমার কাছে পৌঁছুতে যতটা সময় লাগে তার গভীরতা মাপলাম। ওখান থেকে যে গ্যাস বেরিয়ে আসছিল আমি তা পরীক্ষা করে দেখলাম — একটা বকযন্ত্রের মধ্যে ভরে তার ভেতর দিয়ে ইলেকট্রিক ল্যাম্পের আলো ছাড়লাম, গ্যাসের ভেতর দিয়ে চালান করা রশ্মি একটা স্পেক্‌ট্রোস্কোপের প্রিজ্‌মে বিশ্লেষণ করলাম।... আগ্নেয়-গ্যাসের বর্ণচ্ছটার মধ্যে আমি সীসা, পারা ও সোনা এবং আরও বহু ভারী ধাতুর রেখা দেখতে পেলাম।... তুই বুঝতে পেরেছিস ইভান?'

'বুঝেছি, বলে যান, বলে যান।...'

'আমার মনে হয় মাশ্‌কা ছাগলের চেয়ে তোর অন্তত জ্ঞানগম্যি বেশি।... যাই হোক, এক দিন আগ্নেয়গিরিটা যখন বিশেষ উদ্দাম হয়ে উঠেছে, যখন খক খক করে তার ওই অতলস্পর্শী ভয়ংকর গর্ভ থেকে গয়ার তুলছে, সেই সময় নিজের জীবন বিপন্ন করে খানিকটা গ্যাস বকযন্ত্রের মধ্যে ভরা আমার পক্ষে সম্ভব হল।... আমি যখন নীচে আমার ক্যাম্পে ফিরছি,

তখন আগ্নেয়গিরিটা পিপের মতো বিরাট বিরাট পাথর আর ছাই মেঘের দিকে ছুঁড়তে শুরু করে দিয়েছে। একটা সদ্য-ঘুম-ভাঙা দৈত্যের পিঠের মতো মাটি থরথর করে কাঁপছে। এই সব তুচ্ছ ব্যাপারের দিকে নজর না দিয়ে আমি ছুটে গেলাম আমার ল্যাবরেটরিতে, স্পেকট্রোস্কোপ দিয়ে গ্যাস পরীক্ষা করলাম।... ইভান, আর হ্যাঁ মাশ্‌কা, তুইও শোন্‌...'

মানৎসেভের চোখ চকচক করে উঠল, তার দন্তহীন মুখটা বেঁকে গেল।

'আমি এমন এক ধরনের ভারী ধাতুর সন্ধান পেয়েছি যার উল্লেখ মেন্দেলেইয়েভের সারণীতে* নেই। কয়েক ঘণ্টা পরে ফ্লাস্কের মধ্যে ধাতুর উপাদানগুলো আলাদা আলাদা হয়ে যেতে শুরু করল — ফ্লাস্কটা হলুদ আলোয় উজ্জ্বল হয়ে উঠল, তারপর নীল এবং শেষকালে ফুটে উঠল একটা জোরাল লাল আলো।... আমি সাবধানতার খাতিরে সরে দাঁড়ালাম — কান ফাটানো বিস্ফোরণের আওয়াজ হল — ফ্লাস্ক, আমার ল্যাবরেটরির অর্ধেক চুলোয় উড়ে গেল।... আমি এই রহস্যজনক ধাতুর নাম দিলাম 'মা', কারণ আমার নামের আদ্যাক্ষর 'মা' এবং আমার ছাগলের নামেরও তা-ই। এই আবিষ্কারের সম্মান আমার এবং আমার ছাগল — আমাদের দু'জনেরই প্রাপ্য। বুঝতে পারলি আমি কী বলছি?'

'বলে যান নিকোলাই খিস্ত্রোফোরভিচ, বলে যান!'

'এই 'মা' ধাতু বৈদূর্য বলয়ের সবচেয়ে গভীর স্তরে পাওয়া যায়। এর উপাদানগুলো যখন আলাদা আলাদা হয়ে যেতে থাকে তখন তা থেকে প্রচণ্ড পরিমাণে সঞ্চিত তাপ ছাড়া পায়।... আমার আরও দৃঢ় বিশ্বাস, পৃথিবীর কোষকেন্দ্রে 'মা' ধাতু আছে। কিন্তু গড়পড়তা হিশেবে কোষকেন্দ্রের ঘনত্ব যেহেতু মাত্র আট ইউনিট — মোটামুটিভাবে লোহার ঘনত্বের সমান অথচ

---

* মেন্দেলেইয়েভের সারণী বা পর্যায়-সূত্র — আধুনিক প্রকৃতিবিজ্ঞানের অন্যতম মূল সূত্র। মেন্দেলেইয়েভের সারণীতে পরমাণুর ভার বৃদ্ধির পর্যায়ক্রমে সমস্ত মৌলিক পদার্থ অন্তর্ভুক্ত হয়েছে।

'মা' ধাতু তার দ্বিগুণ ভারী, তার মানে দাঁড়াচ্ছে এই যে পৃথিবীর ঠিক মাঝখানটা নিশ্চয়ই শূন্য।'

মান্‌ৎসেভ একটা আঙুল উঠাল। ইভান আর ছাগলটার দিকে তাকিয়ে বিকট হেসে উঠল।

'চল্‌, একবার দেখে আসি।'

তারা তিনজনে খাড়া শৈলচূড়া থেকে নীচে ধাতুর জমাট সরোবরে নেমে এলো, তারপর ধাতুপিণ্ডের ওপর দিয়ে পা হড়কাতে হড়কাতে ধূমায়মান মোচাকৃতি জায়গাটার দিকে এগোতে লাগল। ফাটলের ফাঁক দিয়ে হু হু করে গরম বাতাস ছুটে আসছে। পায়ের নীচে কোথাও কোথাও দেখা গেল অতলস্পর্শী কালো গহ্বর।

'মাশ্‌কাকে নীচে রেখে যেতে হয়,' ছাগলের নাকে টুস্‌কি মেরে এই কথা বলে ইভানকে সঙ্গে নিয়ে তপ্ত নুড়ি পাথর আঁকড়ে ধরে ঢিবিটার ওপরে উঠতে লাগল। তাদের ভারে নুড়িপাথর ঝুরঝুর করে চারদিকে গড়িয়ে পড়তে লাগল।

'উপুড় হয়ে শুয়ে পড়্‌, এবারে তাকিয়ে দ্যাখ।'

যে দিক থেকে ধোঁয়ার কুণ্ডলী আসছিল মোচাকৃতি ঢিবির সেই কিনারায় শুয়ে পড়ে তারা মাথা নামিয়ে দেখল। ভেতরে গভীর খাত, তার মাঝখানে তেইশ ফুট খানেক ব্যাসের একটা ডিম্বাকার গর্ত। সেখান থেকে ভেসে আসছে ভারী দীর্ঘশ্বাসের মতো ফোঁসফোঁসানি আর সেই সঙ্গে দূরাগত ঘর্ঘর আওয়াজ — কে জানে কোন্‌ অতল গর্ভে যেন পাথর গড়িয়ে গড়িয়ে পড়ছে।

ভালোমতো লক্ষ করার পর ইভান একটা লালচে আলো আলাদা করে চিনতে পারল — সেটা আসছে অতলস্পর্শী কোন এক গভীরতা ভেদ করে। আলোটা কখনও ম্লান হয়ে আসছে কখনও বা আবার দপ্‌ করে জ্বলে উঠছে, ক্রমেই আরও উজ্জ্বল হয়ে জ্বলতে জ্বলতে চোখ ধাঁধানো সিঁদুরে রঙ ধারণ করছে।... মাটি আরও ভারী দীর্ঘশ্বাস ছাড়তে লাগল, আরও ভয়ংকর হয়ে উঠল পাথর গড়ানোর গুরুগুরু শব্দ।

'তোড় বাড়তে শুরু করেছে, এই বেলা সরে পড়তে হয়,' মান্‌ৎসেভ বলল। 'এই আলো আসছে সাত হাজার মিটার

গভীরতার ভেতর থেকে। ওখানে 'মা' ধাতুর উপাদান আলাদা আলাদা হয়ে ভেঙে পড়ছে, সোনা আর পারা টগবগ করে ফুটছে, ভাপ হয়ে উবে যাচ্ছে।'

ইভানের কোমরের বেল্‌ট ধরে সে তাকে হিড়হিড় করে টানতে টানতে নীচে নিয়ে এলো। মোচাকৃতি ঢিবিটা থরথরিয়ে কাঁপছে, তার চতুর্দিকে পাথর ঝরে পড়ছে, ঘন ধোঁয়ার রাশি গলগল করে বেরিয়ে আসছে — দেখে মনে হচ্ছে যেন একটা বয়লার ফেটে গিয়ে তা থেকে ভাপ বেরোচ্ছে; অতল গহ্বর থেকে চোখ ধাঁধানো লাল টকটকে আলো চলকে উঠে নীচু মেঘের রাশিকে রাঙিয়ে তুলছে।

মাশ্‌কার গলার দড়ি চেপে ধরল মান্‌ৎসেভ।

'ছোট, ছোট সবাই।... এক্ষুনি পাথর ছিটকে পড়বে।...'

ভারী গমগম গর্জন শোনা গেল, সে গর্জন অ্যাম্ফিথিয়েটার আকৃতির শৈলমালার সর্বত্র প্রতিধ্বনি তুলল — আগ্নেয়গিরি বিশাল বিশাল পাথরের চাঁই উগরে ফেলে দিল।... মান্‌ৎসেভ আর ইভান দু'হাতে মাথা ঢেকে ছুটতে লাগল, গলার দড়ি মাটিতে ছেঁচড়াতে ছেঁচড়াতে আগে আগে লাফাতে লাফাতে চলল ছাগলটা।

একানব্বই

হাওয়াই জাহাজ ভিড়ানোর মাচা প্রস্তুত। সুবর্ণ দ্বীপ থেকে জানানো হল আবহাওয়ার পূর্বাভাসে সম্ভাব্য বিপদের উল্লেখ থাকা সত্ত্বেও ডিরিজাব্‌ল যাত্রা করেছে।

শেষ কয়েক দিন ধরে মান্‌ৎসেভের কাছ থেকে তার অপূর্ব আবিষ্কার সম্পর্কে খোলাখুলি কথা বার করার চেষ্টা করেছে আর্থার লেভি। মজুরদের কাছ থেকে একটু তফাতে শোবার মাচায় বসার পর সে তার পকেট-ফ্লাস্কটা বার করে মান্‌ৎসেভের চায়ে একটু একটু করে স্পিরিট ঢালতে থাকে।

মজুরেরা নীচে মেঝেতে ফারগাছের ডালপালা বিছিয়ে শয্যা পেতে শুয়ে আছে। থেকে থেকে তাদের মধ্য থেকে কেউ একজন

উঠে চুল্লিতে খানিকটা করে দেবদারুর শেকড়বাকড় ছুঁড়ে দিয়ে আসে। ঘরের ঝুলকালি পড়া দেয়াল আর খোঁচা খোঁচা দাড়িগোঁফে ভরা ক্লান্ত মুখগুলো উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে আগুনের আলোয়। ছাদের ওপর হাওয়ার তাণ্ডব চলতে থাকে।

আর্থার লেভি স্নেহজড়িত মৃদু স্বরে তাকে প্রবোধ দিয়ে কথা বলার চেষ্টা করে। কিন্তু মান্‌ৎসেভের কাণ্ডকারখানা দেখে মনে হয় সে বদ্ধ উন্মাদ হয়ে গেছে।

'শুনুন আর্থার আর্থারিভিচ, কী বলে ডাকব ছাই, জানি নে... ওসব চালাকি ছাড়ুন। আমার কাগজপত্র, আমার ফর্মুলা, মাটির গভীরে ড্রিল করার ব্যাপারে আমার পরিকল্পনা, আমার ডাইরী — সব আমি একটা টিনের বাক্সে পুরে ঝালাই ক'রে এমন জায়গায় লুকিয়ে রেখেছি যে কারও সাধ্যি নেই সেখান থেকে খুঁজে বার করে।... আমি হাওয়াই জাহাজে করে এখান থেকে চলে যাব — কিন্তু ওগুলো কেউ পাবে না — এমনকি গারিনও নয়। এমনকি আমার ওপর অত্যাচার করেও বার করতে পারবে না।'

'শান্ত হন নিকোলাই খ্রিস্তোফোরভিচ, যাদের সঙ্গে আপনার কাজের সম্পর্ক তারা সকলেই যে সজ্জন!'

'আমাকে অতটা বোকা ভাববেন না। গারিনের দরকার আমার ফর্মুলাগুলো, কিন্তু আমার দরকার আমার পৈতৃক প্রাণটা। আমি রোজ গন্ধজলে স্নান করতে চাই, দামী তামাক খেতে চাই, ভালো মদ খেতে চাই।... আমি দাঁত বাঁধিয়ে নেব, দামী দামী খাবার চিবিয়ে খাব। আমিও যশ চাই। যশ পাবার যোগ্যতা আমার আছে!... জাহান্নামে যান আপনারা সবাই — সেই সঙ্গে ওই গারিনও।...'

'নিকোলাই খ্রিস্তোফোরভিচ, সুবর্ণ দ্বীপে আপনি রাজার হালে থাকবেন।...'

'ছাড়ুন দেখি। গারিনকে আমার জানতে বাকি নেই।... সে আমাকে ঘৃণা করে, কারণ গারিন লোকটাই আগাগোড়া আমার উদ্ভাবন।... আমি না থাকলে সে একটা ছিঁচকে ঠকবাজ ছাড়া আর কিছুই হতে পারত না।... আপনারা হাওয়াই জাহাজে করে

আমার জলজ্যান্ত মগজটা নিয়ে যাবেন, কিন্তু আমার ফর্মুলা লেখা খাতাপত্র আপনাদের পেতে হচ্ছে না।'

ইভান গুসেভ কান খাড়া করে তাদের এই কথাবার্তার টুকরো টুকরো অংশ শুনল। রাত্রে হাওয়াই জাহাজ ভিড়ানোর জায়গা যখন প্রস্তুত, তখন ইভান গুড়ি মেরে গিয়ে উঠল মান্‌ৎসেভের শোবার মাচায় — দেখতে পেল সে চোখ খুলে শুয়ে আছে। ইভান তার কানের কাছে মুখ রেখে ফিসফিসিয়ে বলল:

'নিকোলাই খ্রিস্তোফোরভিচ, ওদের কারও কোন তোয়াক্কা না করে আমার সঙ্গে বরং চলুন লেনিনগ্রাদে। আমি আর তারাশ্‌কিন মিলে আপনাকে একটা বাচ্চা ছেলের মতো সেবাযত্ন করব।... আপনার দাঁত বাঁধানোর ব্যবস্থা হবে। ভালো থাকার জায়গা বার করব আমরা — এই বুর্জোয়াগুলোর সঙ্গে নিজেকে জড়িয়ে কাজ কী আপনার?'

'না ইভান, আমি মরতে বসেছি, আমার কামনা বাসনা তাই বড় বেশি — রোখা মুশকিল,' ছাদের কালিঝুলি পড়া বরগার মাঝখানের একটা ফাটল থেকে শেওলার খানিকটা গোছা ঝুলে ছিল — সেই দিকে তাকিয়ে উত্তরে মান্‌ৎসেভ বলল। 'সাত বছর ধরে এই অভিশপ্ত ঘরের ছাদের নীচে আমার কল্পনা ক্ষিপ্ত হয়ে ছুটে বেড়িয়েছে।... আর এক দিনও অপেক্ষা করার উপায় আমার নেই।...'

ইভান গুসেভ অনেক আগেই বুঝতে পেরেছে এই 'ফরাসী অভিযাত্রিদলটা' আসলে কী। ওদের কথাবার্তা সে মন দিয়ে শুনেছে, ওদের ওপর নজর রেখেছে, পরে নিজস্ব সিদ্ধান্তও সে নিয়েছে।

এখন সে মান্‌ৎসেভের পেছন পেছন ছায়ার মতো ঘুরছে। আজকের এই শেষের রাতে তার ঘুম আসছে না — চোখ ঘুমে ঢুলে আসতেই সে নাকের ফুটোয় পাখির পালক ঢুকিয়ে সুড়সুড়ি দিচ্ছে, নয়ত যেখানে বেশি ব্যথা লাগতে পারে সেই জায়গায় চিমটি কাটছে।

খুব ভোরে আর্থার লেভি রাগে গরগর করতে করতে পশুলোমের খাটো কোর্তা গায়ে দিল, গলায় মাফলার জড়িয়ে

বেরিয়ে গেল বেতার কেন্দ্রে — সেটা ছিল পাশের একটা সুড়ঙ্গ ঘরের ভেতরে। মান্‌ৎসেভকে ইভান চোখে চোখে রাখল। আর্থার লেভি ঘর ছেড়ে বেরোতে না বেরোতে মান্‌ৎসেভ চারপাশে চোখ বুলিয়ে দেখে নিল সবাই ঘুমোচ্ছে কিনা — তারপর সন্তর্পণে মাচা থেকে নামল, আস্তানার অন্ধকার একটা কোনায় আস্তে আস্তে চলে গেল, মাথা উঁচিয়ে দেখল। কিন্তু চোখে সম্ভবত সে ভালো দেখতে পাচ্ছিল না — তাই ফিরে এসে আগুনের কুন্ডটার ভেতরে খানিকটা শেকড়বাকড় ফেলে দিল। আগুন লক্‌লক্‌ করে জ্বলে উঠতে সে আবার কোনায় গেল।

ইভান অনুমান করতে পারল মান্‌ৎসেভ কী খুঁজছে: ঘরের কোনায় দেয়াল ঘেঁষে ছাদের গায়ে যেখানে দুটো কড়িকাঠ আড়াআড়িভাবে এসে মিলেছে সেখানে খানিকটা শেওলা উঠে গিয়ে হাঁ হয়ে আছে একটা কালো ফাঁক। এরই জন্য মান্‌ৎসেভের উদ্বেগ।... ডিঙ মেরে উঁচু হয়ে নীচু ছাদের আরেক প্রান্ত থেকে কালিঝুলিমাখা একমুঠো শেওলা টেনে বার করে কঁকাতে কঁকাতে তাই দিয়ে ফাঁকটা সে বন্ধ করল।

ইভান নাকে সুড়সুড়ি দেওয়ার পালকটা ফেলে দিয়ে কাত হয়ে শুয়ে পড়ল, মাথা পর্যন্ত লেপ মুড়ি দিয়ে সঙ্গে সঙ্গে ঘুমিয়ে পড়ল।

বরফ ঝড়ের থামার নাম নেই। দু'দিন হল বিশাল ডিরিজাব্‌ল-বেলুন বনের ভেতরকার ফাঁকা জায়গার মাথার ওপর ঝুলছে, নাকে দড়ি দিয়ে ভিড়ানোর মাচার ওপর নোঙ্গর করে রাখা হয়েছে। মাচার খুঁটি বেঁকে যাচ্ছে, মড়মড় আওয়াজ করছে। বেলুনের সিগার-আকৃতির কাঠামোটা এদিক ওদিক দুলছে, নীচ থেকে দেখে মনে হচ্ছে কোন এক বজরার লোহা বাঁধানো তলা শূন্যে ঝুলছে। মাঝিমাল্লারা তার গায়ের বরফ সাফ করে কূল পাচ্ছে না।

নীচে দাঁড়িয়ে আছে আর্থার লেভি। গান্ডোলার* ভেতর থেকে ঝুঁকে পড়ে ক্যাপ্টেন তার উদ্দেশে চেঁচিয়ে বলল:

---

* ডিরিজাব্‌ল-বেলুনের চুবড়ি।

'কী ব্যাপার, বলুন ত? কিসের জন্য ছাই আমরা অপেক্ষা করছি? নোঙ্গর খুলে ছেড়ে দেওয়া দরকার।... লোকের আর শক্তিতে কুলোচ্ছে না।'

লেভি দাঁতে দাঁত চেপে উত্তর দিল:

'আমি আরও একবার দ্বীপের সঙ্গে যোগাযোগ করে কথা বললাম। ওখান থেকে হুকুম হয়েছে যে করেই হোক ছেলেটাকে নিয়ে আসতে হবে।'

'খুঁটি কিন্তু আর বেশিক্ষণ তার সইতে পারবে না।'

লেভি অসহায়ভাবে কাঁধ ঝাঁকাল। ব্যাপার অবশ্য ছেলেটাকে নিয়ে নয়। সেই দিন রাত্রে ইভান বেপাত্তা হয়ে গিয়েছিল। তাতে কারও টনক নড়ে নি। ভোরবেলায় হাওয়াই জাহাজটা এসে অনেকক্ষণ ধরে তুষারাচ্ছন্ন মেঘের মধ্যে বনের ভেতরকার ফাঁকা জায়গার মাথার ওপর চক্কর খেতে লাগল — লোকে সেটাকে নোঙ্গর করার কাজে ব্যস্ত ছিল। সেখান থেকে তারা ক্যাম্পের জন্য খাদ্যসামগ্রী নামাতে লাগল। (অভিযাত্রিদলের মজুররা আর্থার লেভিকে সরাসরি জানিয়ে দিয়েছিল যে যথেষ্ট পরিমাণে খাদ্যসামগ্রী আর ভালো পারিশ্রমিক না পেলে নাইট্রিক ও সালফিউরিক এসিডে ভেজানো তুলোর বিস্ফোরক দিয়ে বেলুনের পেট ফেড়ে ফেলবে।) ছেলেটা বেপাত্তা হয়ে গেছে শুনে তাতে কোন আমল না দিয়ে আর্থার লেভি বলল:

'ও কিছু নয়।'

কিন্তু ব্যাপার শেষ পর্যন্ত রীতিমতো গুরুতর হয়ে দাঁড়াল।

প্রথমে গণ্ডোলাতে উঠে বসল মান্‌ৎসেভ, কিন্তু পরক্ষণেই কী কারণে যেন হন্তদন্ত হয়ে এলুমিনিয়মের সিঁড়ি বয়ে মাটিতে নেমে এলো, খোঁড়াতে খোঁড়াতে চলে গেল তাদের শীতের আবাসটার দিকে। কিছুক্ষণ পরে হঠাৎ সেখান থেকে ভেসে এলো তার হতাশ কণ্ঠের আর্ত চিৎকার। তুষারের মেঘরাশির ভেতর থেকে পাগলের মতো দু হাত নাড়াতে নাড়াতে ছিটকে বেরিয়ে এলো মান্‌ৎসেভ।

'কোথায় আমার টিনের বাক্স? কে নিল আমার কাগজপত্র? তুই, হারামজাদা, তুইই চুরি করেছিস ওগুলো!'

বলতে বলতে সে লেভির কলার চেপে ধরল, তাকে এত জোরে ঝাঁকুনি দিল যে তার মাথার টুপি খসে পড়ল।

স্পষ্টই বোঝা গেল, যার জন্য ডিরিজাব্‌ল-বেলুনের এখানে আগমন, অমূল্য ফর্মুলালেখা সেই কাগজগুলো নিয়ে হতভাগা ছোঁড়াটা চম্পট দিয়েছে।

'আমার কাগজপত্র! আমার ফর্মুলা!' মান্‌ৎসেভ ক্ষিপ্ত হয়ে চিৎকার করে উঠল। 'কোন মানুষের মস্তিষ্কের ক্ষমতা নেই ওগুলোকে আবার সৃষ্টি করে!... আমি কী নিয়ে যাব গারিনের কাছে? আমি সব ভুলে গেছি!'

লেভি কালবিলম্ব না করে ছেলেটার সন্ধানে একটা অনুসন্ধান-দল পাঠাল। সকলে বিরক্তি প্রকাশ করল। তা সত্ত্বেও কয়েকজন যেতে রাজী হল। মান্‌ৎসেভ তাদের পথ দেখিয়ে শয়তান-শিলার দিকে নিয়ে চলল। লেভি গণ্ডোলার কাছে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে আঙুলের নখ দাঁতে কাটতে লাগল। বেশ কিছুটা সময় কেটে গেল। যারা সন্ধানে গিয়েছিল তাদের মধ্য থেকে দু'জন ফিরে এলো।

'ওখানে যা ঘূর্ণিঝড় — এক পাও এগুনোর উপাই নেই।'

'মান্‌ৎসেভকে কোথায় ফেলে এলে তোমরা?' লেভি চিৎকার করে উঠল।

'কে জানে বাপু!... পেছনে পড়ে ছিল — পরে আর দেখতে পেলাম না।'

'মান্‌ৎসেভকে খুঁজে বার কর। ছেলেটাকেও।... ওদের দু'জনের জন্যই দশ হাজার করে মোহর দেওয়া হবে।'

মেঘ আরও ঘন কালো হয়ে জমতে লাগল। রাত ঘনিয়ে এলো। বাতাসের বেগ আরও বাড়ল। এদিকে ডিরিজাব্‌লের ক্যাপ্টেন হুমকি দিতে লাগল — নোঙ্গরের দড়ি কেটে বেলুন উড়িয়ে দিয়ে যে দিকে দু'চোখ যায় পালাবে।

অবশেষে শয়তান-শিলার দিক থেকে আগাগোড়া বরফে ঢাকা পশুলোমের লম্বা কোট গায়ে এক দীর্ঘকায় মূর্তির আবির্ভাব ঘটল। ইভান গুসেভকে সে পাঁজাকোলা করে বয়ে আনছে। লেভি ছুটে গেল, দস্তানা খুলে ছেলেটার কোটের ভেতরে হাত

গলিয়ে দিল। ইভানকে দেখে মনে হচ্ছিল সে ঘুমুচ্ছে, ঠাণ্ডায় সিঁটিয়ে যাওয়া তার হাতদুটো শক্ত করে বুকে চেপে ধরে আছে ছোট্ট একটা টিনের বাক্স, যার মধ্যে আছে মানুৎসেভের সেই মহামূল্যবান ফর্মুলা।

'বেঁচে আছে, বেঁচে আছে, ঠাণ্ডায় একটু জমে গেছে — এই যা,' বরফে ঠাসা দাড়ির ফাঁক দিয়ে প্রশস্ত হাসি হেসে দীর্ঘকায় লোকটি বলল। 'সেরে উঠবে। ওপরে নিয়ে যাব কি?' বলে উত্তরের অপেক্ষা না করে ইভানকে সে বয়ে নিয়ে গণ্ডোলার ভেতরে রেখে এলো।

'কী হল?' ওপর থেকে ক্যাপ্টেন চেঁচিয়ে বলল। 'ছাড়া হবে?'

আর্থার লেভি দ্বিধাগ্রস্ত দৃষ্টিতে তার দিকে তাকাল।

'আপনি কি ছাড়ার জন্য তৈরি?'

'তৈরি,' ক্যাপ্টেন উত্তর দিল।

লেভি আরও একবার শয়তান-শিলার দিকে ফিরে তাকাল — ঘন কালো মেঘের ভারী পর্দার আড়াল ভেদ করে সেখানে উড়ছে, তাণ্ডব নৃত্য করছে তুষাররাশি। সে মনে মনে ভাবল, থাক গে আসল কাজ ত হাসিল হয়েছে — ফর্মুলা এখন হাতের মুঠোয় এসে গেছে।

'হ্যাঁ ছেড়ে দিন!' এলুমিনিয়ামের সিঁড়িতে লাফিয়ে উঠতে উঠতে সে বলল। 'বাঁধন খোল, বাঁধন খোল।...'

ধনুকের মতো পিঠ বাঁকানো ছোট্ট দরজাটা খুলে সে গণ্ডোলার ভেতরে ঢুকে পড়ল।

মাচার মাথায় যে শণের কাছি দিয়ে হাওয়াই জাহাজ বাঁধা ছিল মাল্লারা সেটা কাটতে লেগে গেল। ইঞ্জিন ঘর্ঘর, ফটফট আওয়াজ তুলল। প্রপেলার ঘুরতে লাগল।

ঠিক সেই মুহূর্তে পেছন থেকে বরফ ঝড়ের তাড়া খেয়ে তুষার-ঘূর্ণির ভেতর থেকে এক লাফে বেরিয়ে এলো মানুৎসেভ। হাওয়ায় তার চুলগুলো খাড়া হয়ে উঠেছে। উদ্বাহু হয়ে সে হাওয়াই জাহাজের উড়ন্ত দেহরেখা চেপে ধরতে গেল।

'থামাও! থামাও!' ভাঙা গলায় চিৎকার করে সে বলল।

গণ্ডোলার গায়ে লাগানো এলুমিনিয়ামের সি'ড়ি যখন মাটি থেকে গজখানেক ওপরে উঠে গেছে তখন সে খপ করে চেপে ধরল সি'ড়ির শেষ ধাপটা। কয়েকজন লোক তার কোট চেপে ধরে তাকে ছাড়িয়ে দেবার চেষ্টা করল। কিন্তু সে পা ছু'ড়ে তাদের ঠেলে সরিয়ে দিল। হাওয়াই জাহাজের ধাতব তলপেটটা শূন্যে দুলে উঠল, ইঞ্জিন ফট্‌ফট্‌ আওয়াজ ছাড়ল, প্রপেলার ক্রুদ্ধ গর্জন তুলল। তুষারের ঘূর্ণিঝড়ের মেঘরাশি ভেদ করে হাওয়াই জাহাজ ঊর্ধ্বে উঠে গেল।

মান্‌ৎসেভ সি'ড়ির শেষ ধাপটা সাঁড়াশীর মতো আঁকড়ে ধরে রইল। দ্রুত ওপরে উঠে গেল সে।... নীচে যারা দাঁড়িয়ে ছিল তারা তার দু'দিকে ছড়িয়ে পড়া দুটো পা আর পশুলোমের উড়ু উড়ু কোর্তাটা আকাশে ভেসে যেতে দেখল।

এই ভাবে উড়ে সে কত দূর যেতে পারল, আকাশের কতটা উ'চুতে ওঠার পর সে হাত ফসকে পড়ে গেল, নীচে যারা দাঁড়িয়ে ছিল তাদের কেউই তা দেখতে পেল না।

বিরানব্বই

এলুমিনিয়ামের গণ্ডোলার জানলায় ঝু'কে পড়ে বাইনোকুলার দিয়ে তাকিয়ে দেখল মাদাম লামোল। উজ্জ্বল নীল আকাশে বৃত্ত এ'কে ডিরিজাব্‌ল ভেসে চলেছে ধীর মন্থর গতিতে। তিন হাজার তিনশ' ফুট নীচে মহাসাগরের নীল সবুজ স্বচ্ছ জলরাশির অনন্ত বিস্তার। তার মাঝখানে অদ্ভুত আকৃতির একটা ছোট্ট দ্বীপ। ওপর থেকে তার রেখাচিত্রটা অনেকটা ছোট আকারের আফ্রিকার মতো। তার দক্ষিণ, পূব আর উত্তর-পূর্ব উপকূল ধরে পুঞ্জ পুঞ্জ ফেনার ঝালর দেওয়া ছোট ছোট পাথুরে দ্বীপ আর চরা, পাশে ছিটকে পড়া কিছু জলবিন্দুর মতো কালো কালো দেখাচ্ছে। পশ্চিম ভাগ পরিষ্কার।

সেখানে গভীর উপসাগরে বেলাভূমির বালুকারাশির কাছে নোঙ্গর করে আছে অনেকগুলো মালবাহী জাহাজ। জোইয়া গুনে

দেখল — চব্বিশটা — যেন জলের ওপর ঘুমিয়ে আছে চব্বিশটা গুবরে পোকা।

দ্বীপের বুক সুতোর জালে চিরে চলে গেছে রাস্তাঘাট — এসে মিশেছে শিলাসঙ্কুল উত্তর-পূর্বাংশে, যেখানে সূর্যের আলোয় ঝলমল করছে দালানকোঠার কাচের ছাদ। একটা রাজপ্রাসাদ তৈরির কাজ শেষ হতে চলেছে — তার তিনটে বারান্দা থাকে থাকে নেমে গেছে বালুকাময় ছোট্ট খাঁড়ির তরঙ্গমালার দিকে।

দ্বীপের দক্ষিণ দিকে একটা দালান। ওপর থেকে সেটাকে দেখাচ্ছে বাচ্চাদের মেকানোর* তৈরি হিজিবিজি রেখার মতো — ছোট বড় নানা আকারের কড়ি বরগা, আড়কাঠ আটকানোর কাঠামো, ভার তোলার ক্রেইন আর রেললাইনের জটাজাল এবং তারই মাঝখানে ছোট ছোট ওয়াগনের ছোটাছুটি। গণ্ডায় গণ্ডায় হাওয়া-মোটর ঘুরছে। বিদ্যুৎকেন্দ্র আর জল পাম্পের স্টেশনগুলোর চিমনি থেকে ভক্ ভক্ করে ধোঁয়া উঠছে।

এই সব নির্মাণকর্মের মাঝখানে বেরিয়ে আছে একটা খনির গোল কালো গহ্বর। সেখান থেকে খনিজদ্রব্য বার করে তীরের দিকে বয়ে নিয়ে চলেছে লোহার বিরাট চওড়া সমস্ত কনভেয়র; তারও পরে সমুদ্রের গর্ভে চলে গেছে পলিমাটি তোলার লাল পন্টুনগুলো — যেন কিলবিল করছে কতকগুলো পোকা। খনির গহ্বরের ওপর সর্বক্ষণ জমে আছে বাষ্পের ঘন মেঘ।

দিন রাত ছয়টা শিফ্টে খনির কাজ চলছে। গারিন ভূত্বকের গ্রানাইট পাথরের বর্ম ভেদ করছে। এই লোকটার স্পর্ধা পাগলামির সীমানায় এসে পৌঁছেছে। মাদাম লামোল খনির মাথার ওপরকার ধোঁয়ার দিকে তাকাল, তার রোদে পোড়া সোনালি হাতে বাইনোকুলার কাঁপতে লাগল।

উপসাগরের নীচু উপকূল ভাগ জুড়ে গুদাম আর বসতবাটির ছাদগুলো নিয়মিত ভাবে সার বেঁধে আছে। মানুষজনের মূর্তি

---

* মেকানো — যন্ত্রপাতির সঙ্গে পরিচিতির জন্য বাচ্চাদের এক ধরনের কারিগরি খেলা। এতে ধাতুর তৈরি ছোট ছোট অংশ থাকে, সেগুলো জুড়ে নানা রকম যন্ত্রপাতি ও নির্মাণকর্মের মডেল বানানো যায়।

পিপড়ের মতো চলাফেরা করছে পথের ওপর। গড়গড় করে চলেছে মোটরগাড়ি আর মোটরসাইকেল। দ্বীপের মাঝখানে নীল ঝকঝকে একটা সরোবর, সেখান থেকে বেরিয়ে এঁকেবেঁকে দক্ষিণ দিকে বয়ে চলেছে একটা ছোট্ট নদী। তার দু'ধারে চাষের জমি আর সবজি-বাগান। পুব অংশের ঢালটা আগাগোড়া মরকত-সবুজ আস্তরণে ঢাকা — সেখানে বেড়ার ওধারে গোরুবাছুর চরে বেড়াচ্ছে। দ্বীপের উত্তর-পূর্ব প্রান্তে, প্রাসাদের সামনের শিলারাশির মাঝখানে ফুলের কেয়ারি আর বসানো গাছপালার বহুবর্ণ বিচিত্র গালিচা ফুটে উঠেছে।

মাত্র ছয় মাস আগেও দ্বীপটা ছিল ঊষর — থাকার মধ্যে মাত্র ছোট ছোট কাঁটা গাছ, সৈন্ধব লবণে ছাইরঙ ধরা পাথরের খণ্ড আর কিছু অবাড়ন্ত ঝোপ। জাহাজে করে দ্বীপে এনে ফেলা হয়েছে হাজার হাজার টন রাসায়নিক সার, আর্তেজীয় কূপ খোঁড়া হয়েছে, গাছগাছড়া এবং গোটা গোটা বিরাট গাছ এনে বসানো হয়েছে।

গণ্ডোলা থেকে, অনেক উঁচু থেকে জোইয়া মুগ্ধ হয়ে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখল মহাসাগরের বুকে তুষারশুভ্র ফেনিল, তরঙ্গাঘাতে বিধৌত ঐশ্বর্যময়, উজ্জ্বল এই ছোট্ট অবহেলিত ভূখণ্ডটা — তাকে দেখে মনে হচ্ছিল যেন কোন নারী তার হাতের মুঠোয় মহামূল্যবান রত্ন ধরে মুগ্ধ হয়ে দেখছে।

তিরানব্বই

পৃথিবীতে এক সময় সাতটি আশ্চর্য ছিল। লোকশ্রুতির মারফত তার মধ্যে আমরা জানতে পেরেছি মাত্র তিনটির অস্তিত্ব — এফেসাসের ডায়না দেবীর মন্দির,* ব্যাবিলনের শূন্যো-

* এফেসাসের ডায়না দেবীর মন্দির — প্রাচীন রোমক কিংবদন্তী অনুসারে চন্দ্র ও মৃগয়ার দেবী আর্টেমিসের মন্দির। স্থাপত্য সৌন্দর্যের জন্য বিখ্যাত। খ্রীষ্টপূর্ব ৩৫৬ অব্দে নিজের নাম চিরস্মরণীয় করার

দ্যান* আর রোড্‌স নগরদ্বারে গ্রীক সূর্যদেবের অতিকায় ব্রোঞ্জ মূর্তি**। বাদবাকিগুলোর স্মৃতি আতলান্তিকের অতল ডুবে গেছে।

মাদাম লামোল রোজ যে কথাটা বারবার বলে থাকে তা হল এই যে অষ্টম আশ্চর্য হওয়া উচিত সুবর্ণ দ্বীপের খনি। প্রাসাদের যে জলসাঘরটি তৈরির কাজ সবে শেষ হয়েছে, যার বিশাল বিশাল খোলা জানলা দিয়ে সমুদ্রের মৃদুমন্দ হাওয়া ভেসে আসে সেখানে সান্ধ্যভোজের সময় মাদাম লামোল সুরার পাত্র তুলে বলে:

'পৃথিবীর পরমাশ্চর্যের জন্য, মহাপ্রতিভা আর অসমসাহসের সম্মানে পান করব আমরা।'

দ্বীপের বাছাই করা জনসমাজের সকলে উঠে দাঁড়িয়ে মাদাম লামোল আর গারিনকে অভিনন্দন জানায়। কাজের নেশায় আর অদ্ভুত অদ্ভুত চিন্তাভাবনায় সকলে মশগুল। দুনিয়ার সমস্ত মহাদেশ মিলে অধিকার লঙ্ঘনের উল্লেখ করে গলা ফাটিয়ে মরুক। এদের তাতে বয়েই গেল। এখানে দিন রাত মাটির তলায় খনি গুঞ্জন তুলছে, এলিভেটরের কোদাল ক্রমাগত মাটির গভীর থেকে গভীরতর স্তরে, অফুরন্ত স্বর্ণভাণ্ডারের দিকে চলেছে ঘর্ঘর আওয়াজ করতে করতে। সাইবেরিয়ার স্বর্ণখনি, ক্যালিফোর্ণিয়ার খাদ, ক্লন্‌ডাইকের তুষারাছন্ন ঊষর ভূমি — এর কাছে নেহাৎই তুচ্ছ, এলেবেলে কিছু খোঁড়াখুঁড়ি মাত্র। সোনা এখানে আছে পায়ের তলায়, যে-কোন জায়গায় — একবার গ্রানাইট স্তর ভেদ করে ফুটন্ত বৈদূর্য বলয়ে ঢুকে পড়তে পারলেই হল।

হতভাগ্য মান্‌ৎসেভের ডায়রীতে গারিন এই রকম একটা লেখা পেল:

উদ্দেশ্যে হেরোস্ত্রাটস এই মন্দিরটি পুড়িয়ে দেন। ডায়না দেবীকে রোমকরা আর্টেমিস বলে শনাক্ত করে।

* ব্যাবিলনের শূন্যোদ্যান — ব্যাবিলনের রানী সেমিরামিসের শূন্যোদ্যান।

** রোড্‌সের অতিকায় ব্রোঞ্জ মূর্তি — প্রাচীন গ্রীসের সূর্যদেব হেলিওসের মূর্তি। রোডস্‌ দ্বীপের পোতাশ্রয়ের প্রবেশমুখে এই মূর্তিটি ছিল।

'বর্তমান কালে অর্থাৎ চতুর্থ তুষার-যুগ শেষ হতে যখন লোমের আচ্ছাদনহীন এমন এক জাতের মেরুদণ্ডী প্রাণীর দ্রুত বিকাশ ঘটতে লাগল, যারা পেছনের দু পায়ে ভর দিয়ে চলাফেরা করতে পারে এবং যাদের বাকযন্ত্র এত সুকৌশলে তৈরি যে বহু বিচিত্র ধ্বনি উচ্চারণ করতে পারে, তখন পৃথিবীর চিত্রটা হল নিম্নরূপ:

'তার ওপরের আচ্ছাদনটা তিন থেকে ষোল মাইল পর্যন্ত পুরু জমাট গ্রানাইট ও ডিওরাইট শিলায় গঠিত। এই ত্বকের বাইরের দিক সামুদ্রিক পলি আর ধ্বংসপ্রাপ্ত উদ্ভিজ্জ (কয়লা) ও ধ্বংসপ্রাপ্ত প্রাণী দেহাবশেষের (তেল) স্তরে ঢাকা। তার নীচে আছে ভূমন্ডলের দ্বিতীয় আরেকটা আবরণ — বৈদূর্য বলয় — গলিত ধাতুর একটা স্তর।

'কোন কোন জায়গায়, যেমন প্রশান্ত মহাসাগরের কোন কোন অঞ্চলে এই গলিত বৈদূর্য বলয় ভূপৃষ্ঠের অনেকটা কাছাকাছি — মাইল তিনেক গভীরতার মধ্যে আছে। গলিত ধাতুর এই দ্বিতীয় আবরণ বর্তমানে ষাট মাইলেরও বেশি পুরু হয় এবং প্রতি এক লক্ষ বছরে আধ মাইল করে বাড়তে থাকে।

'গলিত বৈদূর্য বলয়ে তিনটি স্তরভেদ লক্ষ করা যায়: ভূত্বকের কাছাকাছি ওপরের স্তর আগ্নেয়গিরির উৎক্ষিপ্ত লাভা এবং পোড়া ধাতু ও কয়লার ছাই; মাঝখানের স্তর অলিভাইন বা বৈদূর্য লোহা আর নিকেলের, অর্থাৎ শরৎকালের রাতে আমরা যে তারাখসা দেখি সেই উল্কাপিণ্ডের মৌলিক উপাদান; সব শেষে আছে তৃতীয় সর্বনিম্ন স্তর — সোনা, প্ল্যাটিনাম, জির্কোনিয়াম, সীসা ও পারার স্তর।

পারমাণবিক উপাদান ভাঙনের ফলস্বরূপ প্রাপ্ত, তরল অবস্থায় পরিণত হীলিয়াম গ্যাসের ঘনীভূত স্তরের গদির ওপর বৈদূর্য বলয়ের এই তিনটি স্তর অবস্থান করছে।

'সর্বশেষে, তরল গ্যাসের আবরণের নীচে আছে পৃথিবীর কোষকেন্দ্র। এ জায়গাটা শক্ত, ধাতব, তার তাপমাত্রা হিমাঙ্কের প্রায় ২৭৩ ডিগ্রী সেণ্টিগ্রেড নীচে — অর্থাৎ মহাকাশের তাপমাত্রার সমান।

'পৃথিবীর কোষকেন্দ্র ভারী তেজস্ক্রিয়াসম্পন্ন ধাতুতে গঠিত। মেন্দেলেইয়েভের সারণীর শেষে এই ধাতুগুলোর মধ্যে যে দুটির উল্লেখ আছে সেই ইউরেনিয়াম ও থোরাম আমাদের পরিচিত। কিন্তু তারা নিজেরাই অতি ভারী এমন এক মূল ধাতুর ভাঙনের ফল, যা প্রকৃতিতে আজও অপরিচিত।

'আমি আগ্নেয়গিরির গ্যাসের মধ্যে তার চিহ্ন পেয়েছি। এই ধাতু 'মা' ধাতু — প্ল্যাটিনামের চেয়ে এগারো গুণ ভারী। এর মধ্যে প্রচন্ড তেজস্ক্রিয়াশক্তি আছে। এক কিলোগ্রাম এই ধাতু যদি বার করে পৃথিবীর উপরিভাগে আনা যায় তাহলে কয়েক মাইল পরিধি জুড়ে সমস্ত রকম প্রাণের বিনাশ ঘটবে, তার তেজবিকিরণে আবৃত সমস্ত পদার্থ আলোক বিচ্ছুরণ করবে।

'পৃথিবীর কোষকেন্দ্রের আপেক্ষিক গুরুত্ব যেহেতু মোটে আট ইউনিট (লোহার আপেক্ষিক গুরুত্বের সমান) তার ফলে সব সময়ই এমন একটা ভ্রান্ত ধারণার প্রচলন ছিল যে কোষকেন্দ্রটা লোহার; এবং 'মা' ধাতু যেহেতু দশলক্ষ আবহমন্ডলের চাপে সচ্ছিদ্র অবস্থায় থাকতে পারে না বলে অনুমান করা যেতে পারে, তাই একমাত্র এই সিদ্ধান্তেই আসা যেতে পারে:

'পৃথিবীর কোষকেন্দ্র একটা শূন্যগর্ভ গোলক অথবা ভয়ংকর চাপের ফলে কেলাসিত অবস্থাপ্রাপ্ত হীলিয়াম গ্যাসে ভর্তি 'মা' ধাতুর একটা বোমা।

'ভূমন্ডলকে চিরলে তার চেহারাটা দাঁড়াবে এই রকম:

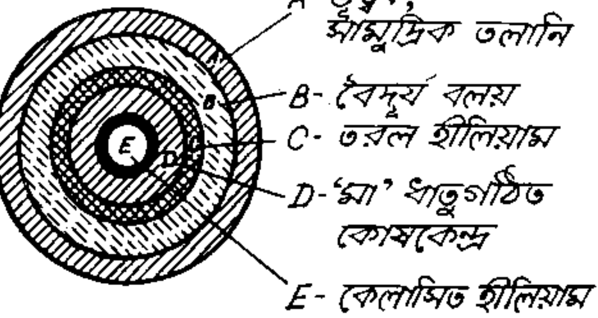

'যে 'মা' ধাতু দিয়ে পৃথিবীর কোষকেন্দ্র গঠিত, তা অবিরাম আলাদা আলাদা উপাদানে ভেঙে গিয়ে অন্যান্য হাল্কা ধাতুতে পরিণত হচ্ছে এবং তার ফলে প্রচন্ড পরিমাণ তাপ ছাড়ছে। পৃথিবীর কোষকেন্দ্র উত্তপ্ত হয়ে উঠছে। কয়েক শ' কোটি বছর পরে পৃথিবী আগাগোড়া গনগনে হয়ে উঠে বোমার মতো ফেটে পড়বে, দপ্ করে জ্বলে একটা গ্যাসের পিন্ডে পরিণত হবে — চন্দ্র যে কক্ষপথে পৃথিবীকে প্রদক্ষিণ করে তার ব্যাস হবে সেই পরিমাণ; এই পিন্ডটা ছোট্ট একটা তারার মতো দীপ্তি দেবে, পরে আবার জুড়িয়ে যেতে শুরু করবে এবং ফের সঙ্কুচিত হয়ে ভূমন্ডলের বর্তমান আকারে ফিরে আসবে। তখন আবার পৃথিবীর বুকে জীবনের আবির্ভাব ঘটবে, কোটি কোটি বছর পরে মানুষের আবির্ভাব ঘটবে, মানবজাতির দ্রুত বিকাশ এবং উচ্চ সমাজব্যবস্থা গঠনের সংগ্রাম আবার নতুন করে শুরু হবে।

'পৃথিবী আবার অবিরাম পারমাণবিক উপাদান ভাঙনের ফলে তপ্ত হতে থাকবে, ফলে শেষ কালে আবার দপ্ করে জ্বলে ছোট্ট তারায় পরিণত হবে।

এই হল পার্থিব জীবনের চক্রাবর্তন। এই আবর্তন অজস্র বার ঘটেছে, ভবিষ্যতেও আরও অজস্র বার ঘটবে। এর বিনাশ নেই। এ হল শাশ্বত নবায়ন।...'

মান্‌ৎসেভের ডায়রীর এই কথাগুলো গারিন পড়ল।

চুরানব্বই

খনির ওপরের কিনারাগুলো ইস্পাতের বর্মে আচ্ছাদিত। গভীরতার মাত্রা অনুযায়ী দুর্গল ইস্পাতের বিশাল বিশাল সিলিন্ডার তার ভেতরে নেমে গেছে। সেগুলো খনির এমন সমস্ত জায়গায় গেছে যেখানে তাপমাত্রা উঠেছে তিনশ' ডিগ্রী সেন্টিগ্রেড পর্যন্ত। আচমকা এক লাফে ভূপৃষ্ঠের তিন মাইল গভীরে এটা ঘটেছে। পুরো একটা শিফটের এক দল মজুর ও দুটো পরাবৃত্ত-যন্ত্র এর জন্য খনির গর্ভে ধ্বংস হয়েছে।

গারিন অসন্তুষ্ট। সিলিন্ডার নামানো এবং তাতে নাছি লাগানোর ফলে কাজের ক্ষতি হয়েছে। এখন খনির দেয়াল লাল গনগনে হয়ে ওঠায় সংকুচিত বায়ু দিয়ে ঠাণ্ডা করে রাখা হয়েছে, ঠাণ্ডায় জমে দেয়ালগুলো সত্যিকারের কঠিন বর্মের কাজ করছে। কোনাকুনি খুঁটির জালে তাদের ঠেক দিয়ে রাখা হয়েছে।

খনির ব্যাস খুব একটা বড় নয় — ষাট ফুট। ভেতরের ব্যবস্থাটা জটিল — বায়ু সঞ্চালন ও বায়ু নিষ্কাশনের পাইপ, বীম, নানা রকম তারের জাল, ডিউরএলুমিনিয়াম কূপ — সেগুলোর মাঝখান দিয়ে আবার চলাফেরা করছে এলিভেটরের কোদাল, এক এলিভেটর থেকে আরেক এলিভেটরে চালান করার প্ল্যাটফর্ম আর তরল বায়ু বানানোর যন্ত্র ও পরাবৃত্ত-যন্ত্র রাখার প্ল্যাটফর্ম।

লিফ্‌ট, এলিভেটর, যন্ত্রপাতি — সবই চলাচল করছে বিদ্যুতের সাহায্যে। যন্ত্রপাতি রাখার গুদাম এবং মজুরদের বিশ্রামের জন্য খনির পাশে পাশে গুহা খোঁড়া হয়েছে। প্রধান খনির মাল খালাসের জন্য গারিন তার সঙ্গে সঙ্গে উনিশ ফুট ব্যাসের সমান্তরাল আরেকটি খনি খুঁড়তে লোক নামিয়ে দিয়েছে — এই খনিটা ঝড়ের বেগে যাতায়াতকারী ইলেকট্রিক লিফ্‌টের সঙ্গে গুহার সংযোগ ঘটাচ্ছে।

কাজের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অংশ, অর্থাৎ খননের কাজ পরাবৃত্ত-যন্ত্রের রশ্মি, তরল বায়ুপ্রভাবে শীতলীকরণ ব্যবস্থা এবং নানা রকম খনিজ শিলা তুলে ফেলে খনি পরিষ্কার করার জন্য এলিভেটরের সমন্বিত ক্রিয়াকলাপের সাহায্যে চলছে। বিশেষ ভাবে তৈরি বারোটা পরাবৃত্ত-যন্ত্র শ্যামনাইট তড়িদ্‌বাহের বৈদ্যুতিক আলোকচ্ছটার বিচ্ছুরণ থেকে তেজ গ্রহণ করে শিলার ভেতরে কেটে বসছে, খনিজশিলা ভেদ করে তাকে গলিয়ে দিচ্ছে; তরল বায়ুর ধারায় তা সঙ্গে সঙ্গে ঠাণ্ডা হয়ে যাচ্ছে এবং খুব ছোট ছোট অংশে ভেঙে গুঁড়িয়ে এলিভেটরের কোদালে গিয়ে পড়ছে। দহনের ফলে যে গ্যাস আর বাষ্প তৈরি হচ্ছে বায়ুশোষণ ব্যবস্থার সাহায্যে তা বার করে দেওয়া হচ্ছে।

সুবর্ণ দ্বীপের উত্তর-পূর্ব অংশের প্রাসাদটা মাদাম লামোলের স্বপ্নবিলাসী পরিকল্পনা অনুযায়ী তৈরি হয়েছিল।

কাঁচ, ইস্পাত, গাঢ় লাল রঙের পাথর আর মর্মরপাথরের এই বিশাল অট্টালিকার মধ্যে পাঁচশটি হলঘর আর কামরা আছে। সামনের প্রধান অংশে মর্মরপাথরের দুটো প্রশস্ত সোপানশ্রেণী সমুদ্র থেকে সোজা ওপরে উঠে গেছে। নীচের ধাপ আর সোপানশ্রেণীর চারপাশের ভিতের গায়ে ভেঙে পড়ছে সমুদ্রের ঢেউ। ভিতের ওপর সচরাচর যে ধরনের মূর্তি ও ফুলদানি থাকে তার জায়গায় আছে জাফরিকাটা চারটে ছোট ছোট ব্রোঞ্জের মিনার — তাদের শীর্ষদেশে সোনার গোলক, তার ভেতরে রশ্মি ছাড়ার উপযোগী পদার্থে ঠাসা পরাবৃত্ত-যন্ত্র — সমুদ্রের মুখ আগলে হুঁশিয়ারী দিচ্ছে।

সোপানশ্রেণী উঠে গেছে ওপরের খোলা চাতালে — সেখানে অনেকখানি গভীরে চৌকোনা থামে পোক্ত করে গড়া দুটো প্রবেশ-পথ — চলে গেছে বাড়ির ভেতরে। আগাগোড়া পাথরের তৈরি সম্মুখভাগটা মিশরীয় স্থাপত্যের ধাঁচে ঈষৎ তেরছা, অনাড়ম্বর অলংকরণ, উঁচু উঁচু সংকীর্ণ জানলা, চেটাল ছাদ — দেখতে কেমন যেন কঠোর — এমনকি বিষণ্ণও বলা যেতে পারে। তবে ভেতরের আঙিনার মুখে, লতানে গোলাপ, ভার্বেনা, অর্কিড, ফুটন্ত লাইলাক, বাদাম গাছ আর স্থলপদ্মের কেয়ারির সামনে যে দালান, তার সম্মুখভাগটা বেশ জমকাল — এমনকি অনেকটা যেন চটুল।

ব্রোঞ্জের জোড়া তোরণের একটা গেট দ্বীপের মাঝখানে চলে গেছে। এখানে যে দালানটা আছে সেটা যেমন দুর্গ তেমনি বাসভবনও বটে। তার এক পাশে একটা উঁচু শিলার ওপর পাঁচশ' ফুট উঁচু একটা জাফরিকাটা মিনার — মাটির নীচের সুড়ঙ্গ পথে গারিনের শোবার ঘরের সঙ্গে এর সংযোগ আছে। মিনারের ওপরের চাতালে রাখা হয়েছে প্রচণ্ড ক্ষমতাশালী কতকগুলো পরাবৃত্ত-যন্ত্র। বর্মে সুরক্ষিত একটা লিফ্‌ট কয়েক

সেকেণ্ডের মধ্যে মাটি থেকে সেখানে উড়ে যেতে পারে। মৃত্যুর ভয় দেখিয়ে মিনারের বেদির ধারেকাছে ঘেঁষতে সকলকে বারণ করে দেওয়া আছে — এমনকি মাদাম লামোলের ওপরও এই নিষেধাজ্ঞা প্রযোজ্য। এটা ছিল সুবর্ণ দ্বীপের প্রথম আইন।

প্রাসাদের বাঁয়ের অংশে মাদাম লামোলের বাসকক্ষ, ডান অংশে — গারিন আর রোলিং-এর। এরা ছাড়া এখানে আর কেউ থাকে না। বাড়িটা তৈরি হয়েছে এমন একটা সময়ের কথা ভেবে, যখন সুবর্ণ দ্বীপে এসে পৃথিবীর অধীশ্বরীর চোখ ধাঁধানো মুখদর্শনের আমন্ত্রণ পাওয়া যে-কোন নশ্বর জীবের পক্ষে পরম সৌভাগ্যের কারণ হবে।

মাদাম লামোল এই ভূমিকায় অবতীর্ণ হওয়ার জন্য প্রস্তুত হচ্ছিল। তার কাজের শেষ নেই। তার প্রাতরুত্থান, প্রাসাদে দর্শন দান, ছোট বড় নানারকম অভ্যর্থনা সভা, মধ্যাহ্নভোজ, নৈশভোজ, মুখোশনৃত্য ও আমোদ-প্রমোদের দস্তুর গড়ে উঠতে লাগল। তার অভিনেত্রী প্রকৃতি এখানে প্রকাশের প্রশস্ত সুযোগ পেয়ে গেল। পৃথিবীর রঙ্গমঞ্চে অভিনয় করার জন্যই নাকি তার জন্ম — একথা সে আওড়াতে ভালোবাসত। কেতাদুরস্ত তত্ত্বাবধানের ভার ছিল ব্যালেনৃত্যের বিখ্যাত প্রযোজক, জনৈক প্রবাসী রুশীর ওপর। ইউরোপে থাকতে তার সঙ্গে চুক্তি হয়, তাকে সাদা ফিতের ওপর 'পুণ্যব্রতিনী দেবী জোইয়া' সম্মানপদক নামে রত্নখচিত সোনার পদক প্রদান করা হয়, প্রাচীন রুশী কায়দায় 'কঞ্চুকী' আখ্যা অর্পণ করা হয়।

প্রাসাদের এই সমস্ত অভ্যন্তরীণ আইনকানুন ছাড়াও গারিনের সঙ্গে মিলে সে ভবিষ্যৎ মানবজাতির জন্য 'স্বর্ণযুগের অনুশাসন' রচনা করে। কিন্তু এসবই ছিল অনেকটা সাধারণ খসড়া। মূল চিন্তাভাবনার আকারে পরে এগুলো ঘসামাজা করে বৈধ রূপদানের ভার ছিল আইনবিদদের ওপর। গারিন ভীষণভাবে ব্যস্ত — মাদাম লামোলকে তাই সময় খুঁজে তার সঙ্গে দেখা করতে হত। তার নিজের কাজের ঘরে দিন রাত দু'জন স্টেনোগ্রাফার মোতায়েন থাকত।

গারিন উঠে আসে সোজা খনির ভেতর থেকে — তার অবস্থা

বিধ্বস্ত, জামাকাপড় নোংরা, সর্বাঙ্গে মেশিনের তেল আর মাটির গন্ধ। তাড়াতাড়ি দুটো নাকে মুখে গুঁজে জুতো না খুলেই সে সাটিনের সোফার ওপর গড়িয়ে পড়ে, দেখতে দেখতে পাইপের ধোঁয়ায় আচ্ছন্ন হয়ে পড়ে (ঘোষণা অনুযায়ী সে সমস্ত আদব কায়দার ঊর্ধ্বে — তার আচার-ব্যবহার পবিত্র বলে গণ্য এবং তাকে অনুকরণ করা নিষিদ্ধ)। সরু সরু আঙুলে গলার হারের বড় বড় মুক্তো হাতড়াতে হাতড়াতে জোইয়া গালিচার ওপর পায়চারী করে, কথা বলার জন্য গারিনের সঙ্গে যোগাযোগের চেষ্টা করে।

স্টেনোগ্রাফাররা গারিনের ভাবনাচিন্তা নোট করে রাখে। রাত্রে তারা সেগুলো টাইপ করে এবং পরদিন সকালে মাদাম লামোল শয্যা ছেড়ে ওঠার আগেই তার হাতে তুলে দেয়।

কোন কোন প্রশ্নের ব্যাপারে বিশেষজ্ঞ হিশেবে রোলিংকে আমন্ত্রণ করা হয়। রোলিং-এর বাসস্থানটা অপরূপ ঐশ্বর্যপূর্ণ — তবে তৈরির কাজ এখনও শেষ হয় নি। রোলিং তার ঘর ছেড়ে বের হত কেবল খাবার সময়। তার প্রচন্ড ইচ্ছাশক্তি, তার অহঙ্কার গুঁড়িয়ে গেছে। এই ছয় মাসে তার ভীষণ বদল হয়ে গেছে। গারিনকে সে ভয় পায়। জোইয়ার সঙ্গে নিভৃত সাক্ষাৎ সে পারতপক্ষে এড়িয়ে চলে। সারা দিন সে যে কী করে কেউ জানে না — তা নিয়ে কারও কোন কৌতূহলও নেই। বইপুথি সে সাতজন্মে পড়ত না। কোন নোট রাখত বলেও মনে হয় না। শোনা যেত তার নাকি পাইপসংগ্রহের নেশা ছিল।

একদিন সন্ধ্যাবেলা জোইয়া তার ঘরের জানলা থেকে দেখতে পেল মর্মরপাথরের সিঁড়ির শেষের আগের ধাপে, জলের ধারে বিষণ্ণ মনে বসে আছে রোলিং, তাকিয়ে আছে মহাসাগরের দিকে, যেখান থেকে দশ কোটি বছর আগে নরাকার সরীসৃপ রূপে তার পূর্বপুরুষদের উদয় হয়েছিল। কেমিক্যালের রাজাধিরাজের অবশিষ্ট বলতে এছাড়া আর কিছুই ছিল না।

তিরিশ কোটি ডলার হারানোর শোক, সুবর্ণ দ্বীপে বন্দী অবস্থায় দিনযাপন, এমনকি জোইয়ার বিশ্বাসঘাতকতাও হয়ত তার মনোবল ভাঙতে পারত না। পঁচিশ বছর আগে সে রাস্তায় জুতোর

প্যালিশ ফিরি করে বেড়াত। লড়াই করার ক্ষমতা তার ছিল, লড়াই করতে সে ভালোও বাসত। লোকে যাতে তাকে, রোলিংকে স্বর্ণচক্র দক্ষিণা দেয় তার জন্য কতই না প্রয়াস, প্রতিভা আর ইচ্ছাশক্তি তাকে প্রয়োগ করতে হয়েছে। ইউরোপের যুদ্ধ, যুদ্ধের পর ইউরোপের সর্বস্বান্ত অবস্থা — 'রোলিং এনিলাইনের' সিন্দুকে স্বর্ণপ্রবাহ অব্যাহত রাখার জন্য এই শক্তিগুলোই না একদিন মাথা তুলে দাঁড়িয়েছিল!

ক্ষমতা ও সুখের সমতুল এই সোনা কিনা এখন এলিভেটরের কোদাল দিয়ে খনির ভেতর থেকে চাপ চাপ মাটি আর কাদার মতো যত পরিমাণে খুশি তুলে আনা হবে! এখানেই যেন রোলিং-এর পায়ের তলা থেকে মাটি সরে গেল, সে অনুভব করল এখন আর সে প্রকৃতির প্রভু নয়, বিচক্ষণ মানুষ 'হোমো স্যাপাইন্স' নয়। এখন সে একজন পাইপ সংগ্রাহক মাত্র।

কিন্তু এখনও সে গারিনের চাপে পড়ে রোজ বেতারে 'রোলিং এনিলাইনের' পরিচালকমণ্ডলীর উদ্দেশ্যে তার ইচ্ছা ব্যক্ত করে। তাদের উত্তর হয় ভাসা-ভাসা। এটা পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছিল যে সুবর্ণ দ্বীপে রোলিং-এর স্বেচ্ছা-নির্বাসনতত্ত্বে পরিচালকবর্গ বিশ্বাস করে না।

'কন্টিনেন্টে আপনার ফেরার ব্যাপারে কী ব্যবস্থা অবলম্বন করতে বলেন?' তারা জিজ্ঞেস করে।

উত্তরে রোলিং বলে, 'স্নায়ুচিকিৎসার শেষটা ভালো ফল দিচ্ছে।'

রোলিং-এর নির্দেশের ফলে আরও পঞ্চাশ লক্ষ পাউন্ড স্টার্লিং পাওয়া গেল। কিন্তু দু সপ্তাহ পরে যখন সে আবার ওই একই পরিমাণ অর্থ দেওয়ার নির্দেশ দিল, তখন গারিনের এজেন্টরা রোলিং-এর চেক দেখাতে গিয়ে গ্রেপ্তার হল। এটা ছিল সুবর্ণ দ্বীপের ওপর ইউরোপ মহাদেশের আক্রমণের প্রথম লক্ষণ। আটটা সুসজ্জিত রণতরীর একটা বহর প্রশান্ত মহাসাগরের বাইশ ডিগ্রী দক্ষিণ অক্ষাংশ ও একশ' তিরিশ ডিগ্রী পশ্চিম দ্রাঘিমাংশের কাছাকাছি জায়গায় টহল দিচ্ছিল, যে-কোন মুহূর্তে 'বদের বাসার' ওপর আক্রমণের হুকুমের জন্য অপেক্ষা করছিল।

পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্ত থেকে ছয় হাজার শ্রমিক ও কর্মচারী সুবর্ণ দ্বীপে জড় করা হয়েছে। গারিনের প্রধান সহকারী ইঞ্জিনীয়র চের্মাককে গভর্ণর আখ্যা প্রদান করা হয়েছে। কর্মীদের সে জাতিগত পরিচয় অনুযায়ী কাঁটাতারের বেষ্টনী দিয়ে আলাদা আলাদা পনেরোটি ক্যাম্পে ভাগ করে রেখেছে।

প্রতিটি ক্যাম্পের এলাকায় যতদূর সম্ভব জাতীয় রুচি অনুসারে ভজনালয় ও ব্যারাক তৈরি হয়েছে। টিনের খাবারদাবার, বিস্কুট, জ্যাম, জারানো বাঁধাকপি, চাল, জারানো জেলিমাছ, নোনা হেরিং, সসেজ ইত্যাদি নানা খাবারের পিপে আমেরিকার বিভিন্ন কারখানা থেকে ফরমাস দিয়ে আনানো হয়েছে — সেগুলোর ওপরে যার যার জাতীয় ভাষায় লেবেল দেওয়া আছে।

মাসে দু'বার করে কাজের উপযোগী পোশাক দেওয়া হয় — সেগুলো জাতীয় রুচি অনুযায়ী কাটা; প্রতি ছয় মাসে একবার দেওয়া হয় জাতীয় উৎসবের পোশাক: স্লাভদের জন্য কুঁচি দেওয়া লম্বা কোর্তা আর ইউক্রেনীয় লম্বা ঢিলে জোব্বা, চীনেদের জন্য মোটা সুতীকাপড়ের জামা, জার্মানদের জন্য ফ্রক কোট আর টপ হ্যাট, ইতালিয়ানদের জন্য রেশমী জামা আর পেটেণ্ট লেদারের জুতো, নিগ্রোদের জন্য কুমীরের দাঁত ও পুঁতি দিয়ে অলঙ্কৃত কটিবস্ত্র ইত্যাদি।

অধিবাসীদের চোখে এই কাঁটাতারের বেড়ার যুক্তিযুক্ততা প্রদর্শনের জন্য ইঞ্জিনীয়র চের্মাক উস্কানিদাতাদের একটা দল সংগঠন করেছে। পনেরো জন আছে সেই দলে। তারা জাতিবিদ্বেষের আগুন জ্বালায় — কাজের দিনগুলোতে পরিমিত ভাবে। কিন্তু পালপার্বণের দিনে ঘুষোঘুষিতে পর্যন্ত গড়ায়।

ভ্রাঙ্গেল বাহিনীর* প্রাক্তন অফিসারদের নিয়ে গঠিত হয়েছিল

---

* ভ্রাঙ্গেল বাহিনী — পিওত্র নিকোলায়েভিচ ভ্রাঙ্গেল (১৮৭৮-১৯২৮), লেফটেন্যাণ্ট জেনারেল। গৃহযুদ্ধের সময় রাশিয়ার দক্ষিণাঞ্চলে তাঁর নেতৃত্বে নবীন প্রজাতন্ত্রের বিরুদ্ধে প্রতিবিপ্লবী বাহিনী সংগঠিত হয়।

দ্বীপের পুলিশবাহিনী। সোনার কারুকাজ করা সাদা বনাত কাপড়ের খাটো কোর্তা আর ফিকে হলুদ রঙের টানটান প্যাণ্ট — জোইয়া সেবাসঙ্ঘের ইউনিফর্মধারী এই বাহিনী আইনশৃঙ্খলা বজায় রাখত, বিভিন্ন জাতির লোকেরা যাতে পরস্পরের মধ্যে দাঙ্গাহাঙ্গামা করে ধ্বংসপ্রাপ্ত না হয় সেই দিকে দৃষ্টি রাখত।

শ্রমিকেরা ইউরোপ মহাদেশের তুলনায় অনেক বেশি মজুরী পেত। কেউ কেউ কাছাকাছি যে স্টীমার পেত তার সাহায্যে দেশে টাকা পাঠাত, কেউ বা ব্যাঙ্কে গচ্ছিত রাখত। ছুটিছাটার দিনগুলোতে যখন দ্বীপের দক্ষিণ-পূর্ব তীরভূমিতে একটা নির্জন গিরিখাতের মধ্যে কিছু শুঁড়িখানা আর লুনা পার্ক নামে একটা প্রমোদোদ্যান খোলা থাকত একমাত্র সেই সময় ছাড়া টাকাপয়সা খরচ করার আর কোন উপায়ই ছিল না।

পৃথিবীর গভীরে অত বিশাল খনি কী কারণে খোঁড়া হচ্ছে শ্রমিকদের অজানা ছিল না। গারিন সকলকে জানিয়ে দিয়েছিল যে চূড়ান্ত হিশাব-নিকাশের সময় তাদের প্রত্যেককে, যার যতটা পরিমাণ সোনা পিঠে করে বওয়া সাধ্য, বয়ে নিয়ে যেতে দেবে। দ্বীপে এমন একটা লোকও ছিল না ভূগর্ভ থেকে ইস্পাতের কনভেয়র বেল্‌টে করে খনিজ শিলা তুলে সমুদ্রগর্ভে ফেলতে দেখে যে উত্তেজিত না হত, খনির মুখের ওপর হলদে আভার ধোঁয়া উড়তে দেখে নেশাগ্রস্ত বোধ না করত।

সাতানব্বই

'ভদ্রমহোদয়গণ, আমাদের কাজের সবচেয়ে শঙ্কাজনক মুহূর্তে আমরা উপনীত হয়েছি। এটা আমি আশঙ্কা করেছিলাম এবং তার জন্য প্রস্তুতিও নিয়েছিলাম, কিন্তু বলাই বাহুল্য তাতে বিপদের গুরুত্ব এতটুকু কমে না। আমরা অবরুদ্ধ। এইমাত্র বেতারে খবর পাওয়া গেছে খনির গর্ভ মজবুত করার জন্য লোহার বড় বড় কড়ি-বরগা, টিনের খাবার আর বরফ দেওয়া ভেড়ার মাংস বোঝাই আমাদের দুটো জাহাজ মার্কিন ক্রুজারের

হাতে গিয়ে পড়েছে। তারা সেগুলোকে যুদ্ধের পুরস্কার বলে ঘোষণা করেছে। তার মানে যুদ্ধ আরম্ভ হয়ে গেছে। যে-কোন মুহূর্তে আনুষ্ঠানিক ভাবে যুদ্ধ ঘোষণা হতে পারে। আমার একটা আশু লক্ষ্য অবশ্য যুদ্ধ। কিন্তু সে যুদ্ধ আরম্ভ হচ্ছে আমার যখন দরকার তার চেয়ে আগে। আমাদের ইউরোপ মহাদেশের লোকেরা বড় বেশি বিচলিত হয়ে পড়েছে। ওদের পরিকল্পনা আমি বেশ বুঝতে পারছি — ওরা আমাদের ভয় পাচ্ছে, ওরা আমাদের উপোস করিয়ে মারার চেষ্টা করবে। আপনাদের অবগতির জন্য বলে রাখি: দ্বীপে যে পরিমাণ খাবারদাবার মজুত আছে তাতে দু সপ্তাহ স্বচ্ছন্দে চলে যাবে — জীবন্ত গোরু বাছুর ইত্যাদির কথা অবশ্য ধরছি না। এই দু'সপ্তাহের মধ্যে অবরোধ ভেঙে খাবারদাবার আনার ব্যবস্থা আমাদের করতে হবে। কাজটা কঠিন, তবে না করতে পারার মতো নয়। পরন্তু, আমার এজেন্টরা রোলিং-এর চেক দেখাতে গিয়ে গ্রেপ্তার হয়েছে। আমাদের হাতে নগদ টাকা নেই। পঁয়ত্রিশ কোটি ডলারের শেষ কপর্দক পর্যন্ত কিছুই অবশিষ্ট নেই। এক সপ্তাহ পরে মজুরদের মাইনে দিতে হবে, চেক-এ দিলে তারা বেঁকে বসবে, পরাবৃত্ত-যন্ত্রের কাজ বন্ধ করে দেবে। অর্থাৎ, দাঁড়াচ্ছে এই যে সাত দিনের মধ্যে টাকা আমাদের পেতেই হবে।'

গারিনের অসমাপ্ত অফিস-ঘরে আবছা অন্ধকারের মধ্যে এই আলোচনা সভা হচ্ছিল। উপস্থিত ছিল চের্মাকে, ইঞ্জিনীয়র শেফার, জোইয়া, শেল্‌গা আর রোলিং। অতিরিক্ত মানসিক চাপ ও বিপদের মুহূর্তে গারিন সচরাচর যেমন করে থাকে আজও তেমনি পকেটে হাত গুঁজে জুতোর গোড়ালির ওপর ভর দিয়ে দুলতে দুলতে বিদ্রূপের ভঙ্গিতে কথা বলছিল। একটা ছোট হাতুড়ি হাতের মুঠোয় নিয়ে জোইয়া সভানেত্রীর কাজ করছিল। নার্ভাস চেহারার ছোটখাটো গড়নের মানুষ চের্মাক, লাল ফুলোফুলো চোখ। একটু কেশে বলল:

'সুবর্ণ দ্বীপের আইনের দ্বিতীয় ধারায় বলা হয়েছে: পরাবৃত্ত-যন্ত্রের গঠনপ্রকৃতির রহস্যভেদের চেষ্টা কেউ করতে

পারবে না। ওই যন্ত্রের বাইরের খোলসেও যদি কেউ হাত দেওয়ার চেষ্টা করে সে ব্যক্তি মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত হবে।'

'হ্যাঁ, তা বটে,' গারিন সমর্থন জানাল, 'আইনে তা-ই বলে।'

'আপনি যে উদ্যোগ গ্রহণের কথা বললেন, তা সফল করতে গেলে একসঙ্গে অন্তত তিনটে পরাবৃত্ত-যন্ত্র কাজে লাগানো দরকার। একটা হবে টাকা আদায়ের জন্য, অন্যটা অবরোধ ভেদ করার জন্য, আর তৃতীয় আরেকটা — দ্বীপের প্রতিরক্ষার জন্য। তাই আপনার উচিত হবে দু'জন সহকারীকে এই আইন থেকে রেহাই দেওয়া।'

নিস্তব্ধতা নেমে এলো। পুরুষেরা তাদের সিগারের ধোঁয়া নিরীক্ষণ করতে লাগল। রোলিং একাগ্রমনে পাইপের গন্ধ শুঁকতে লাগল। জোইয়া গ্যারিনের দিকে মাথা ঘোরাল।

'বেশ,' লঘু ভঙ্গিতে হাত নেড়ে গারিন বলল। 'আইনের সংশোধনী প্রকাশ করুন। আইনের দ্বিতীয় ধারা থেকে রেহাই পাচ্ছেন দ্বীপের দু'জন ব্যক্তি: মাদাম লামোল আর...'

উৎফুল্ল হয়ে টেবিলের ওপাশে ঝুঁকে পড়ে শেল্‌গার কাঁধে চাপড় মেরে সে বলল:

'দ্বিতীয় যে ব্যক্তিকে আমি যন্ত্রের গোপন রহস্য সম্পর্কে আস্থাভাজন বলে মনে করি তিনি হলেন এই শেল্‌গা।'

'ভুল করছেন বন্ধু,' কাঁধ থেকে হাত সরিয়ে নিয়ে শেল্‌গা উত্তর দিল, 'আমি প্রত্যাখ্যান করছি।'

'কী কারণে?'

'ব্যাখ্যা করতে আমি বাধ্য নই। নিজেই ভেবে দেখুন — বুঝতে পারবেন।'

'আমি মার্কিন নৌবহর ধ্বংসের ভার দিচ্ছি আপনার ওপর।'

'চমৎকার কাজ — কোন সন্দেহ নেই। আমার দ্বারা হবে না।'

'কেন? বলছেন কী আপনি!'

'কেন মানে?.. কারণ এই যে পথটা বড় পেছল।...'

'দেখুন, শেল্‌গা...'

'দেখার আর কিছু বাকি নেই।'

গারিনের দাড়ি খাড়া হয়ে উঠল, চকচক করে উঠল তার দাঁতের পাটি। সে নিজেকে সামলে নিল। মৃদুস্বরে জিজ্ঞেস করল:

'আপনার মনোগত অভিপ্রায় কী বলুন ত?'

'আমার পন্থা খোলাখুলি, পিওত্র পেত্রোভিচ। কিছুই রাখাঢাকা নেই আমার।'

এই সংক্ষিপ্ত কথাবার্তা হল রুশ ভাষায়। সুতরাং তৃতীয় ব্যক্তি জোইয়া ছাড়া আর কেউই তা বুঝতে পারল না। শেল্গা আবার সামনের কাগজে আঁকিবুঁকি কাটতে লেগে গেল।

'বেশ,' গারিন বলল, পরাবৃত্ত-যন্ত্র চালানোর কাজে সহায়তার জন্য আমি একজনকেই নিয়োগ করছি — তিনি হলেন মাদাম লামোল। মাদাম, আপনি যদি রাজী থাকেন, তাহলে 'আরিজোনা' যাত্রার জন্য তৈরি হয়ে আপনার হেফাজতে থাকছে — সকালে আপনি সমুদ্রযাত্রা করবেন।...'

'সমুদ্রে আমার কী কাজ হবে?' জোইয়া জিজ্ঞেস করল।

'ট্রান্স-প্যাসিফিক রুটে যে যে জাহাজ পড়বে সেগুলোর ওপর লুটতরাজ করতে হবে। এক সপ্তাহের মধ্যে কর্মীদের মাইনে শোধ করতে হবে।'

আটানব্বই

রাত এগারোটার সময় উত্তর আমেরিকান নৌবহরের একটা ফ্ল্যাগশিপ থেকে খবর পাওয়া গেল কুমেরু নক্ষত্রমণ্ডলীর মাথার ওপর একটা অজানা জিনিস উড়তে দেখা যাচ্ছে।

সন্ধানী আলোর নীলাভ রশ্মি ধূমকেতুর পুচ্ছের মতো নক্ষত্রখচিত আকাশমণ্ডল ঝেঁটিয়ে কিছুক্ষণ ছটফট করতে লাগল, তারপর অজানা জিনিসটার ওপর স্থির হয়ে রইল। জিনিসটা জ্বলজ্বল করছে। শত শত দূরবীন নিরীক্ষণ করে তার ধাতব গণ্ডোলা, ঘূর্ণ্যমান প্রপেলারের স্বচ্ছ পাত আর ডিরিজাব্লের গায়ে লেখা 'প' ও 'হ' এই দুটি আদ্যাক্ষর দেখতে পেল।

জাহাজে জাহাজে চটপট আলোর সঙ্কেত জ্বলে উঠল।

ফ্ল্যাগশিপ থেকে চারটে বিমানপোত আকাশে উড়ল, গরগর আওয়াজ তুলে সোজা উঠতে লাগল নক্ষত্রমণ্ডলীর দিকে। জাহাজের স্কোয়াড্রনটা পরপর সমান সার বেঁধে গতিবেগ বাড়িয়ে এগিয়ে চলল।

বিমানপোতগুলোর গর্জন ক্রমে ক্ষীণ হতে হতে প্রায় মিলিয়ে গেল। এমন সময় যে বেলুনটার দিকে তারা ধাওয়া করেছিল সেটা চোখের আড়াল হয়ে গেল। বহু লোক তাদের দূরবীন রুমালে দিয়ে ভালো করে মুছল। সন্ধানী আলোর রশ্মি কতই না নৈশ আকাশ হাতড়ে বেড়াল, কিন্তু বেলুনের কোন পাত্তা মিলল না।

অবশেষে মেশিনগানের ক্ষীণ কট্‌কট্‌ আওয়াজ শোনা গেল — লক্ষ্যবস্তুর সন্ধান পাওয়া গেছে। কিন্তু হঠাৎই থেমে গেল সেই গুঞ্জন। আকাশে জ্বলজ্বল করে উঠল একটা ছোট্ট মাছি, পরক্ষণেই ঘুরপাক খেয়ে ঝড়ের বেগে সোজা নীচে নামতে লাগল। যারা দূরবীন দিয়ে দেখছিল তারা চমকে উঠল — একটা বিমানপোত পড়ে যাচ্ছে, কালো তরঙ্গরাশির মধ্যে কোথায় যেন ভেঙে পড়ল। কী হল?

আকাশে আবার সেই কট্‌কট্‌ আওয়াজ — মেশিনগানের গুলি ছুটছে। এবারেও আগের মতোই হঠাৎ স্তব্ধ হয়ে গেল সেই আওয়াজ — একের পর এক তিনটে এরোপ্লেনই সন্ধানী আলোর কিরণ ভেদ করে ডিগবাজী খেয়ে, পাক খেতে খেতে ঝপাং করে সমুদ্রের জলে এসে পড়ল। ফ্ল্যাগশিপ থেকে আলোর সংকেত উঠে নেচে বেড়াতে লাগল। আদিগন্ত দপ্‌দপ্‌ করতে লাগল আলো। কী হল?

এর পরেই সকলে দেখতে পেল খুব কাছে, বাতাসের বিরুদ্ধে, জাহাজের লম্বা সারিটার সঙ্গে আড়াআড়ি রেখায় ছুটে চলেছে ছিন্নভিন্ন কালো মেঘের একটা টুকরো। এ হল ধোঁয়ার পর্দায় ঢাকা সেই ডিরিজাব্‌ল-বেলুন — নীচে নেমে আসছে। ফ্ল্যাগশিপ থেকে সতর্কতামূলক সংকেত এলো: 'সাবধান, গ্যাস! সাবধান, গ্যাস!' গর্জে উঠল বিমানধ্বংসী কামান। সঙ্গে সঙ্গে জাহাজের ডেক, ক্যাপ্টেনের মঞ্চ আর কামানদাগার বুরুজগুলোর ওপর একের পর এক গ্যাস-বোমা এসে পড়ল, পড়ে ফাটল।

প্রথমেই মারা গেল নৌসেনাপতি — আঠাশ বছর বয়সী এক সুদর্শন তরুণ। মনে মনে গর্ব থাকায় গ্যাস মুখোশ পরার প্রয়োজন সে বোধ করে নি। তার মুখ ফুলে উঠল, নীলবর্ণ ধারণ করল, কণ্ঠনালী চেপে ধরে সে উলটে পড়ে গেল। কয়েক মুহূর্তের মধ্যে ডেক-এ যারা যারা ছিল তারা সকলেই বিষক্রিয়ায় আচ্ছন্ন হয়ে পড়ল — গ্যাস-মুখোশে বিশেষ কাজ দিল না। ফ্ল্যাগশিপ এক অজানা গ্যাসের শিকার হয়েছে।

পরিচালনার ভার পড়ল সহকারী নৌসেনাপতির ওপর। ক্রুজারগুলো ডান দিকের বায়ুপ্রবাহে ঘুরে গিয়ে বিমানবিধ্বংসী কামানের গোলা ছাড়তে লাগল। তিন তিনবার গোলাবর্ষণের আওয়াজে রাতের অন্ধকার কেঁপে উঠল। কামানের আগুনের তিনটে ঝলক রক্তবন্যা বইয়ে দিল সমুদ্রের বুকে। মূর্তিমান শয়তানের মতো তিন ঝাঁক ইস্পাতের গোলা আর্তনাদ করতে করতে কোন্ জাহান্নামে ছুটল কে জানে? — তারপর ফেটে আলোকিত করে তুলল নক্ষত্রখচিত আকাশ।

গোলাবর্ষণের সঙ্গে সঙ্গে ক্রুজার থেকে উড়ল তিনটে বিমানপোত — ভেতরের সকলে মুখোশ-আঁটা। বুঝতে বাকি রইল না যে আগের চারটি প্লেনই বেলুনের চারপাশের বিষাক্ত ধোঁয়ার আবরণের মধ্যে পড়ে ধ্বংস হয়েছে। মার্কিন নৌবাহিনীর মান সম্মান নিয়ে টানাটানি। জাহাজের আলো নিভে গেল, এখন আলো বলতে রইল শুধু তারার আলো। অন্ধকারের মধ্যে শোনা যেতে লাগল ইস্পাতের কাঠামোর ওপর ঢেউয়ের আছড়ে পড়ার শব্দ, অনেক উঁচুতে গুঞ্জন করে চলল প্লেনের ইঞ্জিন।

শেষকালে আবার সেই কট্‌কট্ আওয়াজ। ছায়াপথের রুপোলি কুয়াশা ভেদ করে ভেসে এলো মেশিনগানের গুঞ্জন।... তারপর মনে হল সেখানে যেন ফটাফট বোতলের ছিপি খোলা হচ্ছে — বিমানবহরের আক্রমণ শুরু হয়েছে। বাদামী-কালো রঙের এক খণ্ড মেঘ ঊর্ধ্ব আকাশে কুণ্ডলী পাকিয়ে আলোকিত হয়ে উঠল: তার ভেতর থেকে ভোঁতা নাকটা নীচের দিকে করে পিছলে বেরিয়ে এলো একটা বিশাল সিগারেট আকারের ধাতব বস্তু। তার ওপরের ঝুঁটিতে লকলক করছে আগুনের শিখা।

জিনিসটা সাঁ সাঁ করে নীচে নামতে লাগল, পেছনে রেখে গেল একটা জ্বলন্ত পুচ্ছ, তারপর আগাগোড়া দাউদাউ করে জ্বলতে জ্বলতে অদৃশ্য হয়ে গেল দিগন্তের বুকে।

আধঘণ্টা পরে বিমানপোতগুলোর একটা এই মর্মে বার্তা পাঠাল যে জ্বলন্ত ডিরিজাব্‌ল বেলুনের কাছাকাছি নেমে মেশিনগানের গোলাবর্ষণে জীবন্ত লোকজনসমেত সেখানকার এবং তার আশেপাশের সব কিছু ধ্বংস করে দিয়েছে।

এই জয়ের জন্য মার্কিন স্কোয়াড্রনকে অনেক মূল্য দিতে হল: কর্মিদলসুদ্ধ চারটে বিমানপোত ধ্বংস হয়েছে। স্কোয়াড্রনের নৌসেনাপতিকে নিয়ে আঠাশজন অফিসার এবং একশ' বত্রিশজন নাবিক বিষাক্ত গ্যাসে শ্বাসরুদ্ধ হয়ে মারা গেছে। ক্ষয়ক্ষতি ছাড়াও সবচেয়ে বড় কথা হল এই যে শক্তিশালী কামানে সজ্জিত অপূর্ব ক্রুজারগুলো কিনা পরিস্থিতির সামনে ডানাহীন পেঙ্গুইনের মতো অসহায় হয়ে পড়ল! — শত্রুপক্ষ ইচ্ছেমতন তাদের ওপর কোন্ এক অজানা গ্যাসের বোমা বর্ষণ করে গেল। এর বদলা অবশ্যই নিতে হয় — দেখিয়ে দিতে হয় নৌ-গোলোন্দাজ বাহিনীর আসল পরাক্রম।

ওই রাত্রেই সহকারী নৌসেনাপতি ওয়াশিংটনে নৌযুদ্ধের যে বিবরণ পাঠাল তাতে অনেকটা এই রকম মনোভাবের পরিচয় ছিল। 'বদের বাসা' দ্বীপের ওপর বোমা বর্ষণের জন্য সে গোঁ ধরল।

নৌসচিবের উত্তর এলো এক দিন পরে — তাতে দ্বীপের দিকে অগ্রসর হওয়ার এবং তাকে সমুদ্রগর্ভে তলিয়ে দেওয়ার নির্দেশ ছিল।

নিরানব্বই

'কী হল?' লেখার টেবিলের ওপর বেতারযন্ত্রের হেডফোন রাখতে রাখতে চ্যালেঞ্জের সুরে গারিন জিজ্ঞেস করল। (এবারের আলোচনা সভায়ও আগে যারা অংশগ্রহণ করেছিল তারাই আছে—

শুধু মাদাম লামোল বাদে।) 'কী হল ভদ্রমহোদয়রা?... অভিনন্দন জানাতে পারি আপনাদের। অবরোধ উঠে গেছে। দ্বীপের ওপর বোমাবর্ষণের আদেশ দেওয়া হয়েছে মার্কিন নৌবহরকে।'

রোলিং গা ঝাড়া দিয়ে চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াল, তার মুখ থেকে পাইপ খসে পড়ল, বেগনী রঙের ঠোঁট বেঁকে গেল — দেখে মনে হল যেন সে কোন একটা কথা বলি বলি করেও বলতে পারছে না।

'আপনার আবার কী হল বুড়ো কর্তা?' গারিন জিজ্ঞেস করল। 'নিজের দেশের নৌবহর এগিয়ে আসছে বলে এতই বিচলিত হয়ে পড়লেন? আমাকে কড়িকাঠে ঝোলানোর জন্য আর তর সইছে না বুঝি? নাকি বোমা পড়বে বলে আপনার ভয়? বলাই বাহুল্য মার্কিন গোলার আঘাতে আপনার টুকরো টুকরো হয়ে উড়ে যাওয়াটা মূর্খামি ছাড়া আর কিছুই নয়। নাকি বিবেকের দংশনে কষ্ট পাচ্ছেন?... ব্যাপারটা যে ভাবেই দেখুন না কেন, আসলে ত লড়াই আমরা করছি আপনারই টাকায়।...'

গারিন ঈষৎ হেসে বুড়োর দিক থেকে মুখ ঘুরিয়ে নিল। রোলিং কিছু বলার অবকাশ না পেয়ে ধপ করে চেয়ারে বসে পড়ল, কম্পিত দুই হাতে মেটে রঙের মুখ ঢাকল।

'...না ভদ্রমহোদয়গণ... ঝুঁকি না নিলে এক ডলারের ওপর মাত্র তিন সেণ্ট মুনাফা জুটতে পারে। আমরা এখন চলেছি একটা বিরাট ঝুঁকি নিতে। গোপন অনুসন্ধানের জন্য আমাদের পাঠানো ডিরিজাবল চমৎকারভাবে তার দায়িত্ব পালন করেছে। ডিরিজাবলের কম্যাণ্ডার আলেক্সান্দর ইভানভিচ ভোল্‌শিনসুদ্ধ বেলুন অভিযাত্রিদলের যে বারোজন কর্মী নিহত হলেন, আসুন আমরা নীরবে দাঁড়িয়ে তাঁদের স্মৃতিতে শোক প্রকাশ করি। ডিরিজাবল ওই সময়ের মধ্যেই টেলিফোন করে স্কোয়াড্রনের শক্তি সম্পর্কে বিশদ তথ্য আমাদের জানিয়ে দিয়েছিল। অতি আধুনিক ধরনের আটটা ভারী ক্রুজার রেখেছে ওরা — প্রত্যেকটাতে আছে চারটে করে কামানদাগার বুরুজ, প্রতিটি বুরুজে আবার তিনটে করে কামান। যুদ্ধের পর তাদের অন্তত

আরও বারোটা বিমানপোত রয়ে গেছে। তা ছাড়া হাল্‌কা ক্রুজার, ডেস্ট্রয়ার আর ডুবোজাহাজও আছে। প্রতিটি গোলার আঘাতকে যদি পনেরো কোটি পাউন্ড ক্ষমতাসম্পন্ন বলে ধরে নেওয়া যায় তাহলে পুরো স্কোয়াড্রন থেকে দ্বীপের ওপর যে পরিমাণ গোলা-বর্ষণ হতে পারে মোটামুটি ভাবে তার ক্ষমতা হবে দু'শ' কোটি পাউন্ড।'

'যত বেশি হয় ততই ভালো,' শেষকালে ফিসফিস করে রোলিং বলল।

'আপনার ওই ঘ্যানঘেনি থামান দেখি দাদু! লজ্জা হওয়া উচিত আপনার!... হ্যাঁ, একটা কথা আপনাদের বলতে ভুলে গিয়েছিলাম, ভদ্রমহোদয়রা, মিস্টার রোলিং যে দয়া করে একেবারে নতুন এবং এখন পর্যন্ত অত্যন্ত গোপনীয় একটি আবিষ্কার — 'ব্ল্যাক ক্রস' নামে এক ধরনের গ্যাস আমাদের ব্যবহার করতে দিয়েছেন সে জন্য আমরা তাঁর কাছে কৃতজ্ঞ। ওই গ্যাসের সাহায্যে আমাদের পাইলটরা চারটে বিমানপোত জলে ফেলে দেয় এবং ফ্ল্যাগশিপকে অচল করে দেয়।...'

'না, মিস্টার গারিন, 'ব্ল্যাক ক্রস' আমি আপনাদের দয়া করে ব্যবহার করতে দিয়েছি এ কথা ঠিক নয়!' ভাঙা গলায় চিৎকার করে বলল রোলিং। 'আমার মাথায় রিভল্‌ভারের নল ঠেকিয়ে আপনি 'ব্ল্যাক ক্রসের' সিলিন্ডার দ্বীপে পাঠানোর নির্দেশ আদায় করে নিয়েছেন আমার কাছ থেকে।'

বলতে বলতে রোলিং-এর কণ্ঠস্বর রুদ্ধ হয়ে এলো। টলতে টলতে সে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে গেল। গারিন দ্বীপের প্রতিরক্ষা-সংক্রান্ত পরিকল্পনা বিকাশে মন দিল। তিন দিনের মধ্যে আক্রমণের আশঙ্কা দেখা যাচ্ছে।

একশ

জলদস্যুদের পতাকা উঠেছে 'আরিজোনায়'।

তার মানে আদৌ এই নয় যে জলদস্যুদের প্রতীকচিহ্নস্বরূপ করোটির নীচে আড়াআড়িভাবে দুটো অস্থি আঁকা রোমাণ্টিক

কালো পতাকা তার মাথার ওপর উড়ছে। এ ধরনের বিভীষিকা আজকাল শুধু বিষের বোতলের গায়েই দেখতে পাওয়া যায়।

সত্যি কথা বলতে কি 'আরিজোনায়' কোন পতাকাই তোলা হয় নি। পৃথিবীর আর সব সমুদ্রযানের সঙ্গে তার অবয়বের সবচেয়ে বড় পার্থক্য হল দুটো জাফরিকাটা বুরুজ, যার ওপর বসানো আছে পরাবৃত্ত-যন্ত্র। মাদাম লামোলের অধীনে 'আরিজোনার' পরিচালনায় আছে ক্যাপ্টেন জান্‌সেন।

বোটে জোইয়ার বাসস্থান — তার শোবার ঘর, স্নানঘর, ড্রেসিং-রুম, ড্রইং-রুম — এখন তালাচাবি দেওয়া। জান্‌সেনের সঙ্গে জোইয়া উঠে এসেছে ওপরের ডেক-এ — ক্যাপ্টেনের অফিস-ঘরে। আগে বিলাসব্যসনের যে ব্যবস্থা ছিল — রেশমী কাপড়ের নীল শামিয়ানা, গালিচা, গদি, আরাম-চেয়ার — সে সব সরিয়ে নেওয়া হয়েছে। মার্সেইলেসে থাকতেই যে মাঝিমাল্লাদের নেওয়া হয়েছিল কোল্‌ট রিভল্‌ভার আর ছোট কার্বাইন দিয়ে তাদের সশস্ত্র করা হয়েছে। সমুদ্রযাত্রার উদ্দেশ্য তাদের জানানো হয়েছে, প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছে যে প্রতিটি জাহাজের লুটের মালের উপযুক্ত বখরা তারা পাবে।

বোটের যেখানে যত খালি জায়গা ছিল সেগুলো পেট্রোল আর টাটকা জলের কেঁড়েতে ভরে ফেলা হয়েছে। অনুকূল বাতাসে সবগুলো পাল তুলে দিয়ে শক্তিশালী 'রোল্‌স রয়েস' ইঞ্জিনের সাহায্যে 'আরিজোনা' অ্যালবাট্রস পাখির মতো উত্তাল মহাসাগ-রের তরঙ্গমালার শীর্ষ থেকে শীর্ষে উড়ে চলেছে।

একশ এক

'বাতাসের বেগ প্রচণ্ড হয়ে উঠছে ক্যাপ্টেন।'

'টপ্‌সেলগুলো সরিয়ে ফেল।'

'জে আজ্ঞে ক্যাপ্টেন।'

'ঘণ্টায় ঘণ্টায় পাহারা বদল কর। নজর রাখার জন্য মাস্তুলের মাচার ঘরে লোক মোতায়েন রাখ।'

'জে আজ্ঞে ক্যাপ্টেন।'

'কোন আলো নজরে এলে সঙ্গে সঙ্গে আমাকে জাগিয়ে দেবে।'

জান্‌সেন চোখ কুঁচকে মহাসাগরের অনন্ত বিস্তারের দিকে তাকাল। চাঁদ তখনও ওঠে নি। পর্দায় ঢাকা পড়ে আছে আকাশের তারা। গত পাঁচদিন হল তাদের উত্তর-পশ্চিম দিকে যাত্রার পর্বে একটা হাল্‌কা শিহরনের অনুভূতি তার সর্বাঙ্গ আচ্ছন্ন করে রেখেছে। জলদস্যুর বৃত্তিতেই ত জীবনধারণ করত তার পূর্বপুরুষেরা! মাথা নেড়ে সারেঙকে বিদায় জানিয়ে সে তার কেবিনে গিয়ে ঢুকল।

ক্যাপ্টেনের কেবিনটা নীচু, বেশ আরামদায়ক, আগাগোড়া চকচকে পালিশ করা কাঠ আর চামড়ার আসবাবপত্রে সাজানো। মাত্র একজন নাবিকের উপযোগী, কড়াকড়ি ব্যবস্থাসম্পন্ন এই বাসস্থানটি এখন একজন নারীর উপস্থিতিতে ভরপুর হয়ে উঠেছে।

সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য হল আতরের গন্ধ। জলদস্যুদের নেত্রীটি এত বেশি গন্ধদ্রব্য ব্যবহার করেছে যে তার গন্ধে মড়া মানুষেরও পিলে চমকে ওঠার কথা। চেয়ারের পিঠের ওপর অযত্নে ছুঁড়ে ফেলে রেখেছে ফ্লানেলের স্কার্ট আর ঘিয়ে রঙের সোয়েটারটা।

মাদাম লামোল ঘুমুচ্ছে ক্যাপ্টেনের খাটে। গত পাঁচ দিন হল জান্‌সেনকে ধরাচূড়া পরা অবস্থাতেই চামড়ার গদি মোড়া সোফায় শুতে হচ্ছে। মাদাম লামোল কাত হয়ে শুয়ে আছে। তার ঠোঁট সামান্য খোলা। সমুদ্রের নোনা হাওয়ায় মুখে তামাটে রঙ ধরেছে। নগ্ন বাহুটা মাথার নীচে রেখেছে। ঘুমের ফলে গোলাপী ছাপ পড়েছে। দস্যু রানী!

তার সঙ্গে ক্যাপ্টেনের কেবিনে আস্তানা নেওয়ার যে দুঃসাহসী সিদ্ধান্ত মাদাম লামোল গ্রহণ করেছিল জান্‌সেনের পক্ষে সেটা ছিল রীতিমতো এক অগ্নিপরীক্ষা। সামরিক কৌশলের দৃষ্টিকোণ থেকে এই সিদ্ধান্ত অবশ্যই সঠিক। তারা দস্যুবৃত্তিতে নেমেছে — পরিণামে মৃত্যুও হতে পারে তাদের। অন্ততপক্ষে এটা ঠিক যে ধরা পড়লে তাদের দু'জনকে পাশাপাশি একই কড়ি-কাঠে ঝুলতে হবে।

আতরের গন্ধে ভরপুর কেবিনে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সে মুগ্ধ,

কাতর দৃষ্টিতে দেখতে লাগল তার ভালোবাসার বস্তু এই মিষ্টি মুখটাকে।

হয়ত এ সমস্ত কিছুর মূলে ছিল সেই ভাইকিংরা*, জান্সেনের পূর্বপুরুষ সেই জলদস্যুরা, যারা লাল নৌকোয় চড়ে তাদের জন্মভূমি থেকে বহুদূরে সমুদ্রযাত্রায় বের হত, যাদের নৌকোর পেছন দিকটা উঁচিয়ে থাকত, সামনের দিকটা হত মোরগের ঝুঁটির মতো, পাশে ঝুলত ঢাল, মজবুত কাঠের মাস্তুলে ঝুলত চৌকোনা পাল। এই রকম কোন এক মাস্তুলের কাছে দাঁড়িয়ে জান্সেনের কোন এক সুদূর পূর্বপুরুষ গান গাইত সমুদ্রের নীল ঢেউ ও ঝড়ের মেঘ নিয়ে, সেই কন্যাকে নিয়ে — শণের বরণ যার কেশ, দূরের কোন এক সাগরতীরে বসে যে সুদূরপানে তাকিয়ে দিন গুনছে — বছরের পর বছর এই ভাবেই তার কেটে যাচ্ছে; সে কন্যার চোখদুটোও যেন নীল সমুদ্রের মতো, এই ঝড়ের মেঘের মতো। বোঝাই যাচ্ছে কোন্ পুরাতনের গর্ভ থেকে এই স্বপ্নচারিতা উঠে এসে ভর করেছে বেচারি জান্সেনের ওপর।

জান্সেনের ভয় হচ্ছিল প্যাছে মাদাম লামোলের ঘুম ভেঙে যায়। নিঃশব্দ চরণে সোফার কাছে এগিয়ে এসে সে শুয়ে পড়ল। চোখ বুজল। বাইরে সমুদ্রের ঢেউ সশব্দে ভেঙে পড়ছে। ভেসে আসছে মহাসাগরের কল্লোল — সুন্দরী কন্যা সম্পর্কে প্রাচীন গীত গেয়ে চলেছে। জান্সেন মাথার নীচে বাহু রাখল — নিদ্রাবেশ আর সুখস্বপ্নে আচ্ছন্ন হয়ে পড়ল।

একশ দুই

'ক্যাপ্টেন!... (দরজায় আঘাত।) ক্যাপ্টেন!'

'জান্সেন!' মাদাম লামোলের আর্ত কণ্ঠস্বর ছুঁচের মতো মস্তিষ্কে এসে বিঁধল।

---

* ভাইকিং — খ্রীষ্টীয় অষ্টম থেকে দশম শতাব্দীর স্ক্যান্ডিনেভীয় বীরপুরুষ, অনেক সময়ই জলদস্যু অর্থে ব্যবহৃত।

ক্যাপ্টেন জান্‌সেন ধড়মড় করে উঠে বসল, স্বপ্নের অতল থেকে ভেসে উঠে ফ্যালফ্যাল করে তাকাল। মাদাম লামোল তাড়াতাড়ি সোয়েটার গায়ে পরে নিল।

'বিপদ সঙ্কেত,' মাদাম লামোল বলল, 'আপনি কিনা ঘুমোচ্ছেন!...'

দরজায় আবার ঘা পড়ল, এবারে শোনা গেল সারেঙের কণ্ঠস্বর:

'বোটের বাঁ পাশ থেকে আলো দেখা যাচ্ছে, ক্যাপ্টেন।'

জান্‌সেন দরজা হাঁ করে খুলে ফেলল। সঙ্গে সঙ্গে এক রাশ দমকা ভিজে হাওয়া ঢুকে পড়ল তার ফুসফুসে। কাশতে কাশতে সে বেরিয়ে এলো ক্যাপ্টেনের মঞ্চে। সূচীভেদ্য রাতের অন্ধকার। দূরে ঢেউয়ের মাথায় নাচছে দুটো আলোর বিন্দু।

আলো থেকে চোখ না তুলেই জান্‌সেন তার বুকের কাছে হাতড়ে হুইস্‌লটা বার করল। হুইস্‌ল বাজাল। খালাসিরা সাড়া দিল। জান্‌সেন স্পষ্ট নির্দেশ দিল:

'ওভার অল! সকলকে ওপরের ডেকে চলে আসতে বল! সব পাল গুটিয়ে ফেল!'

চারদিকে হুইস্‌ল, চিৎকার-চেঁচামেচি করে নানা রকম নির্দেশদান। বোটের পুরোভাগ আর নীচের ডেক থেকে হুড়হুড় করে ছুটে এলো নাবিকেরা। তারা বানরের মতো তড়তড় করে মাস্তুল বয়ে ওপরে উঠে গেল, মাস্তুলের আড়কাঠ দোলার সঙ্গে সঙ্গে দোল খেতে লাগল। দড়িদড়াসুদ্ধ কপিকলগুলো মড়মড় করে উঠল। খালাসিদের সর্দার ওপরের দিকে মাথা তুলে সকলের চৌদ্দ পুরুষ উদ্ধার করে গালিগালাজ দিতে লাগল। পাল-গুলো নীচে এসে পড়ল। জান্‌সেন নির্দেশ দিল:

'ডান দিকে হাল ঘুরাও! সামনে — পুরোবেগে সামনে! আলো নিভিয়ে দাও!'

একমাত্র ইঞ্জিনের ওপর নির্ভর করে চলতে চলতে 'আরিজোনা' ঝটিতি মোড় নিল। ডান দিক থেকে একটা ঢেউয়ের মাথা উত্তাল হয়ে ওপরে উঠে ডেক-এর ওপর দিয়ে গড়িয়ে পড়ল। বাতি

নিভে গেল। পুরো অন্ধকারের মধ্যে ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটে চলল মোটর-বোট, থরথর করে কাঁপতে লাগল তার খোলটা।

যে আলো দেখা গিয়েছিল এবারে দিগন্তের বুকে সেগুলো দ্রুত বড় হয়ে উঠতে লাগল। অচিরেই চোখে পড়ল একটা সমুদ্রযানের কালো দেহরেখা — দুই চিমনিওয়ালা একটা যাত্রিবাহী বোট গলগল করে ধোঁয়া ছাড়ছে।

মাদাম লামোল ক্যাপ্টেনের মঞ্চে বেরিয়ে এলো। মাথায় সে পরল চূড়ায় পশমের ফুল লাগানো একটা বোনা টুপি, গলায় জড়াল একটা লোমশ মাফলার — সেটা ঢেউ খেলিয়ে ঝুলে রইল তার পিঠে। জান্‌সেন তার হাতে বাইনোকুলর তুলে দিল। বাই-নোকুলরটা সে চোখের কাছে নিয়ে এলো, কিন্তু বোট এত বেশি দোল খেতে লাগল যে বাইনোকুলরসুদ্ধ হাতখানা জান্‌সেনের কাঁধের ওপর রাখতে হল। জান্‌সেন শুনতে পেল গরম সোয়ে-টারের তলায় হৃৎপিণ্ডের স্পন্দন।

'আমরা আক্রমণ করব!' জান্‌সেনের কাছাকাছি মুখ করে কঠিনভাবে তার চোখের দিকে তাকিয়ে সে বলল।

পাঁচশ' গজ মতন দূরে থাকতেই যাত্রিবাহী স্টীমারটা 'আরিজোনাকে' দেখতে পেয়েছিল। সঙ্গে সঙ্গে স্টীমারের কর্ণধারের মঞ্চ থেকে লণ্ঠন তুলে নাড়াতে লাগল তারা, নীচু সুরে সাইরেন বেজে উঠল। 'আরিজোনা' বাতি জ্বালাল না, সঙ্কেতের কোন উত্তর না দিয়ে একটা সমকোণ এঁকে ধেয়ে চলল আলোকিত স্টীমারটার দিকে। সংঘর্ষ এড়ানোর উদ্দেশ্যে স্টীমারটা গতি-বেগ কমিয়ে ঘুরে যাওয়ার চেষ্টা করল।

এক সপ্তাহ পরে 'ন্যু ইয়র্ক হেরল্‌ড'-এর সংবাদদাতা এই অভূতপূর্ব ঘটনা সম্পর্কে কী লিখেছিল দেখা যাক।

'...তখন পৌনে পাঁচটা। সাইরেনের প্রচণ্ড সতর্কধ্বনিতে আমরা জেগে উঠলাম। যাত্রীরা হুড়মুড় করে ডেক-এর ওপর বেরিয়ে এলো। কেবিনের ভেতরকার আলো থেকে বেরিয়ে আসার পর রাত্রিটাকে কালি ঢাকা মনে হচ্ছিল। ক্যাপ্টেনের মঞ্চে আমরা বিশেষ চাঞ্চল্য লক্ষ করলাম, অন্ধকারের মধ্যে বাইনোকুলর ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দেখার চেষ্টা করলাম। কী ঘটেছে কেউই ঠিকমতো

জানে না। আমাদের স্টীমার গতিবেগ কমিয়ে দিল। এমন সময় আমরা দেখতে পেলাম ওটাকে... অদ্ভুত অজানা ধরনের একটা জাহাজ তীরবেগে আমাদের ঘাড়ের ওপর এসে পড়ছে। সরু, লম্বা, গড়নটা অনেকটা দ্রুতগামী ক্লিপারের মতো — তার সামনের আর পেছনের অংশে উঁচিয়ে আছে অদ্ভুত দুটো জাফরিকাটা মিনার। কে একজন ঠাট্টা করে চেঁচিয়ে বলল, 'ফ্লাইং ডাচম্যান।'* মুহূর্তের জন্য সকলে আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে পড়ল। আমাদের কাছ থেকে গজ খানেক দূরে রহস্যজনক জাহাজটা থেমে গেল, সেখান থেকে একজন মেগাফোনযোগে কর্কশ গলায় চেঁচিয়ে ইংরেজীতে বলল:

''ইঞ্জিন বন্ধ করুন! জ্বালানি নেভান।'

'আমাদের ক্যাপ্টেন উত্তরে বললেন:

''আদেশ পালন করার আগে জানা দরকার কে এই আদেশ দিচ্ছে।'

'জাহাজ থেকে চেঁচিয়ে উত্তর দিল:

''আদেশ দিচ্ছেন স্বর্ণ দ্বীপের রানী।'

'আমরা হতবাক। এ কি ঠাট্টা? নাকি পিয়ের হ্যারির আরেক নতুন ধরনের ধৃষ্টতা?

''আপনাদের রানীর জন্য একটা ফাঁকা কেবিন ছেড়ে দিচ্ছি, আর তিনি যদি নেহাৎই ক্ষুধার্ত হন তাহলে ভালো ভোজেরও ব্যবস্থা করতে পারি,' ক্যাপ্টেন উত্তর দিলেন।

'ক্যাপ্টেনের এই কথাগুলো ছিল সেই 'বেচারি হ্যারি' ফক্সট্রট থেকে নেওয়া। সঙ্গে সঙ্গে ডেক-এর ওপর হাসির হুল্লোড় উঠল। পরক্ষণেই রহস্যজনক জাহাজের সামনের মিনারে একটা কিরণ দেখা দিল। সেটা ছিল বোনার কাঁটার মতো সরু, চোখ ধাঁধানো

---

* নাবিকদের কল্পিত এক ভৌতিক জাহাজ। নাবিকদের মধ্যে এই মর্মে কুসংস্কার প্রচলিত ছিল যে 'ফ্লাইং ডাচম্যান' নামে এক ভৌতিক জাহাজ উত্তমাশা অন্তরীপের আশেপাশে ঘুরে বেড়ায়। একমাত্র ঝড়ের রাতেই তাকে দেখা যায় এবং যে জাহাজের পাশ দিয়ে যায় তার বিপদ সূচনা করে।

সাদা রঙের, মিনারের বুরুজ থেকে বেরিয়ে পাশে এতটুকু ছড়িয়ে পড়ে নি। সেই মুহূর্তে কেউ স্বপ্নেও ভাবতে পারে নি যে তারা চোখের সামনে যা দেখছে তা হল মানুষের আবিষ্কার করা সবচেয়ে ভয়ঙ্কর একটা অস্ত্র। আমরা বেশ খোশ মেজাজে ছিলাম।

'রশ্মিটা শূন্যে একটা ফাঁসমতন এঁকে আমাদের স্টীমারের সামনের অংশে এসে পড়ল। আমরা শুনতে পেলাম ভয়ঙ্কর হিস হিস শব্দ, দেখলাম দপ্ করে একটা নীল শিখা জ্বলে উঠে ইস্পাত কেটে ফেলল। ওপরের ডেক-এর পেছনের অংশে একজন নাবিক দাঁড়িয়ে ছিল — সে বিকট চিৎকার করে উঠল। আমাদের স্টীমারের সামনের ওঠা অংশটা আলাদা হয়ে খসে পড়ে গেল সমুদ্রের জলে। রশ্মি ওপরে উঠে গেল, অনেকখানি ঊর্ধ্বে উঠে কাঁপতে লাগল, তারপর আবার নীচে নেমে এসে সমান্তরাল রেখায় আমাদের মাথার ওপর দিয়ে চলে গেল। দুটো মাস্তুলেরই আগা হুড়মুড় করে ভেঙে পড়ল ডেকের ওপর। যাত্রীরা আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে ঝোলানো সিঁড়ির দিকে ছুটল। ভাঙা টুকরোর আঘাতে ক্যাপ্টেন আহত হলেন।

'ঘটনার বাকি অংশ সকলেই জানেন। দস্যুরা জালিবোটে করে এগিয়ে এলো। তারা সকলে সশস্ত্র — সকলের হাতে খাটো কার্বাইন। আমাদের স্টীমারে উঠে এসে তারা টাকা দাবি করল। যাত্রীদের পকেট আর মেইল-ব্যাগ হাতড়ে এক কোটি ডলার নিয়ে চলে গেল।

'লুটের মাল নিয়ে জালিবোট জলদস্যুদের জাহাজে ফিরে যাবার পর তার ডেক উজ্জ্বল আলোয় আলোকিত হয়ে উঠল, সেই আলোয় আমরা দেখতে পেলাম জাফরিকাটা মিনার থেকে বোনা টুপি মাথায় লম্বা একহারা চেহারার একজন মহিলা নেমে এসে দ্রুত পায়ে ক্যাপ্টেনের মঞ্চের ওপর চলে গেল, মুখের সামনে মেগাফোন নিয়ে মাথা পেছনে হেলিয়ে সে চেঁচিয়ে আমাদের বলল:

''এখন আপনারা স্বচ্ছন্দে চলে যেতে পারেন।'

'দস্যুজাহাজটা একটা মোড় নিয়ে অস্বাভাবিক দ্রুত গতিতে দিগন্তের ওপারে অদৃশ্য হয়ে গেল।'

সাম্প্রতিক কয়েক দিনের ঘটনা — মার্কিন স্কোয়াড্রনের ওপর 'প' 'হ' লেখা ডিরিজাব্‌ল-বেলুনের আক্রমণ এবং দ্বীপের ওপর বোমাবর্ষণের জন্য নৌবহরকে আদেশ প্রদান — সুবর্ণ দ্বীপের সমস্ত অধিবাসীর মধ্যে উত্তেজনা সঞ্চার করল।

অফিসে পদত্যাগের দরখাস্ত দেওয়ার হিড়িক পড়ে গেল। সেভিংস ব্যাঙ্ক থেকে যে যার সঞ্চয় তুলে নিতে লাগল। বিষণ্ণ ও দৃঢ়প্রতিজ্ঞ চেহারা নিয়ে শ্বেত-পীত রক্ষীরা ব্যারাকের বাইরে পুলিশদের টহল দেওয়ার গলিঘুঁজিতে চলাফেরা করতে থাকলেও শ্রমিকেরা তাদের কোন তোয়াক্কা না করে কাঁটাতারের বেড়ার ওপাশে সভা-সমিতি শুরু করে দিল। গোটা বসতিটার অবস্থা এমন যেন মৌচাকে ঢিল পড়েছে। তুরী-ভেরী বাজিয়ে তাদের আমোদ-প্রমোদে আকর্ষণের চেষ্টা করে কোন লাভ হল না। এই বিশ্রী মনমেজাজ থেকে শ্রমিকদের উদ্ধার ক'রে তাদের জাতিতে জাতিতে কোন্দল সৃষ্টির কী অমানুষিক চেষ্টাই না প্রয়োগ করল পনেরোজন উস্কানিদাতা! — কিন্তু কিসের কী? আরেকজন কাঁটাতারের বেড়ার ওপাশে থাকে একমাত্র এই কারণে তার বদন বিগড়ে দেওয়ার সাধ কারোই হল না।

ইঞ্জিনীয়র চের্মাক দ্বীপের নানা জায়গায় সরকারী বিজ্ঞপ্তি সেঁটে দিল। সামরিক আইন জারী করা হল, সভা-সমিতি করা নিষিদ্ধ হল, বিশেষ হুকুম ছাড়া কারও পদত্যাগের অধিকার রইল না। জনসাধারণ যাতে সরকারের কোন সমালোচনা না করে তার জন্য তাদের সতর্ক করে দেওয়া হল। খনির কাজ দিবারাত্রি অব্যাহত রাখার হুকুম দেওয়া হল। ঘোষণায় বলা হল, 'এই সময় যাঁরা গ্যারিনকে বুক দিয়ে রক্ষা করার জন্য এগিয়ে আসবেন তাঁরা অকল্পনীয় ধনসম্পদে পুরস্কৃত হবেন। কাপুরুষদের আমরা নিজেরাই এই দ্বীপ থেকে পাক মেরে ছুঁড়ে ফেলে দেব। মনে রাখবেন যারা আমাদের সম্পদশালী হওয়ার পথে বিঘ্ন ঘটাচ্ছে, আমাদের সংগ্রাম তাদের বিরুদ্ধে।'

ঘোষণাটার মধ্যে একটা দৃঢ় মনোভাবের পরিচয় থাকা সত্ত্বেও

যেদিন নৌবহরের আক্রমণের আশঙ্কা করা যাচ্ছিল তার আগের দিন সকালে খনি মজুরেরা জানিয়ে দিল যে সে দিন দুপুরের মধ্যে মাইনে মিটিয়ে না দিলে (সেদিন ছিল মাইনের দিন) এবং শান্তির অভিপ্রায় ও সর্ববিধ সামরিক কার্যকলাপ বন্ধ করার কথা জানিয়ে দুপুরের মধ্যে মার্কিন সরকারের কাছে ঘোষণাপত্র না পাঠালে পরাবৃত্ত-যন্ত্র আর তরল বায়ুর যন্ত্রপাতি তারা বন্ধ করে দেবে।

তরল বায়ুর যন্ত্রপাতি বন্ধ করে দেওয়ার অর্থ খনিতে বিস্ফোরণ ঘটা — এমনকি হয়ত বা গলিত ম্যাগমারও উদ্‌গীরণ ঘটতে পারে তার ফলে। সত্যিই সাংঘাতিক বিপদ। ইঞ্জিনীয়র চের্মাক রাগে দিগ্‌বিদিক জ্ঞানশূন্য হয়ে শ্রমিকদের গুলি করে মারার ভয় দেখাতে লাগল। খনির সামনে শ্বেত-পীতের দল জড় হতে শুরু করল। এই যখন অবস্থা তখন একশ' জন মজুরের একটা দল খনির ভেতরে পাশের গুহাগুলোতে নেমে গেল, সেখান থেকে টেলিফোন করে অফিসে জানাল:

'আমরা মৃত্যু ছাড়া আর কোন উপায় দেখছি না — চারটের সময় বিস্ফোরণ ঘটিয়ে দ্বীপের সঙ্গে সঙ্গে আমরা নিজেদেরও উড়িয়ে দিচ্ছি।'

যা হোক মাঝখানে অন্তত আরও চারটে ঘণ্টা সময় আছে। খনি-এলাকা থেকে রক্ষী পুলিশের দল তুলে নিয়ে ইঞ্জিনীয়র চের্মাক মোটরসাইকেল হাঁকিয়ে প্রাসাদের দিকে ছুটল। সেখানে গিয়ে সে দেখল যে গারিন আর শেল্‌গা কথাবার্তা বলছে — তারা দু'জনেই উত্তেজিত, দু'জনেরই চোখমুখ লাল হয়ে উঠেছে। চের্মাককে দেখে গারিন উন্মাদের মতো লাফ দিয়ে উঠল।

'এমন মূর্খের মতো প্রশাসন চালানো আপনি কার কাছ থেকে শিখেছেন?'

'কিন্তু...'

'চোপ্! আপনাকে বরখাস্ত করা হল। ল্যাবরেটারিতে চলে যান, নয়ত যেখানে খুশি চলে যেতে পারেন। চুলোয় যান।... আপনি একটা গর্দভ।...'

দরজা হাঁ করে খুলে দিয়ে গারিন ধাক্কা মেরে চের্মাককে বার

করে দিল। সে ফিরে এলো টেবিলের কাছে। সেখানে এক কোনায় সিগার দাঁতে চেপে বসে ছিল শেল্‌গা।

'শেল্‌গা, সময় এসেছে। এমন একটা সময় যে আসবে আমি আগেই বুঝতে পেরেছিলাম — একমাত্র আপনিই এই আন্দোলনকে নিয়ন্ত্রণে এনে শেষ রক্ষা করতে পারেন।... দ্বীপে যা শুরু হয়েছে দশটা মার্কিন নৌবহরের চেয়েও তা বেশি বিপজ্জনক।'

'হুম্,' শেল্‌গা বলল, 'আগেই সেটা বোঝা উচিত ছিল।'

'দেখুন, আমাকে ওই সব নীতিকথা শোনাতে আসবেন না।... আমি আপনাকে বিশেষ ক্ষমতা দিয়ে দ্বীপের গভর্ণর পদে নিযুক্ত করছি।... একবার অস্বীকার করার চেষ্টা করে দেখুন,' উত্তেজিত হয়ে সপ্তমে গলা চড়িয়ে গারিন তাড়াতাড়ি করে বলে উঠল। তারপর টেবিলের দিকে ছুটে গিয়ে দেরাজ থেকে রিভল্‌ভার বার করে বলল, 'সোজা কথা — রাজী যদি না হন, আমি আপনাকে গুলি করব।... বলুন, হ্যাঁ কি না?'

'না,' রিভল্‌ভারের দিকে আড়চোখে তাকিয়ে শেল্‌গা বলল।

গারিন গুলি ছুঁড়ল। শেল্‌গা যে হাতে সিগার ধরে রেখেছিল সেটা কপালের রগের কাছে তুলে ধরল।

'বদমাশ!'

'হুঁ হুঁ তার মানে রাজী?'

'জিনিসটা নামিয়ে রাখুন দেখি।'

'বেশ।' গারিন রিভল্‌ভার ছুঁড়ে দেরাজের ডালার ভেতরে রেখে দিল।

'আপনি কী চান? শ্রমিকরা যাতে খনি উড়িয়ে না দেয় — এই ত? ঠিক আছে। উড়িয়ে দেবে না। কিন্তু শর্ত আছে...'

'আর বলতে হবে না, আমি অমনিতেই রাজী।'

'আমি এই দ্বীপে যেমন একজন সাধারণ ব্যক্তি ছিলাম তা-ই থাকব। আমি আপনার চাকর নই, আপনার ভাড়াটে কর্মীও নই। এই হল প্রথম কথা। আর দ্বিতীয় শর্ত হল, আজই সমস্ত জাতীয় সীমানা উঠিয়ে দিতে হবে—একটাও কাঁটাতারের বেড়া যেন না থাকে।'

'আমি রাজী।'

'আপনার যে উস্কানিদাতাদল আছে...'

'আমার কোন উস্কানিদাতা নেই,' গারিন চটপট বলে উঠল।

'মিথ্যে কথা।'

'বেশ, ধরুন মিথ্যেই বলছি। তাদের নিয়ে কী করতে বলেন? ডুবিয়ে মারতে বলেন?'

'আজ রাত্রেই।'

'বেশ, তা-ই হবে। ধরে নিন তাদের ডুবিয়ে মেরে ফেলা হয়েছে।' গারিন তার লেখার প্যাডে পেন্সিল দিয়ে দ্রুত কিছু নোট নিল।

'এবারে শেষ শর্ত,' শেল্‌গা বলল, 'শ্রমিকদের সঙ্গে আমার আচরণের ব্যাপারে কোন রকম হস্তক্ষেপ চলবে না।'

'তাই নাকি?' (শেল্‌গা ভুরু কোঁচকাল, টেবিল ছেড়ে নামার উদ্যোগ করল। গারিন তার হাত চেপে ধরল।) বেশ, রাজী। যা-ই বলুন না কেন, এমন এক সময় আসবে যখন আমি আপনার ওই গোঁ ভাঙবই। আর কী আছে?'

শেল্‌গা সিগার ধরাতে গিয়ে চোখ কোঁচকাল — ঝড়ঝাপটা খাওয়া তামাটে মুখটা, হাল্‌কা রঙের ছোট্ট গোঁফজোড়া, চেপ্‌টা ওল্‌টানো নাক আর চালাক চালাক মুখভঙ্গি ধোঁয়ার আড়ালে ঢাকা পড়ে গেল। এমন সময় টেলিফোন বেজে উঠল। গারিন রিসিভার তুলল।

'আমি গারিন বলছি। কী? ওয়্যারলেস?'

গারিন রিসিভার ফেলে দিয়ে হেডফোন কানে লাগাল। শুনল, শুনতে শুনতে হাতের নখ কামড়াতে লাগল। একটা বাঁকা হাসি ফুটে উঠল তার ঠোঁটে।

'মজুরদের শান্ত করতে পারেন। কাল আমরা মাইনে মিটিয়ে দিচ্ছি। মাদাম লামোল এক কোটি ডলার যোগাড় করেছেন। আমি এখুনি টাকা আনার জন্য একটা সফরী ডিরিজাব্‌ল পাঠিয়ে দিচ্ছি। 'আরিজোনা' আর মাত্র চারশ' মাইল উত্তর-পশ্চিমে আছে।'

'তাহলে ত ব্যাপার আরও সহজ হয়ে গেল,' এই বলে পকেটে হাত গুঁজে শেল্‌গা ঘর ছেড়ে বেরিয়ে গেল।

একশ চার

মেঝে থেকে শূন্যে পা তুলে ছাদের কড়িকাঠের সঙ্গে ঝোলানো বেল্ট ধরে ঝুলতে ঝুলতে চোখ বুজে, মুহূর্তের জন্য নিঃশ্বাস বন্ধ করে শেল্গা ঝপ্ করে লাফিয়ে পড়ল নীচে, লিফ্টের ইস্পাতের খাঁচার মধ্যে।

পাশাপাশি সমান্তরাল খনির শীতলতার মাত্রা সমান ছিল না, লিফ্টটাকে এক গুহা থেকে আরেক গুহায় উত্তপ্ত এলাকার মধ্য দিয়ে উড়ে যেতে হচ্ছিল — একমাত্র প্রচণ্ড গতিবেগে নীচে নামছিল বলেই আগুনে পোড়ার অবকাশ পাচ্ছিল না।

মিটারের লাল কাঁটার দিকে নজর রাখছিল শেল্গা। পঁচিশ হাজার ফুট নীচে লিফ্ট নামতে রিওস্ট্যাট টিপে সে লিফ্ট থামাল। লিফ্ট থেকে বেরিয়ে যেখানে সে ঢুকল সেটা সাঁইত্রিশ নম্বর গুহা। আরও এক হাজার ফুট নীচে খনির তলদেশে পরাবৃত্ত-যন্ত্রের গুঞ্জন উঠছে, আগুনে তেতে ওঠা মাটি সংকুচিত বায়ুর প্রভাবে শীতল হয়ে ফেটে পড়ছে — তারই তীক্ষ্ম আওয়াজ অবিরাম শোনা যাচ্ছে। এলিভেটরের কোদালগুলো ঝন্ঝন্ সর্সর্ আওয়াজ করে মাটি-পাথর ওপরে বয়ে এনে ফেলছে।

প্রধান খনির পাশে অবস্থিত আর সব গুহার মতো সাঁইত্রিশ নম্বর গুহারও ভেতরটা নাছি দিয়ে আটকানো লোহার একটা ঘনক্ষেত্র। তার দেয়ালের ওপাশে তরল বায়ু বাষ্পীভূত হয়ে চারপাশের পুরু গ্রানাইট পাথরের তাপ জুড়িয়ে দিচ্ছে। তাপে গলা ম্যাগ্মার বলয়টা সম্ভবত খুব একটা গভীরে নেই — তড়িৎ-চুম্বকীয় এবং ভূকম্পবিজ্ঞান সংক্রান্ত অনুসন্ধানের ফলে লব্ধ তথ্যাদি থেকে আগে যেমন মনে হয়েছিল এখন দেখা যাচ্ছে তার চেয়ে কাছেই আছে। গ্রানাইট ৫০০ ডিগ্রী পর্যন্ত উত্তপ্ত হয়ে উঠেছে। তরল বায়ুর যে-সমস্ত যন্ত্রপাতির সাহায্যে তাপ জুড়ানো হয় সেগুলো যদি কয়েক মিনিটের জন্যও থেমে যায় তাহলে চোখের নিমেষে সব পুড়ে ছাই হয়ে যাবে।

লোহার কামরাটার ভেতরে কতকগুলো তক্তপোষ, বেঞ্চি আর জলের বাল্তি ছিল। চার ঘণ্টার একেকটা শিফ্টে কাজ

ওঠার পর মজুরদের অবস্থা হয় অর্ধমৃত — তাই মাটির ওপরে তোলার আগে তাদের খানিকক্ষণ তক্তপোষে শুইয়ে সুস্থ করে তুলতে হয়। ভেন্টিলেটর ফ্যান আর বায়ু সরবরাহের পাইপ জোর আওয়াজ তুলছে। নাছি দিয়ে আটকানো সিলিং থেকে বাতি ঝুলছে — সেই বাতির উজ্জ্বল আলোয় ভেতরকার পঁচিশ জন মানুষের অসুস্থ, বিষণ্ণ, ফুলো ফুলো মুখগুলো আলোকিত হয়ে উঠেছে। আরও পঁচাত্তর জন মজুর আছে ওপরের গুহাগুলোতে — তাদের সঙ্গে টেলিফোনে যোগাযোগের ব্যবস্থা আছে।

শেল্‌গা লিফ্‌ট থেকে বেরিয়ে আসতে কেউ কেউ তার দিকে ফিরে তাকাল, কিন্তু কোন সম্ভাষণ জানাল না — চুপ করে রইল। স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছিল খনি উড়িয়ে দেওয়ার সিদ্ধান্তে তারা অটল।

'একজন দোভাষী চাই। আমি রুশ ভাষায় বলব,' কনুই দিয়ে টেবিলের ওপর থেকে জেলি-লজেন্স, ও জোলাপ-লবণের কৌটো এবং অসমাপ্ত মদের গ্লাস (দ্বীপের সরকার এসব জিনিস খনি-মজুরদের দেদার পরিমাণে দিত।) ঠেলে এক পাশে সরিয়ে দিয়ে বসতে বসতে শেল্‌গা বলল।

টেবিলের দিকে এগিয়ে এলো ঘাড় কুঁজো হাড়গোড় বার করা এক ইহুদী। খোঁচা খোঁচা দাড়িতে ছেয়ে গেছে তার নীলচে ফেকাসে মুখটা।

'আমি দোভাষীর কাজ করব,' সে বলল।

শেল্‌গা বলতে শুরু করল:

'গারিন এবং তার প্রতিষ্ঠান পুঁজিতান্ত্রিক চেতনার চূড়ান্ত পরিণতি ছাড়া আর কিছুই নয়। গারিন যেখানে এসে পৌঁছেছে তার পর আর কেউ এগোতে পারে না — মস্তিষ্কে অপারেশন করে মানবজাতির মেহনতী অংশকে জোর করে ভারবাহী পশুতে পরিণত করা, মনোনীত শ্রেণী অর্থাৎ 'জীবনের অধিপতিদের' বাছাই করা — এখানেই সভ্যতার অগ্রগতির পরিসমাপ্তি। বুর্জোয়ারা এখনও গারিনকে বুঝতে পারছে না — অবশ্য তাকে যাতে বুঝতে পারে সে ব্যাপারে স্বয়ং গারিনেরও কোন তাড়াহুড়ো নেই। তারা তাকে একজন দস্যু ও দখলদার বলে গণ্য করে। কিন্তু

শেষ পর্যন্ত তারা বুঝতে পারবে যে গ্যারিনের ব্যবস্থাই সাম্রাজ্যবাদের প্রধান অবলম্বন।... কমরেডরা, সবচেয়ে বিপজ্জনক যে জিনিস, তা আমাদের নিবারণ করতে হবে — আমাদের দেখতে হবে গ্যারিন যেন তাদের সঙ্গে কোন রকম সমঝোতায় না আসতে পারে। সে যদি তাদের সঙ্গে সমঝোতায় আসতে পারে তাহলে আপনাদের অবস্থা বড় কঠিন হবে, কমরেডরা। আপনারা এই খাঁচার মধ্যে মরার সংকল্প নিয়েছেন এই জন্যে যাতে মার্কিন সরকারের সঙ্গে গ্যারিনের ঝগড়া না বাধে? একবার ভেবে দেখুন। গ্যারিন জিতলে খারাপ, পুঁজিবাদীরা জিতলেও খারাপ। গ্যারিন যদি তাদের সঙ্গে সমঝোতায় আসতে পারে তাহলে যতদূর খারাপ হওয়ার হবে। আপনারা নিজেদের দাম জানেন না কমরেড, পাল্লা আপনাদের পক্ষেই ভারী। এক মাস পরে এলিভেটরের কোদাল যখন পৃথিবীর বুকে সোনা তুলে আনতে শুরু করবে, তখন আর তা গ্যারিনের হাতে থাকবে না — আপনাদের কাজে লাগবে, সেই কাজে লাগবে যার জন্য পৃথিবীর সর্বত্র আমাদের সংগ্রাম করা উচিত। আপনারা যদি আমাকে বিশ্বাস করেন, যদি চূড়ান্তভাবে, ভীষণভাবে আমার ওপর আস্থা স্থাপন করতে পারেন তাহলেই আমি আপনাদের নেতা।... সর্বসম্মতিক্রমে মনোনয়ন করুন।... আর যদি বিশ্বাস না করেন...'

শ্রমিকদের গম্ভীর মুখগুলো অপলক দৃষ্টিতে শেল্গার দিকে তাকিয়ে ছিল। শেল্গা কথা বলতে বলতে মাঝপথে থেমে তাদের মুখের দিকে ফিরে তাকাল, তারপর বেশ জোরে জোরে মাথার পেছনটা চুলকাল।

'যদি বিশ্বাস না করেন, আরও কথা বলতে রাজী আছি।'

টেবিলের দিকে এগিয়ে এলো এক তরুণ। চওড়া কাঁধ, আদুল গা, সর্বাঙ্গে ঝুলকালিমাখা। ঝুঁকে পড়ে নীল চোখের দৃষ্টিতে তাকিয়ে দেখল শেল্গাকে। প্যান্টটা টেনে তুলে নিয়ে সঙ্গীদের দিকে মুখ ফেরাল সে।

'আমি বিশ্বাস করি।'

'আমরা বিশ্বাস করি,' অন্যেরা বলল। পুরু গ্রানাইট পাথরের

াজার হাজার ফুট স্তর পেরিয়ে টেলিফোনে ভেসে এলো: 'বিশ্বাস ারি, আমরা বিশ্বাস করি।'

'বেশ, বিশ্বাস যখন করেন তখন ঠিক আছে,' শেল্গা বলল। এখন আসুন একেকটা করে ধরা যাক: সন্ধের মধ্যে জাতীয় ীমানা উঠিয়ে দেওয়া হচ্ছে। মাইনে আপনারা কাল পাবেন। রক্ষিবাহিনী প্রাসাদ পাহারা দিক গে — তাদের ছাড়াও আমাদের চলে যাবে। যে পনেরোজন উস্কানিদাতা আছে তাদের জলে ডুবিয়ে মেরে ফেলা হবে — এটা ছিল আমার প্রথম শর্ত। এখন কর্তব্য হল যত তাড়াতাড়ি সম্ভব সোনা তুলতে পারা। ঠিক বলি নি কিনা কমরেডরা?'

একশ পাঁচ

সেই রাত্রে উত্তর-পশ্চিম দিকে সন্ধানী আলোর রশ্মি ঘুরে বেড়াতে দেখা গেল। পোতাশ্রয়ে বিপদসঙ্কেতকারী সাইরেন বেজে উঠল। ভোরের দিকে, সমুদ্রের বুকে তখনও ছায়া ভাসছে, এমন সময় অগ্রসরগামী স্কোয়াড্রনের অগ্রদূত রূপে প্রথম এক ঝাঁক এরোপ্লেন দ্বীপের মাথার ওপর ভোরের গোলাপী আলোয় ঝলক দিতে দিতে ঘুরপাক খেতে লাগল।

রক্ষীরা কার্বাইন তুলে তাদের ওপর গুলি ছুঁড়তে গেল, কিন্তু শিগ্গিরই সে চেষ্টা ছেড়ে দিল। দ্বীপের অধিবাসীরা দলে দলে এসে জুটতে লাগল। খনির মাথার ওপর আগের মতোই ধোঁয়ার কুন্ডলী উঠছে। জাহাজের ঘড়িতে ঘণ্টা বাজল। একটা বড় স্টীমার থেকে মাল খালাসের কাজ চলছে — একটা ক্রেইন আড়াআড়িভাবে দড়ি বাঁধা বিশাল বিশাল গাঁইট তুলে তীরে ছুঁড়ে দিচ্ছে।

মহাসাগর শান্ত, হাল্কা কুয়াশায় ঢাকা। হাওয়াই জাহাজের প্রপেলারগুলো আকাশে গুঞ্জন তুলছে। সূর্য উঠছে একটা ঝাপ্সা গোলার মতো। ঠিক এই সময়ই দিগন্তের বুকে সকলের চোখে

পড়ল ধোঁয়ার মেঘ। সমতল লম্বা ফালির আকারে ঝড়ের মেঘের মতো সেই ধোঁয়া ছড়িয়ে পড়েছে দক্ষিণ-পূর্ব দিক জুড়ে। আসন্ন মৃত্যুর পূর্বাভাস।

দ্বীপে সব কিছু স্তব্ধ হয়ে গেল —— এমনকি ইউরোপ মহাদেশ থেকে আনা পাখিদের গানও যেন বন্ধ হয়ে গেল। এক জায়গায় এক দঙ্গল লোক পোতাশ্রয়ে রাখা কতকগুলো ডিঙি-নৌকোর দিকে ছুটল। লোকজনে উপচেপড়া হয়ে গেল সব নৌকো, তাড়াতাড়ি খোলা সমুদ্রের বুকে নৌকো ছেড়ে দিল তারা। কিন্তু নৌকোর সংখ্যা কম, এদিকে দ্বীপটাও চার দিক থেকে খোলা, লুকানোর কোন জায়গা নেই। অধিবাসীরা পাথরের মূর্তির মতো নিশ্চল নির্বাক হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। কেউ কেউ বালিতে মুখ গুঁজে উপুড় হয়ে শুয়ে পড়ল।

প্রাসাদে এতটুকু প্রাণচাঞ্চল্য লক্ষ করা গেল না। ব্রোঞ্জের গেট্গুলো বন্ধ। ঢালু হয়ে চলে গেছে লালচে রঙের প্রাচীর — চওড়া কানাতের উঁচু টুপি মাথায়, সোনার কাজ করা সাদা কোর্তা গায়ে রক্ষীরা পিঠে কার্বাইন ঝুলিয়ে সেই প্রাচীর বরাবর টহল দিচ্ছে। এক পাশে উঁচিয়ে আছে লেসের মতো স্বচ্ছ জাফরিকাটা একটা মিনার — বিশাল পরাবৃত্ত-যন্ত্রের মিনার। কুয়াশার যে আবরণটা উঠে আসছে তাতে চোখের আড়ালে ঢাকা পড়ে যাচ্ছে মিনারের চূড়া। কিন্তু দিগন্তের বুকে বাদামী-কালো রঙের মেঘটা ছিল এত বেশি প্রত্যক্ষ আর ভীতিকর যে এই প্রতিরক্ষা ব্যবস্থার ওপর বিশেষ কারও আশা-ভরসা দেখা গেল না।

অনেকে ভয়ে খনির দিকে ফিরে তাকাল। সেখানে সেই মুহূর্তে বেজে উঠেছে তৃতীয় শিফ্টের বাঁশি। এই বুঝি কাজের সময় হল! চুলোয় যাক সোনা! এর পর গড়ের মাথার ঘড়িতে আটটা বাজল। আর তখনি সমুদ্রের ওপর দিয়ে গড়াতে গড়াতে ভেসে এলো গুরু গুরু গর্জন — মেঘের আওয়াজের মতো ভারী গর্জন সমানেই বেড়ে চলল। স্কোয়াড্রনের প্রথম গোলাবর্ষণ। কয়েক মুহূর্তের প্রতীক্ষা — মনে হল যেন ছড়িয়ে পড়ল প্রান্তরে, উড়ন্ত গোলার আওয়াজের মধ্যে।

স্কোয়াড্রনের গোলাবর্ষণের আওয়াজ যখন শোনা গেল তখন রোলিং দাঁড়িয়ে ছিল বারান্দার ওপরের চাতালে, যেখান থেকে সোপানশ্রেণী নেমে গেছে জলের দিকে। মুখ থেকে পাইপ নামিয়ে সে শুনতে লাগল উড়ন্ত গোলার গর্জন। মেলোনাইট আর বিষাক্ত গ্যাসে ঠাসা অন্তত নব্বইটি লৌহদানব ধেয়ে আসছে দ্বীপের দিকে, সোজা রোলিং-এর মস্তিষ্ক লক্ষ্য করে। তারা বিজয়ের উল্লাসে ফেটে পড়ছে। রোলিং-এর মনে হল তার হৃৎপিণ্ডের পক্ষে এ আওয়াজ বুঝি আর সহ্য করা সম্ভব হবে না। সে তাড়াতাড়ি পিছিয়ে গেল গ্রানাইট পাথরের দেয়ালের গায়ের একটা দরজার দিকে। (কোন সময় বোমাবর্ষণ হলে তা থেকে আত্মরক্ষা করার জন্য সে বহুকাল হল পাতালঘরে একটা আশ্রয়স্থলের ব্যবস্থা করে রেখেছিল।) গোলাগুলো সমুদ্রে ফেটে পড়তে জলস্তম্ভ উঠে প্রবল গর্জনে ভেঙে পড়ল। লক্ষ্যে পৌঁছুতে পারল না।

রোলিং তখন জাফরিকাটা মিনারেটার চূড়ার দিকে তাকাল। গতকাল সন্ধ্যা থেকেই গারিন সেখানে বসে ছিল। মিনারের ওপরকার গোল বুরুজটা ঘুরছে — তার গায়ের খাড়া কোটরগুলো ঘুরে ঘুরে যেতে সেটা বোঝা যাচ্ছে। পিঁশনে চশমা এঁটে মাথা পেছন দিকে হেলিয়ে রোলিং নিরীক্ষণ করতে লাগল। বুরুজ-টা ডাইনে বাঁয়ে খুব দ্রুত গতিতে ঘুরছে। ডাইনে ঘোরার সময় দেখা যাচ্ছে খাড়া কোটরের ভেতর দিয়ে ওপরে নীচে নড়ে চড়ে বেড়াচ্ছে পরাবৃত্ত-যন্ত্রের চকচকে নলটা।

যে রকম ব্যস্ত হয়ে গারিন তার যন্ত্র নিয়ে কাজ করছে সেটাই ছিল সবচেয়ে ভয়াবহ। তাছাড়া এই নিস্তব্ধতা। দ্বীপের কোথাও এতটুকু আওয়াজ নেই।

এমন সময় অনেক দূর জুড়ে সমুদ্র থেকে একটা চাপা আওয়াজ ভেসে এলো — মনে হল আকাশের বুকে যেন একটা বুদ্বুদ ফেটে পড়ল। রোলিং-এর নাক ঘেমে উঠেছিল, পিঁশনেটা ভালো করে নাকে এঁটে রোলিং এবারে স্কোয়াড্রনের দিকে ফিরে

তাকাল। দেখতে পেল সেখানে ব্যাঙের ছাতার আকারে ভেসে বেড়াচ্ছে সাদা হলুদ ধোঁয়ার তিনটে দঙ্গল। খানিকটা বাঁয়ে ফুলে ফেঁপে উঠতে লাগল উস্‌কোখুস্‌কো কতকগুলো কুণ্ডলী, তারপর রক্তবর্ণে আলোকিত হয়ে ওপরে উঠে গেল, বাড়তে বাড়তে ছড়িয়ে পড়ে আরেকটি ব্যাঙের ছাতার আকার ধারণ করল। চতুর্থবার মেঘগর্জন গড়াতে গড়াতে এগিয়ে এলো দ্বীপের দিকে।

রোলিং যতবার পিঁশনে নাকের ওপর চেপে ধরে ততবারই খসে পড়ে যায়। তবু সে সাহস সঞ্চয় করে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখতে লাগল দিগন্তের বুকে একের পর এক ধোঁয়ার ছত্রাক উঠছে — দেখতে দেখতে মার্কিন স্কোয়াড্রনের আটটা যুদ্ধজাহাজই ফেটে চৌচির হয়ে শূন্যে উড়ে গেল।

আবার দ্বীপের বুকে, সমুদ্র আর আকাশ জুড়ে নেমে এলো স্তব্ধতা। জাফরিকাটা মিনারের ওপর থেকে তরতর করে নীচে নেমে এলো লিফ্‌ট। বাড়ির দরজা দড়াম দড়াম শব্দে খোলা-বন্ধ হল, ফক্সট্রট নাচের বেসুরো শিস বাজতে শোনা গেল, গারিন ছুটে বেরিয়ে এলো বারান্দায়। তার চেহারা বিধ্বস্ত, মুখে ক্লান্তির ছাপ, মাথার চুল খাড়া হয়ে আছে।

রোলিং-এর দিকে ভ্রুক্ষেপ না করে সে ওপরের জামাকাপড় ছাড়তে লাগল। সিঁড়ির ধাপ বয়ে নেমে সে একেবারে জলের ধারে চলে এলো, গোলাপী রঙের জাঙ্গিয়া আর সিল্কের শার্টটা গা থেকে খুলে ফেলল। সমুদ্রের বুকে যেখানে স্কোয়াড্রনটা ধ্বংস হয়েছে তার মাথার ওপরে ধোঁয়া তখনও মিলিয়ে যায় নি — সেই দিকে দৃষ্টিপাত করে গারিন তার বগল চুলকাল। নারীদেহের মতো সাদা ধবধবে পুষ্ট শরীর গারিনের। তার নগ্নতার মধ্যে এমন একটা কিছু ছিল যা লজ্জা ও বিতৃষ্ণার উদ্রেক করে।

সে পা ঠেকিয়ে জল পরীক্ষা করে দেখল, মেয়েদের মতো উটকো হয়ে ঢেউয়ের সামনে বসল, খানিকটা সাঁতার কাটল, কিন্তু একটু পরেই উঠে এলো; আর তখনই চোখ পড়ল রোলিং-এর দিকে।

'এই যে!' সে টেনে টেনে বলল। 'আপনিও চান করার আয়োজন করছেন নাকি? বাপ্‌স রে, যা ঠান্ডা!'

হঠাৎ সে হেসে উঠল হি-হি করে, খপ করে জামাকাপড় তুলে নিয়ে দোলাতে দোলাতে চলে গেল বাড়ির ভেতরে।

বিশাল ব্রোঞ্জের ফটক খুলতে খুলতে পেছন ফিরে গারিন বলল:

'সকালের জলখাবার খেতে চলে আসুন দাদু। শ্যাম্পেনের বোতল খোলা যাবে।'

একশ সাত

রোলিং-এর পরের আচরণটা হল বড়ই অদ্ভুত। গারিনের আজ্ঞানুবর্তী হয়ে সে পায়ে পায়ে প্রাতরাশের টেবিলের দিকে এগিয়ে গেল। খাবার টেবিলে তারা দু'জন ছাড়া ছিল শুধু মাদাম লামোল। মাদাম লামোলের মুখে কোন কথা নেই, সাম্প্রতিক উত্তেজনাকর অভিজ্ঞতার ফলে তার মুখ ফেকাসে। সে যখন গেলাসে মুখে তুলল তখন তার চোখ ধাঁধানো সমান দাঁতের সারিতে গেলাসের কাঁচ ঠেকে ঝন্‌ঝন্‌ আওয়াজ উঠল।

রোলিং অনেকটা যেন ভারসাম্য হারানোর ভয়েই প্রাণপণ চেষ্টা করে স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল বোতলের ছিপির সোনালি মাথাটার দিকে। সেটার আকার ছিল ওই অভিশপ্ত যন্ত্রটার মতো, যে যন্ত্রের ক্ষমতা ও প্রতিপত্তি সম্পর্কে রোলিং-এর আগের সমস্ত ধারণা কয়েক মিনিটের মধ্যে ধূলিসাৎ করে দিয়েছে।

গারিনের মাথার চুল ভিজে, চুলে চিরুনীর আঁচড় পড়ে নি, শার্টের কলার নেই, গায়ের কোর্তাটা দোমড়ানো মোচড়ানো, জায়গায় জায়গায় জ্বলে ফুটো ফুটো হয়ে গেছে। ঝিনুক চিবুতে চিবুতে সে আবোল-তাবোল বকবক করে যাচ্ছিল। এককে নিঃশ্বাসে একের পর এক কয়েক গেলাস মদ উজাড় করে দিল সে।

'এই এখনই বুঝতে পারলাম কী খিদেই না আমার পেয়েছিল!'

'আপনি চমৎকার কাজ করেছেন বন্ধু,' জোইয়া মৃদুস্বরে বলল।

'হ্যাঁ, তবে স্বীকার করতে বাধা নেই, যখন কামানের গোলার ধোঁয়ায় দিগন্ত ছেয়ে গেল সেই সময় মুহূর্তের জন্য একটু ভয় ভয় করছিল। শেষ পর্যন্ত কিনা ওরাই আগে শুরু করল!... চুলোয় যাক শয়তানগুলো!... কামানের পাল্লা আর একশ' মিটার বেশি হলেই আর দেখতে হত না —এই বাড়িঘর ত দূরের কথা — গোটা দ্বীপটারই কোন চিহ্ন থাকত না।...'

আরও এক গেলাস মদ সে পান করল। যদিও বলেছিল যে খিদে পেয়েছে, কিন্তু চাপরাস-আঁটা ভৃত্য আরও এক প্লেট খাবার পরিবেশন করতে গেলে কনুই দিয়ে তাকে ঠেলে সরিয়ে দিল।

'তারপর কেমন দেখলেন দাদু?' আচমকা রোলিং-এর দিকে তবে এবারে হাসির কোন আভাস দেখা গেল না গারিনের মুখ ফেরাল সে, স্থির দৃষ্টিতে তাকাল তার চোখের দিকে — দৃষ্টিতে। 'আশা করি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে কথা বলার সময় এসেছে আমাদের। নাকি আরও বেশি চমকপ্রদ কোন ঘটনার আশায় বসে আছেন?'

রোলিং নিঃশব্দে প্লেটের ওপর কাঁটা নামিয়ে রাখল, চোখ নামিয়ে নিল।

'বলুন, আমি শোনার জন্য প্রস্তুত।'

'এটা ত অনেক আগেই বলতে পারতেন!... এর আগে আরও দু'বার আমার সঙ্গে সহযোগিতা করার প্রস্তাব দিয়েছিলাম আপনাকে। আশা করি মনে আছে। অবশ্য, সে জন্য আপনাকে দোষ দিই না — আপনি চিন্তাবিদ নন, একজন ষণ্ডপ্রকৃতির লোক। এখন আরও একবার প্রস্তাব দিচ্ছি। আশ্চর্য হচ্ছেন? তাহলে বলি, শুনুন। আমি ব্যবস্থাপক। যত রাজ্যের মূর্খ কুসংস্কারে ঠাসা আপনাদের মাথা-ভারী পুঁজিতান্ত্রিক ব্যবস্থাকে আমি আগাগোড়া ঢেলে সাজাতে চাই। বুঝতে পারছেন? একাজ যদি আমি করতে না পারি তাহলে কমিউনিস্টরা আপনাদের কাবাব বানিয়ে খেয়ে ফেলবে এবং গিলে বেশ তৃপ্তিই বোধ করবে। কমিউনিজম আমার জীবনে একমাত্র জিনিস যাকে আমি সত্যি সত্যি ঘৃণা করি।...

কেন? কারণ এই যে কমিউনিজম আমাকে ধ্বংস করবে, ধ্বংস করবে পিওত্‌র গারিনকে, আমার মস্তিষ্কের চিন্তাভাবনার বিপুল জগৎকে।... সঙ্গত কারণেই আপনার প্রশ্ন হতে পারে অফুরন্ত সোনার ভাণ্ডার যখন আমার পদতলে তখন আপনাকে দিয়ে, রোলিংকে দিয়ে আমার কী দরকার?'

'হ্যাঁ, কথাটা ত তা-ই,' ভাঙা গলায় রোলিং বলল।

'বলি কি বুড়োকর্তা, গুঁড়োলঙ্কা দিয়ে এক গেলাস জিন খেয়ে ফেলুন, তাতে মাথা কিছুটা সাফ হবে। আপনি কি অন্তত এক মুহূর্তের জন্যও ভাবতে পারেন যে সোনাকে গোবর বানানোর ইচ্ছে আমার আছে? আমি সত্যি সত্যিই মানবজাতির জন্য কয়েকটা প্রচণ্ড উত্তেজনাকর দিনের আয়োজন করতে চাই। আমি মানুষকে নিয়ে যাব এক ভয়ঙ্কর খাদের একেবারে কিনারায়, যখন তার হাতে ধরে থাকা এক পাউণ্ড সোনা যার দাম হবে দুই সেণ্ট।'

রোলিং হঠাৎ মাথা তুলল, তার নিষ্প্রভ চোখে তারুণ্যের ঝিলিক খেলে গেল, মুখ বিকৃত হয়ে উঠল বাঁকা হাসিতে।

'বটে!' কর্কশ গলায় আর্তনাদ করে উঠল সে।

'হুঁ হুঁ — বটে! শেষকালে বুঝেছেন তাহলে?... তখন, ব্যাপক আতঙ্কের সেই দিনগুলোতে আমরা, অর্থাৎ আমি, আপনি এবং এই ধরনের আরও শ' তিনেক মহিষাসুর কিংবা পৃথিবীজোড়া দুর্বৃত্তের দল অথবা পুঁজির যোগানদার রাজাবাদশারা — যেমন খুশি নাম দিতে পারেন — দুনিয়ার টুঁটি টিপে ধরব।... আমরা সমস্ত প্রতিষ্ঠান, সমস্ত কলকারখানা, রেলপথ, সমস্ত বিমানবহর ও নৌবহর কিনে নেব।... আমাদের যা যা দরকার, যা কিছু কাজে লাগবে সবই হবে আমাদের। তখন আমরা খনিসমেত এই দ্বীপটাকে উড়িয়ে দেব, ঘোষণা করব বিশ্বের সোনার মজুত সীমিত, সোনা আমাদের হাতে আছে আর আগে সোনার যে তাৎপর্য ছিল তা তাকে ফিরিয়ে দেওয়া হল — এখন থেকে একমাত্র সোনা দিয়েই আবার মূল্যমান ঠিক করা হবে।'

রোলিং চেয়ারের পিঠে হেলান দিয়ে শুনতে লাগল, হাঙরের

মতো হাঁ করল সে, তার মুখের সোনা বাঁধানো দাঁতের পাটি বেরিয়ে এলো, মুখ আরক্তিম হয়ে উঠল।

এই ভাবে সে স্থির হয়ে বসে রইল, তার কুতকুতে চোখদুটো চকচক করে উঠল। মুহূর্তের জন্য মাদাম লামোলের এমনও মনে হল এই বুঝি বুড়ো সন্ন্যাসরোগে আক্রান্ত হয়ে পড়ে।

'বটে!' আবার কর্কশ গলায় আর্তনাদ করে উঠল সে। 'আইডিয়াটার মধ্যে যথেষ্ট সাহসের পরিচয় আছে।... সাফল্যের আশা আছে বলতে হবে আপনার।... কিন্তু নানা রকম ধর্মঘট, বিদ্রোহ — এগুলোর কথা আপনি ভেবে দেখছেন না।...'

'এটা আমি প্রথমেই ভেবে দেখেছি,' গারিন তীক্ষ্নস্বরে বলল। 'শুরুতে আমরা বিরাট বিরাট কন্‌সেন্ট্রেশন ক্যাম্প তৈরি করব। আমাদের শাসনব্যবস্থায় যারা অসন্তুষ্ট তাদের সকলকে কাঁটাতারের বেড়ার ওপাশে রাখব। তারপর আমরা মস্তিষ্কের মুষ্কচ্ছেদের আইন প্রচলন করব। অতএব বন্ধু, আপনি আমাকে নেতা নির্বাচন করছেন?... হাঃ!' বলতে বলতে সে হঠাৎ এমন ভাবে চোখ টিপল যে দেখলে প্রায় ভয় হওয়ারই কথা।

রোলিং মাথা হেঁট করল, ভুরু কোঁচকাল। তাকে জিজ্ঞেস করা হচ্ছে, ভেবেচিন্তে উত্তর দেওয়া দরকার।

'আপনি কি আমাকে এ কাজে বাধ্য করছেন মিস্টার গারিন?'

'তা নয়ত কী? আপনি কী ভেবেছিলেন বুড়োকর্তা? আমি কি নতজানু হয়ে ভিক্ষে চাইতে এসেছি? আপনার নিজের যদি এখনও বোঝার ক্ষমতা না হয়ে থাকে যে কবে আমি আপনাদের পরিত্রাতা হয়ে দেখা দেব, বহুকাল হল সেই আশায় বসে আছেন, তাহলে বাধ্য করব বৈ কি!'

'বেশ,' দাঁতে দাঁত চেপে এই কথা বলে টেবিলের ওপাশ থেকে রোলিং তার বেগনী রঙের খসখসে হাতটা গারিনের দিকে বাড়িয়ে দিল।

'বেশ,' গারিন পুনরাবৃত্তি করল। 'ঘটনা ভীষণ দ্রুত গতিতে এগিয়ে চলেছে। এখন যেটা দরকার তা হল ইউরোপে পুঁজি বিনিয়োগকারী তিনশ' জন রাঘব বোয়ালের মত গড়ে তোলা। আপনি তাদের এই মর্মে চিঠি লিখবেন, কোন সরকার আমার

দ্বীপের ওপর গোলাবর্ষণের জন্য নৌবহর পাঠালে সেটা রীতিমতো পাগলামির শামিল হবে। আপনি 'স্বর্ণ-আতঙ্কের' জন্য তাদের তৈরি করার চেষ্টা করবেন।' বলতে বলতে সে তুড়ি মারল। চাপরাসধারী ভৃত্য সঙ্গে সঙ্গে কাছে আসতে সে বলল, 'আরও কিছু শ্যাম্পেন ঢাল দেখি। ...তাহলে রোলিং, যে বিরাট ঐতিহাসিক ওলটপালট হতে যাচ্ছে তার সম্মানে পান করা যাক। একবার ভেবে দেখুন, মুসোলিনি আমাদের কাছে একটা দুগ্ধপোষ্য শিশু মাত্র।...'

এই ভাবে পিওত্র গারিন মিস্টার রোলিং-এর সঙ্গে সমঝোতায় এলো।... ইতিহাসকে খুঁচিয়ে উত্তেজিত করে তোলা হল, মূর্খদের মাথার খুলির ওপর সোনাবাঁধানো নালের খট্‌খট্ আওয়াজ তুলে ঊর্ধ্বশ্বাসে সামনে ছুটে চলল ইতিহাস।

একশ আট

প্রশান্ত মহাসাগরীয় স্কোয়াড্রন ধ্বংস হওয়ার ফলে ইউরোপ ও আমেরিকা চমকে উঠল, এক অভূতপূর্ব প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হল সেখানে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র যে ধাক্কাটা খেল সারা দুনিয়া জুড়ে তার প্রতিধ্বনি সৃষ্টি হল। জার্মানি, ফ্রান্স, ব্রিটেন আর ইতালির সরকারী মহল অকস্মাৎ এক যোগে অসুস্থ স্নায়ুরোগীর মতো অনুপ্রাণিত হয়ে উঠল — এমনও ত হতে পারে যে সোনায় ফুলে ফেঁপে ওঠা আমেরিকাকে এ বছর (শুধু এ বছর কেন, হয়ত বা চির কালের জন্যই) তাদের আর সুদ না দিলেও চলবে? পত্রপত্রিকায় লেখা হল, 'যাকে দানব বলে ভাবা হয়েছিল, দেখা যাচ্ছে তার পায়ে কোন জোরই নেই। পৃথিবী জয় করা কি অতই সোজা?'

পরন্তু 'আরিজোনার' দুঃসাহসিক জলদস্যুবৃত্তি সামুদ্রিক বাণিজ্যের ক্ষেত্রে অচলাবস্থা সৃষ্টি করল। স্টীমারের মালিকেরা মাল তুলতে রাজী হয় না, ক্যাপ্টেনরা সমুদ্র পার হতে ভয় পায়, বীমা কোম্পানিগুলো তাদের প্রিমিয়াম বাড়িয়ে দিল, ব্যাঙ্কিং

মহলে বিশৃঙ্খলা দেখা দিল, হুন্ডি প্রত্যাখ্যাত হতে লাগল, বেশ কয়েকটা ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান দেউলিয়া হয়ে গেল। জাপান ঔপনিবেশিক বাজারে তার বস্তাপচা শস্তার মাল গছানোর জন্য উঠে পড়ে লেগে গেল।

সেই শোচনীয় জলযুদ্ধে আমেরিকার প্রচুর টাকা গচ্চা গেল। খোয়া গেল তার মানসম্মান — যাকে তারা 'জাতীয় গর্ব' বলে থাকে। পুঁজিপতিরা যে-কোন মূল্যে বিজয় অর্জনের সংকল্প নিয়ে নৌবহর ও বিমানবহরের সমাবেশ ঘটানোর দাবি তুলল। মার্কিন পত্রপত্রিকাগুলো এই বলে হুমকি দিল যে যতক্ষণ পর্যন্ত না পিয়ের হ্যারিকে লোহার খাঁচায় করে ন্যু-ইয়র্কে এনে ইলেক্‌ট্রিক চেয়ারে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হচ্ছে ততক্ষণ তারা শোকপালন থেকে বিরত থাকবে না (শোকসূচক কালো রেখার গণ্ডিতে কাগজের নাম ছাপা হতে লাগল — এতে ছাপাখানার খরচ তেমন না বাড়িয়েও অনেকের মনে বেশ রেখাপাত করা গেল)। বিভিন্ন শহরে স্থানীয় অধিবাসীদের মধ্যে এই মর্মে জোর গুজব রটে গেল যে গারিনের চরেরা অবলোহিত রশ্মির যন্ত্রপাতি পকেটে নিয়ে ঘোরাঘুরি করছে। অচেনা মুখ দেখলে ধরে পেটানোর এবং চোখের পলকে রাস্তায়-ঘাটে সিনেমা-থিয়েটারে ও হোটেল-রেস্তোরাঁয় আতঙ্ক ছড়ানোর বেশ কিছু ঘটনাও ঘটল। ওয়াশিংটনে সরকারী মহলের ব্যাগাড়ম্বরই সার হল, আসলে কিন্তু দেখা গেল তারাও দারুণ বিভ্রান্ত। সুবর্ণ দ্বীপের কাছে যুদ্ধে পুরো স্কোয়াড্রনের ভেতর থেকে একমাত্র যে জলযান বেঁচে গিয়েছিল সেটা হল একটা ডেস্ট্রয়ার। তার কাছ থেকে যুদ্ধের বিশদ বিবরণ পাওয়া গেল। কিন্তু সে বিবরণ এত ভয়ংকর যে সমর মন্ত্রণালয় তা প্রকাশ করতে ভয় পেল। সতেরো ইঞ্চি ব্যাসের কামান 'বদের বাসা' দ্বীপের আলোকস্তম্ভের কাছে নেহাৎই অসহায় বলে মনে হল।

এই সব অপ্রীতিকর ঘটনার ফলে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সরকার ওয়াশিংটনে একটা সম্মেলন ডাকতে বাধ্য হল।

সম্মেলনের তারিখ ঘোষণা হওয়ার পর বিশ্বের সমস্ত বেতারকেন্দ্র আর পত্রপত্রিকার অফিসে এই মর্মে সংবাদ এসে

পাঁছ্লে যে ইঞ্জিনীয়র গ্যারিন সশরীরে সম্মেলনের উদ্বোধনী নুষ্ঠানে উপস্থিত থাকবে।

একশ নয়

গ্যারিন, চের্মাক আর ইঞ্জিনীয়র শেফার লিফ্‌টে করে প্রধান খনির গর্ভে নামতে লাগল। অভ্রের জানলা দিয়ে অসংখ্য সারি সারি পাইপ, মোটা মোটা তার, আড়কাঠ আটকানোর কাঠ, এলিভেটর-কূপ, প্ল্যাটফর্ম আর লোহার দরজা একের পর এক দেখা দিয়ে মিলিয়ে যেতে লাগল।

তারা পেরিয়ে গেল ভূত্বকের আঠারোটি বলয় — বৃক্ষকাণ্ডের ভেতরকার বলয় দিয়ে যেমন তার বয়স গোনা যায় এও তেমনি পৃথিবীর ইতিহাসের বিভিন্ন যুগের আঠারোটি ভিন্ন ভিন্ন স্তর। চতুর্থ স্তরে, 'আগুন থেকে', প্রত্ন ভূতাত্ত্বিক যুগের সাগরের গঠিত স্তর থেকে জীবজগতের সূত্রপাত ঘটেছিল। সেই সাগরের জল তখনও কুমারী, তার জলে ছিল তেজস্ক্রিয় লবণ আর বিপুল পরিমাণ অঙ্গারাম্ল। এই হল 'জিয়ন জল'।

পরবর্তী যুগের, অর্থাৎ মধ্যজীবীয় যুগের ঊষালগ্নে, সেই সমুদ্রের জল থেকে উঠে এলো বিশাল বিশাল দানবীয় প্রাণী। লক্ষ লক্ষ বছর ধরে তারা লোলুপ চিৎকারে মেদিনী প্রকম্পিত করে চলল। খনির আরও একটু ওপরের স্তরে আছে পাখিদের দেহাবশেষ, তারও ওপরে — স্তন্যপায়ীদের। এই শেষ স্তরটা সেই তুষারযুগের কাছাকাছি, যেখানে মানবজাতির ভয়ঙ্কর তুষারসংকুল প্রভাতের উদয় হয়েছিল।

এবারে লিফ্‌ট নামছে ঊনবিংশ স্তরের ভেতর দিয়ে। এটাই শেষ স্তর — আগ্নেয়গিরির অগ্নিশিখা আর অগ্ন্যুৎপাতজনিত বিশৃংখলার ফলে এর সৃষ্টি। এ হল আদি যুগের মাটি — লাল-কালো রঙের ছোট ছোট দানার নিরেট গ্রানাইট পাথর।

গারিন অস্থির হয়ে হাতের নখ কামড়াতে লাগল। তিনজনের কারও মুখে কোন কথা নেই। নিঃশ্বাস নিতে কষ্ট হয়।

তিনজনেরই পিঠে ঝুলছে অক্সিজেনের যন্ত্র। কানে আসছে পরাবৃত্ত-যন্ত্রের গুঞ্জন ও বিস্ফোরণের গর্জন।

লিফ্‌ট ইলেক্‌ট্রিক ল্যাম্পের উজ্জ্বল আলোয় আলোকিত একটা এলাকার মধ্যে ঢুকে পড়ল, এসে থামল গ্যাস জমা হওয়ার একটা বিরাট কুপির মাথার ওপর। গ্যারিন আর শেফার ডুবুরিদের হেলমেটের মতো রবারের গোল হেলমেট পরে কুপির একটা চোরা-দরজা দিয়ে লোহার সংকীর্ণ যে সিঁড়িটাতে ঢুকল সেটা সোজা নেমে গেছে পাঁচতলা দালানের সমান গভীরে। তারা নামতে শুরু করল। সিঁড়িটা একটা গোল চাতালে এসে শেষ হয়েছে। সেখানে আদুল গায়ে কয়েকজন মজুর পরাবৃত্ত-যন্ত্রের আধারগুলোর সামনে উবু হয়ে বসে ছিল। তাদের মুখে গোল হেলমেট, পিঠে অক্সিজেনের সিলিণ্ডার। নীচের দিকে তাকিয়ে গহ্বরের ভেতরকার গর্জন লক্ষ্য করে তারা সেই অনুযায়ী রশ্মির গতিপথ নিয়ন্ত্রণ করে যথাস্থানে পাঠাচ্ছিল।

ওই রকম গোল গোল পাকানো আরেকটা সিঁড়ি এই চাতাল থেকে নেমে চলে গেছে নীচের চক্রটাতে। সেখানে আছে শীতলীকরণের জন্য তরল বায়ুর যন্ত্রপাতি। নীচের এই চাতাল থেকে শ্রমিকেরা রবার লাগানো কম্বলের পোশাকে আপাদমস্তক মুড়ি দিয়ে অক্সিজেন মুখোশ পরে শীতলীকরণ যন্ত্র ও এলিভেটরের কোদালের কাজ পরিচালনা করছিল। যত জায়গায় কাজ হচ্ছিল তার মধ্যে এই জায়গাটাই ছিল সবচেয়ে বিপজ্জনক। একটু অসতর্ক হলেই আর দেখতে হবে না — পরাবৃত্ত-যন্ত্রের রশ্মির আওতায় পড়ে টুকরো টুকরো হয়ে যেতে হবে। নীচে গণগনে উত্তপ্ত শিলা তরল বায়ুর ধারায় ফেটে চৌচির হয়ে উড়ে যাচ্ছে। নীচ থেকে উঠে আসছে সেই সব শিলার ভাঙা টুকরো আর গ্যাসের কুণ্ডলী।

এলিভেটরগুলো ঘণ্টায় পঞ্চাশ টন করে শিলা ওঠায়। জোর কাজ চলেছে। এলিভেটরের কোদাল যত গভীরে খুঁড়ছে 'লোহার গন্ধমূষিক' নামে পুরো যন্ত্রব্যবস্থাও সেই সঙ্গে নীচে নেমে যাচ্ছে। মান্‌ৎসেভের নক্সা অনুযায়ী তৈরি এই যন্ত্র বলতে গেলে পরাবৃত্ত-যন্ত্র বসানো একটি চক্র আর তার ওপর গ্যাস নির্গমনের কুপি।

খনি মজবুত করার কাজ শুরু হয়েছে এই 'গন্ধমূষিক' ব্যবস্থারও ওপর থেকে।

এলিভেটরের একটা কোদাল পাশ দিয়ে চলে যাচ্ছিল। শেফার সেখান থেকে একমুঠো ধূসরবর্ণের ধুলো তুলে নিল। গারিন দু আঙুলের মাঝখানে সেই ধুলো ঘসে দেখল। অধীর হয়ে তাড়াতাড়ি একটা পেন্সিল চেয়ে নিল। সিগারেটের প্যাকেটের ওপর লিখল:

'ভারী ধাতুমল। লাভা।'

শেফার গোল গোল চশমালাগানো হেলমেটের ভেতর থেকে মাথা নেড়ে সায় দিল। চক্রাকার চত্বরটার কিনারা ঘেঁষে সাবধানে পা ফেলে চলতে চলতে তারা এসে যেখানে থামল সেখানে খনির গায়ের অখণ্ড শিলা থেকে ইস্পাতের পাকানো তারের সঙ্গে কতকগুলো যন্ত্রপাতি ঝুলছিল। পুরো 'গন্ধমূষিক' যন্ত্রব্যবস্থা নীচে নামার সঙ্গে সঙ্গে ওই সব যন্ত্রও নীচে নেমে যাচ্ছিল। সেগুলোর মধ্যে নির্দিষ্ট গভীরতায় অভিকর্ষ শক্তির ত্বরণের মাত্রা রেকর্ড করার আবহ-মানযন্ত্র, ভূকম্পলিখ, দিগ্‌দর্শনযন্ত্র ও দোলক আর তড়িৎচুম্বকীয় মাপযন্ত্র ছিল।

শেফার আঙুল দিয়ে একটা দোলক দেখাল, গারিনের কাছ থেকে সিগারেটের প্যাকেটটা নিয়ে তার ওপর ধীরেসুস্থে গোটা গোটা জার্মান ধাঁচের হস্তাক্ষরে লিখল:

'গতকাল সকাল থেকে অভিকর্ষ শক্তির ত্বরণ নয়শতকে উঠে গেছে। এই গভীরতায় ত্বরণের মাত্রা ০.৯৮ পর্যন্ত পড়ে যাওয়া উচিত ছিল, তার জায়গায় ১.০৭ বৃদ্ধি পেয়েছে।...'

'চুম্বক?' গারিন লিখে প্রশ্ন করল।

শেফার উত্তর লিখল:

'আজ সকাল থেকে সমস্ত চৌম্বক-যন্ত্র শূন্যে ঠেকে আছে। আমরা চৌম্বক ক্ষেত্রেরও নীচে নেমে এসেছি।'

কালো গর্তটা সরু হতে হতে এমন একটা বিন্দুতে এসে ঠেকেছে যার পরে দৃষ্টি আর প্রায় চলে না — সেখানে গোঁ গোঁ আওয়াজ করতে করতে 'গন্ধমূষিক' মাটি ভেদ করে আরও গভীরে ঢুকে যাচ্ছে। গারিন হাঁটুতে হাত ঠেকিয়ে অনেকক্ষণ ধরে নীচে

সেই দিকে তাকিয়ে রইল। সেই দিন সকাল থেকে খনি বৈদূর্য বলয় ভেদ করতে শুরু করেছে।

একশ দশ

'কী রে ইভান, এখন কী রকম লাগছে?'

শেল্‌গা ছেলেটার মাথায় হাত বুলাল। ইভান তারই সঙ্গে উপকূলের একটা ছোট্ট বাড়িতে জানলার ধারে বসে ছিল, বসে বসে সমুদ্রের দৃশ্য দেখছিল। উপকূলের পাথরের সঙ্গে হাল্‌কা গৈরিক মাটির প্রলেপ দিয়ে বাড়িটা তৈরি। জানলার বাইরে নীল সমুদ্রের বুকে ছুটে চলেছে তরঙ্গরাশি — শেল্‌গা যেখানে বাস করে সেই নিভৃত ছোট্ট বাড়িটার উপকূলের বালি আর মগ্নশৈলের গায়ে আছাড় খেয়ে পুঞ্জ পুঞ্জ সাদা ফেনা উঠছে।

ইভানকে হাওয়াই জাহাজে করে অর্ধমৃত অবস্থায় এই দ্বীপে নিয়ে আসা হয়েছে। শেল্‌গা অনেক কষ্টে তাকে সুস্থ করে তুলেছে। দ্বীপে আপনার লোক বলতে কেউ না থাকলে ইভান প্রাণে বাঁচত কিনা সন্দেহ। তুষারের আঘাতে সে ভীষণভাবে ক্ষতবিক্ষত, ঠাণ্ডা লেগেছে তার, কিন্তু তার চেয়েও বড় কথা এই যে তার মন একেবারে ভেঙে পড়েছে: মানুষকে সে বিশ্বাস করেছিল, সে তার চেষ্টার কোন ত্রুটি করে নি, কিন্তু ফল কী হল?

'আমার আর সোভিয়েত ইউনিয়নে ফিরে যাবার কোন রাস্তা নেই, কমরেড শেল্‌গা। বিচারে আমার কড়া সাজা হবে।'

'ধুৎ, বোকা কোথাকার! তোর কোন দোষ নেই।'

সমুদ্রের ধারে পাথরের ওপর বসে থাকুক, কাঁকড়া ধরুক কিংবা কর্মব্যস্ত অচেনা লোকজনের মাঝখানে, তাদের ব্যস্তসমস্ত কার্যকলাপ আর দ্বীপের আশ্চর্য সমস্ত জিনিস দেখতে দেখতে ঘুরে বেড়াক বা যা-ই করুক না কেন ইভান, তার বেদনা ভারাক্রান্ত চোখদুটো থেকে থেকে ঘুরে যেত পশ্চিম দিকে যেখানে সূর্যের

জ্বলন্ত গোলাটা সমুদ্রে অস্ত যাচ্ছে, যেখানে ওই সূর্যেরও ওপারে আরও অনেক দূরে আছে তার জন্মভূমি সোভিয়েত দেশ।

'বাইরে এখন রাতের অন্ধকার,' মৃদুস্বরে সে বলে, 'কিন্তু আমাদের লেনিনগ্রাদে এখন সকাল। কমরেড তারাশ্‌কিন রুটি-চা খেয়ে কাজে বেরিয়ে পড়েছেন। ক্লাব-বাড়িতে সকলে ফেঁসো দিয়ে নৌকোর ফুটো গুঁজতে লেগেছে, আর দু সপ্তাহের মধ্যেই পতাকা উঠবে।'

ইভান একটু ভালো হয়ে উঠলে শেল্‌গা তাকে সন্তর্পণে দ্বীপের আসল অবস্থা ব্যাখ্যা করতে শুরু করল। তারাশ্‌কিনের মতো সেও দেখতে পেল ছেলেটা মুখের কথা পড়তে না পড়তেই চট করে সব বুঝে ফেলে আর তার মনোভাব ভীষণভাবে সোভিয়েত প্রবণ। ছেলেটা যদি লেনিনগ্রাদের জন্য এমন ঘ্যানঘ্যান না করত তাহলে তাকে হীরের টুকরো বলা যেত।

একদিন শেল্‌গা সোল্লাসে তাকে বলল, 'শুনছিস ইভান, শিগ্‌গিরই তোকে বাড়ি পাঠাচ্ছি।'

'আপনাকে ধন্যবাদ ভাসিলি ভিতালিয়েভিচ।'

'কিন্তু তার আগে ছোটখাটো কাজ করতে হবে যে তোকে।'

'আমি রাজি আছি।'

'গাছে ভালো চড়তে পারিস ত?'

'সাইবেরিয়ায় আমি দেড়শ' ফুট উঁচু সীডার গাছে উঠে গাছের শীষ পাড়তাম — সেখান থেকে নীচের মাটি দেখা যায় না।'

'যখন দরকার হবে তখন তোকে বলব কী করতে হবে। হ্যাঁ একটা কথা, দ্বীপে উলটোপাল্‌টা বেশি ঘোরাঘুরি করিস নে। বরং ছিপ নিয়ে গিয়ে মাছ-টাছ ধর্‌ গে।'

একশ এগার

মান্‌ৎসেভের বিভিন্ন বৃত্তান্ত আর ডাইরির মধ্যে যে পরিকল্পনা পাওয়া গিয়েছিল গারিন এখন দৃঢ় বিশ্বাসের সঙ্গে সেই অনুযায়ী কাজ করে চলছে।

এলিভেটরের কোদালগুলো ম্যাগ্‌মার পুরু স্তর ভেদ করে চলে গেছে। খনির তলার অন্তঃসলিলা সাগরের কল্লোল শোনা যাচ্ছে। খনির দেয়াল একশ' ফুট পর্যন্ত ঘন স্তরে শীতল হয়ে এক দুর্ভেদ্য সিলিন্ডারের রূপ ধারণ করছে; তা সত্ত্বেও খনি এমন কাঁপতে শুরু করেছে এবং হঠাৎ হঠাৎ এমন ঝাঁকুনি খাচ্ছে যে আরও শীতলীকরণের জন্য সমস্ত শক্তি প্রয়োগ করতে হল। এলিভেটর এখন ভূপৃষ্ঠে এনে ফেলতে লাগল লোহা, নিকেল আর অলিভাইন।

অদ্ভুত অদ্ভুত কাণ্ডকারখানা ঘটতে লাগল। খনিজ শিলাগুলো ভূপৃষ্ঠে তুলে এনে পন্‌টুন আর কনভেয়র-বেল্‌টে করে সমুদ্রের যে জায়গায় ফেলা হচ্ছিল সেখানে একটা উজ্জ্বল আভা দেখা দিল। কয়েক দিন ধরে সেই আভাটা বাড়তে লাগল। শেষকালে এক সময় পন্‌টুনের একটা অংশসমেত বিপুল পরিমাণ জল, পাথর আর রাশি রাশি বালি সবেগে শূন্যে উঠে ফেটে পড়ল। এত প্রচণ্ড হল সেই বিস্ফোরণের শক্তি যে শ্রমিকদের ব্যারাক ঝড়ে উড়ে গেল, আর বিশাল ঢেউ দ্বীপের ওপর আছড়ে পড়ে খনি প্রায় ভাসিয়ে দিয়ে গেল।

অগত্যা খনিজ শিলা সরাসরি বিরাট ভারবাহী নৌকোয় করে অনেকখানি দূরে সমুদ্রগর্ভে ফেলতে হল। সেখানে অবিরাম উজ্জ্বল আভা জ্বলতে লাগল, অনবরত ঘটে চলল বিস্ফোরণ। পরে জানা গেল কোন অজ্ঞাত কারণে 'মা' ধাতু থেকে পরমাণু ভাঙনের ফলে এটা ঘটছে।

খনির তলদেশে যা ঘটল তাও কম অদ্ভুত নয়। ঘটনাটা শুরু হল চৌম্বক যন্ত্রপাতি থেকে। এই কিছু দিন আগেও সেগুলো শূন্যাঙ্কে স্থির হয়ে ছিল। এখন হঠাৎ প্রচণ্ড আকর্ষণশক্তিসম্পন্ন চৌম্বক ক্ষেত্র আবিষ্কৃত হওয়ার ফলে যন্ত্রের কাঁটাগুলো নির্দেশের মাত্রা ছাড়িয়ে চলে গেল। খনির তলা থেকে বেরিয়ে আসতে লাগল একটা কাঁপা কাঁপা বেগনী আলো। বায়ুর ধর্মই কেমন যেন পালটে গেল। অগনিত আল্‌ফা কণিকার প্রবল ঘাতে বায়ুর নাইট্রোজেন আর অক্সিজেন আর পরমাণু আলাদা আলাদা হয়ে হীলিয়ম ও হাইড্রোজেনের আকারে ভেঙে পড়ছে।

ছাড়া পাওয়া হাইড্রোজেনের একটা অংশ পরাবৃত্ত-যন্ত্রের রশ্মিতে জ্বলে উঠছে — খনিতে লকলক করে ছড়িয়ে পড়ছে আগুনের শিখা — ঠিক যেন পিস্তলের গুলির আওয়াজ হচ্ছে। মজুরদের পোশাকে আগুন ধরে গেল। ম্যাগমা সাগরের জোয়ার-ভাটায় খনি কাঁপতে লাগল। দেখা গেল এলিভেটরের ইস্পাতের কোদালে আর লোহার অংশগুলোর ওপর লাল মাটি-মাটি কিসের যেন একটা আবরণ পড়ছে। যন্ত্রপাতির লোহার অংশগুলোতে দ্রুত পরমাণু ভাঙন শুরু হয়ে গেল। মজুরদের মধ্যে অনেকে অদৃশ্য আগুনের ছ্যাঁকা খেল। এসব সত্ত্বেও 'গন্ধমূষিক' আগের মতোই প্রবল উদ্যমে বৈদূর্য বলয় ভেদ করে চলতে লাগল।

গারিন খনি থেকে প্রায় বেরই হয় না। তার এই উদ্যোগ যে কত দূর পাগলামি মাত্র এখনই সে তা বুঝতে শুরু করেছে। অন্তঃসলিলা সাগরের ফুটন্ত প্রবাহের স্তর যে কতখানি গভীরে চলে গেছে, বৈদূর্য মণির গলিত স্তর ভেদ করে আরও কত হাজার ফুটই বা যেতে হবে কেউ বলতে পারে না। শুধু একটা ব্যাপারে কোন সন্দেহ ছিল না — যন্ত্রপাতিগুলো এটাই নির্দেশ করছে যে পৃথিবীর কেন্দ্রস্থলে অত্যন্ত স্বল্প তাপমাত্রার একটা শক্ত চৌম্বক কোষ আছে।

খনির হিমায়িত সিলিন্ডারটা তার চারপাশের গলা বস্তুপুঞ্জের চেয়ে বেশি ঘন। বিপদ হল এই যে যে-কোন মুহূর্তে পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণ শক্তির টানে সেটা ছুটে বেরিয়ে কেন্দ্রের দিকে চলে যেতে পারে। বস্তুতপক্ষে খনির দেয়ালগুলোতে বিপজ্জনক ফাটল দেখা দিতে শুরু করেছে, সেই সব ফাটলের ভেতর দিয়ে হিসহিস করে গ্যাস বেরোচ্ছে। খনির ব্যাস কমিয়ে অর্ধেক করে ফেলতে হল, খনি মজবুত করার জন্য শক্ত শক্ত খাড়া ঠেক লাগাতে হল।

আগের অর্ধেক ব্যাসের নতুন একটা 'গন্ধমূষিক' ব্যবস্থা গড়ে তুলতে বেশ সময় লেগে গেল। একমাত্র সান্ত্বনার বিষয় ছিল 'আরিজোনা' থেকে পাওয়া খবর। আবার জলদস্যুর পতাকা উড়িয়ে যাত্রা করতে করতে মোটর-বোট রাত্রে ঝড়ের বেগে মেলবোর্ণ পোতাশ্রয়ে ঢুকে পড়ে, নারকেলের ছোবড়ার গুদামে আগুন ধরিয়ে নিজের উপস্থিতি ঘোষণা করে এবং পঞ্চাশ লক্ষ

পাউণ্ড দাবি করে। (পরাবৃত্ত-যন্ত্রের রশ্মি চালিয়ে সমুদ্রতীরের এসপ্লানেড ভেঙেচুরে দিয়ে হুঁশিয়ারী জানানো হয়।) কয়েক ঘণ্টার মধ্যে শহর ফাঁকা হয়ে যায়, ব্যাঙ্ক টাকা দিতে বাধ্য হয়। 'আরিজোনা' যখন পোতাশ্রয় ছেড়ে যাচ্ছিল সেই সময় একটা ব্রিটিশ যুদ্ধজাহাজ সামনাসামনি এসে তার ওপর গোলা ছোঁড়ে। একটা ছয় ইঞ্চি ব্যাসের গোলার আঘাতে মোটর-বোটের গা জলরেখার খানিকটা ওপরে এফোঁড় ওফোঁড় হয়ে যায়; এর পর মোটর-বোট আক্রমণ চালিয়ে যুদ্ধজাহাজটাকে কেটে টুকরো টুকরো করে ফেলে। পরাবৃত্ত-যন্ত্রের মিনারের চূড়া থেকে মাদাম লামোল এই যুদ্ধ পরিচালনা করে।

এই সংবাদে গারিন উল্লসিত হয়ে উঠল। গত কয়েক দিন হল সে নানা রকম বিষণ্ণ চিন্তায় মুষড়ে পড়েছিল। তার শুধুই মনে হচ্ছিল, আচ্ছা মান্‌ৎসেভের হিসাবে যদি ভুল হয়ে থাকে? এক বছর আগে পেত্রোগ্রাদ জেলার পরিত্যক্ত বাড়িতে থাকতে তার যেমন অবস্থা হয়েছিল এখনও তেমনি ক্লান্ত মস্তিষ্কে সে চিন্তা করছিল খনির কাজে ব্যর্থ হলে তার উদ্ধারের কী পথ থাকতে পারে।

পঁচিশে এপ্রিল তারিখে 'গন্ধমূষিক' ব্যবস্থার ভেতরকার চক্রাকার প্ল্যাটফর্মে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে গারিন একটা অদ্ভুত ঘটনা লক্ষ করল। ওপরের যে কুপিতে গ্যাস জমা হচ্ছিল সেখান থেকে পারা বর্ষণ হতে লাগল। ফলে পরাবৃত্ত-যন্ত্রের কাজ থামিয়ে দিতে হল। খনির তলদেশের হিমায়ন ব্যবস্থা দুর্বল হয়ে পড়ল। এলিভেটরের কোদালগুলো বৈদূর্য শিলার স্তর ভেদ করে চলে গেছে, এখন উঠে আসতে লাগল শুধুই পারদ। মেন্দেলেইয়েভের সারণী অনুযায়ী পারদের পরে আসছে থালিয়াম ধাতু। সোনা (পারমাণবিক ওজন ১৯৭.২ এবং সংখ্যা ৭৯) সারণীতে আছে পারদের ওপরে।

কোন একটা দুর্ঘটনা যে ঘটেছে এবং আপেক্ষিক গুরুত্ব অনুসারে ধাতুর যে স্তরে সোনা থাকার কথা সেই স্তর ভেদ করার পরও যে সোনা উঠল না তা কেবল গারিন আর ইঞ্জিনীয়র

শেফারেই বুঝতে পারল। এটা বাস্তবিকই একটা দুর্ঘটনা। হতভাগা মানুৎসেভটা হিসাবে ভুল করেছে!

গারিনের মাথা হেঁট হয়ে গেল। সে অনেক কিছুই আশঙ্কা করেছিল, কিন্তু এমন শোচনীয় পরিণতির কথা স্বপ্নেও ভাবে নি।... শেফার অন্যমনস্কভাবে সামনে হাত বাড়াল, কুপির নীচ থেকে ঝরে পড়া ফোঁটা ফোঁটা পারদ হাত পেতে ধরতে লাগল। হঠাৎ সে গারিনের কনুই চেপে ধরে তাকে খাড়া সিঁড়ির কাছে টেনে নিয়ে গেল। ওপরে উঠে লিফ্‌টে ঢোকার পর যখন তারা রবারের মুখোশ খুলে ফেলল তখন শেফার ভারী বুট দিয়ে মেঝেতে পদাঘাত করল। তার ছেলেমানুষী সারল্যমাখা হাড়-ওঠা মুখ আনন্দে উদ্ভাসিত হয়ে উঠল।

'আরে এ যে সোনা!' হো হো করে হাসতে হাসতে সে চিৎকার করে বলল। 'কী মাথামোটা আমরা!... সোনা আর পারা পাশাপাশি ফোটে। কী দাঁড়াচ্ছে? পারদাশ্রিত সোনা।... চেয়ে দেখুন না একবার!' হাতের মুঠো খুলে সে কতকগুলো দানা দানা তরল পদার্থ দেখাল। 'পারার ভেতর থেকে সোনার আভা ফুটে বেরোচ্ছে। শতকরা নব্বুই ভাগ নিখাদ সোনা!'

একশ বারো

সোনা মাটির তলা থেকে আপনা-আপনি তেলের মতো উপছে বের হতে লাগল। খনি আরও গভীরে খোঁড়ার কাজ থামিয়ে দেওয়া হল। 'গন্ধমূষিক' ব্যবস্থা খুলে সরিয়ে নেওয়া হল। খনি শক্ত করার জন্য সাময়িকভাবে যে সব ঠেকা লাগানো হয়েছিল সেগুলোও তুলে নেওয়া হল। তার বদলে সমস্ত গভীরতা জুড়ে ইস্পাতের যে বিশাল বিশাল সিলিন্ডার নামানো হল সেগুলোর পুরু দেয়ালের মধ্যে হিমায়নের পাইপ বসানো ছিল।

অতিমাত্রায় উত্তপ্ত পারদাশ্রিত সোনা নীচ থেকে সবেগে বেরিয়ে আসছিল, কিন্তু সেই সোনা যাতে খনির যে-কোন উচ্চতায় পাওয়া যায় সেজন্য এখন শুধু তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রণ করা আবশ্যক

হয়ে পড়ল। গ্যারিন হিসাব করে দেখেছিল যে ইস্পাতের সিলিণ্ডারগুলো একেবারে তলদেশে নামিয়ে দেওয়ার পর পারদাশ্রিত সোনাকে জোর করে খনির একেবারে ওপরে উঠিয়ে আনা সম্ভব হবে, তখন সরাসরি ভূপৃষ্ঠ থেকেই তা সেঁচে নেওয়া যাবে।

খনি থেকে উত্তর-পূর্ব দিকে তাড়াতাড়ি করে একটা পারদবাহী পাইপ-লাইন বসানো হয়ে গেল। পারা থেকে সোনা নিষ্কাশনের জন্য গড়ের বাঁয়ের অংশে পরাবৃত্ত-যন্ত্রের নীচে চুল্লি আর চীনেমাটির মূচি বসানো হল।

গ্যারিন ঠিক করল গোড়ার দিকে দিনে সোনার উৎপাদন হবে চার হাজার মণ পর্যন্ত, অর্থাৎ দশ কোটি ডলার দামের।

'আরিজোনাকে' দ্বীপে ফিরে আসার নির্দেশ দেওয়া হল। মাদাম লামোল উত্তরে অভিনন্দন জানাল এবং বিশ্বসুদ্ধ সকলকে বেতারযোগে জানিয়ে দিল যে প্রশান্ত মহাসাগরে দস্যুতামূলক হামলা বন্ধ করছে।

একশ তেরো

ওয়াশিংটনের সম্মেলন উদ্বোধনের স্বল্পকাল আগে সান-ফ্রান্সিসকোর পোতাশ্রয়ে পাঁচটা সমুদ্রগামী জাহাজ এসে ঢুকল। জাহাজগুলো শান্তভাবে হল্যাণ্ডের পতাকা তুলে ঘাটের কাছে গ্রীষ্মকালীন সূর্যের আলোকস্নাত প্রশস্ত ও ধূমাচ্ছন্ন উপসাগরে ওই রকম আরও হাজার হাজার বাণিজ্যতরীর মাঝখানে নোঙ্গর করল।

ক্যাপ্টেনরা তীরে নামল। কোথাও কোন গোলযোগ নেই। জাহাজে নাবিকরা তাদের ভেতরে পরার কাপড়চোপড় শুকোতে দিয়েছে। তারা ডেক ধোয়াপাকলা করছে। হল্যাণ্ডের পতাকা তোলা ওই পাঁচটা জাহাজের মাল শুল্ক কর্মচারীদের খানিকটা বিস্ময়েরই উদ্রেক করল। কিন্তু তাদের জানানো হল যে পাঁচ

কিলোগ্রামে ওজনের ঢালাই করা পীতবর্ণের ধাতুর বাটগুলো আসলে সোনা — বিক্রি করার উদ্দেশ্যে এখানে আনা হয়েছে।

এরকম সরস ঠাট্টা শুনে কর্মচারীরা হাসল।

'আপনাদের সোনা কত দরে যাচ্ছে, অ্যাঁ?'

'পড়তা খরচে,' সারেঙরা উত্তর দিল। (পাঁচটা জাহাজেই অক্ষরে অক্ষরে এই এক কথাবার্তা হয়।)

'তা সেই পড়তাটা কত শুনি?'

'পাউন্ড পিছু এক ডলার কুড়ি সেন্ট।'

'আপনাদের কাছে সোনার তেমন কদর নেই দেখছি।'

'শস্তাদরে ছেড়ে দিচ্ছি — মাল অনেক,' পাইপ টানতে টানতে সারেঙরা উত্তর দিল।

শুল্ক কর্মচারীরাও তাদের নথিতে লিখল: 'মাল — সোনা নাম দেওয়া হলুদ রঙের ধাতুর বাট।' মুচকি হেসে তারা চলে গেল। ব্যাপারটা অবশ্য মোটেই হাস্যকর ছিল না।

দু দিন পরে সান-ফ্রান্সিসকোর প্রভাতী সংবাদপত্রগুলোর বিজ্ঞাপন-স্তম্ভে, রাস্তায় বিজ্ঞাপন মারার পোস্টে সাদা-হলুদ রঙের পোস্টারে এবং স্রেফ ফুটপাতের ওপর খড়িমাটিতে লেখা যে সংবাদটি বের হল সেটা এই:

'সুবর্ণ দ্বীপের স্বাধীনতার জন্য যুদ্ধের পরিসমাপ্তি ঘটেছে বিবেচনা ক'রে এবং বিরুদ্ধপক্ষের যে ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে তার জন্য গভীর পরিতাপ প্রকাশ ক'রে শান্তিপূর্ণ বাণিজ্যসম্পর্কের সূত্রপাতস্বরূপ ইঞ্জিনীয়র পিওত্‌র গ্যারিন শ্রদ্ধা সহকারে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অধিবাসীদের পাঁচটি জাহাজ বোঝাই নিখাদ সোনা প্রদানের প্রস্তাব করছেন। দশ পাউন্ড ওজনের এককেটি সোনার বাট পাউন্ড প্রতি এক ডলার কুড়ি সেন্ট দরে দেওয়া হচ্ছে। যাঁরা যাঁরা ইচ্ছুক তাঁরা তামাকের দোকান, রঙতেল ইত্যাদি এবং দুধের দোকান, খবরের কাগজ বিক্রির ও জুতো পালিশের স্ট্যান্ডে ইত্যাদি জায়গায় এই সোনা পেতে পারেন। সোনা আমার অগাধ পরিমাণ আছে এবং তার বিশুদ্ধতা সম্পর্কে আপনারা নিশ্চিত থাকতে পারেন। শ্রদ্ধান্তে গ্যারিন।'

বলাই বাহুল্য, এই হাস্যকর বিজ্ঞপ্তিতে একজন লোকেরও

বিশ্বাস হল না। বেশির ভাগ ঠিকাদারই সোনার বাটগুলো লুকিয়ে ফেলল। তা সত্ত্বেও যে দুর্ধর্ষ দুর্বৃত্ত ও জলদস্যুটি আবার সৎ লোকদের শান্তির ব্যাঘাত ঘটানোর চেষ্টা করছে, সেই পিওত্‌র গারিনের নাম শহরের সকলের মুখে মুখে ফিরতে লাগল। সান্ধ্য দৈনিকগুলো পিয়ের হ্যারিকে 'লিঞ্চ' করার দাবি জানাল। সন্ধ্যা ছটা নাগাদ অলস ভ্রমণকারীদের একটা ভিড় পোতাশ্রয়ের দিকে ছুটল, স্বতঃস্ফূর্ত জনসভা ক'রে গারিনের স্টীমারগুলো ডুবিয়ে দেওয়ার এবং মাঝিমাল্লাদের ল্যাম্পপোস্টে ঝুলানোর প্রস্তাব নেওয়া হল। জনতাকে আটকে রাখতে পুলিশবাহিনীকে বেশ বেগ পেতে হল।

ইতিমধ্যে বন্দর কর্তৃপক্ষ অনুসন্ধানের কাজে রত হল। দেখা গেল পাঁচটা জাহাজের কাগজপত্রে কোন খুঁত নেই, পরন্তু জাহাজগুলোর মালিক যেহেতু হল্যান্ডের এক বিখ্যাত পরিবহণ কোম্পানি সেই হেতু তাদের মাল বাজেয়াপ্ত করা বা সাময়িকভাবে তাদের ওপর কোন নিষেধাজ্ঞা জারী করাও সম্ভব নয়। তা সত্ত্বেও সোনার বাট জনসাধারণের মধ্যে প্রবল চাঞ্চল্য সৃষ্টি করায় কর্তৃপক্ষ সেগুলোর বিক্রি বন্ধ করার দাবি জানাল। কিন্তু শুল্ক কর্মচারীদের প্যান্টের পকেটে যখন দুটো ক'রে সোনার বাট চালান করে দেওয়া হল তখন তাদের একজনও প্রলোভন সংবরণ করতে পারল না। কষ্টিপাথরে ঘষে, দাঁত দিয়ে কামড়ে, রঙ দেখে কিংবা ওজনে — যেভাবেই যাচাই করে দেখা যাক না কেন একেবারে খাঁটি সোনা — বিশ্বাস কর আর না-ই কর। বিক্রি করার প্রশ্নটা প্রশ্নই থেকে গেল, সাময়িকভাবে ব্যাপারটা ধামা চাপা দেওয়া হল।

তারপর কিছু সংখ্যক নির্বাক জাহাজী রহস্যজনক বাটের একেকটি করে বস্তা বত্রিশটা দৈনিক কাগজের দপ্তরে বয়ে নিয়ে গেল। তাদের মুখে কেবল একটাই কথা: 'উপহার।' সম্পাদকরা রুষ্ট হল। বত্রিশটা কাগজের অফিসেই ভয়ঙ্কর হুলস্থুল পড়ে গেল! স্বর্ণকারদের ডাকা হল। পিয়ের হ্যারির এই ধৃষ্টতার বিরুদ্ধে 'রক্ত চাই' রব উঠল। কিন্তু বত্রিশটি কাগজের অফিস থেকে বাটগুলো কে জানে কোথায় যেন উধাও হয়ে গেল।

রাতারাতি শহরের সর্বত্র স্রেফ ফুটপাতের ওপর সোনার বাট ছড়িয়ে ছিটিয়ে দেওয়া হল। সকাল ন'টার মধ্যে নাপিতের দোকান আর তামাকের দোকানগুলোতে নোটিশ ঝোলানো হয়ে গেল: 'এখানে পাউন্ড প্রতি এক ডলার কুড়ি সেণ্ট দরে নিখাদ সোনা বিক্রি হয়।'

লোকে আঁতকে উঠল।

সবচেয়ে খারাপ ব্যাপার হল, সোনা যে কেন পাউন্ড প্রতি এক ডলার কুড়ি সেন্ট দামে বিক্রি হচ্ছে এটা কেউ বুঝতে পারছিল না। কিন্তু না কেনাটাও আবার বোকামি। তাই শহরে ঠেলাঠেলি হুড়োহুড়ি পড়ে গেল। হাজার হাজার লোক পোতাশ্রয়ে এসে ভিড় করে জাহাজগুলোর সামনে দাঁড়িয়ে 'সোনার বাট, সোনার বাট' বলে চেঁচামেচি জুড়ে দিল। সরাসরি জাহাজের ঝোলানো সিঁড়ির মুখ থেকে সোনা বিক্রি হতে লাগল। সেই দিন ট্রাম চলাচল থেমে গেল, বন্ধ হয়ে গেল পাতাল রেলের রাস্তাঘাট। বেসরকারী দপ্তর ও সরকারী অফিস-কাছারিগুলোতে বিশৃঙ্খলা দেখা দিল: কেরানিদের কাজকর্ম মাথায় উঠল — তারা তামাকের দোকানে ছুটোছুটি শুরু করে দিল, সোনার বাটের জন্য দোকানদারদের কাছে ঝোলাঝুলি করতে লাগল। দোকানপাট আর গুদামের কেনাবেচা বন্ধ হয়ে গেল, দোকানকর্মীরা তাদের কাজের জায়গা ছেড়ে এদিক ওদিক পালাল — শহরে চোর বাটপাড়ের দৌরাত্ম্য দেখা দিল।

গুজব রটে গেল যে সোনা বিক্রি করার জন্য সীমিত পরিমাণে আনা হয়েছিল এবং সোনার বাট বোঝাই জাহাজ আর আসবে না।

তিন দিনের দিন সমস্ত আমেরিকা জুড়ে সোনার হিড়িক পড়ে গেল। পশ্চিমগামী ট্রেনগুলো ভাগ্যসন্ধানীদের ভিড়ে ছেয়ে গেল। তারা সকলে উত্তেজিত, হতচকিত, সন্দিগ্ধ, আলোড়িত। ট্রেনে জায়গার জন্য লোকে মারামারি করতে লাগল। মানুষের মূর্খতার এই তরঙ্গ রীতিমতো বিভ্রান্তির সূচনা করল।

সচরাচর যেমন হয়ে থাকে, এবারেও তেমনি দেরিতে ওয়াশিংটন থেকে সরকারী নির্দেশ এলো: 'তথাকথিত সোনায় বোঝাই জাহাজের চারধারে পুলিশ-বেষ্টনী গড়ে তুলুন, অফিসার ও

নাবিকদের গ্রেপ্তার করে জাহাজ সীল ক'রে দিন।' হুকুম তামিল করা হল।

লোকে দেশের অন্যান্য প্রান্ত থেকে তাদের চাকরিবাকরি, কাজকর্ম ছেড়েছুড়ে ভাগ্যসন্ধানে ঝাঁকে ঝাঁকে এসে সান-ফ্রান্সিস্কোর রৌদ্রতপ্ত জাহাজঘাটা ছেয়ে ফেলেছিল, তারা পঙ্গপালের মতো সেখানকার সমস্ত খাদ্য ধ্বংস ক'রে ফেলেছিল। সেই জনতা এখন ক্ষিপ্ত হয়ে উঠল — দিগ্‌বিদিক জ্ঞানশূন্য হয়ে পুলিশের বেষ্টনী ভেদ করল, পাগলের মতো রিভল্‌ভার, ছুরি, এমনকি দাঁত দিয়ে মারামারি শুরু করে দিল, বহু সংখ্যক পুলিশম্যানকে উপসাগরের জলে ছুড়ে ফেলে দিল, গারিনের জাহাজের মাঝিমাল্লাদের ছাড়িয়ে আনল, তারা সশস্ত্র হয়ে সোনার জন্য সারে বেঁধে দাঁড়িয়ে পড়ল।

সুবর্ণ দ্বীপ থেকে আরও তিনটে স্টীমার এসে পেঁছুল। সেখান থেকে ক্রেইনে করে সোজা জাহাজঘাটায় গোছা গোছা সোনার বাট খালাস হতে লাগল, স্তূপাকার হয়ে জমা হতে লাগল। পুরো ব্যাপারটা এক দুর্বিষহ বিভীষিকার আকার ধারণ করল। সরাসরি সদর রাস্তার ওপর ধনভাণ্ডার চকচক করছে — সারির ভেতর থেকে উঁকি মেরে এই দৃশ্য দেখে লোকে শিহরিত হয়ে উঠছে।

ইতিমধ্যে গারিনের চরেরা বড় বড় শহরের সমস্ত রাস্তায় লাউডস্পীকার বসানোর কাজ শেষ করে ফেলেছে। শনিবার দিন অফিস ও কলকারখানার কাজ সেরে শহরবাসীরা যখন পথঘাট ছেয়ে ফেলেছে, এমন সময় সমস্ত আমেরিকা জুড়ে বেজে উঠল এক উচ্চ কণ্ঠস্বর — তাতে বর্বর টান ছিল, কিন্তু সেই সঙ্গে ছিল অসাধারণ দৃঢ়তার আভাস:

'মার্কিনদেশবাসীরা! আমি ইঞ্জিনীয়র গারিন বলছি। আমিই সেই ব্যক্তি যাকে সমাজবিরোধী বলে ঘোষণা করা হয়েছে, যার নাম ক'রে লোকে বাচ্চাদের ভয় দেখায়। মার্কিনদেশবাসীরা, আমি বহু দুষ্কর্ম করেছি, কিন্তু সমস্ত কিছুর পেছনে ছিল আমার একটাই উদ্দেশ্য — মানবজাতির সুখ। আমি সামান্য এক টুকরো জমি দখল করেছি — সেটা একটা নগণ্য ছোট্ট দ্বীপ। যে বিপুল

ও অভূতপূর্ব উদ্যোগ আমি গ্রহণ করেছি, আমার উদ্দেশ্য সেখানে তা সফল করে তোলা। মাটির অতল গর্ভে যে স্বর্ণভাণ্ডার জমা আছে, যাতে কোন মানুষের কখনও হাত পড়ে নি, আমি সেখানে পৌঁছুনোর সিদ্ধান্ত নিয়েছি। খনির পঁচিশ হাজার ফুট গভীরে গলানো সোনার বিরাট স্তর পাওয়া গেছে। মার্কিনদেশবাসীরা, লোকে যার যা আছে তাই নিয়েই ব্যাণিজ্য করে। আমি আপনাদের সামনে রাখছি আমার পণ্য — সোনা। আমি পাউন্ড প্রতি এক ডলার কুড়িতে বেচে এ থেকে দশ সেণ্ট করে মুনাফা পাচ্ছি। আমার লাভ যৎসামান্য। আমার মাল বিক্রির ওপর নিষেধাজ্ঞা কেন বলতে পারেন? কোথায় গেল আপনাদের স্বাধীন বাণিজ্য? আপনাদের সরকার স্বাধীনতা ও প্রগতির পবিত্র মূলনীতি পদদলিত করছে। আমি যুদ্ধের ক্ষতি পরিশোধের জন্য প্রস্তুত আছি। যুদ্ধকালীন প্রথা অনুযায়ী 'আরিজোনা' বলপূর্বক যে অর্থ আদায় করেছিল তার সবই আমি রাষ্ট্রকে, বিভিন্ন কোম্পানি ও ব্যক্তিমালিককে ফিরিয়ে দিচ্ছি। আমার অনুরোধ শুধু একটাই — আমাকে সোনা বিক্রি করার স্বাধীনতা দিন। আপনাদের সরকার এ ব্যাপারে আমার ওপর নিষেধাজ্ঞা জারী করেছে এবং আমার জাহাজগুলো ধরে রেখেছে। আমি মার্কিনদেশবাসীর রক্ষাধীনে নিজেকে সমর্পণ করছি।'

সেই রাত্রেই পুলিশের লোকজন লাউডস্পীকারগুলো ধ্বংস করে দিল। সরকার দেশবাসীর শুভ বুদ্ধির কাছে আবেদন জানাল:

'জন্মসূত্রে সোভিয়েত রাশিয়ার লোক, কুখ্যাত দস্যু ইঞ্জিনীয়র গারিন আপনাদের যা বলল তা যদি সত্য হয় তাহলে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব সুবর্ণ দ্বীপের খনি বুজিয়ে ফেলা এবং অফুরন্ত স্বর্ণ সরবরাহের সমস্ত সম্ভাবনা নির্মূল করা একান্ত আবশ্যক। লোকে যদি স্রেফ কাদামাটির মতো তাল তাল সোনা মাটির তলা থেকে খুঁড়ে বার করতে শুরু করে তাহলে মানুষের শ্রমের, তার সুখের সমমূল্য কী হবে? মানবজাতি অবধারিতভাবে ফিরে যাবে আদিম অবস্থায় — বিনিময় বাণিজ্য, বর্বরতা ও বিশৃঙ্খলার যুগে। পুরো অর্থনীতি ব্যবস্থা ধসে পড়বে, ব্যবসা বাণিজ্য,

শিল্প — সব রসাতলে যাবে। ইঞ্জিনীয়র গারিন একজন দুর্ধর্ষ উস্কানিদাতা, শয়তানের অনুচর। তার কাজ হল ডলারের মূল্যমান নামানো। কিন্তু আমরা তা হতে দেব না।...'

স্বর্ণমান উঠে গেলে কী ঘটতে পারে সরকার তার একটা করুণ চিত্র অংকন করল। কিন্তু দেখা গেল বুদ্ধিবিবেচনাসম্পন্ন মানুষের সংখ্যা খুবই কম। সারা দেশ জুড়ে উন্মত্ততা ছড়িয়ে পড়েছে। সান-ফ্রান্সিসকোর দৃষ্টান্তে অন্যান্য শহরেরও জীবনযাত্রা অচল হয়ে গেল। ট্রেন আর লক্ষ লক্ষ মোটরগাড়ি ধেয়ে চলেছে পশ্চিমের দিকে। প্রশান্ত মহাসাগরের যত কাছাকাছি তারা আসে খাদ্যদ্রব্যের দরও তত চড়তে থাকে। আসলে সে সব বয়ে আনার জন্য পরিবহণই মিলছিল না। উপোসী ভাগ্যসন্ধানীরা খাবার-দাবারের দোকান ভাঙচুর করতে লাগল। এক পাউন্ড হ্যামের দাম একশ' ডলার পর্যন্ত উঠে গেল। সান-ফ্রান্সিসকোতে লোকে রাস্তায় ঘাটে মারা যেতে লাগল। ক্ষুধাতৃষ্ণায়, প্রচন্ড গরমে কিছু লোক পাগল হয়ে গেল।

ট্রেনের ওপর হামলা করতে গিয়ে যারা মারা পড়েছিল রেলওয়ে জংশনে আর লাইনের ওপর তাদের মৃতদেহ গড়াগড়ি যেতে লাগল। ভাগ্য যাদের ওপর প্রসন্ন হয়েছে তার সোনার বাটের বস্তা পিঠে নিয়ে রাস্তাঘাট আর অলিগলি দিয়ে, পাহাড়পর্বত বনজঙ্গল ও প্রান্তর পেরিয়ে দলে দলে ফিরে চলল পূবে। যারা পিছিয়ে পড়ে রইল তারা স্থানীয় অধিবাসী আর দস্যুদলের হাতে মারা পড়ল।

যারা সোনা বয়ে নিয়ে যাচ্ছিল তাদের ওপর হামলা শুরু হয়ে গেল, এমনকি এরোপ্লেন থেকেও আক্রমণ হতে লাগল।

অবশেষে সরকার চরম ব্যবস্থা অবলম্বনের জন্য তৈরি হল। সতেরো থেকে পঁয়তাল্লিশ বছর বয়স পর্যন্ত সকলের সাধারণভাবে সেনাবাহিনীতে সমাবেশের এবং যারা সে আদেশ মানবে না তাদের জন্য কোর্ট মার্শালের ব্যবস্থা দিয়ে কংগ্রেসে আইন পাশ করা হল। নুয় ইয়র্কে গরিবদের মহল্লাগুলোতে কয়েক শ' লোককে গুলি করে মারা হল। স্টেশনগুলোতে সশস্ত্র সৈন্যদের আবির্ভাব ঘটল। তারা কাউকে কাউকে ধরল, কাউকে বা ট্রেন থেকে টেনে

নামাল, শূন্যে গুলি ছুঁড়ল, লোকজনকেও গুলি করল। তবু লোকবোঝাই হয়ে ট্রেন ছাড়তে লাগল। রেলকোম্পানিগুলো ব্যক্তিগত মালিকানাধীন, তাই সরকারী নির্দেশ গ্রাহ্য না করাই ছিল তাদের পক্ষে বেশি লাভজনক।

গারিনের আরও পাঁচটি স্টীমার এসে ভিড়ল সান-ফ্রান্সিস্‌কোয়! উন্মুক্ত পোতাশ্রয়ে, সকলের চোখের সামনে উপসাগরের বুকে নোঙর করল 'সাগরের বিভীষিকা' সুন্দরী 'আরিজোনা'। তার দুটো পরাবৃত্ত-যন্ত্রের রক্ষণাবেক্ষণে স্টীমারগুলো থেকে সোনার বোঝা খালাস হতে লাগল।

এই ছিল ওয়াশিংটন-সম্মেলনের উদ্বোধনী দিনের পরিস্থিতি। এক মাস আগে বিশ্বের সমস্ত সোনার অর্ধেক ছিল আমেরিকার হাতে। আজ আমেরিকার সংরক্ষিত স্বর্ণমান দেখতে দেখতে আড়াইশ ভাগ কমে গেছে। অনেক কষ্টে, ভয়ঙ্কর ক্ষয়ক্ষতি স্বীকার ক'রে, প্রচুর রক্তপাতের মধ্য দিয়ে এই অবস্থা থেকেও কোন রকমে উদ্ধার পাওয়া গেলেও যেতে পারে। কিন্তু কে বলতে পারে, বদ্ধ উন্মাদে এই বদমাশ গারিনটা যদি হঠাৎ পঞ্চাশ কিংবা দশ সেণ্ট পাউন্ড দরে সোনা বেচার মতলব করে বসে? প্রবীণ সিনেটর আর কংগ্রেসম্যানদের চোখমুখ আতঙ্কে ফেকাসে হয়ে গেল। তারা অস্থির হয়ে করিডরে পায়চারী করতে লাগল। বড় বড় পুঁজিপতি আর শিল্পপতিরা অসহায়ভাবে হাত নাড়াল।

'দুনিয়ার ঘোর দুর্দিন ঘনিয়ে এসেছে — ধূমকেতুর সঙ্গে ধাক্কা লাগার চেয়েও খারাপ।'

'ইঞ্জিনীয়র গারিন লোকটা কে?' তারা জিজ্ঞেস করল। 'কী তার আসল উদ্দেশ্য? দেশটাকে ধ্বংস করতে চায়? রাবিশ! নাঃ বোঝা যাচ্ছে না।... কী সে পেতে চায়? সে কি একজন একনায়ক হতে চায়? তা, তুমি যদি দুনিয়ার সবচেয়ে ধনী লোক হয়ে থাক তোমাকে ঠেকাচ্ছে কে? মোটের ওপর, আমাদের নিজেদেরই মার্গারিনের চেয়েও বেশি ঘেন্না ধরে গেছে এই গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার ওপর। দেশে যা নয় তাই চলছে, সর্বত্র দাঙ্গাহাঙ্গামা, বিশৃঙ্খলা, আজেবাজে ব্যাপার — তাই সত্যি বলতে গেলে কি এর চেয়ে বরং

একজন একনায়ক এসে বজ্রমুষ্টিতে আমাদের দেশ শাসন করুক, আমাদের নেতৃত্ব দিক।'

যখন জানা গেল যে সম্মেলনে স্বয়ং গারিন উপস্থিত থাকবে তখন হলঘরে এত লোক এসে জুটল যে থামের গায়ে, জানলার ধারে — কোথাও তিল ধারণের জায়গা রইল না। সভাপতিমণ্ডলী এসে পৌঁছুল। আসন গ্রহণ করে চুপচাপ বসে রইল তারা। অপেক্ষা করতে লাগল। অবশেষে সভাপতিমশাই মুখ খুললেন। এমন সময় হলঘরে উপস্থিত সকলে ফিরে তাকাল সোনার কাজ করা সাদা উঁচু দরজাটার দিকে। দরজা খুলে গেল। ঘরে এসে ঢুকল মাঝারি উচ্চতার একজন লোক — মুখটা বড় বেশি ফেকাসে, কালো রঙের ছুঁচালো দাড়ি, কালো চোখ, চোখের চারধারে কালো ছায়া। তার গায়ে একটা সাধারণ ছাইরঙা কোর্তা, লাল বো টাই, পায়ের জুতো খয়েরি — পুরু সোল; বাঁ হাতে সে ধরে রেখেছে একজোড়া নতুন দস্তানা।

থমকে দাঁড়াল সে, নাসারন্ধ্র ফুলিয়ে বুক ভরে নিঃশ্বাস নিল। মাথা নাড়িয়ে সংক্ষেপে অভিবাদন জানাল, তারপর বক্তৃতামঞ্চের সিঁড়ি বয়ে তড়তড় করে ওপরে উঠে গেল। টানটান হয়ে দাঁড়াল। তার দাড়িগোছা সামনের দিকে খাড়া হয়ে রইল। জলের কুঁজোটা এক প্রান্তে সরিয়ে দিল সে। সমস্ত হলঘর এতখানি নিস্তব্ধ যে জল ছল্‌কানোর শব্দ পর্যন্ত শোনা গেল। উঁচু গলায়, বিশ্রী রকম উচ্চারণে সে বলল:

'ভদ্রমহোদয়রা, আমি গারিন। আমি দুনিয়াকে সোনা এনে দিয়েছি।...'

হলঘর হাততালিতে ফেটে পড়ল। সকলে একসঙ্গে একজন লোকের মতো উঠে দাঁড়াল, সমস্বরে গলা ফাটিয়ে চিৎকার করে উঠল:

'মিস্টার গারিন জিন্দাবাদ!... একনায়কের জয় হোক!...'

জানলার বাইরে লক্ষ লক্ষ লোক জুতোর সোলে তাল ঠুকতে ঠুকতে গর্জে উঠল:

'সোনার বাট!... সোনার বাট!... সোনার বাট!...'

একশ চৌদ্দ

'আরিজোনা' সবে সুবর্ণ দ্বীপের পোতাশ্রয়ে ফিরে এসেছে। ন্‌সেন আমেরিকার পরিস্থিতি সম্পর্কে মাদাম লামোলকে বিরণ দিচ্ছে। জোইয়া তখনও শয্যা ত্যাগ করে নি — তার রপাশে লেসের কাজ করা বালিশ (ছোটখাটো প্রভাতী অভ্যর্থনা)। হিরের বাগান থেকে ফুলের তীব্র গন্ধ ভেসে আসছে, আধা ন্ধকার শয়নকক্ষ তাতে ভরে উঠেছে। নখপ্রসাধনের একজন রিচারিকা তার ডান হাতের নখের পরিচর্যা করছে। অন্য হাতে স ধরে রেখেছে একটা ছোট্ট আয়না, কথা বলতে বলতে সন্তুষ্টভাবে আয়নায় নিজের চেহারা দেখছে।

'কিন্তু বন্ধু, গারিনের মাথা বিগড়ে গেছে,' জান্‌সেনকে সে বলল। 'সোনার দর নামিয়ে দিচ্ছে।... ভিখিরিদের একনায়ক হতে চায় দেখছি।...'

শয়নকক্ষ সবে জমকাল ভাবে সাজানো হয়েছে। জান্‌সেন আড়চোখে তাকিয়ে তাকিয়ে সে দৃশ্য দেখতে লাগল। দু হাঁটুর ওপর টুপি ধরে রেখে সে উত্তর দিল:

'গারিনের সঙ্গে আমার দেখা হয়েছিল — তিনি বলেছেন আপনি যেন চিন্তিত না হন, মাদাম লামোল। উনি যে পরিকল্পনা করেছেন তা থেকে এক পাও পিছু হটবেন না। সোনা ঢেলে ছড়িয়ে দিয়ে তিনি লড়াই জিতেছেন। আগামী সপ্তাহে সেনেট তাঁকে একনায়ক বলে ঘোষণা করবে। তখন তিনি আবার সোনার দর চড়িয়ে দেবেন।'

'কী ভাবে? বুঝতে পারছি না।'

'সোনার আমদানী ও বিক্রির ওপর নিষেধাজ্ঞামূলক আইন জারি করবে। এক মাসের মধ্যে সোনা আগের দরে উঠে যাবে। বিক্রি এমন একটা কিছু বেশি পরিমাণে হয় নি। যত না বিক্রি হয়েছে তার চেয়ে হৈচৈ হয়েছে অনেক বেশি।'

'কিন্তু খনির কী হবে?'

'খনি ধ্বংস করে ফেলা হবে।'

মাদাম লামোল ভুরু কুঁচকে সিগারেট ধরাল।

'আমি মাথামুণ্ডু কিছুই বুঝতে পারছি না।'

'সোনার পরিমাণ সীমিত করা একান্ত দরকার, নইলে মানুষের ঘামের গন্ধ তাতে পাওয়া যাবে না। বলাই বাহুল্য খনি ধ্বংস করার আগে বেশ হিসাব করে সেই পরিমাণ সোনাই তোলা হবে যাতে পৃথিবীর মোট সোনার শতকরা পঞ্চাশ ভাগেরও বেশি গারিনের হাতে থাকে। অতএব স্বর্ণমান যদি পড়েও যায় তা হবে ডলারে মাত্র কয়েক সেণ্ট।'

'চমৎকার।... কিন্তু আমার প্রাসাদের জন্য, আমার কল্পনার পেছনে কত বরাদ্দ করা হচ্ছে? আমার চাই অনেক — প্রচণ্ড বেশি পরিমাণ।'

'গারিন আপনাকে একটা মোটামুটি হিসাব দিতে বলেছেন। আপনি যত চান সেই অনুযায়ী আইন প্রণয়ন করে আপনাকে ততটাই দেওয়া হবে।...'

'কিন্তু আমার কতটা দরকার আমি জানব কী করে?... কী সব বোকার মতো কথাবার্তা!... প্রথমত মজুরদের মহল্লা, ওয়ার্কশপ আর গুদামঘরের জায়গায় তৈরি হবে থিয়েটার, হোটেল, সার্কাস। এটা হবে এক আশ্চর্য নগরী।... সেতুগুলো হবে প্রাচীন চীনের ছবিতে আঁকা সেতুর মতো — আশেপাশের চড়া আর রীফকে দ্বীপের সঙ্গে যুক্ত করবে। সেখানে আমি স্নানের জায়গা আর খেলাধুলার মণ্ডপ বানাব, মোটর-বোট আর হাওয়াই জাহাজের বন্দর বানাব। দ্বীপের দক্ষিণে থাকবে একটা বিশাল দালান — বহু মাইল দূর থেকে চোখে পড়বে — সেটা হবে 'প্রতিভাবানদের বিশ্রামাগার'। আমি ইউরোপের সমস্ত মিউজিয়ম লুট করে নিয়ে আসব। মানুষ যা যা সৃষ্টি করেছে সব সংগ্রহ করে আনব আমি। প্রাণের বন্ধু আমার, এই সব পরিকল্পনার কথা ভেবে আমার মাথা ব্যথা করে। আমি স্বপ্নে দেখতে পাই শ্বেতপাথরের সিঁড়ি ধাপে ধাপে উঠে গেছে মেঘের দিকে, দেখি নানা রকম উৎসব আর আমোদ-প্রমোদের দৃশ্য।...'

সোনার কাজ করা চেয়ারে বসে থাকতে থাকতে জান্‌সেন শরীর টানটান করল।

'মাদাম লামোল...'

'দাঁড়ান,' অধীর হয়ে বাধা দিয়ে সে বলল, 'তিন সপ্তাহের মধ্যে আমার পারিষদেরা সব এখানে এসে পৌঁছুবে। গোটা দঙ্গলটাকে খাওয়াতে হবে, আমোদ-প্রমোদে মাতিয়ে রাখতে হবে, ঠিকমতো গোছগাছ করতে হবে। আমি ইউরোপ থেকে দু তিনজন সত্যিকারের রাজা-মহারাজা আর জনা দশ-বারো রাজবংশের লোককে নিমন্ত্রণ করতে চাই। আমরা হাওয়াই জাহাজ করে রোম থেকে পোপকে নিয়ে আসব। সঠিক রীতিতে আমার প্রসাধন আর অভিষেক হওয়া চাই, যাতে লোকে আমাকে নিয়ে রাস্তার ওই সব আজেবাজে ফক্কুড়ি আর না বাঁধতে পারে।'

'মাদাম লামোল,' জান্‌সেন মিনতির সুরে বলল, 'পুরো একমাস হল আপনার দেখা পাই নি। আপাতত ত আপনার ফাঁক আছে। চলুন সমুদ্রে বেরিয়ে পড়া যাক। 'অ্যারিজোনার' অবস্থা ফিরিয়ে আনা হয়েছে। আমার বড় ইচ্ছে হচ্ছে আবার তারাভরা আকাশের নীচে ক্যাপ্টেনের মঞ্চে আপনার পাশাপাশি দাঁড়াই।'

'জানি না, জান্‌সেন জানি না,' জোইয়া বলল, 'মাঝে মাঝে আমার মনে হয় কি জানেন — সুখ হল শুধুই সুখের পিছু পিছু ছুটে বেড়ান।... হ্যাঁ, আর স্মৃতিচারণ।... কিন্তু সে হয় ক্লান্তির মুহূর্তে।... এক সময় আপনার কাছে ফিরে আসব, জান্‌সেন। আমি জানি আপনি আমার জন্য ধৈর্য ধরে অপেক্ষা করে থাকবেন!... আপনার মনে আছে?.. ভূমধ্যসাগর, সেই সুনীল দিনটি যখন আমি আপনাকে 'পুণ্যব্রতিনী দেবী জোইয়া সঙ্ঘের মহাধ্যক্ষ' পদে নিয়োগ করলাম। (সে হাসতে হাসতে জান্‌সেনের মাথার পেছনটা আঙুলের ফাঁকে চেপে ধরল।) আর যদি না-ই ফিরি জান্‌সেন, আপনার স্বপ্ন, আমার জন্য আপনার ব্যাকুলতা — এটাও কি সুখ নয়? ওঃ বন্ধু আমার, কেউ জানে না সুবর্ণ দ্বীপ কেবল একটা স্বপ্ন, যে স্বপ্ন আমি একসময় ভূমধ্যসাগরে থাকতে দেখেছিলাম — আমি ডেক-এ বসে ঢুলছিলাম — এমন সময় দেখতে পেলাম, সমুদ্র থেকে উঠে এলো সিঁড়ির পর সিঁড়ি, থরে থরে একের পর এক প্রাসাদ — সেগুলোর একটা আরেকটার চেয়ে আরও সুন্দর।... সেই সঙ্গে অসংখ্য সুন্দর সুন্দর মানুষ — আমার লোক তারা — বুঝতে

পারছেন, আমার লোক? নাঃ, স্বপ্নে আমি যে শহর দেখেছিলাম যতদিন পর্যন্ত তা আমি তৈরি করতে না পারব ততদিন আমার শান্তি নেই। আমি জানি, আমার বিশ্বস্ত বন্ধু, আপনি আমার এই উদ্ভট পাগলের প্রলাপের বদলে আমার কাছে নিবেদন করছেন নিজেকে, আমাকে দিতে চাইছেন ক্যাপ্টেনের মঞ্চ আর সাগরের বিপুল বিস্তার। কিন্তু ওগো প্রিয় বন্ধু, নিজেকে নিয়ে আমি কী করব বলতে পারেন?... যতক্ষণ আমার দেহে প্রাণ আছে, যতক্ষণ আমার হৃদ্‌যন্ত্র থেমে না যাচ্ছে, ততক্ষণ আমাকে উড়তেই হবে, ঢোকার চেষ্টা করতেই হবে সেই মাথা-ঘোরানো কল্পনার জগতে।...'

একশ পনেরো

সুবর্ণ দ্বীপের নিরালা খাঁড়ির তীরে একটা ছোট্ট সাদা বাড়ি। সারা রাত ধরে এই বাড়ির ভেতরে প্রচণ্ড তর্কবিতর্ক চলতে থাকে। শেল্‌গা তাড়াতাড়ি একটা ঘোষণাপত্রের খসড়া বানিয়েছিল। সেটা সে সকলকে পড়ে শোনাল:

'দুনিয়ার মেহনতী জনগণ! সান-ফ্রান্সিস্‌কোর পোতাশ্রয়ে সোনা বোঝাই হয়ে গারিনের জাহাজগুলো ঢুকতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র জুড়ে যে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়েছিল তার বিস্তার ও ফলাফল আপনাদের অবিদিত নেই।

'পুঁজিবাদের আসন টলে উঠেছে: সোনা তার মূল্যমান হারাতে চলেছে, সমস্ত মুদ্রা মুখ থুবড়ে পড়ছে, পুঁজিবাদীরা তাদের ভাড়াটে দালালদের — পুলিশবাহিনী, পিটুনী সেনাবাহিনী, উস্কানিদাতা আর জনপ্রতিনিধিরূপী বেইমানদের মজুরী দিতে পারছে না — তাদের সে সঙ্গতি আর নেই। প্রলেতারীয় বিপ্লবের ছায়ামূর্তি তার পূর্ণ আয়তন নিয়ে উঠে দাঁড়িয়েছে।

'কিন্তু ইঞ্জিনীয়র গারিন পুঁজিবাদের ওপর এহেন আঘাত হানলেও তার দুষ্প্রয়াসের ফলে যে বিপ্লবের সূচনা হয় এটা তার এতটুকু কাম্য নয়।

'গারিন চায় ক্ষমতা। প্রলেতারীয় বিপ্লবের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে

গারিন যে এক নতুন হাতিয়ার, পুঁজিবাদীরা এখনও তা যথেষ্ট পরিষ্কারভাবে বুঝতে পারে নি, তাই গারিনকে তাদের প্রতিবন্ধকতা ভেঙে পথ করে নিতে হচ্ছে।

'গারিন অচিরেই বাঘা বাঘা পুঁজিপতিদের সঙ্গে একটা বোঝাপড়ায় আসবে।

'তারা গারিনকে একনায়ক ও নেতা বলে ঘোষণা করবে। পৃথিবীর অর্ধেক সোনা নিজের অধিকারে আনার পর সোনার পরিমাণ যাতে সীমাবদ্ধ থাকে সেইজন্য সে সুবর্ণ দ্বীপের খনি বুজিয়ে দেবার হুকুম দেবে।

'বাঘা বাঘা পুঁজিপতিদের দল নিয়ে সে মানবজাতির ওপর লুটতরাজ করে বেড়াবে, সমস্ত মানুষকে ক্রীতদাসে পরিণত করবে।

'দুনিয়ার মেহনতী জনগণ! চূড়ান্ত লড়াইয়ের মুহূর্ত উপস্থিত হয়েছে। একথাই ঘোষণা করছে সুবর্ণ দ্বীপের বিপ্লবী কমিটি। কমিটি ঘোষণা করছে, সুবর্ণ দ্বীপ, সেই সঙ্গে তার খনি আর সমস্ত পরাবৃত্ত-যন্ত্র সারা দুনিয়ার বিদ্রোহী শ্রমিকশ্রেণীর অধিকারে আসছে। সোনার অফুরন্ত ভাণ্ডার এখন থেকে মেহনতীদের হাতে থাকবে।

'গ্যারিন আর তার দলবল মরিয়া হয়ে আত্মরক্ষা করবে। আমরা যত তাড়াতাড়ি আক্রমণে নামতে পারব আমাদের বিজয় ততই নিশ্চিত।'

বিপ্লবী কমিটির সব সদস্যই যে ঘোষণাপত্র অনুমোদন করল এমন নয়। তাদের এক অংশ সাহসের সীমা দেখে ভয় পেয়ে ইতস্তত করতে লাগল — তাদের প্রশ্ন হল এত তাড়াতাড়ি শ্রমিকদের চেতনা জাগিয়ে তোলা সম্ভব হবে কি? অস্ত্রশস্ত্র পাওয়া যাবে কি? পুঁজিবাদীদের নৌবহর আছে, দুর্ধর্ষ সৈন্যবাহিনী আছে, আছে গ্যাস ছোঁড়ার হাতিয়ার আর মেশিনগানে সশস্ত্র পুলিশবাহিনী।... তার চেয়ে বরং অপেক্ষা করে দেখলে হয় না কিংবা অন্তত পক্ষে সাধারণ ধর্মঘট দিয়ে শুরু করলে হয় না?...

শেল্‌গা অনেক কষ্টে ক্রোধ দমন করল, যারা ইতস্তত করছিল তাদের বলল:

'বিপ্লব হল একটা খুব উঁচুদরের স্ট্র্যাটেজি। আর স্ট্র্যাটেজি বলতে বোঝায় জয় লাভের বিদ্যা। জয় তারই হয় যে নিজের হাতে উদ্যোগ নেয়, যার সাহস আছে। জয়লাভের পর যখন আপনারা ভবিষ্যৎ বংশধরদের জন্য আমাদের বিজয়ের ইতিহাস লেখার কথা ভাববেন, তখন নিশ্চিন্ত মনে ভালোমন্দ বিচার করার সময় পাবেন!... আমরা যদি আমাদের সর্ব শক্তি সঞ্চয় করে উঠে পড়ে লাগতে পারি তাহলে অভ্যুত্থান গড়ে তোলা আমাদের পক্ষে সম্ভব হবে। অস্ত্রশস্ত্র আমরা লড়াইয়ের মধ্য দিয়ে সংগ্রহ করে নিতে পারব। জয় আমাদের সুনিশ্চিত, কেননা সমস্ত মেহনতী জনগণ জয়লাভের জন্য বদ্ধপরিকর, আর আমরা হলাম তাদের অগ্রবাহিনী। বলশেভিকরা এই কথাই বলে। পরাজয় কাকে বলে বলশেভিকরা জানে না।'

এক নীল চোখ খনিমজুর ছোকরা এই তর্কবিতর্কের সময় সর্বক্ষণ চুপ করে ছিল। শেল্গার কথার পর সে উঠে দাঁড়াল, মুখ থেকে পাইপ নামাল।

'ব্যস্, হয়েছে!' ভারী গলায় সে বলল। 'অনেক আজেবাজে বকা হয়েছে — আর নয়। এবারে কাজে লেগে পড়া যাক!...'

একশ ষোল

তকমা আঁটা টেইল-কোট আর মোজা পরা লম্বা, পাকাচুল খাসভৃত্য নিঃশব্দ চরণে শয়নকক্ষে প্রবেশ করে টিপয়ের ওপর এক কাপ চকোলেট-পানীয় ও কিছু বিস্কুট রাখল, তারপর মৃদু খস্‌খস্ শব্দে জানলার পর্দা সরিয়ে দিল। গারিন চোখ খুলল।

'সিগারেট!'

খালিপেটে সিগারেট খাওয়ার এই রুশী বদভ্যাস তার কিছুতেই গেল না, যদিও সে ভালোভাবেই জানত মার্কিন দেশের উচ্চবর্গের যে সমাজ তার প্রতিটি পদক্ষেপ, প্রতিটি ভঙ্গি ও কথার ওপর বিশেষ লক্ষ রাখছে সেখানে খালিপেটে সিগারেট খাওয়া অনেকটা নীতিহীনতার লক্ষণ বলেই ধরা হয়।

যাবতীয় মার্কিন পত্রপত্রিকায় প্রকাশিত দৈনিক রম্যরচনাগুলোতে পিওত্র গারিনের অতীতের সমস্ত দোষ ঢেকে তাকে ধোয়া তুলসী পাতা করে দেখানো হতে লাগল। অতীতে যদি তিনি কখনও মদ্যপান করে থাকেন তা করেছেন নেহাৎ ঠেকায় পড়ে — আসলে কিন্তু তিনি মদ্যপানের পরম শত্রু; সমস্ত কাগজে এটাই জোর দিয়ে বলা হল যে তাঁর আর মাদাম লামোলের প্রিয় অবসর বিনোদন হল বাইবেলের প্রিয় অধ্যায়গুলো জোরে জোরে পড়া; তাঁর কিছু কিছু নিষ্ঠুর আচরণকে (ভিল্ দ'আভ্রের ঘটনা, কেমিক্যাল কারখানায় বিস্ফোরণ, মার্কিন স্কোয়াড্রন ডুবিয়ে দেওয়া ইত্যাদি) কেউ কেউ ব্যাখ্যা দিল মারাত্মক দুর্ঘটনা বলে, কারও কারও মতে পরাবৃত্ত-যন্ত্র অসতর্কভাবে পরিচালনার ফলেই ওগুলো ঘটেছে — মোটকথা এই মহাপুরুষটি এর জন্য আন্তরিকভাবে গভীর অনুশোচনা প্রকাশ করছেন, তিনি তাঁর অনিচ্ছাকৃত পাপ সম্পূর্ণভাবে ক্ষালনের উদ্দেশ্যে গির্জার আঙিনায় প্রবেশের জন্য প্রস্তুত হচ্ছেন (ইতিমধ্যে পিওত্র গারিনকে কে হাত করতে পারে এই নিয়ে প্রোটেস্ট্যান্ট ও রোমান ক্যাথলিক চার্চের মধ্যে বিবাদ বেধে গেছে) এবং সর্বশেষে গারিনের নামে এই কথাও চালানো হল যে তিনি ছেলেবেলা থেকে অন্তত পক্ষে দশ রকমের নানা খেলাধুলায় আগ্রহী।

মোটা সিগারেটটা শেষ করার পর গারিন আড়চোখে তাকাল চকোলেটের দিকে। আগে লোকে যখন তাকে দুর্বৃত্ত ও ডাকাত বলে মনে করত তখন হলে স্নায়ুকে চাঙ্গা করে তোলার জন্য সে ব্র্যান্ডি ও সোডা চাইত। কিন্তু অর্ধেক পৃথিবীর একনায়ক ত আর সকাল থেকে ব্র্যান্ডি পান করতে পারে না! নেপোলিয়নের রক্ষিবাহিনীর মতো যে শাঁসাল বুর্জোয়াদল ঘন হয়ে তার মসনদ ঘিরে আছে এরকম নীতিহীনতা দেখে তারা সকলে আঁতকে পিছু হটে যেতে পারে।

চোখমুখ কুঁচকে সে চকোলেট চুমুক দিল। খাসভৃত্য আনুষ্ঠানিক গম্ভীর মুখে দরজার কাছে দাঁড়িয়ে ছিল। চাপা গলায় সে জিজ্ঞেস করল:

'আপনার একান্ত সচিবকে কি আসতে আজ্ঞা করেন হুজুর?'

গারিন অলস ভঙ্গিতে শয্যা ছেড়ে উঠে বসল, রেশমী ড্রেসিং গাউনটা গায়ে পরল।

'আসতে বল।'

একান্ত সচিব এসে ঢুকল। একবার দরজার কাছে, আরেকবার ঘরের মাঝখানে দাঁড়িয়ে এবং শেষকালে শয্যার কাছে — তিনবার শ্রদ্ধাভরে মাথা নুইয়ে অভিবাদন জানাল। সুপ্রভাত জানাল, তারপর ঈষৎ তির্যক দৃষ্টিতে তাকাল চেয়ারের দিকে।

'বসুন,' এই বলে গারিন এমন ভাবে হাই তুলল যে তার দাঁতে দাঁত ঠেকে কট করে আওয়াজ হল।

একান্ত সচিব বসল — হাড়গোড় বার করা মাঝবয়সী পুরুষ, কপালে বলিরেখা, চোপসানো গাল, পোশাক আগাগোড়া কালো। চোখের পাতা সব সময় অর্ধনিমীলিত। আমেরিকার সবচেয়ে মার্জিত রুচির মানুষ বলে সে পরিচিত। গারিনের ধারণা বড় বড় মূলধন বিনিয়োগকারীরা লোকটাকে গুপ্তচর হিশেবে তার পেছনে লাগিয়েছে।

'নতুন কী খবর আছে?' গারিন জিজ্ঞেস করল। 'সোনার দরের কোন বদল ঘটেছে?'

'দর উঠছে।'

'বড় আস্তে আস্তে, তাই না?'

সচিব চোখের পাতা তুলে বিমর্ষভাবে তাকাল:

'হ্যাঁ ধীর গতিতে। এখন পর্যন্ত বড় ধীর গতিতে।'

'বদমায়েসের দল!'

কিংখাবের চটিতে পা গলিয়ে গারিন শয়নকক্ষের সাদা গালিচার ওপর পায়চারি করতে লাগল।

'বদমায়েস! গর্দভ!'

আপনা-আপনিই তার বাঁ হাতটা পিঠের দিকে চলে গেল, ডান হাতের বুড়ো আঙুলটা পায়জামার কষিতে বাঁধা দড়ির ভেতরে গুঁজে সে পায়চারি করে চলল। এক গোছা চুল তার কপালের ওপর এসে পড়েছে। গারিনের সচিবকে দেখে মনে হচ্ছিল যেন তার কাছেও এই মুহূর্তটি ঐতিহাসিক: সে চেয়ারে টান টান

হয়ে বসল, কড়া মাড় দেওয়া কলারের ভেতর থেকে গলা বাড়িয়ে দিল — যেন কান খাড়া করে ইতিহাসের পদধ্বনি শোনার চেষ্টা করছে।

'বদমায়েস!' শেষবারের মতো গার্জন আবার আওড়াল। 'সোনার বাজারদর এত আস্তে আস্তে ওঠার কারণ আমি যতদূর বুঝতে পারছি আমার প্রতি অবিশ্বাস। আমাকে অবিশ্বাস করা! আপনি বুঝতে পারছেন? আমি একটা ডিক্রী জারি করে ইচ্ছেমতো সোনার বাট বিক্রি বন্ধ করে দেব — কেউ এ আইন অমান্য করলে তার মৃত্যুদণ্ড হবে।... লিখুন: 'অদ্য হইতে সিনেটের আদেশবলে...'

এই কাজ শেষ করার পর সে আরও একটা সিগারেট ধ্বংস করল। পোড়া টুকরোটা অসমাপ্ত চকোলেটের কাপের মধ্যে ছুঁড়ে ফেলে দিল।

'আর কী নতুন খবর আছে? আমার প্রাণনাশের চেষ্টার কোন সন্ধান পাওয়া গেছে কি?'

লম্বা লম্বা আঙুলের পালিশ করা লম্বা লম্বা নখ দিয়ে সচিব তার ব্রিফ-কেস থেকে এক টুকরো কাগজ বার করল, একবার মনে মনে পড়ল, ওল্‌টাল, তারপর আরও একবার ওল্‌টাল:

'গতকাল সন্ধ্যাবেলায় এবং আজ সকাল সাড়ে সাতটার সময় পুলিশ আপনার প্রাণনাশের দুটো নতুন চেষ্টার সন্ধান পেয়েছে, স্যার।'

'আচ্ছা! খুব ভালো কথা। পত্রিকায় প্রকাশের জন্য পাঠিয়ে দিন। কারা তারা? আশা করি ওই পাজীগুলো জনতার হাতেই টিঢ হয়েছে? অ্যাঁ কী বললেন?'

'গতকাল সন্ধ্যাবেলায় প্রাসাদের সামনের পার্কে একজন যুবককে দেখা গিয়েছিল — তার পকেটে দুটো লোহার স্ক্রু-নাট পাওয়া গেছে — একেকটির ওজন এক পাউণ্ড। যুবকটিকে দেখে মজুর শ্রেণীর বলেই মনে হয়। দুঃখের বিষয়, তখন বেশ অন্ধকার হয়ে এসেছে, পার্কে লোকজন খুব কম ছিল — শুধু যে দু-একজন পথচারী ছিল তারা আমাদের মহামান্য হুজুরের

প্রাণনাশের চেষ্টা করা হচ্ছে জানতে পেরে বদমাশটার ওপর কয়েক ঘা বসিয়ে দিতে সমর্থ হয়। তাকে ধরা হয়েছে।'

'ওই পথচারীরা কি সাধারণ লোকজন, না চর?'

সচিবের চোখের পাতা তিরতির করে কাঁপতে লাগল, তার ঠোঁটের কোনায় মৃদু হাসি ফুটে উঠল — অতুলনীয় সেই হাসি, তামাম উত্তর আমেরিকার কোথাও তার কোন জুড়ি নেই।

'বলাই বাহুল্য স্যার, সাধারণ লোকজন, সৎ ব্যবসায়ী, যারা আপনার একান্ত অনুগত, স্যার।'

'ব্যবসায়ীদের নামধাম জেনে নিন,' গারিন নির্দেশ দিল। 'পত্রপত্রিকার মারফত তাদের আমার পরম কৃতজ্ঞতা জানান। কড়াকড়ি সমস্ত রকম বিধিমতে অপরাধীর বিচার হোক। বিচারে দণ্ড হওয়ার পর আমি তাকে ক্ষমা করব।'

'প্রাণনাশের দ্বিতীয় আরেকটি ষড়যন্ত্রের খোঁজও ওই পার্কেই পাওয়া গেছে,' সচিব বলে চলল। 'একজন মহিলাকে আপনার শোবার ঘরের জানলায় উঁকিঝুঁকি মারতে দেখা গেছে, স্যার। তার কাছে একটা ছোটখাটো রিভল্ভারও পাওয়া গেছে।'

'অল্পবয়সী?'

'তেপ্পান্ন বছর বয়স।'

'জনতা কী করল?'

'জনতার আচরণ ছিল নেহাৎই সীমিত — তারা মহিলার মাথার টুপি খুলে ফেলল, তার ছাতা ভেঙে দিল আর বটুয়াটা পায়ের তলায় পিষে ফেলল। তুলনামূলক বিচারে তাদের উৎসাহের এমন ঘাটতির কারণ এই যে ঘটনাটা ঘটে খুব ভোরবেলায় এবং মহিলার নিজেরও অবস্থা করুণ হয়ে ওঠে — জনতাকে ক্রুদ্ধ হয়ে উঠতে দেখে সে সঙ্গে সঙ্গে জ্ঞান হারিয়ে ফেলে।'

'ঘাগী বুড়িটাকে বিদেশে যাবার পাসপোর্ট দিয়ে এক্ষুনি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সীমানা থেকে বার করে দেওয়া হোক। পত্রপত্রিকায় এই ঘটনা সম্পর্কে বিশেষ উচ্চবাচ্য যেন না করা হয়। আর কী?'

ন'টা বাজতে যখন পাঁচ মিনিট বাকি তখন গারিন ধারাজলে স্নান সারল, তারপর তার চারজন সেবাদাসী আর নাপিতের সেবাযত্নের হাতে নিজেকে সমর্পণ করল। তিনটে আয়নার সামনে পট্টবস্ত্রে ঢাকা, দাঁতের ডাক্তারের চেয়ারের মতো এক বিশেষ ধরনের চেয়ারে সে বসল। গরম জলের বাষ্পে তার মুখের পরিচর্যা চলার সঙ্গে সঙ্গে নরুন, কাঁচি আর শ্যাময় লেদারের প্যাড দিয়ে দু'জন বাদামী-চুল মেয়ে তার দু'হাতের নখ আর দুটি সংকরবর্ণের দক্ষ মেয়ে তার পায়ের নখ মহা উৎসাহে ঘসামাজা শুরু করে দিল। নানা রকমের সুগন্ধী জল আর এসেন্স মাথায় ঢেলে কেশ স্নিগ্ধ করে তোলা হল, সন্নার ছোঁয়া দিয়ে সামান্য টেনে টেনে কেশের শ্রী ফিরিয়ে এমন ভাবে মাথা আঁচড়ানো হল যাতে টাক চোখে না পড়ে। দাড়ি কামানোর নাপিত তার অপূর্ব শিল্পকলার জন্য ব্যারনেট আখ্যা পেয়েছিল। সে পিওত্‌র পেত্রোভিচের দাড়ি কামাল, তার মুখে ও মাথায় নানা রকমের সুগন্ধীদ্রব্য লাগাল, ভালো করে পাউডার মাখাল, ঘাড়ে লাগাল গোলাপ নির্যাস, কানের পেছনে আতর, দু'পাশের রগে বোকে ভার্গে, ঠোঁটের কোনায় আপেলের সুগন্ধী, থুতনিতে 'গোধূলি' নামে মৃদু সুগন্ধী।

এই সব কারিকুরির পর একচ্ছত্র অধিপতিটিকে সেলোফেন কাগজে মুড়ে একটা পেটিকায় রেখে প্রদর্শনীতে পাঠানো চলতে পারে। গারিন অনেক কষ্টে মুখ বুজে আগাগোড়া এই প্রক্রিয়া সহ্য করে গেল। রোজ সকালে তাকে এই দুর্ভোগ ভুগতে হয়, পত্রপত্রিকায় তার 'স্নানপর্বের পর পনেরো মিনিট' সম্পর্কে লেখা হয়। সুতরাং উপায় নেই।

তারপর সে চলে গেল সাজঘরে। সেখানে দু'জন চাপরাসী আর তার খাস চাকর জুতো মোজা জামা ইত্যাদি নিয়ে তার জন্য অপেক্ষা করছিল। আজ সে ছোট ছোট ফুটকি দেওয়া বাদামী রঙের একটা স্যুট বেছে নিল। কাগজওয়ালারা লিখে থাকে একনায়কের একটা পরমাশ্চর্য প্রতিভা হল সঠিক টাই নির্বাচনের ক্ষমতা। তাদের মেনে নেওয়া এবং পদে পদে হুঁশিয়ার হয়ে চলা ছাড়া

গত্যন্তর রইল না। মনে মনে শাপ-শাপান্ত করতে করতে গারিন ময়ূরের পালকের রঙের একটা টাই বেছে নিল।

মধ্যযুগীয় শৈলীতে সাজানো খাবারঘরে ঢুকতে ঢুকতে গারিন মনে মনে ভাবল: 'এভাবে ত আর বেশি দিন থাকা যায় না! ধুত্তোর ছাই, কোথাকার কোন্ বিধিব্যবস্থা আমার ওপর চাপিয়ে দেওয়া হল!'

প্রাতরাশের সময় (এবারেও মাদকদ্রব্যের ছিটেফোঁটা পর্যন্ত নেই) একনায়কের কাজ চিঠিপত্রের ওপর চোখ বুলানো। সেভ্রসের চীনেমাটির ট্রেতে শ তিনেক চিঠি ছিল। ভাজা স্মোক্ড মাছ, বিস্বাদ হ্যাম আর নুন ছাড়া জলে সেদ্ধ ওটমীলের পরিজ (খেলোয়াড় আর সাত্ত্বিক লোকদের আহার) চিবুতে চিবুতে গারিন হাতের আন্দাজে মচমচে খামগুলো তুলতে থাকে। খাবারের এঁটো নোংরা কাঁটা দিয়ে খাম খুলে এক নজরে চিঠির লেখাগুলো পড়তে থাকে:

> 'আমার হৃদয় অশান্ত হয়ে পড়েছে, আমি এত উত্তেজিত হয়ে পড়েছি, যে আমার হাতের কলমে এই ক'টি ছত্র কোন রকমে ফুটে বেরোচ্ছে।... আমার সম্পর্কে আপনার কী ধারণা হচ্ছে বলুন ত? হা ভগবান! আমি আপনাকে ভালোবাসি। খবরের কাগজে আপনার ছবি যখন আমি দেখি সেই মুহূর্ত থেকে আমি ভালোবাসি আপনাকে। আমার বয়স কম। আমি সম্ভ্রান্ত বংশের মেয়ে।...'

এধরনের প্রেমপত্রে সচরাচর একটা করে ফটো থাকে। এই সব ফটোর (এক মাসে কয়েক হাজার জমে গেছে) সুন্দর মুখ, ফাঁপানো চুলের রাশি, নিষ্পাপ চোখ আর বোকা ধাঁচের নাক দেখে ভয়ঙ্কর লাগে, ভীষণ বেজার লাগে। ক্রেস্তোভ্স্কি দ্বীপ থেকে ওয়াশিংটন, পেত্রোগ্রাদের পোড়ো বাড়ির হিটিং ব্যবস্থা ছাড়া সেই ঠান্ডা স্যাঁতসেঁতে ঘরে যেখানে গারিন হাতের মুঠো পাকিয়ে এপ্রান্ত থেকে ওপ্রান্তে পায়চারী করতে করতে উদ্ধারের জন্য প্রায় অবাস্তব ফাঁক খুঁজে বার করার চেষ্টা করেছে সেখান

থেকে শুরু করে চমক লাগানো দীর্ঘ পথযাত্রার পর এই বিশ মিনিট পরে সিনেটে প্রেসিডেন্টের সোনার আসন সে অলঙ্কৃত করতে যাচ্ছে। পৃথিবীর আতঙ্ক সৃষ্টি করা, অন্তঃসলিলা সাগরের সোনার অধিকারী, পৃথিবীর অধিপতি হওয়া — এসব কি নেহাৎই সম্পূর্ণ বৈচিত্র্যহীন একঘেয়ে এক কূপমণ্ডূক জীবনের ফাঁদে পড়ার জন্য!

'ধুত্তোর ছাই!'

গারিন ন্যাপকিনটা পাক মেরে ফেলে দিল, আঙুল দিয়ে টেবিলে তাল ঠুকতে লাগল। ভেবে কোন কূলকিনারা পাওয়া যায় না। পাওয়ার আর কিছু নেই। চরম শিখরে পেঁছে গেছে। সে এখন একনায়ক। সম্রাট উপাধি দাবি করবে কি? তাহলে যন্ত্রণার একশেষ হবে। পালিয়ে যাবে? কোথায়? কেন? জোইয়ার কাছে? ওঃ জোইয়া! সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ একটা কিছু যা এক স্যাঁতসেঁতে উষ্ণ রাতে ভিল্ দ'আভ্রের এক পুরনো হোটেলে দেখা দিয়েছিল তার সঙ্গে সে সম্পর্ক ছিন্ন হয়ে গেছে। তখন জানলার বাইরের পাতার মর্মরধ্বনির তালে তালে গারিনের রোমহর্ষক অভিযানের রঙিন চিত্র পল্লবিত হয়ে উঠেছিল। তখন ছিল আসন্ন সংগ্রামের এক পুলক। তখন বলা সহজ ছিল তোমার পদতলে বিশ্বজগৎ উজাড় করে দিলাম। কিন্তু এখন গারিন বিজয়ী। বিশ্বজগৎ তার পদতলে।

অথচ বিশ্বাধিপতি সে, গারিন নুন ছাড়া পরিজ খাচ্ছে, হাই তুলতে তুলতে ফটোর যত বোকা বোকা চেহারা দেখছে। ভিল্ দ'আভ্রেতে দেখা সমস্ত রঙিন স্বপ্ন ধূলিসাৎ হয়ে গেল, কোথায় উধাও হয়ে গেল।... এখন ফরমান জারি কর, মহাপুরুষের ভান কর, সব দিক থেকে ভ্রষ্ট হও।... ধুত্তোর!... ওঃ, একটু ব্র্যান্ডি যদি পাওয়া যেত!...

চাপরাসী দু'জন খানিকটা দূরে দরজার সামনে মিউজিয়মের কুশপুত্তলিকার মতো দাঁড়িয়ে ছিল। গারিন তাদের দিকে ফিরে তাকাল। সঙ্গে সঙ্গে তারা দু'জনে সামনে এসে দাঁড়াল। একজন সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে ঝুঁকে পড়ল, অন্যজন বলল:

'হুজুর, গাড়ি তৈরি।'

উদ্ধত ভঙ্গিতে জুতোর গোড়ালি ঠুকে পা ফেলতে ফেলতে সিনেটে প্রবেশ করলেন একাধিপতি। সোনার কারুকাজ করা চেয়ারে বসে ঝনঝনে গলায় সম্মেলনের উদ্বোধনের মূলসূত্র বললেন। তাঁর ভুরুজোড়া কোঁচকানো, মুখে উৎসাহ-উদ্দীপনা ও দৃঢ়সঙ্কল্পের প্রকাশ। বেশ কয়েক গণ্ডা ক্যামেরা ও সিনে ক্যামেরা সেই মুহূর্তে তাঁর ছবি তুলল।

লোয়ার ওয়েল্‌সের লর্ড, নেয়াপল্‌সের ডিউক, শার্লেরোয়ের কাউন্ট, মিউলহাউজেনের ব্যারন এবং সারা রাশিয়ার সহ-সম্রাট — আজ সিনেট তাকে এই আখ্যাগুলো অর্পণ করে কৃতার্থ বোধ করছে। দুঃখের বিষয় গণতান্ত্রিক দেশ বলে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে অনুরূপ কোন খেতাবের প্রচলন না থাকায় সেখান থেকে তাকে 'গড্‌স বিজ্‌নেস্‌ম্যান' অর্থাৎ 'ঈশ্বরের মহাজন' আখ্যা প্রদান করা হল।

গারিন ধন্যবাদ জানাল। হলঘরের গ্যালারিতে দুই সারি জানলার কাছে তার সামনাসামনি এই যে মেদবহুল টেকোমাথা ও শ্রদ্ধাভাজন বিরলকেশ লোকগুলো বসে আছে গারিন পারলে তাদের গায়ে থুতু ফেলে — ফেলতে পারলে খুবই খুশি হয়। কিন্তু এটাও সে বুঝতে পারছিল যে থুতু সে ফেলবে না — তার বদলে এখুনি উঠে দাঁড়িয়ে তাদের ধন্যবাদ জানাবে।

সে উঠে দাঁড়াতে (পাণ্ডুরবর্ণ, বেঁটেখাটো গড়ন, মুখে ছুঁচলো দাড়ি) গ্যালারি ফেটে পড়ল করতালিধ্বনিতে। গ্যালারির সামনে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সেই মুহূর্তে সে মনে মনে ভাবল, 'রোসো, আমি বিশুদ্ধ জাতিতত্ত্বের এবং বাছাই করা প্রথম এক হাজারের একটা খসড়া পরিকল্পনা তোমাদের কাছে নিয়ে আসছি।...' কিন্তু নিজেই সে বুঝতে পারছিল যে তার হাত-পা বাঁধা — লর্ড, ডিউক, কাউণ্ট এবং ঈশ্বরের মহাজন হওয়ার পর হুট করে অমন কোন সিদ্ধান্ত নেওয়া তার সাজে না।... এখন তাকে সিনেট ছেড়ে যেতে হবে ভোজসভায়।...

রাস্তায় লোকে একাধিপতির গাড়িকে সহর্ষ অভিনন্দন জানাল। কিন্তু একটু লক্ষ করলেই দেখা যায় হৈচৈ যারা করল তারা সকলেই

বেশ লম্বাচওড়া চেহারার ছেলেছোকরার দল — অনেকটা সাদা পোশাকপরা পুলিশের লোক ও আমলাদের মতো দেখতে। গারিন লেবুরঙা দস্তানায় ঢাকা হাত নাড়াল, মাথা নীচু করে অভিবাদন গ্রহণ করল। ইস্, যদি রাশিয়ায় তার জন্ম না হত, বিপ্লবের মধ্য দিয়ে যাওয়ার অভিজ্ঞতা তার না হত তাহলে উল্লসিত লোকেজনের মাঝখান দিয়ে শহরের মধ্য দিয়ে তার এই যাত্রা, লোকজনের এই 'হিপ্ হিপ্ হুর্‌রে' ধ্বনি এবং পুষ্পবৃষ্টি করে তার প্রতি তাদের আনুগত্য জানানো, তাকে পরম আনন্দ দিতে পারত! কিন্তু গারিনের মন ইতিমধ্যে বিষাক্ত হয়ে গেছে। সে রাগে জ্বলেপুড়ে যাচ্ছিল। মনে মনে বলছিল: 'শস্তার বাজি, শস্তার বাজি। গলাবাজি বন্ধ কর, উল্লসিত হওয়ার কিছু নেই।' পুরসভার ভবনের প্রবেশমুখে সে গাড়ি থেকে নেমে পড়ল। সেখানে কয়েক গণ্ডা রমণীর (এরা সব কেরোসিন, রেল কোম্পানি, টিনের খাবার দাবার ইত্যাদি নানা জগতের শিল্পপতিদের কন্যা) শ্রীহস্ত তার মাথার ওপর পুষ্পবর্ষণ করল।

সিঁড়ি বয়ে তড়বড় করে ওপরে উঠতে উঠতে সে ডাইনে বাঁয়ে চুমু ছুঁড়ে দিতে লাগল। হলঘরে 'ঈশ্বরের মহাজনের' সম্মানে বাজনা বেজে উঠল। গারিন বসতে অন্যেরাও বসল। তুষারশুভ্র টেবিল বিচিত্রবর্ণের ফুলে ভরে উঠেছে, ঝকমক করছে বেলোয়ারি কাচের বাসনকোসন। প্রত্যেকটা প্লেটের সামনে নানা আকারের ও মাপের এগারোটা রুপোর ছুরি আর এগারোটা কাঁটা — ছোট বড় নানা মাপের চামচের কথা না হয় ছেড়েই দিলাম। কোন্ ছুরি-কাঁটা দিয়ে কোন জিনিসটা খাবে এ ব্যাপারে ভুল করলে তার চলবে না।

গারিন রাগে দাঁত কড়মড় করে উঠল: হুঃ, অভিজাত! ভোজসভার দুশ' জন লোকের মধ্যে তিন-চতুর্থাংশই রাস্তায় হেরিং মাছ ফিরি করে বেড়াত — এখন খাবার সময় এগারোটার কম কাঁটা ব্যবহার করাটা তাঁরা অভদ্রতা মনে করেন! কিন্তু সকলে এক দৃষ্টে তাকিয়ে আছে তাদের একাধিপতির দিকে — তাই এবারেও জনমতের চাপে পড়ে তাকে নতি স্বীকার করতে হল — ভোজের টেবিলে আদর্শস্থানীয় আচরণের পরিচয় দিল।

কচ্ছপের স্যুপ খাওয়ার পর ভাষণ শুরু হল। শ্যাম্পেনের গেলাস হাতে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে গারিন সকলের ভাষণ শুনে যেতে লাগল। 'আজ প্রাণ ভরে মদ খাব!' এই চিন্তাটা বিদ্যুতের মতো এক ঝলক তার মাথায় খেলে গেল। বৃথাই সে চেষ্টা। শুধু তা নয় তার পাশে যে দু'জন বকুনতুড়ে সুন্দরী বসে ছিল তাদের সে জোর দিয়ে বলল যে সন্ধ্যাবেলায় সে সত্যি সত্যিই বাইবেল পড়ে।

তৃতীয় পদ কফি আর মিষ্টি পরিবেশনের মাঝখানে গারিন ভাষণের উত্তরে বলল:

'ভদ্রমহোদয় ও ভদ্রমহিলাবৃন্দ, যে শাসনভার আমার ওপর আপনারা অর্পণ করেছেন তাকে আমি ঈশ্বরের অঙ্গুলিনির্দেশরূপে গ্রহণ করছি। আমার বিবেকবুদ্ধির পবিত্র কর্তব্য পৃথিবীর ইতিহাসে অভূতপূর্ব এই ক্ষমতাকে আমাদের বাজার সম্প্রসারণের জন্য, আমাদের শিল্প ও বাণিজ্যের সুসমৃদ্ধির জন্য, অজ্ঞ জনসাধারণ বর্তমান সমাজব্যবস্থাকে উৎখাতের যে নীতিজ্ঞানহীন চেষ্টা করছে তাকে অবদমনের জন্য প্রয়োগ করতে আমাকে অনুপ্রাণিত করছে...' ইত্যাদি ইত্যাদি।

বক্তৃতাটি আনন্দের সঞ্চার করল। এটা অবশ্য ঠিক যে বক্তৃতার শেষে একাধিপতি মহাশয় অনেকটা যেন আপন মনেই তিনটে উৎসাহব্যঞ্জক শব্দ যোগ করলেন, কিন্তু সেগুলো কোন এক অজানা ভাষায় — সম্ভবত রুশ ভাষায় — হওয়াতে কারও মনে রেখাপাত করল না। এরপর গারিন তিন দিকে ঘুরে ঘুরে অভিবাদন জানিয়ে তূরী নিনাদ, কাড়া-নাকাড়ার ঘোর গর্জন আর উল্লাসধ্বনির মধ্যে হলঘর ছেড়ে বেরিয়ে পড়ল। সে বাড়ি চলল।

প্রাসাদের প্রবেশ-কক্ষে ঢুকে সে হাতের ছড়ি আর মাথার টুপি মেঝেয় ছুঁড়ে ফেলে দিল। চাপরাসীরা ভীতসন্ত্রস্ত হয়ে ছুটে এসে সেগুলো তুলে নিল। প্যান্টের পকেটের অনেকখানি ভেতরে হাত গুঁজে, ক্রুদ্ধ হয়ে দাড়িগাছা সামনে বাড়িয়ে সিঁড়ির পুরু গালিচার ওপর পা ফেলে সে ওপরে উঠল। কাজের ঘরে একান্ত সচিব তার জন্য অপেক্ষা করছিল।

'সন্ধ্যা সাতটার সময় 'প্যাসিফিক' ক্লাবে একাধিপতি মহাশয়ের

সম্মানে নৈশভোজের আয়োজন করা হয়েছে; সঙ্গে সিম্ফনি অর্কেস্ট্রা আছে।'

'আচ্ছা,' গারিন বলল। 'আর কী?'

'আজই 'ইণ্ডিয়ানা' হোটেলের হোয়াইট হল্-এ একটা বল্-নাচের আসরে মহামান্য একাধিপতিকে...'

'দুটো জায়গাতেই টেলিফোন করে জানিয়ে দিন সিটি হল্-এ বড় বেশি পরিমাণে কাঁকড়া খেয়ে ফেলায় আমি অসুস্থ হয়ে পড়েছি।'

'যদি অভয় দেন ত বলি, মনগড়া অসুস্থতার ফলে ঝামেলাই বেশি হওয়ার আশঙ্কা — সঙ্গে সঙ্গে শহরসুদ্ধ লোক ভিড় করে আসবে সমবেদনা জানাতে। এছাড়া আছে খবরের কাগজের গল্প-ফাঁদিয়েরা — তারা পারলে চুল্লীর চিমনি দিয়ে ভেতরে ঢুকে পড়বে।...'

'আপনি ঠিকই বলেছেন। আমি যাব।' গারিন ঘণ্টা বাজাল। 'চানের ব্যবস্থা কর। সন্ধ্যার পোশাক আর সেই সঙ্গে পরার জন্য সমস্ত রাজকীয় চিহ্ন, পদক তৈরি থাকে যেন।'

গারিন টেবিলের পাশে এসে বসল (বাঁ দিকে একটা বেতার গ্রাহকযন্ত্র, ডাইনে কতকগুলো টেলিফোন, সামনে ডিক্টোফোনের চোঙ্গা)। একটা পরিষ্কার ছোট কাগজের টুকরো নিয়ে কালির দোয়াতে কলম ডুবাল, তারপর ভাবতে বসে গেল।

দৃঢ় চরিত্রের বড় বড় হস্তাক্ষরে সে লিখতে শুরু করল, 'জোইয়া, বন্ধু আমার, আমি যে কী বোকাই বনে গেছি একমাত্র আপনিই তা বুঝতে পারবেন।...'

পৌনে আটটার সময় গারিন ব্যস্তসমস্ত হয়ে টেবিলের দিকে এগিয়ে গেল। গায়ে টেইল কোট, তার ওপর তারা আর রাজকীয় চিহ্ন, ওয়েস্টকোটের ওপর কাঁধের আড়াআড়ি ফিতে ঝুলছে। বেতার গ্রাহক যন্ত্রটা সুবর্ণ দ্বীপের তরঙ্গ দৈর্ঘ্যে সব সময় বাঁধাই থাকত। সেখান থেকে তীব্র শব্দে সংকেত ভেসে আসছিল। গারিন হেডফোন পরল। জোইয়ার কণ্ঠস্বর — স্পষ্ট, কিন্তু নিষ্প্রাণ —

যেন অন্য কোন গ্রহ থেকে ভেসে আসছে — রুশ ভাষায় বার বার আওড়াতে লাগল:

'গারিন, আমাদের সর্বনাশ হয়ে গেল।... গারিন, আমাদের সর্বনাশ হয়ে গেল।... দ্বীপে বিদ্রোহ দেখা দিয়েছে। বড় পরাবৃত্ত-যন্ত্র ওরা দখল করে ফেলেছে।... জান্‌সেন আমার সঙ্গে আছে।... পারলে আমরা 'আরিজোনায়' চেপে পালাব।'

কণ্ঠস্বর স্তব্ধ হয়ে গেল। গারিন হেডফোন না খুলেই টেবিলের কাছে দাঁড়িয়ে রইল। একান্ত সচিব গারিনের ছড়ি আর চোঙ্গা টুপি হাতে নিয়ে দরজার সামনে দাঁড়িয়ে ছিল। দেখতে দেখতে বেতার গ্রাহক যন্ত্র আবার সঙ্কেত দিতে শুরু করল। কিন্তু এবারে শোনা গেল অন্য এক কণ্ঠস্বর — কোন এক পুরুষকণ্ঠ কর্কশ স্বরে ইংরেজিতে বলছে:

'দুনিয়ার মেহনতী জনসাধারণ! মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে যে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়েছে তার বিস্তার ও ফলাফল আপনাদের অবিদিত নেই।...'

শেল্‌গার ঘোষণাটা আগাগোড়া শোনার পর গারিন হেডফোন খুলল। বাঁকা হেসে ধীরেসুস্থে সে একটা সিগার ধরাল। টেবিলের টানা থেকে এক বান্ডিল একশ' ডলারের নোট আর মোটা নলের রিভল্‌ভারের মতো দেখতে নিকেলের একটা যন্ত্র বার করল — এটা ছিল তার শেষতম আবিষ্কার — পকেট-পরাবৃত্ত-যন্ত্র। ভুরু তুলে ইঙ্গিতে সে ডাকল একান্ত সচিবকে।

'সফরের গাড়ি বার করতে বলুন এক্ষুনি।'

এতকালের মধ্যে সচিব এই প্রথম চোখের পাতা তুলল, বাদামী রঙের চোখের হুল ফোটানো দৃষ্টি সে নিক্ষেপ করল গারিনের ওপর।

'কিন্তু মাননীয় একাধিপতি...'

'চোপ! এই মুহূর্তে আর্মির জেনারেল, শহরের গভর্ণর আর অসামরিক শাসনকর্তৃপক্ষকে জানিয়ে দিন সাতটা থেকে সামরিক আইন জারী হচ্ছে। শহরে যারা আইনশৃঙ্খলা ভঙ্গ করার চেষ্টা করবে তাদের বিরুদ্ধে একমাত্র ব্যবস্থা — গুলি করে মারা।'

সচিব চোখের পলকে দরজার আড়ালে অদৃশ্য হয়ে গেল।

গারিন তিন পেশে আয়নার কাছে এসে দাঁড়াল। তার মুখ পাণ্ডুর বর্ণ ধারণ করেছে, রাজকীয় চিহ্ন ও তারায় ভূষিত হয়ে তাকে যাদুঘরের মোমের পুতুলের মতো দেখাচ্ছে। অনেকক্ষণ সে তাকিয়ে তাকিয়ে নিজের চেহারা দেখল, তারপর নিজের মনেই হঠাৎ বিদ্রূপের ভঙ্গিতে একটা চোখ টিপল।... 'শিগ্গির কেটে পড় পিয়ের হ্যারি, শিগ্গির কেটে পড়,' আপন মনে ফিসফিস করে সে বলল।

একশ সতেরো

তেইশে জুন সন্ধ্যা নাগাদ সুবর্ণ দ্বীপে ঘটনা এগোতে লাগল। সারা দিন ধরে সমুদ্রে তোলপাড় চলেছে। দক্ষিণ-পশ্চিম দিক থেকে এগিয়ে আসছে ঝড়ের মেঘ। আগুনের আঁকাবাঁকা ঝিলিকে আকাশের বুক চিরে যাচ্ছে। সমস্ত দ্বীপের ওপর দিয়ে জলের সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম কণা উড়ছে — যেন উন্মত্ত হয়ে একটা কুয়াশার আবরণে ঢেকে দিচ্ছে দ্বীপটা।

দিনের শেষে ঝড়ঝঞ্ঝা দূরে সরে গেল, সমুদ্রের বহু দূর প্রান্তে বিদ্যুৎ ঝলকাতে লাগল। কিন্তু বাতাসের বেগ কমল না। বাতাস সমান বেগে গাছপালা মাটিতে নুইয়ে দিতে লাগল, উঁচু উঁচু ল্যাম্পপোস্টগুলো বেঁকিয়ে দিল, ব্যারাকের চালগুলো দুমড়ে মুচড়ে উড়িয়ে নিয়ে গেল, দ্বীপের এক প্রান্ত থেকে আরেক প্রান্ত পর্যন্ত এমন গর্জন করে আর শিস দিতে দিতে দাপাদাপি করতে লাগল যে যেখানকার যত প্রাণী যে যার আশ্রয়ে গিয়ে লুকিয়ে পড়ল। পোতাশ্রয়ে ভিড়ানো জাহাজগুলো ক্যাঁচকোঁচ আওয়াজ তুলতে লাগল, বেশ কিছু ভারী গাধাবোট শিকল ছিঁড়ে খোলা সমুদ্রে ভেসে গেল। প্রাসাদের সামনের ছোট পোতাশ্রয়টাতে ঢেউয়ের মাথায় একটা জেলে ডিঙির মতো 'আরিজোনা' একা লাফালাফি করছে।

সম্প্রতি দ্বীপের জনসংখ্যা দারুণভাবে কমে গেছে। খনির কাজ বন্ধ ক'রে দেওয়া হয়েছে। মাদাম লামোলের অপূর্ব নির্মাণকর্ম

এখনও শ‍ুর‍ু হয় নি। ছয় হাজার শ্রমিকের মধ্যে এখন আছে শ' পাঁচেক। বাকিরা সোনার বোঝা নিয়ে দ্বীপ ছেড়ে চলে গেছে। শ্রমিকপল্লীর পরিত্যক্ত ব্যারাকগ‍ুলো সরিয়ে ফেলা হয়েছে, ভবিষ্যৎ নির্মাণকর্মের জন্য জমি সমান করা হচ্ছে।

এই শান্ত নির্জন ভূখণ্ডে প‍ুলিশগার্ডদের বাস্তবিকই কিছ‍ু করার ছিল না। আজ আর সে দিন নেই যখন শ্বেত ও পীত প‍ুলিশম্যানদের বাহিনী রাইফেল কাঁধে নিয়ে পাহারাদার কুকুরের মতো শৈলশিখরগ‍ুলোতে খাড়া থাকত, অর্থপ‍ূর্ণভাবে রাইফেলের ছিট্‌কিনির খট্‌খট্‌ আওয়াজ করতে করতে কাঁটাতারের বেড়ার ধার দিয়ে মার্চ করত। প‍ুলিশ গার্ডরা পানাসক্ত হয়ে পড়ল। বড় বড় শহর আর জমকাল রেস্তোরাঁর কথা ভেবে তাদের মন খারাপ হয়ে যেতে লাগল। তারা ছ‍ুটির জন্য আর্জি জানাল, বিদ্রোহ করবে বলে ভয় দেখাল। কিন্তু গারিনের কড়া নির্দেশ ছিল: কোন ছ‍ুটিছাটা নয়, চাকরি থেকে অব্যাহতিও নয়। প‍ুলিশ ব্যারাকগ‍ুলোকে নিরন্তর বড় পরাব‍ৃত্ত-যন্ত্রের নলের নিশানার মধ্যে থাকতে হত।

ব্যারাকে ভীষণভাবে জ‍ুয়া খেলা চলত। যারা হেরে যেত তারা খত লিখে দিয়ে ঋণ শোধ করত। সোনার বাট এত প্রচুর পরিমাণে ব্যারাকের চারপাশে স্ত‍ূপাকার হয়ে পড়ে থাকত যে সে দিকে তাকাতেও ঘেন্না হত। অস্ত্রশস্ত্র, পোড়া পাইপ কিংবা প‍ুরনো এক বোতল ব্র্যান্ডি বাজি রেখে তারা খেলত, কখনও বা ম‍ুখে দ‍ু ঘা 'চড়চাপড় কষানোটাও' জ‍ুয়াখেলার পণ হত। সন্ধ্যার দিকে ব্যারাকের সকলে সচরাচর মদ খেয়ে চুর হয়ে থাকত। শ‍ৃঙ্খলার ত কোন প্রশ্নই আসে না, এমনকি সামান্যতম শিষ্টাচারটুকুও টিকিয়ে রাখতে গিয়ে জেনারেল স‍ুব্বোতিন হিমসিম খেয়ে যেতে লাগল।

'অফিসার ভদ্রমহোদয়রা, লজ্জা হওয়া উচিত আপনাদের,' অফিসারদের খাবার ঘরে রোজ সন্ধ্যায় ফেটে পড়ে জেনারেল স‍ুব্বোতিনের কণ্ঠস্বর। 'আপনারা একেবারে অধঃপাতে গেছেন!'

কোন ব্যবস্থাই কাজে এলো না। কিন্তু তেইশে জ‍ুন তারিখে ঝড়ের দিনে যেমন মাতলামি দেখা গেল তেমন আর আগে কোন

দিন দেখা যায় নি। বাতাসের হু হু আর্তনাদ পুলিশ গার্ডদের ভীষণভাবে ব্যাকুল করে তুলল, তাদের মনে পুরনো সমস্ত স্মৃতি জাগিয়ে তুলল, তাদের পুরনো ঘা খুঁচিয়ে তুলল। বৃষ্টির ছাঁটের মতো জলকণা জানলার শার্সিতে ঘা মারতে লাগল। অন্তরীক্ষের তোপশ্রেণী ঘোর গর্জন করতে করতে ঘন ঘন আগুনের ঝড় ছুটিয়ে চলল। ঘরের দেয়াল কেঁপে উঠল, টেবিলের ওপর গেলাস ঝন্ ঝন্ করে উঠল। পুলিশ গার্ডরা লম্বা টেবিলের ধারে বসে টেবিলের গায়ে কনুই ঠেকিয়ে জল ও চিরুনী না পড়া নির্ভীক মাথাগুলো দু'হাতে ধরে শত্রুপক্ষের গান গায়: 'আহা রে আপেল, ছোট্ট আপেল, গেল সে কোথায়...' মহাসাগরের বিপুল তরঙ্গমালার মধ্যে হারিয়ে যাওয়া ছোট্ট এই দ্বীপে দূরের কোন জীবনের এই গান যেন স্বদেশের এক ঝলক খোলা হাওয়া। মাতালরা গান গাইতে গাইতে চোখের জলে ভাসে, তাদের মাথাগুলো এদিক ওদিক নড়তে থাকে। ওদের সুপথে আনার চেষ্টায় বকাবকি করতে করতে জেনারেল সুব্বোতিনের গলা ভেঙে গেল — শেষকালে সকলকে জাহান্নামে পাঠিয়ে সে নিজেই মদ খেয়ে চুর হয়ে বসে থাকল।

বিপ্লবী কমিটির গুপ্তচরবিভাগ (অর্থাৎ ইভান গুসেভ) শত্রুপক্ষের পুলিশ ব্যারাকের শোচনীয় অবস্থার কথা জানাল। সন্ধ্যা ছয়টার কিছু পরে পাঁচজন লম্বা চওড়া খনিমজুর সঙ্গে নিয়ে শেল্গা ব্যারাকের সামনের গার্ড-রুমের দিকে এগিয়ে গেল — যে দু'জন আধা মাতাল সান্ত্রী রাইফেল সামনে রেখে মাচার ওপর দাঁড়িয়ে ছিল তাদের ওপর সে গালিগালাজ বর্ষণ করতে লাগল। প্রহরীরা অসতর্ক হয়ে পড়তে ফাঁক বুঝে আচমকা তাদের ধরাশায়ী এবং নিরস্ত্র করে ফেলা হল, হাত-পা বাঁধা হল। শেল্গা একশ' রাইফেল হস্তগত করল। ইতিমধ্যে এক ল্যাম্পপোস্ট থেকে আরেক ল্যাম্পপোস্টের মাঝখানে ছুটতে ছুটতে গাছপালা ও ঝোপঝাড়ের আড়ালে গা ঢাকা দিয়ে আর খোলা মাঠের ওপর হামাগুড়ি দিয়ে যে সমস্ত শ্রমিক এগিয়ে এসেছিল ওই একশ' রাইফেল তৎক্ষণাৎ তাদের মধ্যে বিলি করে দেওয়া হল।

একশ' জন লোক হুড়মুড় করে পুলিশ ব্যারাকের ভেতরে

ঢুকে পড়ল। ভীষণ হুলস্থুল কান্ড বেধে গেল। পুলিশ গার্ডরা বোতল, টুল হাতের কাছে যে যা পেল তাই দিয়ে আক্রমণকারীদের মোকাবেলা করতে লাগল, তারা পিছু হটে পজিশন নিয়ে রিভল্‌ভার থেকে গুলি ছুঁড়তে লাগল। সিঁড়িতে, ভেতরের অলিন্দে, শ্রমিকদের সাধারণ শয়নাগারে লড়াই শুরু হয়ে গেল। প্রকৃতিস্থ ও অপ্রকৃতিস্থদের মধ্যে চলল হাতাহাতি লড়াই। জানলার শার্সিগুলো ভেঙে যাওয়ায় ফাঁক দিয়ে ঘোর গর্জন বাইরে ছড়িয়ে পড়ছে। আক্রমণকারীরা ছিল সংখ্যায় কম — পাঁচজনে একজন — কিন্তু তাদের কড়া পড়া হাতের ইয়া বড় বড় ঘুসিতে নধর চেহারার শ্বেত-পীতের দল তুলোধুনো হয়ে যেতে লাগল। আক্রমণকারীদের সঙ্গে বাড়তি লোকজন এসে তাদের শক্তিবৃদ্ধি করল। পুলিশ গার্ডরা জানলা টপকে লাফিয়ে পালাতে লাগাল। কয়েক জায়গায় আগুন জ্বলে উঠল, দেখতে দেখতে ব্যারাকগুলো ধোঁয়ায় ঢাকা পড়ে গেল।

একশ আঠারো

প্রাসাদের ঘরগুলো খাঁ খাঁ করছে, কোথাও কোন আলো জ্বলে নি। তারই মধ্যে জান্‌সেন এঘর ওঘর ছুটে বেড়াতে ল্যাগল। প্রবল গর্জন আর হিসহিস আওয়াজ করতে করতে সমুদ্রের তরঙ্গ বারান্দার ওপর ভেঙে পড়ছে। বাতাস শিস দিচ্ছে, জানলার ফ্রেম থরথর করে কেঁপে উঠছে। জান্‌সেন মাদাম লামোলকে ডেকে ডেকে বেড়াতে লাগল, থেকে থেকে দারুণ আতঙ্কিত হয়ে কান পেতে শুনতে লাগল।

একেক লাফে কয়েক সিঁড়ি ডিঙিয়ে ঊর্ধ্বশ্বাসে সে ছুটতে লাগল নীচে, যে অংশে গারিনের বাস। নীচে শোনা যাচ্ছে গুলিগোলার আওয়াজ, একেকটি কণ্ঠের চিৎকার। ভেতরের বাগানটাতে একবার উঁকি মেরে দেখল সে — ফাঁকা, কোথাও জনমানবের কোন চিহ্ন নেই। উলটো দিকে লতায় ঘেরা একটা তোরণের নীচে লোকজন বাইরে থেকে ফটক ভাঙার চেষ্টা করছে।

জান্‌সেনের মাথায় আসছিল না কীভাবে এমন বেহ্‌ঁশ হয়ে সে ঘ্‌মিয়ে থাকতে পারল — একটা গ্‌লি লেগে যখন জানলার কাচ ভেঙে গেল একমাত্র তখনই কিনা তার ঘ্‌ম ভাঙল! মাদাম লামোল পালিয়েছে? নাকি মারা গেছে?

প্রথম যে দরজাটা হাতের কাছে পড়ল সেটা খ্‌লে সে ভেতরে ঢুকল। ঘরে নীল রঙের চারটি গোলক আলো দিচ্ছে, মোজাইক করা ছাদ থেকে ঝুলছে ওইরকম আরেকটি গোলক। নানা রকমের যন্ত্রপাতিতে সাজানো কয়েকটা টেবিল, মাপার যন্ত্রপাতিসমেত কতকগ্‌লো মার্বেল পাথরের ফলক, ইলেকট্রনিক ল্যাম্পের ছোট ছোট আলমারি ও পালিশ করা বাক্সপ্যাঁটরা, ডিনামোর তার, নক্সা-আঁকা কাগজবোঝাই লেখার টেবিল ঝলমল করছে সেই আলোয়। এটা গারিনের কাজের ঘর। গালিচার ওপরে একটা দলা পাকানো র্‌মাল গড়াগড়ি যাচ্ছে। জান্‌সেন সেটা তুলে নিল — মাদাম লামোলের সেন্টের গন্ধ। তখন তার মনে পড়ল এই ঘর থেকে বড় পরাব্‌ত্ত-যন্ত্র বসানো মিনারের লিফ্‌টে যাবার একটা পাতাল-পথ আছে, তাই এখানেই কোথাও একটা চোরা দরজা থাকার কথা। প্রথম গ্‌লিগোলা চলতেই যে মাদাম লামোল মিনারে ছ্‌টে যাবে তাতে ত কোন সন্দেহই থাকতে পারে না। আশ্চর্য, এ কথাটা আগে তার মাথায় আসে নি কেন!

দরজাটার সন্ধানে সে এদিক ওদিক তাকাতে লাগল। কিন্তু শিগ্‌গিরই শোনা গেল কাচ ভাঙার আওয়াজ, বহ্‌ লোকের পা ফেলার শব্দ, দেয়ালের ওপাশ থেকে ভেসে আসতে লাগল ব্যস্তসমস্ত কণ্ঠের হাঁকডাক। ওরা ঢুকে পড়েছে প্রাসাদের ভেতরে। মাদাম লামোল অত দেরি করছে কেন তাহলে? এক লাফে খোদাই কাজ করা দ্‌ পাল্লার দরজার কাছে এগিয়ে এসে সে চাবি দিয়ে দরজা বন্ধ করল। রিভল্‌ভার বার করল। মনে হচ্ছিল সমস্ত প্রাসাদটা যেন পায়ের শব্দ, চিৎকার চেঁচামেচি আর কণ্ঠস্বরে ভরে উঠেছে।

'জান্‌সেন!'

জান্‌সেন দেখতে পেল তার সামনে দাঁড়িয়ে আছে মাদাম লামোল। মাদাম লামোলের ঠোঁট রক্তশ্‌ন্য। ঠোঁট নেড়ে বিড়বিড়

করে সে যে কী বলল জান্‌সেন তা শুনতে পায় নি। জান্‌সেন ভারী নিঃশ্বাস নিতে নিতে তার দিকে তাকাল।

'আমাদের সর্বনাশ হয়ে গেল জান্‌সেন, আমাদের সর্বনাশ হয়ে গেল!' সে আওড়াল।

তার পরনে কালো পোশাক, সরু সরু হাতদুটো মুষ্টিবদ্ধ, বুকের ওপর চেপে ধরা। সমুদ্রের নীল ঝড়ের মতো বিক্ষুব্ধ তার দুই চোখ।

'বড় পরাবৃত্ত-যন্ত্রের লিফ্‌ট কাজ করছে না,' মাদাম লামোল বলল, 'একেবারে ওপরে উঠে আছে। মিনারে কারা যেন বসে আছে। বাইরে থেকে জাফরির খাঁজ বয়ে বয়ে ওপরে উঠেছে তারা।... আমার দৃঢ় বিশ্বাস গুসেভ ছেলেটার কাজ এটা।...'

খোদাই কাজ করা দরজাটার দিকে তাকাল সে, তার হাতের পাকানো মুঠোর মধ্যে আঙুলগুলো মট্‌মট্‌ করে উঠল, ভ্রূজোড়া নড়ে উঠল। দরজার বাইরে বেশ কয়েক গণ্ডা লোক ক্ষিপ্ত হয়ে পা ঠুকছে। বন্য গর্জনে ফেটে পড়ল সকলে। হুটোপুটি, তাড়াহুড়োয় কিছু গুলি ছোঁড়া। মাদাম লামোল ক্ষিপ্রগতিতে টেবিলের পাশে গিয়ে বসে পড়ে একটা সুইচ জ্বালাল: ডিনামো মৃদু গুঞ্জন তুলল, নাশপাতির আকারের বাতিগুলো থেকে বেগনী রঙের আলো বিচ্ছুরিত হতে লাগল। খট্‌খট্‌ আওয়াজ উঠতে লাগল চাবিতে, যন্ত্র সঙ্কেত পাঠাতে লাগল।

'গারিন, আমাদের সর্বনাশ হয়ে গেল।... আমাদের সর্বনাশ হয়ে গেল গারিন...' মাইক্রোফোনের ওপর ঝুঁকে পড়ে সে বলতে শুরু করল।

এক মিনিট পরেই ঘুষি আর লাথির আঘাতে খোদাই কাজ করা দরজাটা মড়মড় করে উঠল।

'দরজা খোল! দরজা খোল বলছি!...' বহু কণ্ঠের চিৎকার শোনা গেল।

মাদাম লামোল খপ্‌ করে জান্‌সেনের হাত চেপে ধরে তাকে টানতে টানতে ঘরের দেয়ালের কাছে নিয়ে গেল — মেঝের ঠিক ধার ঘেঁষে একটা ঢেউ খেলানো অলঙ্করণ ছিল — সেটার ওপর পায়ের চাপ দিতেই দুটো ছোট ছোট থামের মাঝখানের কাপড়

ঢাকা একটা প্যানেল নিঃশব্দে ভেতরে নেমে গেল। মাদাম লামোল আর জান্‌সেন সেই গোপন ফাঁক দিয়ে সুড়ঙ্গপথে ঢুকে পড়ল। প্যানেল আবার সরে যথাস্থানে এসে বসে গেল।

ঝড়ের পর বিক্ষুব্ধ সমুদ্রের মাথার ওপরে তারাগুলো বিশেষ উজ্জ্বল হয়ে মিটমিট ও দপদপ করে জ্বলতে লাগল। হাওয়া উল্‌টে ফেলে দেয়। ঢেউয়ের ঝাপ্‌টা অনেক উঁচুতে উঠতে লাগল, পাথরের গায়ে সশব্দে আছড়ে পড়ল। সাগরের কল্লোল ভেদ করে কানে ভেসে আসে গুলির আওয়াজ। মাদাম লামোল আর জান্‌সেন ঝোপঝাড় আর শিলার আড়ালে গা ঢাকা দিয়ে ছুটে চলল উত্তরের খাঁড়ির দিকে — সেখানে একটা মোটর-বোট সব সময় মোতায়েন থাকেত। ডান দিকে উঠে গেছে প্রাসাদের কালো দেয়াল, বাঁ দিকে উচ্ছ্বসিত ঢেউ, ঢেউয়ের মাথায় জ্বলজ্বল করছে পুঞ্জ পুঞ্জ ফেনা; দূরে নৃত্যপর 'আরিজোনার' আলো। পেছনে বড় পরাবৃত্ত-যন্ত্রের মিনারের জাফরিকাটা ছায়ালেখ — ঊর্ধ্ব আকাশে উঠে গেছে। তার একেবারে মাথায় আলো জ্বলছে।

'দেখুন, দেখুন,' ছুটতে ছুটতে পেছন ফিরে তাকিয়ে মিনারের দিকে হাত ছুঁড়ে চেঁচিয়ে মাদাম লামোল বলল, 'ওখানে আলো জ্বলছে। তার মানে, মৃত্যু!'

খাড়া ঢাল বেয়ে সে নেমে গেল খাঁড়ির দিকে। এই জায়গাটা ঢেউ থেকে আড়ালে আছে। এখানে রাজপ্রাসাদের বারান্দার অভিমুখী সোপানশ্রেণীর পায়ের কাছে ছোট ভাসমান পাটাতনের গায়ে একটা ছোট বোট দোল খাচ্ছিল। মাদাম লামোল তাতে লাফিয়ে উঠে পড়ল, ছুটে পেছনে গিয়ে কাঁপা কাঁপা হাতে স্টার্টারে চাপ দিল।

'জলদি, জলদি জান্‌সেন!'

বোটটা একটা শেকলে তালা দিয়ে ঘাটে আটকানো। তালার কড়ার ভেতরে রিভল্‌ভারের নল গলিয়ে জান্‌সেন চাপ দিয়ে তালা ভাঙার চেষ্টা করল। ওপরে বারান্দায় সশব্দে দরজা খুলে গেল, সশস্ত্র লোকজনের আবির্ভাব ঘটল। রিভল্‌ভার ফেলে দিয়ে জান্‌সেন শেকলের গোড়া চেপে ধরল। তার পেশীগুলো চাপে ফেটে পড়ার উপক্রম হল, ঘাড়ের রগ ফুলে উঠল, কোর্তার

কলারের হুক ছিঁড়ে গেল। বোটের ইঞ্জিন হঠাৎ কোথায় যেন গোলমাল শুরু করে দিল। বারান্দা থেকে লোকজন রাইফেল নাড়াতে নাড়াতে 'থামাও থামাও' বলে চেঁচাতে চেঁচাতে সিঁড়ি বেয়ে ছুটে আসতে লাগল।

জান্‌সেন শেষ শক্তি প্রয়োগ করে অবশেষে শেকল ছিঁড়ে ফেলতে সমর্থ হল, এক ধাক্কায় বিগড়ানো মোটর-বোটটাকে অনেক দূর ঠেলে দিল, চার হাত পায়ে হামাগুড়ি দিতে দিতে বোটের পাশ দিয়ে ছুটে এসে হাল ধরল।

বোঁ করে একটা ধনুকের মতো বেঁকে গিয়ে বিদ্যুৎগতিতে বোট ছুটল খাঁড়ির সঙ্কীর্ণ মুখটার দিকে। পেছন পেছন গুলিবর্ষণ হতে লাগল।

'এই হারামজাদা শুয়োরের বাচ্চারা, সিঁড়ি নামা।' 'আরিজোনার' পাশে ঢেউয়ের মাথায় নৃত্যপর বোট থেকে গর্জন করে উঠল জান্‌সেন। 'সারেঙ ব্যাটা কোথায়? পড়ে পড়ে ঘুমোচ্ছে বুঝি? ফাঁসিতে লটকাব!'

'আছি হুজুর, এই যে এখানে আছি।'

'নোঙরের শেকল খোল! ইঞ্জিন চালু করে দাও! পুরোদমে সামনে! আলো নিভিয়ে দাও!'

'জো হুকুম, হুজুর!'

প্রথম সিঁড়ি বেয়ে ওপরে উঠল মাদমে লামোল। ওঠার পর রেলিং-এর ওপর ঝুঁকে পড়ে নীচের দিকে তাকাতে দেখতে পেল জান্‌সেন চেষ্টা করেও দাঁড়িয়ে থাকতে পারছে না — কেমন যেন এক পাশে কাত হয়ে পড়ছে, যে দড়িটা তার দিকে ছুঁড়ে দেওয়া হয়েছিল মৃগী রোগীর মতো কাঁপতে কাঁপতে তার প্রান্ত ধরার চেষ্টা করছে। একটা ঢেউ এসে নীচের বোটের সঙ্গে সঙ্গে তাকেও ঢেকে দিল, পরক্ষণেই আবার ভেসে উঠল তার মুখ — জান্‌সেন নোনা জল কুলি করে ফেলল, যন্ত্রণায় তার মুখ বিকৃত হয়ে উঠল।

'জান্‌সেন, কী হল আপনার?'

'আমি জখম হয়েছি।'

চারজন নাবিক লাফিয়ে নীচের বোটে নেমে জান্‌সেনকে ধরে

ফেলল, তাকে ওপরে তুলল। জান্‌সেন পাঁজরা চেপে ধরে ডেক-এ পড়ে গেল, সংজ্ঞা হারিয়ে ফেলল। তাকে সকলে ধরাধরি করে কেবিনে নিয়ে গেল।

অতল জলরাশির মধ্যে ডুব দিয়ে ঢেউ কেটে পুরো বেগে 'আরিজোনা' দ্বীপ ছেড়ে দূরে সরে যেতে লাগল। পরিচালনার ভার নিল সারেঙ। মাদাম লামোল রেলিং আঁকড়ে ধরে ক্যাপ্টেনের মঞ্চে তার পাশে দাঁড়িয়ে রইল। তার সর্বাঙ্গ বয়ে টপটপ করে জল ঝরছে, পোশাকটা লেপ্‌টে আছে তার শরীরে। সে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখতে লাগল দাউ দাউ করে জ্বলছে অগ্নিদাহের রক্তিমাভা (পুলিশ ব্যারাক জ্বলছে), আগুনের কুণ্ডলীর সঙ্গে পাকিয়ে পাকিয়ে কালো ধোঁয়া উঠে ছেয়ে ফেলছে দ্বীপটাকে। হঠাৎ কিছু একটা চোখে পড়ে যেতে সে সারেঙের আস্তিন চেপে ধরল।

'দক্ষিণ-পশ্চিম দিকে ঘোরান।...'

'এখানে রীফ্‌ আছে ম্যাডাম।'

'চোপ! সেটা আপনার দেখার কথা নয়!.. দ্বীপ বাঁয়ে রেখে চলুন।'

পরাবৃত্ত-যন্ত্রের জাফরিকাটা মিনারটার দিকে সে ছুটে গেল। সামনের দিক থেকে একরাশ জল তোড়ে ডেক-এর ওপর দিয়ে গড়িয়ে যেতে মাদাম লামোল ঢাকা পড়ে গেল, তাল সামলাতে না পেরে পড়ে গেল। একজন নাবিক যখন তাকে ধরে ফেলল তখন সে ভিজে একসা হয়ে গেছে, রাগে গরগর করছে। লোকটার হাত ছাড়িয়ে সে মিনার বয়ে উঠতে লাগল।

দ্বীপে অগ্নিকাণ্ডের ধোঁয়ার মাথা ছাড়িয়ে অনেক ওপরে জ্বলজ্বল করছে একটা চোখধাঁধানো তারা — বড় পরাবৃত্ত-যন্ত্রটা কাজ করছে, 'আরিজোনার' সন্ধান করে চলছে।

মাদাম লামোল ঠিক করল লড়াইয়ে নামবে। মিনার থেকে বহু মাইল ব্যাস জুড়ে এই রশ্মির বিস্তার, অতএব অমনিতেই তার হাত থেকে কোন নিস্তার নেই। রশ্মিটা কয়েক মিনিটের মধ্যে আড়াইশ' মাইলের একটা বৃত্ত এঁকে প্রথমে তারার গায়ে, দিগন্তের বুকে ছটফটিয়ে বেড়াল। কিন্তু এখন হন্যে হয়ে সমুদ্রের

পশ্চিম অংশটা হাতড়ে বেড়াচ্ছে, যেখানে ঢেউয়ের মাথা ছুঁয়ে গেল সমুদ্রের সে জায়গায় ঘন বাষ্পের কুণ্ডলী উঠতে লাগল।

দ্বীপটাকে মাইল সাতেক তফাতে রেখে 'আরিজোনা' পুরোদমে ছুটে চলেছে। সমুদ্রের জল মাস্তুল পর্যন্ত ফুঁসে উঠছে, ডুব দিতে দিতে পরক্ষণেই সে ঢেউয়ের মাথায় একটা মোচার খোলার মতো লাফিয়ে উঠছে। ঠিক সেই মুহূর্তেই বোটের পেছনের অংশের মিনার থেকে মাদাম লামোল দ্বীপ লক্ষ্য করে রশ্মি দিয়ে পাল্টা আঘাত হানল। দেখতে দেখতে দ্বীপের কোথাও কোথাও কাঠের দালানকোঠা দাউ দাউ করে জ্বলতে শুরু করল। যেন কোনে বিশাল হাপরের হাওয়ায় ঊর্ধ্বে আকাশে উৎক্ষিপ্ত হল ফুলকির ফুলঝুরি। কালিমায় ঢাকা বিক্ষুব্ধ মহাসাগরের সর্বাঙ্গে ছড়িয়ে পড়ল সেই অগ্নিদাহের রক্তিমাভা। অবশেষে 'আরিজোনা' যখন একটা ঢেউয়ের মাথায় উঠেছে, এমন সময় দ্বীপ থেকে তার ছায়ামূর্তি নজরে পড়ল — এবারে ওপর থেকে নীচে আঁকাবাঁকা রেখায় ঘা মারতে মারতে জ্বলন্ত সাদা ছুঁচটা নেচে চলল তার চারধারে, ক্রমেই এগিয়ে আসতে আসতে একেবারে কাছে চলে এলো, কখনও পাছ-গলুইয়ের পেছনে কখনও বা মোটর-বোটের মুখের সামনে পড়তে লাগল।

জোইয়ার মনে হল চোখধাঁধানো তারাটা যেন সরাসরি তার চোখে এসে বিঁধছে। এদিকে সে নিজেও তার যন্ত্রের নল উঁচিয়ে দূরের মিনারের ওই তারাটা বেঁধার চেষ্টা করে চলল। ক্ষিপ্ত গুঞ্জন তুলল 'আরিজোনার' প্রপেলারগুলো, ঢেউয়ের গা থেকে পিছলে মোটর-বোট মুখ গুঁজে পড়তে শুরু করল, তার পেছন দিকটা ওপরে উঠে গেল। সেই মুহূর্তে দ্বীপের রশ্মিটা হাতড়ে হাতড়ে লক্ষ্য খুঁজে পেয়ে সাঁ করে ঊর্ধ্বে উঠল, দপ্‌দপ্‌ করে ঠিক যেন দূরত্ব মাপতে মাপতে এতটুকু ইতস্তত না করে মোটর-বোটের গায়ে এসে পড়তে লাগল। জোইয়া চোখ বুজল। বোটের যারা যারা এই দ্বন্দ্বযুদ্ধ প্রত্যক্ষ করছিল সেই মুহূর্তে তাদের সকলেরই বুকের রক্ত নিশ্চয় জমে হিম হয়ে গিয়েছিল।

জোইয়া যখন চোখ খুলল তখন দেখতে পেল তার সামনে জলরাশির প্রাচীর — 'আরিজোনা' আবার গড়িয়ে পড়েছে জলের

অতল গহ্বরে। 'এখনও মরণ হয় নি,' জোইয়া মনে মনে ভাবল। যন্ত্র থেকে সে হাত সরিয়ে নিল, অসহায় ভাবে দু'দিকে ঝুলে পড়ল তার দুটো হাত।

'আরিজোনা' যখন আবার ঢেউয়ের মাথায় উঠতে শুরু করল তখন বোঝা গেল কেন মৃত্যু এড়ানো তাদের পক্ষে সম্ভব হয়েছে। বিশাল বিশাল কালো মেঘে সমস্ত দ্বীপ আর মিনারটা ছেয়ে যাচ্ছে — সম্ভবত তেলের ট্যাঙ্ক ফেটে গেছে। ধোঁয়ার পর্দায় ঢাকা পড়ে যাওয়ায় 'আরিজোনা' এখন নির্বিঘ্নে চলে যেতে পারে।

জোইয়া জানে না বড় পরাবৃত্ত-যন্ত্রটা সে ভাঙতে পেরেছে কিনা, নাকি কেবল ধোঁয়ার আড়াল আছে বলেই সেটাকে দেখা যাচ্ছে না। কিন্তু এখন আর কিসে কী আসে যায়?... অতি কষ্টে সে মিনার থেকে নামল। দড়িদড়া ধরে ধরে কেবিনে গিয়ে পৌঁছুল। সেখানে নীল পর্দার আড়ালে শুয়ে ছিল জান্‌সেন — ভারী নিঃশ্বাস ফেলছিল। ধপ্ করে একটা আরাম চেয়ারে বসে পড়ে জোইয়া মোম লাগানো দেশলাইয়ের কাঠি জ্বালিয়ে সিগারেট ধরাল।

'আরিজোনা' উত্তর-পশ্চিম দিকে চলেছে। বাতাস সামান্য পড়ে এসেছে, কিন্তু সমুদ্র এখনও অশান্ত। গারিনের সঙ্গে যোগাযোগের চেষ্টায় 'আরিজোনা' দিনের মধ্যে অনেকবার করে পূর্বনির্ধারিত সংকেত পাঠিয়ে চলল। সারা পৃথিবী জুড়ে লক্ষ লক্ষ বেতার গ্রাহক যন্ত্রের শ্রোতারা শুনতে পেল জোইয়ার কণ্ঠস্বর: 'আমরা কী করব? কোথায় যাব? আমরা অমুক অক্ষাংশে ও অমুক দ্রাঘিমাংশে আছি। আপনার নির্দেশের অপেক্ষায় আছি।'

সমুদ্রগামী যে-সমস্ত স্টীমারের বেতারে এই বার্তা ধরা পড়ল, তারা 'সমুদ্রের বিপদ' 'আরিজোনা' যেখানে আবার দেখা দিয়েছে সে জায়গা থেকে দূরে সরে যাওয়ার জন্য ব্যস্ত হয়ে পড়ল।

একশ উনিশ

তেল পুড়ে ধোঁয়ার মেঘ উঠছে — তার আড়ালে ঢাকা পড়ে গেছে সুবর্ণ দ্বীপ। ঝড়ঝঞ্ঝার পর সমুদ্র শান্ত হয়ে এসেছে, কালো

ধোঁয়ার রাশি সমুদ্রের বুকে কয়েক মাইল জুড়ে বিশাল ছায়া বিস্তার করে নির্মেঘ আকাশের দিকে উঠে যাচ্ছে।

দ্বীপে প্রাণের কোন চিহ্ন নেই — শুধু এলিভেটরের কোদালগুলো বরাবরের মতো অবিরাম ক্যাঁচকোঁচ আওয়াজ করে চলেছে।

এর পর নীরবতা ভেদ করে উঠল একটা বাজনা — মৃদু আনুষ্ঠানিক মার্চের বাজনা। ধোঁয়ার আবছা কুয়াশার ভেতর দিয়ে চোখে পড়ে শ' দুয়েক লোক — তারা চলেছে মাথা উঁচু করে, তাদের কঠিন চোখে মুখে দৃঢ় প্রত্যয়ের ছাপ। সামনে চার জন লোক লাল পতাকায় মুড়ে কিছু একটা জিনিস কাঁধে বয়ে নিয়ে চলেছে। যে উঁচু শিলার ওপর বড় পরাবৃত্ত-যন্ত্রের মিনারটা দাঁড়িয়ে ছিল তারা সেখানে গিয়ে উঠল, মিনারের পায়ের কাছে তাদের লম্বা আকারের বোঝাটা নামিয়ে রাখল।

সেটা ছিল ইভান গুসেভের মৃতদেহ। গতকাল 'আরিজোনার' সঙ্গে যুদ্ধের সময় সে মারা গেছে। বিড়ালের মতো গুড়ি মেরে বাইরে থেকে মিনারের জাফরিকাটা গা বেয়ে সে ওপরে উঠে গিয়েছিল, বড় পরাবৃত্ত-যন্ত্র চালিয়ে বিশাল বিশাল ঢেউয়ের মাঝখানে 'আরিজোনার' সন্ধান করেছিল।

সেই সময় 'আরিজোনা' থেকে জ্বলন্ত আগুনের একটা কিরণ দ্বীপের বুকে নৃত্য করতে করতে দালানকোঠা জ্বালিয়ে দিয়ে গেল, কেটে ফেলে দিল যত ল্যাম্পপোস্ট আর গাছপালা। 'হারামজাদী,' যন্ত্রের নলটা সে দিক ঘোরাতে ঘোরাতে ফিসফিস করে সে বলল। তারাশ্‌কিনের কাছে পড়াশুনা করার সময় যেমন করত, এক্ষেত্রেও তেমনি নানা রকম বুকনি ছেড়ে সে মনোবল সঞ্চার করতে লাগল।

অবশেষে 'আরিজোনাকে' সে ফোকাসের মধ্যে ধরে ফেলল, 'আরিজোনার' পেছনে ও সামনে জলের গায়ে রশ্মির আঘাত হানতে হানতে কোণটা ছোট করে আনল। জ্বলন্ত তেলের ট্যাঙ্কের ধোঁয়ায় কাজের ব্যাঘাত ঘটতে লাগল। এমন সময় 'আরিজোনার' রশ্মিটা একটা চোখধাঁধানো তারায় রূপান্তরিত হল, ঝলক মেরে

হ্বল ফুটিয়ে দিল ইভানের চোখে। রশ্মিতে এফোঁড় ওফোঁড় হয়ে ইভান বড় পরাবৃত্ত-যন্ত্রের আধারের ওপর ঢলে পড়ল।

'শান্তিতে ঘ্বমোও ইভান, বীরের মৃত্যু হয়েছে তোমার,' শেল্‌গা বলল। ইভানের দেহের সামনে নতজান্ব হয়ে বসে পড়ে লাল পতাকার ঢাকনার প্রান্তটা তুলে বালকের কপালে সে চুম্ব খেল।

তূরী বেজে উঠল, দ্বশ' লোকের কণ্ঠে ধ্বনিত হল 'ইণ্টারন্যাশনাল'।

এর কিছ্বক্ষণ পরে কালো ধোঁয়ার কুণ্ডলী ভেদ করে আকাশে উঠল শক্তিশালী দ্বই ইঞ্জিনের একটা এরোপ্লেন। অনেক ওপরে ওঠার পর পশ্চিম দিকে মোড় নিল।

একশ কুড়ি

'আপনার সমস্ত আজ্ঞা পালন করা হয়েছে হ্বজ্বর।'

চাবি দিয়ে দরজা বন্ধ করে গারিন একটা চেপ্‌টা ব্বককেসের দিকে এগিয়ে গিয়ে তার ডান পাশের গায়ে হাত ব্বলাল।

'চোরা দরজার বোতামটা বাঁ দিকে হ্বজ্বর,' সচিব বাঁকা হাসি হেসে বলল।

গারিন দ্রুত চোখ মেলে অদ্ভুত দৃষ্টিতে তাকাল তার দিকে। বোতাম টিপতে ব্বককেসটা নিঃশব্দে এক পাশে সরে গিয়ে প্রাসাদের গোপন কতকগ্বলো ঘরের সংকীর্ণ প্রবেশপথ খ্বলে দিল।

'আস্বন,' সচিবকে প্রথমে ভেতরে ঢুকতে বলল গারিন। সচিবের ম্বখ পাণ্ডুর হয়ে গেল। গারিন ম্বখে হিমশীতল সৌজন্যের ভাব ফুটিয়ে সচিবের কপাল বরাবর রশ্মি-রিভল্‌ভারের নল তুলল। 'আজ্ঞা মেনে নেওয়াটাই বেশি ব্বদ্ধিমানের কাজ হবে না কি সচিব মশাই?'

ক্যাপ্টেনের কেবিনের দরজা হাঁ করে খোলা। বাঙ্কে শুয়ে আছে জান্‌সেন।

মোটর-বোট এখন বিশেষ নড়াচড়া করছে না। নিস্তব্ধতার মধ্যে শোনা যাচ্ছে তার গায়ে তরঙ্গ আছড়ে পড়ার আওয়াজ।

জান্‌সেনের সাধ পূর্ণ হয়েছে — আবার সে সাগরের বুকে একা মাদাম লামোলের সঙ্গে। সে বুঝতে পারছিল যে মরতে চলেছে। কয়েক দিন ধরে সে মৃত্যুর সঙ্গে যুঝল — গুলি পেট ঝাঁঝরা করে বেরিয়ে গেছে — শেষকালে সে হাল ছেড়ে দিল। খোলা দরজা দিয়ে ভেসে আসছে অনন্তের নিঃশ্বাস-প্রশ্বাস, জান্‌সেন তাকিয়ে রইল আকাশের তারার দিকে।

আকাশের তারার গায়ে ছায়া ফেলে বাইরে থেকে এসে ঢুকল মাদাম লামোল। জান্‌সেনের ওপর ঝুঁকে পড়ে ফিসফিস করে সে জিজ্ঞেস করল কেমন আছে। জান্‌সেন উত্তরে চোখের পাতা নাড়াল — জোইয়ার বুঝতে বাকি রইল না যে সে তাকে বলতে চায়: 'তুমি আমার সঙ্গে আছ — তাতেই আমি সুখী।' খাবি খেতে খেতে কয়েকবার তার বুক ভীষণভাবে ওঠাপড়া করতে লাগল — তাই দেখে জোইয়া তার শয্যার পাশে এসে বসল। স্থির হয়ে বসে রইল সে। হয়ত বিষণ্ণ কিছু চিন্তা তার মাথার ভেতরে ঘুরে বেড়াতে লাগল।

'বন্ধু আমার, আমার একমাত্র বন্ধু,' হতাশায় ভেঙে পড়ে মৃদুকণ্ঠে সে বলল, 'পৃথিবীতে একমাত্র তুমিই আমায় ভালোবেসেছিলে। একমাত্র তোমার কাছেই আমার দাম ছিল। তুমি চলে যাবে।... উঃ কী ঠাণ্ডা, কী ঠাণ্ডা!...'

জান্‌সেন উত্তর দিল না, শুধু চোখের পাতা নেড়ে যেন তার কথার সমর্থনে বলতে চাইল যে ঠাণ্ডা নেমে আসছে। জোইয়া দেখতে পেল তার নাকটা তীক্ষ্ণ হয়ে উঠল, ঠোঁটে ফুটে উঠল ম্লান হাসি। এই কিছুক্ষণ আগেও জ্বরের তাপে তার গাল রক্তাভ হয়ে উঠেছিল, এখন দেখাচ্ছে মোমের মতন। আরও বেশ কিছুক্ষণ সে অপেক্ষা করল, তারপর তার হাতে ঠোঁট ছোঁয়াল। তখনও সে

বেঁচে আছে। ধীরে ধীরে সে চোখ খুলল, দুই ঠোঁট ফাঁক করে কী যেন বলল। জোইয়ার মনে হল সে যেন বলল, 'বেশ।'

তারপর তার মুখ বিকৃত হয়ে গেল। জোইয়া মুখ ফিরিয়ে নিল, সন্তর্পণে নীল পর্দা নামিয়ে দিল।

একশ বাইশ

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সবচেয়ে রুচিসম্পন্ন ব্যক্তি, একান্ত সচিব শীতল আড়ষ্ট হাতের আঙুলে গালিচা আঁকড়ে ধরে উপুড় হয়ে পড়ে আছে। সে সঙ্গে সঙ্গে মারা গেছে — এতটুকু চিৎকার করার পর্যন্ত অবকাশ পায় নি। গারিন কম্পিত অধরোষ্ঠ কামড়াতে কামড়াতে ধীরেসুস্থে রশ্মি-রিভল্‌ভার পকেটে গুঁজল। তারপর সে এগিয়ে গেল ইস্পাতের একটা নীচু দরজার দিকে — দরজার গায়ের তামার চাকতিতে তার জানা কতকগুলো অক্ষরের সংমিশ্রণ ঘোরাল — দরজা খুলে গেল। এবারে সে যে ঘরটার ভেতরে ঢুকল সেটা ফেরোকংক্রিটের তৈরি, ঘরে কোন জানলা নেই।

ঘরটা একাধিপতির ব্যক্তিগত সিন্দুকবিশেষ। কিন্তু সোনাদানা কিংবা দামী কাগজপত্রের বদলে এখানে যা ছিল তার দাম গারিনের কাছে আরও অনেক বেশি — এখানে ছিল গারিনের তৃতীয় আরেক নকল। ব্যারন কর্ফ নামে এই প্রবাসী রুশীটি অর্থের বিনিময়ে নিজেকে বেচে দিয়েছে। ইউরোপ থেকে এনে তাকে প্রথমে রাখা হয়েছিল সুবর্ণ দ্বীপে, পরে রাখা হয়েছে এখানে — প্রাসাদের গুপ্তকক্ষে।

ব্যারন বসে ছিল নরম চামড়ার গদি-আঁটা একটা আরাম-চেয়ারে, তার পাদুটো সামনের একটা সোনার কাজ করা ছোট্ট টেবিলের ওপর তোলা, টেবিলে কতকগুলো পাত্রে নানা রকমের ফলমূল আর মিষ্টি রাখা (পান করার নিষেধাজ্ঞা ছিল তার ওপর)। মেঝেয় গড়াগড়ি যাচ্ছে কতকগুলো বই — ইংরেজি রহস্যরোমাঞ্চ উপন্যাস। একঘেয়েমিবশত কিছু করার না থাকায় ব্যারন কর্ফ তার চেয়ার থেকে গজ তিনেক দূরে টেলিভিশনের

গোল পর্দার ওপর মুখ থেকে থু থু করে চেরীফলের বীচি ছুঁড়ে ফেলছে।

'শেষকালে এলেন তাহলে', গারিন ভেতরে ঢুকতে অলস ভঙ্গিতে তার দিকে ঘুরে সে বলল। 'কোন্ চুলোয় ছাই লাপাত্তা হয়ে গিয়েছিলেন?... আর কতকাল আমাকে এই চোরা কুঠুরিতে পচিয়ে মারবেন, শুনি? হা ভগবান, প্যারিসে গিয়ে যদি উপোস ক'রে থাকতে হয় সেও ভালো।...'

গারিন কোন উত্তর না দিয়ে পোশাকের ওপরকার ফিতেটা এক টানে খুলে ফেলল, যত রাজ্যের পদক আর রাজকীয় সম্মানচিহ্ন সমেত টেইল কোটটা খুলে ছুঁড়ে ফেলে দিল।

'জামাকাপড় ছাড়ুন।'

'কেন?' খানিকটা কৌতূহলী হয়ে ব্যারন কর্ফ জিজ্ঞেস করল।

'আপনার পোশাক-পরিচ্ছদগুলো দিন।'

'কী ব্যাপার?'

'আপনার পাসপোর্ট, সেই সঙ্গে অন্য সব কাগজপত্র।... আপনার দাড়ি কামানোর ক্ষুর কোথায়?'

গারিন ড্রেসিং টেবিলের সামনে বসল। গালে সাবান না ঘষেই যন্ত্রণায় মুখ বিকৃত করে চটপট দাড়িগোঁফ কামিয়ে ফেলল।

'হ্যাঁ ভালো কথা, পাশের ঘরে একটা লোক পড়ে আছে। মনে রাখবেন, লোকটা হল আপনার একান্ত সচিব। তার অনুপস্থিতি লোকের চোখে পড়লে আপনি ইচ্ছে হলে বলতে পারেন যে গোপন কাজের ভার দিয়ে তাকে কোথাও পাঠিয়েছেন।... বুঝলেন?'

'বলি ব্যাপারটা কী?' গারিনের ছুঁড়ে দেওয়া ট্রাউজার লুফে নিতে নিতে প্রচণ্ড চিৎকারে ফেটে পড়ল ব্যারন কর্ফ।

'আমি এখান থেকে চোরাপথে পার্কে বেরিয়ে যাব — সেখানে আমার গাড়ি রাখা আছে। আপনি সচিবকে ফায়ার-প্লেসের ভেতরে লুকিয়ে রেখে আমার কাজের ঘরে চলে যাবেন। সঙ্গে সঙ্গে টেলিফোনে রোলিংকে ডাকবেন। আশা করি আমার একনায়কতন্ত্রের সমস্ত ব্যবস্থা এতদিনে আপনার সড়গড় হয়ে গেছে? প্রথমে আমি, তারপর আমার প্রধান সহকারী — গোপন পুলিশের কর্তা,

তারপর আমার দ্বিতীয় সহকারী — প্রচার বিভাগের কর্তা, তারপর আমার তৃতীয় সহকারী — প্ররোচনা বিভাগের কর্তা। তারপর আসছে তিনশ'জন সদস্যের গোপন পরিষদ, রোলিং যার প্রধান। আপনি যদি এখনও নেহাৎ একটা জড়দ্‌গবে পরিণত না হয়ে থাকেন তাহলে এতদিনে এসব কণ্ঠস্থ হয়ে যাওয়ার কথা।... ধুত্তোর ছাই, প্যাণ্ট খুলুন না!... আপনি টেলিফোনে রোলিংকে বলবেন যে আপনি, পিয়ের হ্যারি, সেনাবাহিনী ও পুলিশবাহিনীর প্রধানের কর্মভার গ্রহণ করছেন। আপনাকে গুরুতর লড়াইয়ে নামতে হবে, ভাই।'

'আচ্ছা, রোলিং যদি গলা শুনে ধরে ফেলে যে আপনি নয়, আমি কথা বলছি।...'

'ও, এই কথা! তাতে ওদের কী আসে যায়?... একজন একনায়ক থাকলেই হল।...'

'তাহলে, তাহলে দাঁড়াচ্ছে এই যে এই মুহূর্ত থেকে আমি পিওত্‌র পেত্রোভিচ গারিনে পরিণত হলাম?'

'সাফল্য কামনা করি। আপনার শাসনক্ষমতা পরিপূর্ণভাবে উপভোগ করুন। আমার লেখার টেবিলে সমস্ত নির্দেশ আছে।... আমি হাওয়া হয়ে যাচ্ছি।'

এই কিছুক্ষণ আগে গারিন যেমন চোখ টিপেছিল এবারেও তেমনি আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে তার নকল মূর্তির উদ্দেশ্যে চোখ টিপল, দরজার বাইরে অদৃশ্য হয়ে গেল।

একশ তেইশ

একা বন্ধ গাড়ি হাঁকিয়ে শহরের সদর রাস্তার ওপর দিয়ে যেতে না যেতেই গারিনের সমস্ত সন্দেহ ঘুচে গেল — তার আর বুঝতে বাকি রইল না যে সে সময় মতো সটকান দিয়েছে। শ্রমিক মহল্লা আর শহরের উপকণ্ঠে হাজার হাজার লোকের ভিড় গুঞ্জন তুলছে।... ইতিমধ্যেই কোথাও কোথাও বিপ্লবী নিশানের কাপড় পত্‌পত্‌ করছে।... রাস্তার আড়াআড়ি তাড়াতাড়ি করে ব্যারিকেড

খাড়া করা হয়েছে — উল্টে দেওয়া বাস, জানলা থেকে ছুঁড়ে দেওয়া আসবাবপত্র, বাড়িঘরের দরজা, ল্যাম্পপোস্ট, লোহার রেলিং উপকরণ হিশেবে কাজ করেছে।

গারিনের অভিজ্ঞ চোখে বুঝতে বাকি রইল না যে শ্রমিকেরা দস্তুরমতো সশস্ত্র।... মেশিনগান, হাতবোমা আর রাইফেল নিয়ে লরী চলেছে লোকজনের ভিড় কেটে।... নিঃসন্দেহে শেল্‌গার কাজ।... আর কয়েক ঘণ্টা আগে হলে গারিন বিদ্রোহীদের বিরুদ্ধে সেনাবাহিনী নামাতে এতটুকু ইতস্তত করত না। কিন্তু এখন সে শুধু 'একনায়ক নিপাত যাক! তিনশ' সদস্যের পরিষদ নিপাত যাক!' — এই শাপশাপান্ত ও চিৎকার চেঁচামেচির মধ্যে আরও নার্ভাস হয়ে এক্সিলেটরে চাপ দিয়ে গাড়ি ছুটিয়ে চলল।

পরাবৃত্ত-যন্ত্র শেল্‌গার হাতে। লোকে এই কথা জানে, অভ্যুত্থানকারীরা এই বলে চেঁচাচ্ছেও। শেল্‌গা এক বীররসাত্মক ঐকতানবাদন দলের পরিচালকের মতো বিপ্লব পরিচালনা করছে।

সোনা বিক্রির সময় গারিনের নির্দেশে যে-সমস্ত লাউডস্পীকার বসানো হয়েছিল সেগুলো এখন তারই বিরুদ্ধে ব্যবহার করা হচ্ছে — সরবে ব্যাপক অভ্যুত্থানের সংবাদ সর্বত্র জানিয়ে দেওয়া হচ্ছে।

নকল গারিন পিওত্র পেত্রোভিচের সমস্ত প্রত্যাশা ছাড়িয়ে গেল — দৃঢ় প্রত্যয়ের সঙ্গে সে কাজ শুরু করে দিয়েছে — এমনকি কোন কোন ক্ষেত্রে তাকে সফলও বলা যেতে পারে। তার বাছাই করা সৈন্যবাহিনী ব্যারিকেডের ওপর ঝটিকা আক্রমণ চালাল। পুলিশবাহিনী এরোপ্লেন থেকে গ্যাসবোমা ছুঁড়তে লাগল। ঘোড়সওয়ার বাহিনী রাস্তার মোড়ে মোড়ে লোকজনের ওপর তলোয়ার চালিয়ে পথ পরিষ্কার করল। বিশেষ বাহিনীর লোকজন বাড়িঘরের দরজার তালা ভেঙে শ্রমিকদের বাসগৃহে ঢুকে পড়ে যাকে সামনে পেল তারই প্রাণনাশ করল।

কিন্তু অভ্যুত্থানকারীরা অটল। অন্যান্য শহরে, বড় বড় শিল্পকেন্দ্রগুলোতে তারা দৃঢ় সঙ্কল্প নিয়ে আক্রমণে নামল। দিনের মাঝামাঝি সময় নাগাদ সারা দেশে ছড়িয়ে পড়ল বিদ্রোহের দাবানল।

গাড়ির ষোল সিলিণ্ডার ইঞ্জিন থেকে যতটা সম্ভব গতিবেগ গারিন নিংড়ে বার করল। মফস্বল শহরগ্নলোর রাস্তায় শ্নয়োর ও কুকুরের গায়ে ধাক্কা দিয়ে, হাঁস-ম্নরগী চাপা দিয়ে ঝড়ের বেগে ছ্নটে চলল তার গাড়ি। পথচারীরা চোখ বড় বড় করে তাকিয়ে দেখার অবকাশ পেতে না পেতে একনায়কের ধ্নলিধ্নসরিত বিরাট কালো গাড়িটা গর্জন তুলে আকারে ছোট হতে হতে মোড়ের আড়ালে অদ্ৃশ্য হয়ে যায়।...

ট্যাঙ্কে পেট্রোল ভরা ও রেডিয়াটরে জল ভরার জন্য মাত্র কয়েক মিনিট তাকে থামতে হল।... সারা রাত ধরে ছ্নটে চলল।

পর দিন সকালেও একনায়কের ক্ষমতার উৎখাত হয় নি। আগ্নেয় বোমায় রাজধানী দাউ দাউ করে জ্বলছে, রাস্তায় রাস্তায় পঞ্চাশ হাজার মতো ম্ৃতদেহ গড়াগড়ি যাচ্ছে। 'ব্যারনের কাণ্ড দেখ!' লাউডস্পীকারের ঘড়ঘড় গলায় এই সংবাদ শ্ননে গারিন ম্নচকি হেসে মনে মনে বলল।

পর দিন পাঁচটার সময় তার গাড়ি লক্ষ্য করে গ্নলি ছোঁড়া হল।...

সাতটার সময় কোন এক ছোট শহরের ওপর দিয়ে ঊর্ধ্বশ্বাসে গাড়ি ছ্নটিয়ে যেতে যেতে সে কিছ্ন বিপ্লবী পতাকা আর সেই সঙ্গে একদল মান্নষকে গান গাইতে দেখল।

দ্বিতীয় দিন সারা রাত সে গাড়ি ছোটাল পশ্চিমে — প্রশান্ত মহাসাগরের দিকে। ভোরবেলায় পেট্রোল ঢালতে ঢালতে অবশেষে সে লাউডস্পীকারের কালো চোঙের ভেতর দিয়ে শ্ননতে পেল শেল্গার স্নপরিচিত কণ্ঠস্বর:

'জয়, আমাদের জয়!... কমরেডরা, ভয়ঙ্কর হাতিয়ার পরাব্ৃত্ত-যন্ত্র আমার হাতের ম্নঠোয়।...'

কথাগ্নলো শেষ পর্যন্ত না শ্ননে দাঁতে দাঁত ঘসতে ঘসতে গারিন গাড়ি ছ্নটিয়ে এগিয়ে চলল। বেলা দশটার সময় বড় রাস্তার পাশে প্রথম পোস্টারটা তার নজরে পড়ল। প্লাইউডের একটা পাতের ওপর বড় বড় অক্ষরে লেখা আছে:

'কমরেডরা, একনায়ককে জ্যান্ত ধরা হয়েছে। কিন্তু

দেখা যাচ্ছে এই একনায়ক গারিনের নকলমূর্তি, জাল একনায়ক। পিওত্র গারিন গা ঢাকা দিয়েছে। সে পশ্চিমের দিকে পালাচ্ছে।... কমরেডরা, সতর্ক থাকুন, একনায়কের গাড়ি আটকান। (অতঃপর গাড়ির বর্ণনা।) গারিন যেন বিপ্লবী আদালতের বিচার থেকে রেহাই না পায়।'

বেলা যখন দুপুর হয়ে এসেছে তখন গারিন লক্ষ করল একটা মোটরসাইকেল তাকে অনুসরণ করছে। গুলির আওয়াজ সে শুনতে পেল না, কিন্তু তার মাথার কয়েক ইঞ্চি ওপরে উইন্ডস্ক্রিনের গায়ে গুলির গর্ত ও তার চারপাশে ফাটল দেখা গেল। মাথার পেছনটা শিরশিরিয়ে উঠল। ইঞ্জিন থেকে যতখানি সম্ভব গ্যাস বার করে সে একটা টিলা পেরিয়ে বনজঙ্গলে ঢাকা পাহাড়ের দিকে মোড় নিল। একঘণ্টার মধ্যে গিরিখাতে গিয়ে পড়ল। ইঞ্জিন অতিরিক্ত গরম হয়ে উঠতে গোলমাল শুরু করে দিল, বন্ধ হয়ে গেল। গারিন লাফ দিয়ে বাইরে নেমে স্টিয়ারিং ঘুরিয়ে গাড়ি ঢাল বয়ে নীচে ছেড়ে দিল, তারপর অনেক কষ্টে পা টেনে টেনে খাড়া চড়াই বেয়ে পাইন বনে গিয়ে উঠল।

ওপর থেকে সে দেখতে পেল বড় রাস্তা ধরে তিনটে মোটরসাইকেল ছুটে আসছে। পেছনেরটা থামল। আদুল গা, সশস্ত্র একজন লোক মোটরসাইকেল থেকে নেমে ঝুঁকে পড়ল খাদের ওপর, যেখানে একনায়কের ভাঙাচোরা গাড়িটা গড়াগড়ি যাচ্ছে।

বনের ভেতরে ঢুকে পিওত্র পেত্রোভিচ প্যান্ট আর গেঞ্জি ছাড়া তার সমস্ত জামাকাপড় খুলে ফেলল, জুতোর চামড়া জায়গায় জায়গায় কেটে ফেলল, তারপর পায়ে হেঁটে যাত্রা করল কাছের রেল স্টেশনের দিকে।

চারদিনের দিন সে লস-এঞ্জেলেসের কাছাকাছি সমুদ্রতীরের এক পোড়ো কুঠিবাড়িতে এসে পৌঁছুল। সেখানে যে-কোন মুহূর্তে ওড়ার জন্য তৈরি হয়ে শূন্যে ঝুলছিল তার ডিরিজাব্‌ল-বেলুন।

একশ চব্বিশ

মেঘমুক্ত আকাশে প্রভাত-আলোর উদয় হল। গোলাপী বাষ্প উঠছে সমুদ্রের বুক থেকে। গণ্ডোলার জানলার ভেতর থেকে ঝুঁকে পড়ে বাইনোকুলর চোখে অনেক নীচে মোচার খোলের মতো মোটর-বোটটা খুঁজে বার করতে গারিনের কষ্টই হল। দর্পণের মতো স্থির জলের বুকে 'আরিজোনা' দুলছে, হাল্‌কা কুয়াশার আস্তরণ ভেদ করে চকচক করছে।

ডিরিজাব্‌ল নামতে শুরু করল। প্রভাত-সূর্যের কিরণে ঝিলিক দিতে লাগল বেলুনের সর্বাঙ্গ। মোটর-বোট থেকে বেলুন চোখে পড়তে সেখানে পতাকা তোলা হল। গণ্ডোলা জল স্পর্শ করতে 'আরিজোনা' থেকে একটা জালিবোট বেরিয়ে এলো। জালিবোটের হাল ধরে ছিল জোইয়া। তার চোখমুখ এমন বসে গেছে যে গারিন তাকে দেখে প্রায় চিনতেই পারে না। লাফ দিয়ে জালিবোটে উঠে এমন হাসি হাসি মুখে জোইয়ার পাশে এসে বসে তার হাতে মৃদু চাপড় মারল যেন কিছুই হয় নি।

'তোমাকে দেখতে পেয়ে খুশি হলাম। লক্ষ্মীটি, মন খারাপ করো না। আমরা ব্যর্থ হয়েছি — তাতে কী? আবার নতুন করে লাগা যাবে! আরে অমন মুখ ভার করে বসে আছে কেন?'

জোইয়া ভুরু কুঁচকে মুখ ঘুরিয়ে নিল — গারিনের মুখ দেখতে ইচ্ছে হচ্ছিল না তার।

'আমি এই মাত্র জান্‌সেনকে কবর দিয়ে এলাম। আমি ক্লান্ত। এখন আমার কাছে সব সমান — কিছুতেই কিছু আসে যায় না।'

দিগন্তরেখার ওপার থেকে সূর্য উঠল — নীল শূন্যদেশের মাথার ওপর লাফিয়ে উঠল লাল গোলকটা, কুয়াশা অপচ্ছায়ার মতো মিলিয়ে গেল। সূর্যকিরণের একটা টানা পথরেখা বেরিয়ে এলো, ঝলমল করতে লাগল সারি সারি তৈলাক্ত আলোক বিন্দু, তারই পটভূমিকায় 'আরিজোনার' তিনটে হেলানো মাস্তুল আর পরাবৃত্ত-যন্ত্রের জাফরিকাটা মিনারদুটো কালো ছায়ামূর্তি ফেলে দাঁড়িয়ে আছে।

'স্নানের ব্যবস্থা, খাওয়া আর বিছানা,' গারিন বলল।

একশ পঁচিশ

'আরিজোনা' সুবর্ণ দ্বীপের দিকে ফিরল। গারিন ঠিক করল অভ্যুত্থানকারীদের মর্মমূলে আঘাত হানবে — বড় পরাবৃত্ত-যন্ত্র আর খনি দখল করবে।

মোটর-বোটের মাস্তুলগুলো কেটে ফেলা হল, সামনের ও পেছনের দুটো পরাবৃত্ত-যন্ত্রকেই কাঠের তক্তা আর তেরপলের কাপড় দিয়ে গোপন করে রাখা হল — উদ্দেশ্য ছিল তরীর ভোল পাল্টে অলক্ষিতে সুবর্ণ দ্বীপের কাছাকাছি যাওয়া।

গারিনের আত্মবিশ্বাস আছে, সে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ, তাকে খুশি খুশি দেখাচ্ছে — আবার ফিরে এসেছে তার খোশমেজাজ।

জান্‌সেনের মৃত্যুর পর তরী পরিচালনার ভার নিয়েছে সারেঙ। পর দিন সকালে আকাশে পালকের মতো কিছু মেঘের টুকরো দেখতে পেয়ে সে শঙ্কিত হয়ে সেদিকে আঙুলি নির্দেশ করল। সেই মেঘ সমুদ্রের পূর্বপ্রান্ত থেকে দ্রুত ওপরে উঠতে উঠতে আকাশের প্রায় তিরিশ হাজার ফুট পর্যন্ত উঁচু অনেকখানি জায়গা ছেয়ে ফেলল। ঝড় এগিয়ে আসছে — বলা যায় না, টাইফুনও হতে পারে।

গারিন নিজের পরিকল্পনা নিয়ে মেতে আছে, তাই ক্যাপ্টেনের কথা শুনে সে তাকে চুলোয় পাঠিয়ে দিল।

'হুঃ টাইফুন! যত্ত সব আজেবাজে কথা। পুরো বেগে চালান।...'

আকাশ দ্রুত কালো মেঘে ছেয়ে যাচ্ছে — ক্যাপ্টেন মঞ্চ থেকে বিষণ্ণমুখে সেই দিকে তাকিয়ে হ্যাচওয়েগুলো বন্ধ করে দিতে বলল, জালিবোট এবং আরও যা যা জলে ভেসে যেতে পারে, সব ডেক-এর সঙ্গে ভালো করে আটকাতে বলল।

সমুদ্র রুদ্রমূর্তি ধারণ করল। দমকা হাওয়া বইতে শুরু করল, শিস দিয়ে আতঙ্ক সৃষ্টি করে আসন্ন বিপদের সতর্কবাণী জানিয়ে দিচ্ছে নাবিকদের। ঝড়ের অগ্রদূত হয়ে পালক আকৃতির যে মেঘের খণ্ডগুলো উঁচু উঁচু হয়ে জমেছিল তার জায়গায় এখন কুণ্ডলী পাকিয়ে নীচে গড়িয়ে চলেছে কালো মেঘের রাশি। বাতাস

ক্রমেই ভয়ঙ্কর হয়ে সমুদ্রকে বিক্ষুব্ধ করে তুলছে, বিশাল বিশাল ঢেউয়ের বুক তোলপাড় করে যাচ্ছে।

দেখতে দেখতে পুব দিক থেকে ভেড়ার লোমের মতো আলুথালু একখণ্ড কালো মেঘ ভেসে এলো — তার ভেতরটা সীসের মতো। বাতাসের ঝাপ্টা আরও ভীষণ হয়ে উঠল। ঢেউ ডেক-এর ওপর দিয়ে গড়িয়ে পড়তে লাগল। এখন আর ধূসর শীতল তরঙ্গমালা ভেঙে পড়ে লহরী সৃষ্টি করছে না — বাতাস তাদের মাথা থেকে আবরণ ছিনিয়ে নিয়ে জলকণার কুহেলী বিছিয়ে দিচ্ছে।

'নীচে চলে যান,' জোইয়া ও গারিনকে ক্যাপ্টেন বলল। 'আর পনেরো মিনিটের মধ্যে আমরা টাইফুনের ঠিক মাঝখানে গিয়ে পড়ব। ইঞ্জিন আমাদের বাঁচাতে পারবে না।'

টাইফুন তার সমস্ত শক্তি নিয়ে সক্রোধে ফেটে পড়ল 'আরিজোনার' ওপরে। মোটর-বোট জলের ভেতরে ডুব দিল, এপাশ ওপাশ দুলতে দুলতে তার তলদেশ পর্যন্ত ওপরে উঠে গেল, মাঝখানের লোহার পাতটা জলের বাইরে বেরিয়ে পড়ল, এবারে হাল বা ইঞ্জিনের বশ না মেনে ঘুরপাক খেতে খেতে কুণ্ডলীর পরিধি ক্রমেই ছোট করে এনে ধেয়ে গেল টাইফুনের কেন্দ্রস্থলে — যাকে জাহাজীরা বলে থাকে 'ফুটো'।

মাঝে মাঝে তিন মাইল পর্যন্ত ব্যাসের এই 'ফুটো'ই হল টাইফুনের ঘূর্ণীর কেন্দ্র। চৌহদ্দির মধ্যে সমতা বজায় রাখার উদ্দেশ্যে ঝঞ্ঝাবাত্যা তার শক্তি নিয়ে 'ফুটোর' চারধারের সমস্ত দিক থেকে ছুটে বের হয়।

এই রকমই একটা 'ফুটোর' মধ্যে পাক খেতে খেতে গিয়ে পড়ছিল অসহায় মোচার খোলের মতো 'আরিজোনা'।

ডেক-এর ওপর কালো মেঘের ঢল নামল। ঘনিয়ে এলো রাতের অন্ধকার। তরণীর পাশগুলো মড়মড় করে উঠল। লোকে ধাক্কা সামলানোর জন্য হাতের কাছে যা পেল তা-ই আঁকড়ে ধরল। ক্যাপ্টেন নিজেকে মঞ্চের রেলিং-এর সঙ্গে বাঁধার হুকুম দিল জাহাজীদের।

ঢেউয়ের একটা চূড়া 'আরিজোনাকে' কাত করে পাহাড়সমান

উঁচুতে তুলে অতল গহ্বরের মধ্যে পাক মেরে ফেলে দিল। অকস্মাৎ সকলে গিয়ে পড়ল চোখধাঁধানো সূর্যের আলোর মধ্যে — মুহূর্তের জন্য বাতাস যেন থেমে গেছে, আর তরল কাচের মতো স্বচ্ছ সবুজ ঝলমলে দশতলা সমান বিশাল বিশাল ঢেউ কান ফাটানো ছলাত ছলাত আওয়াজে একে অন্যের গায়ে ধাক্কা খাচ্ছে — মনে হয় যেন স্বয়ং সাগরাধিপতি বরুণদের তাণ্ডবে মেতে উঠে জলের বুকে হাতের চাপড় মারছেন।

এই হল সেই 'ফুটো' — টাইফুনের সবচেয়ে বিপজ্জনক জায়গা। এখানে বায়ুপ্রবাহ খাড়া হয়ে প্রবল বেগে ঊর্ধ্বে ধাবিত হওয়ার সময় তিরিশ হাজার ফুট উঁচুতে জলীয় বাষ্পকণা বয়ে নিয়ে যায়, সেখানে গিয়ে পালকের আকারের মেঘের পর্দা হয়ে ছড়িয়ে পড়ে — টাইফুনের পূর্বাভাস সূচনা করে।

ঢেউয়ের তোড়ে 'আরিজোনার' ডেক থেকে সব ভেসে চলে গেল — জালিবোট, পরাবৃত্ত-যন্ত্রের মিনারদুটো, চিমনি, ক্যাপ্টেনের মঞ্চ এবং সেই সঙ্গে ক্যাপ্টেনেরও কোন চিহ্ন রইল না।

অন্ধকার আর ঘূর্ণীঝড়ে পরিবৃত হয়ে 'ফুটোটা' প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড ঢেউয়ের ভিড়ের মাথায় 'আরিজোনাকে' টানতে টানতে সমুদ্রে ছোটাছুটি করছে।

ইঞ্জিনগুলো জ্বলে গেছে, হাল ভেঙে গেছে।

'আর প্যারি না,' জোইয়া আর্তনাদ করে উঠল।

'ওঃ কী সাঙ্ঘাতিক!... এক সময় না এক সময় শেষ ত হবেই!' ভাঙা গলায় গারিন উত্তর দিল।

কেবিনের দেয়াল আর আসবাবপত্রের সঙ্গে ধাক্কা খেয়ে খেয়ে ওরা দু'জনেই ক্ষতবিক্ষত ও বিধ্বস্ত। গারিনের কপাল ফেটে গেছে। জোইয়া মেঝের সঙ্গে আঁটা খাটের পায়া ধরে মেঝেয় শুয়ে আছে। বুককেস থেকে পড়ে যাওয়া বইপুঁথি, বাক্স প্যাঁটরা, সোফার গদি, লাইফ বেল্ট, কমলালেবু, বাসনকোসনের ভাঙা টুকরোও ওই দু'জনের সঙ্গে সঙ্গে মেঝেতে গড়াগড়ি যাচ্ছে।

'গারিন আমি আর পারছি না, আমাকে বরং সমুদ্রে ফেলে দাও।'

ভয়ঙ্কর এক ধাক্কায় জোইয়ার হাতের মুঠো ফসকে গেল খাটের পায়া থেকে, সে গড়িয়ে পড়ল। গ্যারিন ডিগবাজী খেয়ে তাকে ডিঙিয়ে ওধারে পড়ল, দরজার গায়ে ধাক্কা খেল।

তারপর একটা মড়মড় আওয়াজ, হুড়মুড় করে যেন সব ভেঙে পড়ল। জল আছড়ে পড়ার ঘোর গর্জন, লোকজনের আর্ত চিৎকার। কেবিনটা আলগা হয়ে পড়ে গেল। প্রবল জলধারা ওদের দু'জনকে খপ করে চেপে ধরে ছুঁড়ে ফেলে দিল সবুজ রঙের শীতল জলরাশির অতল গর্ভে।

গ্যারিন যখন চোখ খুলল তখন দেখতে পেল তার নাকের ইঞ্চি চারেক দূরে বিশেষ এক জাতের ছোট্ট একটা কাঁকড়া অর্ধেকটা শরীর এক ঝিনুকের খোলের মধ্যে ঢুকিয়ে দিয়ে অবাক হয়ে চোখ বড় বড় করে তার দিকে তাকিয়ে দাঁড়া নাড়ছে। 'আচ্ছা, আমি তাহলে বেঁচে আছি...' অনেক চেষ্টা করে গারিন এটা বুঝতে পারল। কিন্তু তার পরও আরও অনেকক্ষণ উঠে বসার মতো শক্তি তার হল না। সে কাত হয়ে শুয়ে রইল বালির ওপর। তার ডান হাত জখম হয়েছে। যন্ত্রণায় চোখমুখ কুঁচকে শেষ পর্যন্ত অনেক চেষ্টায় পাদুটো গুটিয়ে উঠে বসল।

অদূরে দাঁড়িয়ে আছে একটা তালগাছ। ছিপছিপে কান্ডটা হেলে আছে, স্নিগ্ধ হাওয়ায় শিহরণ জাগছে তার পাতায় পাতায়। গারিন পায়ে ভর দিয়ে দাঁড়াল, টলতে টলতে এগিয়ে চলল। চারদিকে যতদূর দৃষ্টি যায় ছুটে চলেছে সূর্যের আলোয় ঢালা সবুজ-নীল তরঙ্গমালা, নীচু উপকূলের গায়ে আছাড় খেয়ে সশব্দে ফেটে পড়ছে।... গন্ডা কয়েক তালগাছ পাখার মতো চওড়া পাতা বাড়িয়ে ধরে আছে বায়ুপ্রবাহের দিকে। বালির ওপর এখানে সেখানে পড়ে আছে ভাঙা কাঠ আর বাক্সের কিছু টুকরো, কিছু ছেঁড়া কাপড় আর দড়িদড়া। সমস্ত মাঝিমাল্লা নিয়ে প্রবাল দ্বীপের রীফে ধাক্কা খেয়ে ভেঙে চুরমার হয়ে যাওয়ার পর 'আরিজোনার' অবশিষ্ট বলতে এই যা রয়ে গেছে।

গারিন খোঁড়াতে খোঁড়াতে দ্বীপের আরও ভেতরের দিকে চলল। অপেক্ষাকৃত উঁচু সেই জায়গাটা বেঁটে বেঁটে ঝোপঝাড় আর উজ্জ্বল সবুজ ঘাসে ছেয়ে আছে। সেখানে দু'হাত ছড়িয়ে চিত হয়ে পড়ে ছিল জোইয়া। গারিন উবু হয়ে বসে তার ওপর ঝুঁকে পড়ল, পাছে মৃত্যুর হিমশীতল স্পর্শ লাগে সেই ভেবে তার শরীর ছুঁয়ে দেখতে গারিনের সাহস হচ্ছিল না। কিন্তু জোইয়া বেঁচে ছিল, তার চোখের পাতা কাঁপতে লাগল, জমে যাওয়া ঠোঁটজোড়া ফাঁক হল।

সেই প্রবাল দ্বীপে বৃষ্টির জলের একটা ছোট্ট সরোবর ছিল — জল একটু তেতো স্বাদের, কিন্তু পান করা যায়। চড়ায় পাওয়া যায় শামুক ঝিনুক, ছোট ছোট কাঁকড়া, পলিপজাতীয় মাছ আর চিংড়িমাছ — এক কথায়, যা ছিল এক কালে আদিম মানুষের খাদ্য। তালগাছের পাতা দিয়ে পোশাক-পরিচ্ছদের কাজ সারা যেত, দুপুরের সূর্যের তাপ থেকে গা ঢাকা দেওয়া যেত।

নগ্ন মাটির বুকে নিক্ষিপ্ত দুটি নগ্ন নর-নারী কোন রকমে জীবন ধারণ করতে সক্ষম হয়েছিল।... প্রশান্ত মহাসাগরের ধু ধু জলরাশির মধ্যে হারিয়ে যাওয়া এই ছোট্ট দ্বীপটিতে তারা বসবাস করতে লাগল। কোন জাহাজ যে পাশ দিয়ে যাবে এবং তাদের দেখতে পেয়ে তুলে নেবে তার এতটুকু সম্ভাবনা পর্যন্ত ছিল না।

গারিন ঝিনুক-শামুক কুড়োয় কিংবা জামা দিয়ে মিঠে জলের সরোবরে মাছ ধরে। 'আরিজোনার' ধ্বংসাবশেষ থেকে যে-সমস্ত বাক্স এখানে ছিটকে এসে পড়েছিল, তারই একটির মধ্যে জোইয়া সুবর্ণ দ্বীপের প্রাসাদ আর প্রমোদ-মণ্ডপের খসড়া পরিকল্পনার ছবি-ছাপা বইয়ের একটি রাজসংস্করণের পাঁচশ' কপি পেয়ে যায়। ওই বইতেই পৃথিবীর অধীশ্বরী মাদাম লামোল-নির্দিষ্ট দরবারী শিষ্টাচার সংক্রান্ত আইন ও বিধান লিপিবদ্ধ ছিল।

সারাদিন ধরে তালপাতার পর্ণকুটিরের ছায়ায় বসে জোইয়া তার অতৃপ্ত বাসনার সৃষ্টি এই বইয়ের পাতা ওল্টায়। সোনার জলে ছাপা মরক্কো চামড়ায় বাঁধাই করা বাকি ঊনপঞ্চাশটা কপি

দিয়ে গারিন হাওয়া আটকানোর প্রাচীর খাড়া করেছে।

গারিন আর জোইয়ার মধ্যে কোন বাক্যবিনিময় নেই। কেনই বা থাকবে? কী নিয়ে কথা? তারা সারা জীবন নিঃসঙ্গ ছিল, এখন শেষকালে তারা পরিপূর্ণ নিঃসঙ্গতাই পেয়েছে।

দিন গুনতে গুনতে তারা গোলমাল করে ফেলল, শেষে বন্ধ হয়ে গেল তাদের দিন গোনা। দ্বীপের ওপর যখন ঝড়বাদল নেমে আসে তখন ছোট সরোবরটা বর্ষার টাটকা জলে ভরে ওঠে। কিন্তু মাসের পর মাস এমন চলে যখন আকাশে এক ফোঁটা মেঘ নেই, সূর্য দোর্দণ্ড প্রতাপে জ্বলছে। তখন পচাজল পান করা ছাড়া উপায় থাকে না।...

বলা যায় না হয়ত আজও গারিন আর জোইয়া সেই ছোট্ট দ্বীপটাতে শামুক ও ঝিনুক কুড়োচ্ছে। পেট পুরে খাওয়াদাওয়ার পর পাতা উল্‌টে দেখছে সেই সব রাজপুরীর আশ্চর্য সমস্ত নক্সা, যেখানে মর্মরপাথরের স্তম্ভ আর ফুলের কেয়ারির মাঝখানে মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে আছে তার অপূর্ব মর্মরমূর্তি। গারিন বালির ভেতরে নাক গুঁজে পড়ে আছে — তার গায়ের জ্যাকেটটা পচে গেছে, কোন রকমে পিঠ ঢাকা পড়ে কি পড়ে না — মৃদু নাসিকাধ্বনি করছে সে। সম্ভবত স্বপ্নে চিত্তাকর্ষক ঘটনা দেখে তাইতে বিভোর হয়ে আছে।

পাঠকদের প্রতি

বইটির বিষয়বস্তু, অনুবাদ ও অঙ্গসজ্জা বিষয়ে আপনাদের মতামত পেলে আমরা বাধিত হব।

আশা করি আপনাদের মাতৃভাষায় অনূদিত রুশ ও সোভিয়েত সাহিত্য আমাদের দেশের জনগণের সংস্কৃতি ও জীবনযাত্রা সম্পর্কে আপনাদের জ্ঞানবৃদ্ধির সহায়ক হবে।

আমাদের ঠিকানা:

'রাদুগা' প্রকাশন
১৭, জুবোভ্‌স্কি বুল্‌ভার
মস্কো ১১৯৮৫৯, সোভিয়েত ইউনিয়ন

'Raduga' Publishers
17, Zubovsky Boulevard
Moscow 119859, Soviet Union

Перевод сделан по книге:
А. Толстой. Гиперболоид инженера Гарина.
М. Издательство «Детская литература»,
1983г. (с учётом авторской обработки
для старшего школьного возраста).

আলেক্সেই তলস্তয় · গারিনের মারণরশ্মি

আলেক্সেই তল্‌স্তয়ের (১৮৮৩-১৯৪৫) 'গারিনের মারণরশ্মি' বিজ্ঞানভিত্তিক কল্প-উপন্যাস। উপন্যাসটি সোভিয়েত সাহিত্যের অন্যতম ক্ল্যাসিক-সৃষ্টি। প্রধান চরিত্র — প্রাণঘাতী রশ্মির উদ্ভাবক ইঞ্জিনিয়র গারিন বিশ্বপ্রভুত্বের অভিলাষী, পৃথিবীর অধিকাংশ মানুষকে মূক ক্রীতদাসে পরিণত করা তার স্বপ্ন।

তার সেই স্বপ্ন কি সফল হয়েছিল?